দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ—

পূর্ণিমা, ১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৭

প্রকাশক—

শ্রীশক্তি কুমার ভাদুড়ী

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর—

শ্রীকার্তিক চন্দ্র দে

নিউ মদন প্রেস

৯৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বাঁধাই—

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৬।১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দাম : ছয় টাকা মাত্র

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে—

কোষ্ঠীর ফলাফল

আমার কোষ্ঠীতে নাকি লেখা ছিল,—চিরজীবন ঘুরিয়া মরিতে হইবে। তরুণ বয়সে কথাটা বেশ লাগিয়াছিল,—উৎসাহ আগ্রহও আনিয়াছিল।

যৌবনে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া এমন চাকুরী স্বীকার করিলাম যে, অল্পদিন মধ্যেই কোষ্ঠীর ফল দল বাঁধিয়া দেখা দিতে লাগিল; আমি কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সবেগে সতের বৎসর নানাস্থানী হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। সথ্ মিটিলেও ফলের good luck (শুভদৃষ্টি) তখনো তুঙ্গী,—জল, স্থল, মরু, গিরি নির্বিশেষে সমান ফলিতে লাগিল। শেষে চীনের প্রাচীরে পায়চারি করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার মাটী মাড়াইয়া, রাজপুতানার মরুভূমি ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি—কোষ্ঠীখানি উইয়ের উদরস্থ হইয়াছে!

যাক্, আপদ গিয়াছে,—ফলের জড়্ মরিয়াছে,—বাঁচা গেল! সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া যেরূপ ফ্যালাও ভাবে ফল ফলিয়াছে, তাহাতে সহজেই বুঝিলাম—নিশ্চয়ই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া গিয়া থাকিবে; স্বর্গপ্রাপ্তির আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন Segregation camp-এ (ভিন্ন গোয়ালে) অপেক্ষা করাই সুবুদ্ধি-সঙ্গত।

কাশী আমাদের ভূস্বর্গ, আপাততঃ সেই স্বর্গে থাকাই বিধেয়। তাড়াতাড়ি যাহা জুটিল পেন্‌সন্ লইয়া, পাত্তাড়ী গুটাইয়া কাশী রওনা হইয়া পড়িলাম।

২

৺কাশীধামে বাসা বাঁধিতেছিলাম, ইচ্ছা—আর নড়াচড়া নয়, একবারে শিব হইয়া leave (ছুটী) লইব।

মানুষের স্পর্দ্ধা তাহাকে বুঝিতে দেয়না যে, তাহার নিজের ইচ্ছাই চরম নহে। পূর্ণিয়া হইতে পরমাত্মীয়দের জরুরী ডাক্ আসিল,—বিশেষ কাজ আছে!

অধিকার মত জগতের বহু বাহার আস্বাদন করিয়া কাশী আসিয়াছিলাম; এখন ধর্মকর্ম ছাড়া, অর্থাৎ আহার নিদ্রা ছাড়া যে আমার আর কোন কাজ থাকিতে পারে, তাহা মাথায় আসে নাই। যাহা হউক, কুটোকাটি পড়িয়া রহিল,—অপবর্গে পুনর্যাত্রা করিলাম।

পুর্ণিয়ায় পৌছিয়াই দেখি, সেই বিশেষ কার্যোপলক্ষে দেওঘর যাইবার পরোয়ানা প্রস্তুত! কি পাপ! "মরিয়া না মরে রাম—!"

নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার হইল নাকি! আবার যে ফল ধরে!

ব্রাহ্মণী পুর্ণিয়াতেই ছিলেন, তিনিই মুখপাত্রীরূপে (দুঃখদাত্রী বলা আইনে আটকায়) অগ্রবর্তিনী হইয়া বলিলেন,—"দেরী করলে ত' চলবে না, আর দিন নেই, শীগ্‌গির তয়ের হয়ে নাও।"

বলিলাম—"তয়ের হয়ে ত' অনেক দিন থেকেই রয়েছি, কেউ নেয় কই!" কথাটা বোধহয় তাঁহার ভাল লাগিল না, একটু বিরক্ত হইলেন,—কিন্তু তাগাদা বাহাল রহিল।

শুনিয়াছি সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir William Jones) সংস্কৃত শাস্ত্রে সেরা পণ্ডিত ছিলেন, আমাদের সকল শাস্ত্রই নাকি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত তাঁকে নূতন একটি শাস্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন যেটির নাম "অনটন" শাস্ত্র, এবং যা তাঁর দেখা ছিল না।

কার্য হইতে অবসর লইবার জন্য আমার ছটফটানি ধরিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি অসময়েই retire (সেলাম) করি। উদ্দেশ্য,—নূতন আর কিছু দেখিতেছি না, অবস্থা আর যোগ্যতা মত সব কাজই করিয়া দেখা হইয়াছে,—এখন কাশী গিয়া নিশ্চিন্তে শেষ কয়টা দিন কাটানো। কিন্তু অচিরেই পরমাত্মীয়েরা, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণী, বাত্‌লে দিলেন,—"ব্যাগার" বলিয়া যে বড়-কাজটি আছে, তাহার অন্ত নাই, এবং কেহ তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বুঝিলাম—"ব্যাগারের" জন্যই এখন বাঁচিতে হইবে! যথা—দুধটো উনানে বসানো রইল, দেখো উথ্‌লে না পড়ে,—আমি আহ্নিকটে সেরে নি। মাছগুলো না বিড়ালে নে'যায়,—গা' ধুয়ে আসি! নলীগোপালকে নিয়ে একটু খেলা কর',—

ও ভারি শান্ত ছেলে, আমি একবার চরিমতিদের বাড়ী যাচ্চি ;—তাদের গুরুপুত্তুর এসেছেন—হারমোনিয়া বাজিয়ে কি হরিনামই করচেন, পশুপক্ষীতে থির্ হয়ে শোনে!—এই শাঁখটা রইল, সন্ধ্যে হয়ে যায় ত' তিনবার ফুঁ দিও (অর্থাৎ ফুঁকো)—ইত্যাদি।

শাঁখটা শিঙ্গা হইলেও ভাল হইত, ফুঁকিতে পারিলে আরাম ছিল! ননীগোপাল যে কিরূপ শান্ত ছেলে তা অষ্টপ্রহরই প্রত্যক্ষ করি আর পালাই পালাই করি। ওই বর্বরটির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি এমনি উর্বর—এরি মধ্যে সে দেশলায়ের বাক্স সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত। সেদিন ভাঁড়ার ঘরের বড়ির হাঁড়ির মধ্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া "মশারি-বাজি" খেলিয়াছিল! নিবাইতে নিবাইতে সাড়ে তিন হাত সাফ্। তখন সেই শান্ত ছেলে লইয়া কত আদর, কত আশঙ্কা, কত মানুষ্কি ; কারণ—সোনারচাঁদ গিছ্লো আর কি,—হরি রক্ষা করেছেন!

পরে শুনতে হয়,—"হ্যাঁগা তুমি মানুষ না কি! বাড়ীতে বসে রয়েছ"—ইত্যাদি ; এবং বলিতে হয়—"যদি চাল্লিশ বছরে না চিনে থাক', সেটা কি আমার অপরাধ!" তখন ফুল-বেঞ্চের রায়ে আমারই দোষ সাব্যস্ত,—আমিই গিল্টি (guilty)! এই কিল্‌টি নীরবে হজম করাই নিয়ম।

সে যাহা হউক,—ছেলে শান্ত বটে ; কিন্তু প্রাকৃতিক-বেগ্ এবং তার অবশ্য-ম্ভাবী ফলগুলা ত' শান্ত অশান্ত ভেদে আসে না. আর সে-ফল্ চতুর্বর্গের চৌহদ্দিও মাড়ায় না, অথচ ভোগটা পুরোপুরি চার-পো! আবার বোঝাটা চাই—আহ্নিক আর হরিনাম (যাহা পশুপক্ষীতে থির্ হয়ে শোনে), তাহা আমার তরে নয়, তাহাতে আমার অধিকার পঞ্চাশ পেরিয়েও জন্মায় নাই ; বাকিগুলার তরেই বাঁচিয়া থাকা!

কোন দিন বা শুনিতে হয়—"একটু নড়াচড়া ভাল-গো,—বরাবর বাইরে বাইরে ঘুরেচ ;—একবার পায়ে পায়ে ঐ বোসেদের বেড়ার ধারে গিয়ে, বসে বসে চারটি সজনে-ফুল কুড়িয়ে আনো দিকি, আহার ওষুধ দুই-ই হবে,—এই নাও, এই ধামিটে নাও!" কি দয়া! আবার হাইজিনের হাউই ছাড়ে যে!

কোন দিন বা দেখিতে হয়,—বড় নাতি তস্করের মত রুদ্ধদ্বারে—'টৈকিল-

আয়নার' সম্মুখে, ভাস্কর-পণ্ডিতের ভণিতা ভাঁজিতেছে, আর একটা মোটা পাশ-বালিসের ওয়াড়ের বন্ধন-রজ্জুতে একটা নিবস্ত বাতি একবার করিয়া ঠ্যাকাইতেছে আর—"সংহার-সংহার" বলিয়া লাফাইয়া উঠিতেছে ! কিন্তু "সংহার" কথাটার কোন্ অক্ষরের উপর accent (ঝোঁক) পড়িলে জীবনটা সার্থক হয়, তাহা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছে না ; কখন accent on second half, কখন on third one third-এর উপর চাপাইয়া দেখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দানীবাবু সে-সময় কত ডিগ্রি angle-এ গ্রীবা বক্র করেন এবং তাঁহার নাসারন্ধ্র কতটা diameter-এ dilated (বিস্ফারিত) হয় ও অক্ষিগোলক খোল ছাড়িয়া কতটা বাহিরে আসে, তাহার কসরৎও চলিতেছে।

তখন ইচ্ছা হয় বলি—"ওরে রাস্কেল্, আসচে বারে কর্কট জন্ম নিস্, ও দুঃখ থাকিবে না, চোখ ঠেলিয়া নাকের ডগার সমরেখায় অনায়াসে আনতে পারবি,—দু'শো বাহবা পড়ে যাবে, এবারটা দয়া করে চরকা কাট্,—বড় দুঃসময়।"

একটু পরেই গুন্ গুন্ স্বরে কেশ-প্রসাধন,—গ্রিসিয়ান্ শ্লিপার পায়. ও গন্ধ-গোকুলের মত ভরভরে গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে বেগে জরুরি কার্যে পাঁচ ঘণ্টার মত প্রস্থান ! বাহিরে পা দিয়াই আওয়াজ—"দোরটা খোলা রইল—গরু না ঢোকে !" তখন বলিতে হয়—"পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঢুকবে না,—ভয় নেই।"

কেই বা শোনে, বরং ক্রমোচ্চাব স্বরে tidal progression-এ, ধনুষ্টঙ্কার curve-এ, আমার কাণে আসে "আ—মা—র দে—শ" ! তখন হাসি পায়, মনে মনে বলি—"তোমার চৌদ্দপুরুষের দেশ ! ও-"বেশে" দেশ হয় না রে পাজি !"

তবে ননীগোপাল বেঁচে থাকুক,—রাত্রে মশায় rush (তাড়া) করিলে, ফস্ করিয়া সুবর্ণচন্দ্র-কৃত সিঁদ্‌বোন্ দিয়া ছুটিয়া পালাইবার সুবিধা আছে।

কার্য হইতে অবসর লইলে দেখিতেছি সুবিধা বিস্তর ! পূজনীয় শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সে-মুখো পা বাড়াইলেই Forest department (বনবিভাগ) ফেরার আসামী বলিয়া চালান দেন। কাজেই কাশী যাই, কারণ কাশীর অপর একটি নাম—"আনন্দ-কানন" ; —এই mild dose-ও বুঝি ভোলায় না ! যদ্‌বিধের্মনসি স্থিতম্।

পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন ছিল না,—পেন্‌সন্‌-প্রাপ্ত লোকের আর শুভ-অশুভ দিন কি! তাহার আবার বিপদ-আপদ কি? তাহার বাঁচিবার যত্নটাই যে হাসির কথা! যেহেতু জান্ থাকিতে সরকারিদান জোটে না। শাস্ত্রকারেরা 'মহাপাতক' বলিয়া একটা মহা অনর্থ ঘটাইয়া গিয়াছেন, নচেৎ যে গরু দুধ দেয় না বা ছটাক্ ছাড়ে, তাহাকে রাখাটা মস্ত একটা economic problem-এর (অর্থ-নৈতিক সমস্যার) মধ্যে পড়িয়া যাইত। এবং গো—ব্রাহ্মণ ত' চিরকাল এক ব্রাকেটের মধ্যে পড়িয়াই আছে।

তাই পঞ্জিকার পরিবর্তে টাইম-টেবেলের টান ধরিল। এক দুই ক্রমে তিনখানি নাড়াচাড়া করিয়া পথের পাত্তা লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল। পূর্ণিয়া হইতে কাটিহার; কাটিহার হইতে মনিহারি ঘাট; পরে স্টিমারে গঙ্গাপার হইয়া সক্‌রিগলিঘাট; তথা হইতে সাহেবগঞ্জ; সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া কিউল; কিউল হইতে যশ্‌ডি; যশ্‌ডি হইতে destination অর্থাৎ ঠিকানায়! উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই নাবা-ওঠা, যান-পরিবর্তন, অর্থাৎ আমার পক্ষে 'জান পরিবর্জন'!

এক টুক্‌রো কাগজে এই সময় ওট্‌ বোসের তালিকা ছকিবার পর দেখি সেখানি যেন কালা-জ্বরের temperature chart (নরম-গরমের নক্সা) দাঁড়াইয়াছে! এই জ্বর ভোগ করিতে হইবে, উপায়ান্তর নাই। মনে হইল ইহা অপেক্ষা দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারে লাগিয়া পড়া সহজ।

তাগাদায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" ভাবিয়া প্রাণভয়ে পলাতক প্রাণীর মত পরদিনই শুভাশুভ নিরপেক্ষ কোন এক মুহূর্তে দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ভাগ্যবানেরা বলেন—Life is holy and sweet,—মিথ্যা নয়!

যাহা হউক, একটী সহকারী সঙ্গীও পাইলাম। ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহা এক্ষণে ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের দাওয়ায়ের মত—"ফলেন পরিচীয়তে" থাকাই ভাল।

নানা চিন্তা সমেত ইণ্টার ক্লাসে enter করা গেল,— কারণ আমরা মধ্যবিত্ত। চিন্তাগুলি 'নিরাকার' তাই রক্ষা, নচেৎ সে বোঝা গাড়ীতে ঢুকিত না,—'ব্রেক্-ভ্যানে' দিতে হইত, এবং তাহার পশ্চাতে পথের সম্বলও সাবাড় হইয়া যাইত।

শুনিয়াছি—সাপে-কাটা রোগীকে সর্বক্ষণ সজাগ রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়, —পাছে ঢুল্ ধরে। আমাদের কিসে কাটিয়াছিল সেটা ভাষায় না বলাই ভাল, তবে এ-যাত্রায় আমাদের ঢুল্ ধরিবার জো-টি ছিল না। ওট্-বোস করিতে করিতে দিনরাত কাটিতে লাগিল; সুতরাং সহজে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম,—এই গেঁটে যাত্রাটি সাপেখাওয়া রোগীর একটি 'টোট্‌কা'। যাত্রাটি শুধুই গেঁটে ছিল না,—প্রত্যেক গাঁটের ঢু'পিটেই কাঁটা,—পাশ ফিরিলেই ফোটে,—কুলিদের বুলি শুনিলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়! তখনো জানিতাম না—আমার সহকারীটি দাঁড়াইয়া এবং চক্ষু না বুজিয়া ঘুমাইতে পারেন।

৪

ক্রমে তখন কিউলে আসিয়া পড়িয়াছি। কুলি-জি আশ্বাস দিয়া গেলেন,—বিলম্ব আছে; ট্রেণ আসিলেই বোঝাই দিবেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৌড়দার প্লাটফর্মে শীতের হাওয়া হু হু করিয়া অবাধ ছুটিয়াছে। ট্রেণের অপেক্ষায় বহুলোক বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি লইয়া—কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, হিম আর হাওয়ায় জড়সড়। আমাদের জন্য সর্বত্রই এই ঢালা-ব্যবস্থা আর খোলা দরবার। সব যেন মড়কের মাল। আচ্ছাদন-যুক্ত অংশটুকু প্রায় কোম্পানীর কুপুত্রেই ভরাট,—কুলি প্রভৃতিরা আপাদমস্তক ঢাকিয়া, লম্বা হইয়া দখল করিয়াছে। দুইজন বা একজোড়া করিয়া বসিবার, দুইখানি বেঞ্চিও বর্তমান! পূর্বাগতরা তাহা পুঁটলি সমেত পূর্ণ করিয়াছেন, ও এমনি মুড়ি দিয়া গুঁড়ি মারিয়া আছেন যে, কোন্‌টি মাল কোন্‌টি মালিক তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন। তাহারি সম্মুখে কুলি-জি আমাদের সামান্য মালপত্রগুলি নামাইয়াছিলেন।

একস্থানে দাঁড়াইয়া সরাসরি হাওয়া খাওয়া অপেক্ষা একটু নড়িয়া চড়িয়া নাড়ী বজায় রাখিবার চেষ্টা পাওয়াই ভাল ভাবিয়া যেই দুই পদ অগ্রসর হইয়াছি, অলক্ষ্যে আকাশবাণী হইল,—"এটা পার্ক (Park) নয় মশাই—কিউল্ ইস্টেশন্,—পেছন ফিরলেই পুঁটলি সরে যায়। বরং বোঁচ্কার উপর চেপে sit down (বসুন)। এটা মহতের আড্ডা, তাঁরা যাত্রীদের ভার লাঘব করতে সর্বদাই যত্নবান !"

এদিক ওদিক তাকাইতেছি আবার আওয়াজ আসিল—"এই একটু আগে একজনের পুঁটলি পাচার হয়েছে, সে পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে।"

বুঝিলাম বেঞ্চিস্থিত দুইটি মোড়কের মধ্যে কোন একটি এই সতর্কবাণী ঘোষণা করিলেন। উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশানন্তর আমার বেতের ট্রাঙ্কটি চাপিয়া বসিলাম, এবং নস্যদানিটি বাহিরের পকেট হইতে ভিতরের পকেটে চালান দিলাম।

আমার সহকারী-সঙ্গী জয়হরি—দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফিট, ওজনে সওয়া দুই মণ, এবং বয়সে সাতাশ, সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়াছিলাম। চাহিয়া দেখি, সে সোজা প্ল্যাটফর্ম ধরিয়া চলিয়াছে ;—নিশ্চয়ই এই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া কোন একটি স্বাভাবিক পীড়া প্রবল হইয়া থাকিবে।

মিনিটখানেক পরেই সেইদিকে একটা "মার্ মার্" শব্দে সকলকে সচকিত করিয়া দিল। কিন্তু সকলেই পুঁটুলির সঙ্গে বাঁধা ! আমি জয়হরিকে না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম ; বেঞ্চি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন, আমি আমার সঙ্গীটির খোঁজ লই, আর ব্যাপারটা কি তা শুনে আসি।" অনুমতিটা সহজেই পাইলাম ; বুঝিলাম—তিনিও ঘটনাটা জানিবার জন্য উৎসুক।

এস্থলে একটা বিশেষ কথা আছে যাহা বাদ দিলে ঘটনাটা খোলসা হইবে না। কিউল্ ইস্টেশন্ হইতে অন্যূন পঞ্চাশ হাঁড়ি (কলস) দধি, প্রত্যহ রাত্রে কলিকাতায় চালান যায়, এবং প্রাতে,—রবিবাবুর ভাষায়—

"বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অতিরিক্ত করি"—লয় চুপে চুপে ; অর্থাৎ রাজধানীর রসে—এক হাঁড়ি সাত হাঁড়িতে উন্নতিলাভ করিয়া, ক্রেতাদের দীর্ঘায়ু-লাভে সাহায্য করে। (ইতি স্যায়েন্স্)।

কিউল সম্ভবতঃ গৌড়-মণ্ডলের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে, বা গণ্ডী ঘেঁষিয়া থাকে ; আর গোড়-গয়লারাই এই মধু (সুধা) নিত্য সরবরাহ করে,—“গৌড়জন যাহে—” ।

আজও সেই-সব দধিভাণ্ড—মধু ভাণ্ড—মধু চক্রাকারে প্ল্যাটফর্মের উপর গাড়ীর অপেক্ষায় রক্ষিত ছিল। মালিকেরা অদূরেই স্ব স্ব বাঁকের উপর বসিয়া, কেহ সুর ভাজিতে, কেহ খইনি টিপিতেছিল। ইস্টেশনে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুবই, কারণ অনেকেই “মধুংলিহ” । হেনকালে—

গিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব, কি মাথা খুঁড়িব, স্থির করিতে পারিলাম না।

দেখি—জয়হরি একদম সেই হাড়ি (হাঁড়ি) পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে ; এবং বাঁকহস্তে ‘গৌড়জন’ তাহাকে ঘিরিয়া—এই মারে ত’ এই মারে ! যে-সব শক্ত বাত চলিয়াছে, তাহাতে রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে সহসা জয়হরির চটকা ভাঙ্গিল ; সে একবার চারিদিক চাহিয়া আসন্ন মুহূর্ত্তে বলিল, “ভাই.—শো গিয়া থা” !

দু’একজন বলিয়া উঠিল,—“হাঁ—নাক্ তো বোল্ রহা থা।”

আগুনে যেন জল পড়িল. একটা হাসির সঙ্গে Crisis over,—ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তাহারা তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যুহের বাহির করিয়া দিল ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—“বাঙ্গালীকা সবই আজব হায়” ।

আমি মনে মনে ভাঁজিতেছিলাম, বলিব—“রাতকানা হায়,” নচেৎ নিস্তার নাই ; সেটা ফাঁসিয়া গেল। বলিলাম—“কিছুদিন হইতে এই কঠিন রোগ আশ্রয় করিয়াছে, বড়ই শোচমে (দুর্ভাবনায়) পড়িয়াছি ভাই। সেদিন রাস্তায় নূতন গরম কোট্‌টা কে খুলিয়া লইয়াছে, উনি কিছুই টের পাননি। ডাক্তার বৈদ্যে জবাব দিয়া হায়—হাকিম হাল্ ছোড়া হায়। এখন সকলেরি রায়—ঝাড়ফোঁক্।”

তাহারা উৎসাহের সহিত বলিল—“ইয়ে তো বহুত ঠিক বাত হায়।” পরে আমাকে “চুড়ানন্দঝা”র ঠিকানা লিখাইয়া দিল, ও বলিল—“প্রেতমোচনের অমন ওস্তাদ্ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই।” কাগজখানি তিনবার মাথায় ঠ্যাকাইয়া

বুক-পকেটে রাখিলাম ও এইভাবে তাহাদের শ্রদ্ধা-সহানুভূতি আকর্ষণ ও উপদেশ অর্জন করিয়া, আসামী লইয়া ফিরিলাম।

মোড়ক মধ্যস্থ মানুষটি উন্মুখ হইয়াছিলেন; মোদ্দাটা শুনিয়া বলিলেন "বলেন কি—এ যে পথে নারীরা বাবা! এক্ষুনি ওঁর কাছায় আর আপনার কোঁচায় গাঁটছড়া বেঁধে ফেলুন;—এমন বিপদও সঙ্গে আনে!"

জয়হরি অপ্রতিভের মত বলিল—"কখনো কখনো হয়ে যায়।"

অবিকশিত মোড়ক মহাশয় বলিলেন,—"বাবা—তোমার ওই 'কখনো'তেই কুম্ভকর্ণকে হটিয়ে দিয়েছ,—তিনি শুয়ে ঘুমুতেন!" পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ওঁকে কতদূর টান্‌তে হবে? বলিলাম "দেওঘর পর্যন্ত।" তিনি বলিলেন "ওঃ বৈদ্যনাথ যাচ্ছেন, ওঁর কল্যাণে 'হত্যা' দিতে বুঝি?"

আমি বুঝিলাম—"না, দেওঘরেই দরকার আছে।" তিনি বলিলেন—"ওই হোলো, দেওঘর আর বৈদ্যনাথ ত ভিন্ন নয়; কাজটা সেরে এলেই ভাল হয়, আবার ত' ওঁকে নিয়ে ফিরতে হবে!"

আমি ত' অবাক; দেওঘর আর বৈদ্যনাথ তবে কি একই জিনিস! মনে পড়িল,—পঠদ্দশায় একবার জিওগ্রাফির প্রশ্ন ছিল—"মম্‌বাসা কোথায় অবস্থিত?" আমি অনেক চিন্তার পর লিখিয়াছিলাম,—"গোদাবরী নদীর উপর।" অবশ্য কারণ ছিল,—এমন হৃষ্ট পুষ্ট নাম, গোদাবরীর সান্নিধ্যেই থাকা সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চতন্ত্রের অনেক পাখীই গোদাবরী তীরস্থ শাল্মলী তরুতে বাসা বাঁধিত, সুতরাং মম্‌বাসা গোদাবরী তীরেই সম্ভব। পণ্ডিতেরা কেতাবের কথারই কদর করিতে জানেন, imagination-এর (কল্পনার) কদর জানেন না,—সেবার তাই মোট সাত নম্বর পাই। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ও বদ অভ্যাস তাঁহাদের যাইবার নয়।

যাহা হউক, ভাবিলাম মোড়ক-মধ্যস্থ মানুষটি নিশ্চয়ই কোন স্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষক হইবেন, নচেৎ এত ঢাকিয়া ঢুকিয়া থাকেন কেন;—পরের মগজ নিজের মগজে রাখিতে হইলে বোধহয় ইহাই দস্তুর। পাছে বে-ফাঁস হইয়া পড়ে তাই আমাদের তালপত্রে লিখিত শাস্ত্রাদিকেও "ছিন্নবস্ত্র বিমণ্ডিত" হইয়া থাকিতে হয়।

প্রবাদ আছে কোন এক "হবুচন্দ্র" নামধেয় মন্ত্রীও নাকি এই প্রথার দস্তুর-মত পক্ষপাতী ছিলেন। এই সব নজির বর্তমান থাকিতে আমাদের মোড়ক মহাশয়ের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না; নিশ্চয়ই দেওঘর ও বৈদ্যনাথ এক বস্তুই হইবে; জগতে এমন ত' বহুত হইয়াও গিয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সাধের জাহানাবাদ এক্ষণে আরামবাগে দাঁড়াইয়াছে; সহপাঠী নসীরামকে 'নসীরাম' বলিলে বিরক্ত হয়, উত্তর দেয় না; সে এখন,—"সচ্চিদানন্দ স্বামী!" নিশ্চয়ই ৺বৈদ্যনাথধামও দেওঘর নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন। সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ অলক্ষ্যে শুড়শুড়ি দিয়া গেল। ৺বৈদ্যনাথধামে চলিয়াছি এ জ্ঞান থাকিলে আর একটি বুঁচ্‌কি বাড়িত, —ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই front (চড়োয়া) হইয়া দাঁড়াইতেন, এবং সেই ত্র্যহস্পর্শ ক্ষেত্রে চাইকি আমাকে মধ্য পথেই কোথাও লাফ মারিয়া হাঁপ ছাড়িতে হইত। এতদিন পরে আজ ignorance is bliss কথাটার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া আরাম বোধ করিলাম।

৫

এই সময়—"টিসন্ ছোড়া হৈ:"—শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতেই প্ল্যাটফর্মস্থিত সজীব নির্জীব পুঁটলিগুলি নিড়য়া উঠিল, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে সজীবগুলি—বোঁচকা-বুঁচকি কাচ্চা-বাচ্চা পৃষ্ঠে লইয়া "অপোজমের" মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কুলি বা কলি আসিয়া বলিলেন—"চলিয়ে বাবুজি—উ পালাট্‌ফারম্‌মে।"

এ কি! দেখি এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ-মুখে উপস্থিত। সর্বনাশ—এর মধ্যে ত' আমাদের প্রণয়-ঘটিত কোন কথাই ছিল না, তবে এ বৃথা বিপদের মুখে আত্মসমর্পণ কেন; এ সিঁদবনে' মাথা দেওয়া gallantry-র (নির্ভীক নাগরালির) বাহবা দেবে কে! কিন্তু ভাবিবার সময় নাই, ট্রেণ—এলুম এলুম শব্দে তাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে;—বৈতরণী পার হইতেই হইবে! দুর্গা বলিয়া স্রোতে গা

ঢালিলাম। বহু পশ্চাৎ হইতে আওয়াজ আসিল—"পকেট সামলে ভাই,—এ ভিড় 'ভাসুরকে' ভরা।" এ যে সেই মোড়ক্ মহাশয়ের গলা!

যখন আবার আকাশের তলায় মাথা দেখা দিল, তখন এক-গা ঘামিয়া গিয়াছি। কবিদের তারকা-রাজি তখন হাসিতেছিল কি কাঁদিতেছিল, তাঁহারাই বলিতে পারেন; আমাদের তাহা দেখিয়া রাখিবার মত অবস্থা ছিল না। সম্মুখে তখন 'বিশ্বরূপ' উপস্থিত,—যাহা দেখিয়া অর্জুন আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। দেখি অসংখ্য 'অভিনয়চঞ্চল' হস্ত, পদ, নাক, মুখ, চোখ, improved by (অধিকন্তু) হরেক রকমের বুলি! 'গীতা'য় এটুকু বাদ পড়িয়াছিল।) তাহা একত্র উদ্গত হইয়া যে শব্দের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহাই বোধহয় 'দেবভাষা'! বুঝা ত দুঃসাধ্যই, কাণ পাতাই মুস্কিল! শুনিয়াছিলাম—ভগবান কোন কিছুই বৃথা করেন নাই—সবই দরকারী। বধিরতারও যে সার্থকতা আছে আজ তাহা বুঝিলাম।

যাহা হউক, এখন যাই কোথা? যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ত' শনিরও প্রবেশ পথ নাই। এই সময় এক দ্বার দিয়া বহির্মুখী তিন মূর্তি খসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখী তিরিশ মূর্তি ঝুঁকিল! সৃষ্টির সব জিনিসই দরকারী, দেখি,—জয়হরি forward হইয়া হাঁকিল—'আসুন' এবং হাত ধরিয়া টানিল। তখন—রামে বা রাবণে মারের অবস্থায় পড়িয়া গেলাম, অগ্রপশ্চাৎ সমান হইয়া দাঁড়াইল, একদম Buffer State!

অস্বীকার করিলে মহাপাতক হয়,—এতক্ষণে জয়হরির জবরদস্ত মূর্তি কাজে লাগিল। গত বৎসর সে 'লালিমলির' একটা পাঁচ হাত পরিমিত কালো কম্ফটার কিনিয়াছিল;—সদ্ব্যবহারে অধুনা সেটা এগারো হাতে পরিণত। তাহার তিন-পাক্ মাথায়, এক ফেরে কর্ণ রোধ, এক ফের কণ্ঠে, তেহাই— বক্ষে ঢ্যারা- (×) রচনা করিয়া 'কটি বেড়ী বান্ধই' মধ্যস্থলে সুদৃশ্য গ্রন্থিরূপে কৃষ্ণ নাভিপদ্ম সৃষ্টি করতঃ 'দশম ভাগের ভাগ' ঝুরির মত ঝুলিতেছিল! ফুল-মোজার উপর মাল্‌কোঁচা। এই ছয়-ফিট্ জীবটির হাতে একটি বর্‌শা থাকিলে 'কিং-আর্থারে'র 'ল্যান্সলট্' না হইয়া যায় না। সুতরাং যাহারা দ্বার রোধ করিয়াছিল, তাহারা সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। সম্ভবতঃ বলিল—

"আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।"

এই বিশ্বরূপ মধ্যে মিশিয়া সাযুজ্য লাভের পূর্বেই—চক্ষু কর্ণ দুই-ই বুজিয়াছিলাম; কারণ সে অবস্থায়—শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় রোধ করাটাই—তাহাদের প্রকৃত কাজে লাগানো! এতদ্দারা 'ফিলজফি' একটু জটিল হইল বটে, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিল। যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখি—একস্থানে (বা অস্থানে) খাড়া Straight line-এর (সরল রেখার) মত দাঁড়াইয়া আছি! "তুমি আমি" আর নাই, সব জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, কেবল বিভিন্ন মুখ—ধড়্ এক!

শুনিয়াছিলাম—সাযুজ্য লাভের পর নাকি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আর শান্তি। কিন্তু অনেক আঁচিয়াও কোনটারই স্বাদ পাইলাম না, স্বেদের প্রাচুর্য যথেষ্টই পাইলাম। "অমন অবস্থায় পড়লে" নস্যখোরদের যা হয়, আমারও তাহাই হইল, অর্থাৎ—নস্য লইবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু হাত তখন বে-হাত, নস্যদানী সাযুজ্যের গর্ভে,—শ্রীভগবানে সমর্পিত! সে কি আনন্দ-ঘন অবস্থা!

সহসা দ্বাররক্ষক বা দ্বার-রোধকদের মধ্যে একটি সোরগোল—"নহি—নহি" শব্দে প্রকাশ পাইল,—কারণটা সহজেই সকলে বুঝিয়া লইয়া তাহাতে যোগ দিলেন। কারণ, সাযুজ্য অবস্থায় গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তখন লোকে প্রবৃত্তির পারে পৌঁছিয়া যায়, তাই (সরোষে ও সজোরে প্রবেশ-প্রার্থীদের ধাক্কা মারিয়া) ত্যাগই বিধি!

কিন্তু এ কি! এ যে আবার সেই সুপরিচিত স্বর! বোধহয় সুবিধা নয় দেখিয়া তিনি ধৈবতে হাঁকিলেন—"বোলো ভাই গান্ধী মহারাজ কি জয়!"

কি আশ্চর্য প্রভাব,—উত্তেজিতেরা বিমূঢ়বৎ হইয়া গেল। কাহারো আর কথা ফুটিল না—কণ্ঠে জড়তা আসিয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া ফেলিল—"আপনি স্থান করিয়া লইতে পারেন ত' আমাদের কোন আপত্তি নাই।"—"ভাই ভাই এক্ ঠাঁই" বলিতে বলিতে তিনি ত' উঠিয়া পড়িলেন!

আরোহীগুলি গান্ধী মহারাজের নামে যেন গেঞ্জী বনিয়া গেল! তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, স্থানও ততই পরিসর হইতে লাগিল। বেশ সুবিধা

করিয়া লইয়া তিনি আর একবার সিংহনাদ ছাড়িলেন,—"আউর একদফে প্রেমসে বোলো ভাই—মহাৎমা গান্ধীজিকি জয়"। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী জয়ধ্বনি হইল, এবং তাহা আশপাশের গাড়ীতে সংক্রামিত হইয়া আদি ও অন্তে গিয়া অনন্তে মিশাইল। পরক্ষণেই দেখি—"আপ্ বইঠিয়ে তো" বলিয়া পাঁচ সাত জন তাঁহাকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। সজীব মন্ত্র বটে! কোন সুউচ্চ পদাভিষিক্ত ইংরাজ সত্যই বলিয়াছিলেন—"He (Gandhi) was their (319, 000, 000 peoples') God, *. * * Gandhi's was the most colossal experiment in world's history and it came within an inch of succeeding * * *"

আগের কোন ইস্টেশন্ হইতে কয়েকটি ভব্য-বেশধারী বিহারী ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ সাযুজ্যের বহু পূর্বে, সালোক্য মাত্র লাভ করিয়াছিলেন, ও সতরঞ্চি বিছাইয়া পাঁচজনে দশজনের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহারা যে শিক্ষিত, তাহাতে কাহারো সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না; কারণ, পার্শ্বে ই Nice লেখা বিস্কুটের বাক্সটির উপর Three-Castle সিগারেটের কৌটা ও তদুপরি Vulcan দেশলাই শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা চা পানান্তে "তিন-কেল্লা" ফুঁকিতেছিলেন। উল্লিখিত 'জয়নাদ' তাঁহাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। একজন প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়াইয়া, মিস্টার গার্ড—Mr. Guard. হাঁকিতে লাগিলেন। গার্ড একবার বক্রগ্রীবায় চাহিয়াই—সোনার-চশমা পরা কালো মুখখানা নজরে পড়িতেই, মুখ ফিরাইয়া সজোরে আলো দেখাইলেন—গাড়ী ছাড়িল।

ভগবান এমনি রহস্য-প্রিয় যে, ঠিক তাহাদেরি প্রায় সম্মুখেই আমাদের নব আগন্তুকটির আসন নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

কোম্পানীর আখমাড়া কলে ঢুকিয়া সকলেই অল্প বিস্তর সরস হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সকলেরি ঘাম দেখা দিয়াছিল।

পাগড়িটি খুলিয়া ফেলায়, এতক্ষণে শব্দভেদী পরিচয় শেষ হইল—মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। বয়স পঞ্চাশের উপকূলে উপস্থিত; বেঁটে গড়ন,—ময়রার দোকানের মালিকের মত বেশ গোলগাল। চক্ষু দুইটি আলুবক্‌রার বিচি পরিমাণ, অথবা চতুর্দিকের মাংসের চাপে ঐরূপ দেখাইতেছিল, মাথাটি বড় কিন্তু কেশবিরল, মধ্যে টাক্ থাকায় অনেকটা ফাঁক; কাল চুল কয়গাছি সাদার আওতায় পড়িয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট দুই গালের গর্ভে পড়িয়া নাসিকাটি কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক গোঁফ জোড়াটি ত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু তন্নিম্নে দন্তগুলি সবই বজায় আছে, এবং তাহারা জীবন্ত ছাগেরও ভয়ের কারণ বলিয়াই অনুমান করি। ইনি আয়েসা বা তিলোত্তমা নহেন যে, রূপ বর্ণনার আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু আমার বহুক্ষণের আগ্রহটা যে-ভাবে মিটিল, তাহাও যে একক উপভোগ করার মত নহে!

এই আগন্তুকটির উপর কেল্লা-মারা (Three-castle সেবী) বাবু কয়টি খুবই চটিয়াছিলেন। একজন বিরক্তিব্যঞ্জক মুখে প্রশ্ন করিলেন—"আপ্ কাঁহাকে লোক হ্যায়!"

উত্তর,—হাম্ কঁহিকে লোক্ নেহি হ্যায়!

বাবু,—তব্ আপ্ ক্যা হায়?

উত্তর,—"ধেমোশালিক" হায়।

আমি প্রমাদ গণিলাম। যাত্রা করিয়াছি মাঘ মাসে, যে মাসের পূর্ণিমাটি প্রসিদ্ধ হয়েছেন—"মঘা" সংযুক্ত হয়ে! এখন সামলাইতে পারিলে হয়। রায় মহাশয়ের রায়ে, মাত্র—"রেলে কলিসন্ হয়," এই কথাই আছে; এ যে আবার "ক্রিক্‌সনের" উপক্রম!

বাবু,—ধেমোশালিক কোন্ চিজ্ হায় ?

উত্তর,—বড়া আজব চিজ বাবুজি ;—আপ মালিক হোকে নেহি জান্‌তে ? যেমন জাত হারাকে বষ্টুম বন্‌তা হায়,—হাম্ ধেমোশালিক বন্ গিয়া।

বাবু,—উ ক্যায়সা !

উত্তর;—(নিজের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) উ অ্যায়সা ;—লেকিন বর্ণনা কুছ বেশী হায়।

বাবু,—আপ বোলিয়ে—

ব্যাখ্যাটা শুনিবার কৌতূহল সকলকেই পাইয়া বসিল। আগন্তুক আরম্ভ করিলেন—

"ধেমোশালিক্ বন্‌নেকে ওয়াস্তে সর্বপ্রথম,—মা কো জল্‌দি জল্‌দি গঙ্গা পাওয়ানো চাই। বাপ্‌কো ভি পাওয়াতে পারলে বহুত আচ্ছা—অসমর্থ পক্ষে কাশী যাত্রা করাবে। তারপর ভারি ভারি চিজ্—টেবিল, চেয়ার, খাট্, সিন্দুক, আলমারি, বাসন, বগায়রা নিলাম, আউর গরু বাছুর—দানপুণ্য করনে হোগা। গরীব আশ্রিত আত্মীয় কোই রহে তো—রাস্তাকে হাঁকা দেবে। কুত্তা থাকে তো মিউনিসিপালিটির লাঠির মুখে দেবে, আর বিল্লিকে আছাড়্ মারকে সাবাড়্ কোরবে। তদনন্তর স্ত্রী আর পুত্র-কন্যা লেকে রাস্তামে দাঁড়াবে। অতঃপর কোমর বাঁধকে প্যাকাটি জ্বালকে, হরিবোল্ দেকে,—ঘরবাড়ীর মুখাগ্নি করকে—ফুঁক্ দেনা চাই। এবম্-প্রকার-সে ভিটে ভস্ম হয়ে গেলে, তিন দফে বোল্‌না চাই—

বাংলার মাটি বাংলার জল—
শূন্য হোক্—শূন্য হোক্
হে ভগবান্ !

পরে এক দৌড়ে রেজেস্ট্রা-আপিসমে যাকে, গেঁটের কড়ি দেকে,—জমি, জল, আর পোড়া-ভিটেকা নতুন নামকরণ কোরবে—"ঘুঘুডাঙ্গা"। ব্যস্, নিশ্চিন্ত হোকে ঘুঘুর নামে দান-পত্র দস্তখৎ করকে,—দেশের জলস্পর্শ না করকে, স্ত্রী-কন্যা লেকে, বগল্ বাজাকে, একদম টিসেন্ মুখে টেনে পাড়ি লাগাও। হাওড়া

পুলের মাঝমধ্যিখানে পৌছকে—গৃহদেবতা শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ যো কুছ জঞ্জাল্ থাকে—গঙ্গাজিমে টপাটপ ডালো। Then টিসেন্ পৌছকে টিকস্ কাটাও, আউর—পাটনা, গয়া, আরা, ছাপরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর যাঁহা খুসী ভাগো। ঠিকানামে যাকে nest (বাসা) বানাও, ভাগবান্ বন্ যাও। অর্থাৎ বাংলাকে "ভূমি জল তৃণ" শূন্য, "আত্মীয় বিমুখ", "ভস্মভিট্" প্রমাণ করকে "উচ্ছন্ন" এফিডেভিট করো, তব্ আলবৎ সরকারি প্রসন্ন-সার্টিফিকট হাসিল্ হো যায়গা-! তদনন্তর বড়ি মজিমে নোক্‌রি করো, চাক্‌রি বাজাও, বক্‌রি চরাও, টোক্‌রি বেচো, সব রাস্তা সাফ্।

—"বাবুজি, ইসিকা নাম "ধেমোশালিক্" হো-যানা—জিস্‌কো আপ্ উচ্চ শিক্ষিত লোক্ রাজভাষামে—"ডোমিসাইল্ড্ (Domicilcd) কহতে হেঁ। আপ তো গুজরাট্ হায়,—সব্ সমঝতে হেঁ।"

অপর একটি বাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সংযুক্ত অল্প কথায় বলিলেন,—"হাম্‌লোক গুজরাটকে নেহি, পাটনেকে হায়।"

আগন্তুক বলিলেন—"আপ লোক বি-এ পাশ তো হায় ?"

তখন অন্য একটি বাবু বলিলেন—"O, you mean graduate" (তোমার বলবার উদ্দেশ্য "গ্র্যাজুয়েট্ ?)"

উত্তর,—হাঁ বাবুজি—ওহি বাৎ।

শুনিয়া, বাবু কয়টির হাসি আর থামে না। হাসির হাওয়ায় ব্যাপারটা কিছু ফিকে হইয়া আসিল। ভাবিলাম—রক্ষা !

কি সর্বনাশ এ যে "দো দমা"! আবার আরম্ভ করিলেন ;—"আউর একটু হায় বাবুজি"—

বাবু,—বোলিয়ে—বোলিয়ে—

পুনরারম্ভ :—কার্যস্থলকে duty-মে একদা কল্‌কাত্তা যানে পড়া। ধর্মশালামে কলা খাকে কাটিয়ে দিয়া, ইতিমধ্যে পত্নী পত্র ভেজা। সুরুমে দেখি লিখা হায়—"পরদেশী সেঁইয়া !" দেখ্‌তেহি বক্ষ একদম্ দশ হাত ভেঁইয়া ! Family Certificate-ভি মিল গেঁইয়া !—

"আপ্ লোক্‌কে কৃপা সে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ বেতন, কথঞ্চিত "ইদিক-উদিক" মিলা'কে, মজিমে হায় বাবুজি। আত্মীয় কুটুম্ব ঘুচ গিয়া—কোই "বালাই" নেই। ইচ্ছা হায়—আগামী ভূতচতুর্দশীমে গয়াজি যাকে, আপনা পূর্বাশ্রমকে মুখমে পিণ্ডদান করতঃ, পাক্কা সহোদর বন্ যায়েঙ্গে—"কানাইলাল মিত্র"—কানাইয়া লাল মিশ্র হো যায়গা। আপ্ লোক অভয় দিজিয়ে বাবুজি।"

বাবুদের মুখের বর্ণ ক্রমে কাঁচা সিঁদুরে-আঁবের মত হইয়া আসিতেছিল, চক্ষুও চাপা বিদ্রোহ ব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু এই সময় কোন্ এক স্টেশনে ট্রেণ থামিল। দেখি, আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দুঃখের সহিত বলিলেন—"সব" বাত্ রয়ে গিয়া—মাপ করবেন বাবুজি,—মেহেরবাণী রাখবেন। অধুনা হাম্ সব ভাই ভাই হায়; আমাদের coal washing (অঙ্গার ধৌতিকরণ) পূরা দস্তর চল্ রহা হায়; purification (শুদ্ধি) অচিরাৎ হো যায়গা;—বোলো ভাই—non-violence in spirit কি (অহিংস মনোবৃত্তি কি) জয়! বড়িয়া ভ্রাতৃভাব কি জয়!!" এই বলিতে বলিতে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়াই হাঁকিলেন—এইবার পবিত্র দিল্‌মে বোলো ভাই—"শ্রীগান্ধী মহারাজকি জয়!"

তখন রাত বোধহয় নয়টা। নৈশ-গগন, পবন, প্রান্তর, কাঁপাইয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাহা একযোগে ধ্বনিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গ তাড়নে নক্ষত্রগুলি যেন সচকিতে চাহিল। প্রকৃতির শান্ত অনাড়ম্বর সাঁওতাল ভূমির উপর, এই হীরামুখীরা যেমন অবাধে অবগুণ্ঠন মোচন করে, এমন বোধহয় আর কোথাও নয়। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অতি সন্নিকট। কেহই সভ্যতাভিমানী মানুষের গর্বিত-হস্তের প্রসাদ গ্রহণ করে নাই,—স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

আগন্তুক ভিড়ের মধ্যে মিলিয়া গেলেন। বাবুদের কেহ বলিলেন—'idiot' (বিকৃত-মস্তিষ্ক), কেহ বলিলেন—"বিচ্ছু বাঙ্গালী"। যিনি একটু মাতব্বর গোছের ছিলেন, তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—"লোকটা কোথায় কাজ করে জেনে নিতে পারলে না!" অর্থাৎ তা হ'লে—

সাধারণ আরোহীরা বলাবলি করিতে লাগিল—"মহারাজকি চেলা হায়;—হিন্দুস্থানমে ওই এক্‌হি ইলম্‌দার জাত হায়," ইত্যাদি। তাহারা সরল প্রকৃতির অশিক্ষিত গাঁওয়াল লোক—আপিস-আদালতের সুধায় ক্ষুধা মেটায় না।

গাড়ী ছাড়িল। প্ল্যাট্‌ফর্ম পার হইবার মুখেই দৈববাণীর মত আবার সেই কণ্ঠস্বর,—"মনে যেন থাকে—আপনাদের যশেডিতে নেবে অন্য গাড়ীতে উঠতে হবে। সঙ্গীটি—" বস্, গাড়ী সবেগে ছুটিল, উপদেশ অসমাপ্ত রহিয়া গেল! (পথে পাওয়া বন্ধু—পথেই হারাইলাম)।

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কত কথাই স্রোতের মত হু হু করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল,—মাথার মধ্যে কি মনের উপর দিয়া সেটা লক্ষ্য ছিল না। লোকটির সবই বোধহয় ঠেকে-শেখা। দেহটা জ্বলিয়া পুড়িয়া—অঙ্গারে দাঁড়াইয়াছে। বোধহয় বহু আশা লইয়া 'বিদেশে চণ্ডীর কৃপা' ভাবিয়া আসিয়া পড়েন; পরে চতুর্দিকের সহানুভূতি-শূন্য আবেষ্টনীর ধাক্কায়—ধোঁকা মিটিয়াছে,—দেহ-মন, আশা-উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেশে না থাকায়—ভিটে ভূমিসাৎ। তাহা এখন—জঙ্গল, পেচক শৃগাল আর ঘুঘুর দখলে। দেশের লোকের সহানুভূতি সরিয়া গিয়াছে,—কেহ আপন বলিয়া কাছে আসে না। সাধিয়া কথা কহিলে কথা কয়,—সে কথার সুরে আন্তরিকতা নাই এবং এড়াইবার ঝোঁকই বেশী। ২০।২৫ বছরের ছেলে মেয়েরা চেনেই না,—হাঁ করিয়া ছ্যাখে,—পর বা অপরিচিত ভাবিয়া সরিয়া যায়। দোষ ত' তাদের নয়। যে দেশের অন্নজলে, যে দেশের মাটীতে, যে দেশের ভালবাসা আত্মীয়তায়—এ দেহের, এ জীবনের প্রারম্ভ ও পুষ্টি, যে ভিটার প্রতি-রেণু পূজ্য-পিতামাতা ও পূর্ববর্তিগণের চরণ-স্পর্শে পূত ও তীর্থতুল্য, বোধহয়, যে বাটীর ভগ্ন দেউল সকল—দেবকার্যের শুভ হোমাবশেষ ঘৃতধারা আজিও মুছিয়া ফেলে নাই, এবং যাহা দেখিলে পূর্বপুরুষদের অশ্রুধারা বোধে নিশ্চয়ই বেদনায় প্রাণ হায় হায় করিয়া ওঠে, সে সব ঋণ যে অপরিশোধ্য। যাহাদের শাস্ত্রে সামান্য অতিথিকে বিমুখ করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহারা কি এই আলিঙ্গন-উন্মুখ মহান্ অতিথিকে বিমুখ করিয়া কোথাও শান্তি পাইতে পারে! মানুষ ভুল করে, পরে ইচ্ছা সত্বেও শোধরাইতে পারে না, কষ্টে দিন কাটায়।

ক্রমে আগন্তুকের 'ধেমোশালিক' অবস্থার—লাভের দিকটার একটা আনু-মানিক চিত্র যেন দেখিতে পাইলাম ; কয়েকখানি খোলার ঘর ; উঠানে পালঙ শাক, ঘরের চালে লাউগাছ ঢেউ খেলিতেছে। ধোপা, ম্যাথর, আর আপিসের চাপরাসিরা সেলাম করিতেছে। মুদী, ডাক্তার আর কাপড়ের দোকানের তাগাদা দ্বারে উপস্থিত। কর্মস্থলে অধর্মই ভরসা, কারণ উন্নতির আশা আড়ষ্ট ! সব তৈলটুকু নিঃশেষ করা হইয়াছে,—এখন গর্ত্ত পুড়িতেছে। সম্ভবতঃ বেহারে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সত্য অবস্থাও এই। যাছা হউক,—মুমূর্ষুর প্রায়ই সদচ্ছিা জাগে তাই স্বজাতির (আমাদের) প্রতি এই সহৃদয়তা ; অর্থাৎ—এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব।

এই সব ভাবিয়া, তাঁহার ওই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযাচিত সরল-স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে,—প্রাণটা উদাস হইয়া উঠিল। অন্তরে কেবলি মৃদু ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল

পথিক—'অজানা—তব গীত' সুর
বাজিতেছে প্রাণে—ভীষণ ও মধুর" !

সহসা মাদলের আওয়াজ কাণে গেল ! বাহিরে চাহিয়া দেখি, বিশ্বস্রষ্টার এই নিভৃত নিকুঞ্জে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোলে, প্রকৃতির প্রিয় সন্তানেরা, সারাদিনের স্বাধীন শ্রমের পর, আনন্দ-সঙ্গীত তুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য করিতেছে। পূর্ব চিত্রটির সহিত কী বৈসাদৃশ্য ! এখানে সভ্যতার শয়তানীর ঠাঁই নাই,—তাহার জ্বালা-যন্ত্রণার সরঞ্জাম নাই। মোটারের মদগর্ব, টাকার টঙ্কার, অট্টালিকার অহঙ্কার, বিষয়ের বিষদাহ, খেতাবের খোয়েবন্ধন, আজিও ইহাদের নির্মল আনন্দটুকু নষ্ট করিবার প্রবেশ পথ পায় নাই। হায় রে সভ্যতা,—তোমাকে সাত সেলাম !

জয়হরি কি ভাবিতেছিল জানি না ; আমি তাহার দিকে চাহিতেই বলিল,—"কিছুই হল না মশাই !" ভাবিলাম—তাহারো বুঝি বৈরাগ্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোলো·না ?" সে বলিল—"কেবল কথাতেই শেষ হয়ে গেল !" বুঝিলাম "হাতাহাতি" হইল না, ইহাই দুঃখের কারণ ! আর একটা চিন্তা চাপিল ;—অধুনা এ-দিক্‌টাতেও সতর্ক থাকিতে হইবে ! সুখের আর সীমা রহিল না। এই একশো-চুয়াল্লিশের মরসুমে,—সাথে এই সু-সঙ্গ !

বোধহয় রাত তখন ১০টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার যেমন গভীর,—পাহাড়ে ঝিঁঝির ডাকও তেমনি প্রবল। ট্রেণ আবার এক স্টেশনে উপস্থিত হইল, কুলিরা হাঁকিল—"যশ.ডিজকৃসেন্"। সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫টি মূর্তি—কেহ গাড়ীর হাতল্, কেহ রেলিং ধরিয়া টপাটপ পা'দানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"দেওঘর বৈদ্যনাথকে যাত্রী উতর আইয়ে।" পুনরায়—ভাষান্তরিত করিয়া—"বৈদ্যনাথ দেওঘরের যাত্রীর এইস্থানে উতর্তে হোবে বাবুজী।"

বেশ কথা।

দেখি, জয়হরি দরজার মুখে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং "দিন্না বাবুজি" বলিয়া তাহার হস্ত হইতে একজন বেতের ট্রাঙ্কটা টানিয়া লইতেছে; তাহার পোষাক কিন্তু কুলির মত নয়। বলিলাম—"কার হাতে দিলে?" প্ল্যাট্ফর্ম হইতে উত্তর আসিল—"কোন চিন্তা নেই বাবুজি,—হামি বাবার পাণ্ডা আছে।"

কয়েকজন নামিবার পর, আমি ফাঁক পাইলাম। নামিয়া দেখি—জয়হরির 'নীলকমলের' অবস্থা; ৭।৮ জন ষণ্ডাষণ্ডা পাণ্ডায় তাহাকে ঘিরিয়া একই প্রশ্ন করিতেছে,—"মোশায়ের পাণ্ডার নামটি কি আছে,—পিতার নামটি কি আছে?"

জয়হরি বেশ সোজা পথটি অবলম্বন করিল। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, ছোট্ট দুই কথায় এত বড় বিপদটি সহজেই এড়াইল। বলিল—উনি সব জানেন"! এতক্ষণে বুঝিলাম—বুদ্ধিও আছে।

এইবার আমার পালা। পলক না পড়িতেই যেন পোলো-চাপা পড়িলাম। আমার বুদ্ধির বদ্নাম পিসিমাও দিতে পারেন নাই, ভগবৎ কৃপায় আজিও ও-জিনিসটি আমাতে নাই। সরল ভাবেই বলিলাম—"পাণ্ডাজি, আমাদের আপনজন দেওঘরে থাকেন, তাঁদের বাড়ীতেই যাব, কাজ আছে। এখন কিছু বলিতে পারিব না এ সম্বন্ধে আজ মাপ্ চাই। পাণ্ডা আর গুরু কখনো পর হন্ না। আপনার নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন এসেছি, বাবা কৃপা করেন ত' দর্শন করিতেই হইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"অবশ্য করবেন, বাবা জরুর কৃপা করবেন ;—আহা—ভক্তি তো বাঙ্গালীর। এইরূপ মিষ্ট কথার পর তাহারা বলিল—ভুলবেননা বাবুজি, মনে রাখবেন—এই আমাদের জীবিকা, আপনারা আমাদের সম্পত্তি,—অন্নদাতা"। এই বলিয়া তাহারা অন্য যাত্রীর অনুসন্ধানে গেল। কেবল জামীন স্বরূপ যাঁহার হস্তে আমাদের বেতের ট্রাঙ্কটি গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন,—"এখন চলুন বাবুজি গাড়ীমে বৈঠিয়ে দি।"—সেই বেশ কথা।

আমরা দেওঘরের গাড়ীতে বসিলে তিনি ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কুছু দরকার রহে তো বলুন—আনিয়ে দি। গাড়ী এখন বহুৎ দের ঠ্যায়েরবে!" আমাদের কিছুরই আবশ্যক নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন,—"শেজ্ বিছাকে আরাম করুন, হামি ঠিক্ সময়মে আস্‌বে। কেউ পুছবে তো বলবেন—'আমরা নন্দকিশোরকা যাত্রী, ;—ভুলবেন না বাবুজি।" এই বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ অন্য শিকারের সন্ধানে গেলেন।

মধ্যে মধ্যে এক-একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মূর্তি, সহসা গাড়ীর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"মোশার নামটি কি আছে?—মোশার পিতার নামটি কি আছে?—মোশার পাণ্ডার নামটি কি আছে?"—সকলেরি ঐ তিন প্রশ্ন! আমাকে এই ত্র্যহস্পর্শ সামলাইবার আর "মোশার" কামড় ভোগ করিবার ভার দিয়া জয়হরি প্ল্যাটফর্মে বেড়াইতে লাগিল। ঠাণ্ডায় আর পাণ্ডায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। দেখি, জয়হরি একপ্রান্তে হিমের মধ্যে দাঁড়াইয়া, এক এক ভীম-টানে এক একটি আস্তো সিগারেট আমূল শেষ করিয়া ফেলিতেছে! যাক—জাগ্রত অবস্থায় আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা হইল, গাড়ী ক্রমেই যেন গা ঢালিল,—নড়েও না, সাড়াও দেয় না। দারুণ শীত, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে যাত্রীরা মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধ ; লোক আছে কি নাই বোঝা যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই ভাবে বাকি রাতটুকু কাটিয়া যায় ত' মন্দ নয় ; নচেৎ শীতের এই গভীর রাতে, কোথায় এক অজানা জায়গায় উপস্থিত করিয়া দিয়া তাড়া দিবে—নামিয়া যাও! কথাটা ভাবিতে ভয় হয়। কারণ সঙ্গে যে ঠিকানা আছে, সম্ভবতঃ তাহা

সেটেল্‌মেণ্ট আপিসের কোন বিচক্ষণ সার্ভেয়ারের শরণাপন্ন না হইলে তাহার পাত্তা লাগাইতে পারিব না। ভাবিয়াছিলাম স্টেশনে রাতটা কাটাইয়া দিব, কিন্তু পূর্বোক্ত আগন্তুকের নিকট তাহার চেহারার আভাস পাইয়া হতাশ হইয়াছি। সেটি জ্যামিতির 'বিন্দু'-বিশেষ—without length and breadth, দৈর্ঘ্যও নাই প্রস্থও নাই! সুতরাং একৈ ভরসা—নন্দকিশোর। সে বলিয়াছে—"কুছ চিন্তা নেই বাবুজি, ইচ্ছা করেন গরীবের ঘর আছে—সে আপনাদেরই; না হয় টীসেনের সাত গজকে মধ্যে সুন্দর দো-মহলা ধরমশালা আছে; সেখানে বিশ্রাম করবেন। আপনার যা পচিন্দ্ হয়। প্রাতঃকাল হোতেই হামি হাজির হোবে,—ঠিকানা ঢুঁড় দেবে। কুচ্ছু চিন্তা কোরবেন না বাবুজি।"—এমন সুমধুর কথা, এমন আন্তরিকতাপূর্ণ আশ্বাসবাণী,—অজানা অচেনা ভূমে, এই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর শীতের রাত্রে, কে শুনায়! উচ্চ শিক্ষা পাইয়া যাঁহারা মূর্খতা বর্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি এমন নির্বোধ অল্পই আছেন।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে—য তিষ্ঠতি স বান্ধব। জানিনা কি কারণে প্রবাস তীর্থের পাণ্ডারা বান্ধবের কোটা হইতে বাদ পড়িয়াছেন। চাণক্য বোধহয় দূর বিদেশের তীর্থের ধার ধারিতেন না। অধুনা "উৎসব" ত' প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে;—"ব্যসনের" মধ্যে প্রধান দেখিতেছি ঘোড় দৌড়,—স্বয়ং সরকার তার স্বপক্ষে, সুতরাং কোন বালাই নাই;—'দুর্ভিক্ষ' অভ্যাসের মধ্যে absorbed,—একবেলা চা খাইয়া বেশ চলে। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ (famine) কথাটির যা ডেফিনেশন দেখা দিয়াছে তাহাতে সে ত' ব্রহ্ম অপেক্ষাও নিরাকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র নাই—"রাষ্ট্রবিপ্লবের" চিন্তাও নাই; যাঁহার আছে, চিন্তার ভার তাঁহার। "রাজদ্বারে" বান্ধবের অভাব নাই, বরং প্রাচুর্যই পাই,—অনেকেই ব্রিফ্‌লেস্ ঘুরিতেছেন;—আর "শ্মশানে" মিউনিসিপালিটি আছেন—কাজেই 'বান্ধবের' সেকেলে ব্যাখ্যা এখন obsolete—অচল। এখন ভ্রমণ বা অজীর্ণ-দমন ব্যপদেশে অনেকেই সপরিবারে তীর্থাদি ক্ষেত্রে উপস্থিত হন্; অনেককেই এই পাণ্ডাদের আশ্রয়—অন্ততঃ সাহায্য লইতে হয়। এখন ঐ সেকেলে শ্লোকটি

পরিবর্তিত হইয়া "তীর্থে ও চাকুরী-স্থলে য তিষ্ঠতি স বান্ধব" হইলেই যেন সঙ্গত হয়। যাক্, ওসব পণ্ডিতদের অধিকারের কথা।

আমি ভাবিতে লাগিলাম পাণ্ডা-বেচারীদের কথাই;—ইহারা সর্বক্ষণই আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এবং করিয়াও থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদের উপর যেন predisposed ভাবে (আগে থেকেই) বিরক্ত! বোধহয় ইহারা এক-কথা বারবার কয় বলিয়া। এমন কি ইহাদের একটা ভাল কথা বা সৎপরামর্শও সহিতে পারি না,—অবিশ্বাস করি, চটিয়া নিজেদের দৌর্বল্য দেখাইয়া বসি।

ইংরাজি শিক্ষায় সভ্য হইবার পর ভিক্ষুকদের উপর আমাদের এই মেজাজটা শতকরা সাতানব্বই জনের সুপ্রকট। পাণ্ডারা ভিক্ষুক নয়। তাহারা কিন্তু আমাদের এই অকারণ অসীম অবহেলা, অপমান, তিরস্কার, গায়ে না মাখিয়া যাত্রীদের ইচ্ছা পালনে উন্মুখ ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যস্ত। তাহারা আমাদের এই মেজাজটার সহিত বিশেষ পরিচিত,—তাই তাহারা আমাদের চেনে,—আমরা তাহাদের চিনি না। পিতার নাম, পাণ্ডার নাম প্রভৃতি বারবার জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বাধ্য, কারণ অপরের যাত্রী তাহারা ভাঙ্গাইয়া লইতে চায় না, নিজের অধিকারের লোকই তাহারা খোঁজে। পাণ্ডার নাম বলিতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। শিক্ষিত না হইলেও ইহারা পুরুষানুক্রমে এই নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

আর উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত আমরা—ভোট-সাধকেরা, আজ বারবার স্থলে শতবার লোকের দ্বারস্থ হইয়া একই কথা শতবার শুনাইতেছি; মোটরের চাকা দিয়া তাহাদের ভিটা চষিয়া ফেলিতেছি; তাহাদের ভদ্রস্বভাব ও চক্ষুলজ্জার সুবিধাটুকুর আশ্রয় লইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (অনেক স্থলেই) মিথ্যাকে বরণ করাইতেছি এবং স্বার্থান্ধ হইয়া অন্যের ভোট ভাঙ্গাইয়া লইতেছি; সম্মানী প্রতিযোগীর নাম কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বিলাতী রহস্য প্রকাশ করিতেছি। এ সব উৎপাত উপদ্রব বোধহয় বিরক্তিকর নহে, কারণ এ সব নাকি দেশের ও দশের উপকারের জন্য করা হইয়া থাকে, এবং ইহাই নিয়ম। 'পাণ্ডা' কথাটা ইংরাজী শব্দ নয়, তাই তাহার ন্যায়সঙ্গত কাজটা বড়ই বিরক্তিকর উপদ্রব বলিয়া ঠ্যাকে! আমাদের mentality (মনোভাবের) মহিমাই এইখানে।

ট্রেণখানি যেখানে দাঁড়াইয়া হিম খাইতেছিল, তাহার দুই ধারেই বিস্তৃত বালুময় ভূমি। মধ্যে মধ্যে এক-একখানি অতিকায় শিলাখণ্ড মুখ গুঁজিয়া নিদ্রিত। অদূরে যশেডি পাহাড়। উপরে নক্ষত্র খচিত নির্মল আকাশ ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। রাত বারটার আমল,—চারিদিক নিস্তব্ধ।

সহসা গাড়ীর সন্নিকটেই একটা 'ফেউ' ডাকিয়া উঠিল। চারিদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতা, তাহার সুস্পষ্টতা বাড়াইয়া, সকলকে সচকিত করিয়া দিল! দেখি জয়হরি সলম্ফে হুড়মুড় করিয়া দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্যের মত, গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া একদম 'বঙ্কের' উপর হাজির হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি!—গাড়ী ছাড়লো না কি?"

জয়হরি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"শুন্‌তে পেলেন না!"

বলিলাম—"কি,—ফেউয়ের ডাক্‌—তা হয়েছে কি!"

জয়হরি আশ্চর্য হইয়া বলিল—"বলেন কি মশাই!—ও ত' শুধু ফেউয়ের ডাক নয়,—সঙ্গে কর্তাও আছেন। ও-ডাকটা যোগরুঢ়ী"!

উদাহরণটা উপভোগ্য বটে। জয়হরির নিবাস—"লোহারাম শিরোমণির" সান্নিধ্যে।

বলিলাম—"তা হ'লেও তোমার ভয়টা কি? এ অঞ্চলে এতবড় বাঘ নেই যে তোমাকে কায়দা করে।"

জয়হরি বলিল—"আপনি দেখছি বাঘের শিকার দেখেন নি। ওর ছোট বড় নেই মশাই,—বড় বড় গরু নিয়ে যায়।"

বলিলাম—"তা হ'লে ভয়ের কথা বটে,—সাবধান হওয়াই ভাল।"

গাড়ী গা-নাড়া দিল। দেখি—নন্দকিশোর ঠিক আসিয়া হাজির! বলিল—"গাড়ী ছোড়চে বাবুজি। আধা ঘণ্টামে পৌঁহছে দেবে।"

এ সংবাদে আমার বিশেষ সুখ ছিল না। বলিলাম—"তুমি কিন্তু আমাদের রাতটা কাটাবার একটা উপায় করে দিও।"

নন্দকিশোর বলিল,—"আপনি ফিকর্ করবেন না—ধরম্‌শালাতে উত্তম ঘরমে রাখিয়ে দেবে,—আরাম্‌সে বিশ্রাম করবেন। টিসেন্‌সে এক মিনিটও লাগবে না। সেখানে হামার সব পরিচিত লোক আছে,—কুছু চিন্তার কারণ নেই। প্রয়োজন হোবে তো হামি সাথ্ সাথ্ থাকবে। প্রাতঃকাল হোতেই বাসায় পৌঁছুছে দেবে। যেমন আজ্ঞা করবেন,—হামি তাবেদার আছে।"

আহা—এমন অভয়বাণী ত্রেতাযুগে মহর্ষি বাল্মিকী, অসহায়া জনক-রাজ-দুহিতাকে একবার শুনাইয়াছিলেন,—আর কলিতে নন্দকিশোর আজ আমাকে শুনাইল! আমি সোজা হইয়া বসিয়া—সজোরে একটিপ নস্য লইলাম। গাড়ী ছাড়িল।

অর্ধ-পথে আধখানা ইস্টেশন্ আছে। যে সকল ভদ্রলোকের ঐ অঞ্চলে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, তাঁহারা উক্ত ইস্টেশনে নামিবার অনুরোধ গার্ডকে পূর্বাহ্নে জানাইয়া রাখিলে, মিনিট খানেকের জন্য তথায় গাড়ী থামানো হয়। কাজ না থাকিলে সোজা পাড়ি চলে। আমাদের 'বুড়ি' ছুঁইয়াই অগ্রসর হইতে হইল, —দুইজন নামিয়া গেলেন।

এতক্ষণে এই গেঁটে-যাত্রার সমাপ্তি আসন্ন হইলেও,—তাহার পরের অবস্থাটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকায়,—মনে উদ্বেগই ঘনাইতে লাগিল। গাড়ীও বার-দুই ঘড়াং ঘড়াং করিয়া বস্-বস্ বলিতে বলিতে থামিল। নন্দকিশোর বেতের ট্রাঙ্কটি দখল করিয়া,—"আসেন্ বাবুজি" বলিয়া নামিয়া পড়িল।

'আসেন' ছাড়া উপায়ও ছিল না;—জয়হরির কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গাইতে হইল। উভয়ে নামিলাম। নন্দকিশোর বলিল—"ভিড় কম্‌তে দিন বাবুজি।" বাবুজির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না;—যতটা সময় কাটে।

এই অবসরে ইস্টেশন্‌টি একবার দেখিয়া লইলাম। ছোট ছোট দুইখানি ঘরের সম্মুখে একটু বারাণ্ডা। সেটুকু যেন অনুপ্রাসের আড়ত্,—বাক্স, বস্তা আর বাণ্ডিলে বোঝাই। 'দাশুরায়' ইস্টেশন্ মাস্টার থাকিলে, বোধহয় "বস্তার" উপর "বসিবার" অনুমতি পাইতে পারিতাম,—অনুপ্রাস অক্ষুন্ন থাকিত।

পাঁচ মিনিটেই ভিড় পাতলা হইয়া পড়িল। এ-রাত্রে সব গেল কোথায়, কিছুই বুঝিলাম না।

নন্দকিশোর বলিল—"আব্ আইয়ে বাবুজি।" এখন বেওয়ারিস্ মালের সামিল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম—"চলিয়ে"।

ফটকের মুখে নন্দকিশোর বলিল,—"টিকস্ দিজিয়ে বাবুজি"।

প্রস্তুতই ছিলাম ;—টিকিট্ দু'খানি রেলের বাবুটির হস্তে দিলাম। তিনি টিকিটের দিকে না দেখিয়া,—জয়হরিকে দেখিতে লাগিলেন ; ভাবটা—যেন বলিবেন—"এঁর একখানা টিকিটে হবে না মশাই!" সেটা আর বলিলেন না, অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী নাকি!"

তখন আমার উত্তর দিবার মত অবস্থা নয় ; সকলের প্রকৃতিও হস্ত-সহ নয়। চাইকি এইবার সহানুভূতিবশে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন—"এত রাত্রে আর যাবেন কোথায়·········ইত্যাদি"।

দুরাশা—

এমন সময় সহসা সুমধুর বংশীধ্বনির মত কর্ণে পশিল—"আসুন—আর হিম খাওয়া কেন!"

চমকিয়া চাহিলাম। এ বয়সে, আর এ-রাতে, এক ধর্মরাজের কাছেই এ আহ্বান আশা করিতে পারি,—তুমি কে বন্ধু!

জয়হরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"জামাইবাবু যে!"

চাহিয়া দেখি,—ফুলকাটা চুলগুলি বাঁচিয়ে একখানা রাঙ্গা র্যাপার মুড়ি দেওয়া হাস্যমধুর মুখ। তাই ত'—শ্রীমান নাতজামাই-ই ত' বটে! এ কি স্বপ্ন না বারো আনার বৈদ্যুতিক তারের সু-তার! এই নাটক সুলভ (dramatic) অবস্থায় ইচ্ছা হইল জগৎসিংহের মত বলি—"আমি কোথায়?"—আমার ইচ্ছাটাই হইয়াছিল, কিন্তু সত্য সত্যই—আয়েষার মত সুমিষ্টস্বরে warning আসিল—"কথা কহিবেন না"। অর্থাৎ—চলে আসুন।—বহুৎ বেশ!

সঙ্গে ঠাকুর চাকর হরিকেন্-হস্তে উপস্থিত ছিল ; তাহারা নন্দ কিশোরের দপ্তরী ট্রাঙ্ক প্রভৃতি লইল। নন্দকিশোরের উৎসাহ-ভঙ্গ হয় দেখিয়া বলিলাম,—"তুমি ভেব না, সকালে দেখা হবে!"

শ্রীমানের পায়ে চটি দেখিয়া বলিলাম—"গাড়ী ঠিক করা আছে নাকি ?" শ্রীমান অস্ফুট হাস্যে বলিলেন—"আপনাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব !"

সম্পর্কত ত' তা নয়।

ইস্টেশনের পনের-হাত পশ্চাতেই রাজপথ; তাহা পার হইয়া অন্য একটি রাস্তায় পা দিয়াই বলিলাম—"গাড়ী কই ?"

"এই যে—উঠে পড়ুন" বলিয়াই শ্রীমান একখানি বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িলেন। চাকর পূর্বাহ্লেই পৌঁছিয়া, আলো হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। চার মিনিটে সকল চিন্তার অবসান !

হঠাৎ এই অভাবনীয় অবস্থাটার আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই adventure-টা মাটি হইরা যাওয়ার ক্ষোভও যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। আশ্চর্য মানুষের প্রকৃতি !

নন্দকিশোর তখনো উপস্থিত,—একটু তফাতে পরের মত দাঁড়াইয়া।—পাঁচ মিনিট পূর্বে সেই ত' আমাদের অকূলের কাণ্ডারী ছিল ! তাহাকে বলিলাম, "নন্দকিশোর, তুমি কোন সন্দেহ রেখ না, আমাদের অন্য পাণ্ডাও যদি থাকে, তা হ'লেও তুমি আমাদের নূতন পাণ্ডা রইলে, তোমাকে আমরা ছাড়ছি না, তুমি এখন আরাম করগে।"

সে বলিল—"বাবুজি, আমি আপনাদের তাবেদার, আপনাদেরি ভরসা রাখি। বাবা বৈদ্যনাথ আপনাদের মঙ্গল করবেন, গরীবকে ভুলিবেন না,—আমি সকালে আসবে।"

বলিলাম—"নিশ্চয় আসবে, একটু বেলায় এসো। তুমি না হলে আমাদের চলবে না।"

নন্দকিশোর খুসি হইয়া চলিয়া গেল। তাহাকে খুসি হইতে দেখিয়া আমার প্রাণটাও শান্তি বোধ করিল। এতক্ষণ কোথায় যেন একটা বেদনা ছিল।

পরবর্তী অধ্যায়টা পুরোপুরি—আনন্দ, আহার, আর, আরামের। প্রথম দশটা মিনিট অবশ্য খাঁটি ধর্ম-কথা শ্রবণে কাটিল, যথা—ভোঁদার-মা কেমন আছে; পাঁচীর পেটের অসুখ কেমন, স'তে এখনো সেজে-মোতে কি ? ভুলো

তেঁতুলের তোলো সাবাড়্ করচে না ত'! এবার কুমড়ো-বড়ি কেমন হল? পোড়ার-মুখো হনুমানের জ্বালায় আমাদের আর কিছু করবার যো নেই। এবারকার নতুন গরুটো খুব শান্ত—ঘুঁতুতে জানে না। দু'বেলায় তিনপো দুধ দিচ্ছে,—তা মন্দ কি! এক দোষ নেদে মরেন—পেটে কিছু সয় না—রাক্কুসীর জ্বালায় বাইরে কাপড় শুকুতে দেবার যো নেই—আদা-আদি খেয়ে ফ্যালে। সে-দিন সদীর নতুন র‍্যাপারখানা পেটে পুরেছেন,,—মরেও না—হাড় জুড়োয়! ইত্যাদি।

গরম জল প্রস্তুতই ছিল,—মুখ হাত পা ধুইয়া বাঁচিলাম,—শীতে জড়সড় করিয়া দিয়াছিল। পরে—একাসনেই চা, লুচি, বেগুনভাজা, কপির তরকারি, রসগোল্লা—হুবহু আলাদীনের রাজত্তি! জয়হরি চুপি চুপি বলিল—"এঁরা বুঝি মাছ খান না?" বলিলাম—"চুপ্ চুপ্ মালপাড়ার গুরুর শিষ্য।" শুনিয়া সে একটু যেন মনমরা হইল।

আমার ইচ্ছা—চা খাইয়াই পা ছড়াই। জয়হরি ডাক্তারি পড়িয়াছিল; সে বলিল—"বলেন কি মশাই, এমন কাজটি করবেন না। এ শীতে শরীরের (heat and vitality) উষ্ণতা ও জীবনীশক্তি বজায় না রাখলে কি রক্ষা আছে!" এই বলিয়া সে ভর-পেট vitality বজায় করিতে লাগিল। ধর্মশালায় এ vitality রক্ষা যে কিসে হইত তাহা ভগবানই জানেন! আমি সামান্য কিছু মুখে দিলাম। রাত দুইটা বাজিয়াছে,—শয্যা লইতে পারিলে বাঁচি।

শয্যা প্রস্তুতই ছিল। সে রাত্রে আর কথা না বাড়াইয়া,—চার-পা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া গেল,—অবশ্য দুই জনে!! "যোগরূঢ়ী" হইল কি না জানি না।—সে কি আরাম!

চক্ষু না বুজিতেই জয়হরির vitality-র পরিচয় পাওয়া গেল;—নাসিকাধ্বনির তাড়নায় গৃহ-মধ্যস্থ তৈজসাদি সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই কসরতি trip-এ এত ক্লান্তি আসিয়াছিল—নিদ্রা রুকিল না; এই "Rip van Winkle এর পার্শ্বে কি করিয়া ও কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা। "নিদ্রাভঙ্গ হইল" ঠিক নহে, লাঠালাঠি করিয়া তাহা ভাঙা হইল বলিলেই সত্য অক্ষুন্ন থাকে।

দেখি, বাড়ীর সকলের মুখেই হাসি। তাহাতে শব্দের সংমিশ্রণ না থাকিলেও, বেশ eloquent (সুপ্রকট)। কারণটা পরে প্রকাশ পাইল,—জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির তাড়নায় বাড়ীর কেহই ঘুমাইতে পারেন নাই।

বাড়ীর কৃতজ্ঞ কুকুরটা এই আকস্মিক উৎপাতের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া প্রভুদের সজাগ রাখিবার জন্য যথাশক্তি চীৎকার করিয়াছে। অবশেষে স্বয়ং ভয় পাইয়া কোন প্রকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক আত্মরক্ষার্থে কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রাণভয়ে পলায়নের সুদীর্ঘ নখ চিহ্ন সকল প্রাচীর-গাত্রে প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।

আরো শুনিলাম—সেই নাসিকা-ধ্বনির মধ্যে বাড়ীর সকলেই সারারাত্রি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পরিচয় পাইয়াছেন। এ স্থলে একটা জ্ঞাতব্য কথা আছে—বাড়ীর কর্তা মহাশয় স্বয়ং সুরজ্ঞ লোক,—প্রত্যহ প্রত্যূষে পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সঙ্গীত-চর্চা করেন, এবং সে সম্বন্ধে তাহাদের তালিম্ দিয়া থাকেন।

বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইতেই, নির্মল আকাশতলে সূর্য্যালোক-সমুজ্জল যেন একখানি নূতন ছবি দেখিলাম। ঠাণ্ডা থাকিলেও শীতের হাওয়া বেশ সুমিষ্ট ও উপভোগ্য বোধ করিলাম ; (moist) স্যাঁৎসেঁতে-ভাব নাই, বেশ ঝর্‌ঝরে। পা বাড়াইলেই পথ, বিশ গজের মধ্যেই ইস্টেশন্, ট্রেণ দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে শিস্ দিয়া যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল। •

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়ার কথাটাও মনে পড়িল,—আলস্য আর অবসাদের আড্ডা, হাত-পায়ে যেন পাথর বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে। হচ্চে—হবে—থাক্,—এই ভাব। কাজেই লোক বিজ্ঞ হইতে বাধ্য ; কারণ—"কি হবে!" "কি লাভ!"

অর্থাৎ সব তাতেই লাভের দিক দিয়া কিছু হওয়াটা চাই,—এবং সেটা কাজের পূর্বেই চাই; নচেৎ নড়াচড়াটা সেরেফ্ নির্বুদ্ধিতা। ফলকথা,—মাটির গুণ—জলবায়ুর প্রভাব।

গরম জল, (tooth-powder) দন্ত-মঞ্জন, তোয়ালে, সাবান, অর্থাৎ সভ্য-যুগের ভব্য সরঞ্জাম সবই হাজির ছিল। সত্বর কাজ সারিয়া, কাপড় না ছাড়িতেই, —শুভ সন্দেশ ও চায়ের প্রবেশ।

শ্রীমান্ নাতজামাই বলিলেন,—"বাবা এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি।" অর্থাৎ এখন সন্দেশেই কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। বলিলাম,—"তাই ত' বড় ত্রুটি হয়ে গেল,—তা হোক্।—আমরা পরে সামলাইয়া লইব; তোমাদের কোনরূপ দুঃখের কারণ রাখিতে আমরা আসি নাই, এবং তাহা থাকিতে ফিরিবও না।"

কর্তা গত-রাত্রে আমাদের vitality (জীবনী শক্তি) বজায় রাখিবার ভিত্তি-স্থাপনা দেখিয়া নিশ্চয়ই একটু ভাবিত হইয়া থাকিবেন, তাই ভোরেই বাজারে ছুটিয়াছিলেন।

এ বাটীতে বিংশ-শতাব্দীর ব্যতিক্রমের মধ্যে পাইলাম,—চায়ের অ-চর্চা। যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অৰ্দ্ধসের পরিমাণে এক-একটি আলুমিনিয়মের পাত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চা নহে,—দুগ্ধ-সংযুক্ত গরম চিনির-পানা। অবশ্য তাহাকে "বামনবাড়ীর চা" আখ্যা দিয়া গৌরব করা চলে।

বহুদিন যাবৎ একটি রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি আমার মাথাটি দখল করিয়া পাকা আশ্রয় লইয়াছেন, ও সেটিকে কৃপণের ধনাগার বানাইয়া বসিয়াছেন। যিনি একবার সেখানে ঢোকেন, তাঁহার অগস্ত্য-গমন ঘটে,—তিনি থাকিয়াই যান, এবং মনটিকেও তাঁহার অনুচর করিয়া রাখেন। রাজ-বৈদ্যেরা রায় দিয়াছেন—"নার্ভাস্ ডিবিলিটি"—বা "Nervous devil ইটি"। সোজা কথায়—"ভূতে পাওয়া"!

এক চুমুক চা মুখে দিয়াই মনে পড়িল—"আচ্ছা,—আমি এখন কোথায়,—দেওঘরে না বৈদ্যনাথে?" শ্রীমান্‌কে প্রশ্ন করিলাম—"এ স্থানটির নাম কি?"

উত্তর পাইলাম—"কার্‌স্টেয়ার টাউন্‌" ।

নাও কথা ! সে আবার কি ! আবার তেরোস্পর্শ জোটে যে ! অন্যমনস্ক অবস্থায় আস্তো একটা সন্দেশ মুখে দিয়াছিলাম,—সে আর নাবে না,—হাঁ করিয়াই রহিলাম ।

শ্রীমান্‌ বলিলেন—"কি হোলো ! চা যে জুড়িয়ে যায় ।"

কোন প্রকারে বলিলাম—"কি যে হল, তুমি তা বুঝবে না বন্ধু,— আমাকেও জুড়িয়ে আন্‌চে ।"

শুনিয়া জয়হরি বেশ সহজ ভাবেই বলিল—তবে আর আপনি খেয়েচেন !— উচিতও নয় ! (শেষ মন্তব্যটা বোধহয় ডাক্তারি হিসাবেই উচ্চারিত হইল ।)— যে বলা—সেই কাজ ! পরে জানিলাম বাকি সন্দেশ তিনটী তাঁরই গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে !

শ্রীমান বলিলেন—"বেশ-এক-চুমুক চা খান দিকি,—নেবে যাবে !

চিকিৎসা-বিভ্রাট একেই বলে ।

"এই নাও" বলিয়া রোগমুক্ত হইলাম. ও বলিলাম—"রোগ ত ওখানে ছিল না, তিনি এখনও মাথায় মজুদ্‌ ।—আসিতেছিলাম দেওঘরে, পথে দাঁড়াইল—বৈদ্যনাথ, পৌছে শুনচি—ঐ যে কি সুমধুর নামটা শোনালে ?"

শ্রীমান্‌—"কারস্টেয়ার টাউন্‌" ।

"বেশ—তাই না হয় হল ; কিন্তু আমি ত কুটুম্‌-বাড়ী "অমরকোষ" আয়ত্ব করতে আসিনি, এখন ঠিক নামটা বাতলাও বন্ধু ।"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন, "But what is there in name ! (নামে কি আসে যায়) ।"

বলিলাম—"তবে কন্যার নাম 'নিকষা' কি 'মন্থরা' না রেখে, রবি-বাবুকে বিরক্ত করে 'নুপুর' নাম আমদানী করতে ছোটা হয় কেন ! এ স্থানটিকে লণ্ডন বললে মন-ওঠে কি ! রায় মহাশয়ও—'বিলেত দেশটা মাটির—সেটা সোণার রূপোর নয়' ব'লে, সাপ্টায় সেরেছেন,—"

শ্রীমান—"কেন ? মাটি মাটিই, তা যেখানকারই হোক্‌ ।"

"তা ঠিক্ বটে, কিন্তু কাবুলের মাটিতে মেওয়া পাই, বাংলার মাটিতে লাউ-কুমড়োই জোটে! যাক্, কই সব মাটিতে 'ফ্রেদম্' হয় এমন কথা ত' কোথাও বলে না বন্ধু! শচীর দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ায় প্রেমতরঙ্গ এনে সেই বন্যার মুখে সকল বাঁধ ভেঙ্গে যখন আচণ্ডালকে এক করে দিয়েছিলেন, তখন কোন প্রেমোন্মত্ত পোলিটিসন্ ভাবের নেশায় নদীয়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলেছিলেন—"এই মাটিতে 'ফ্রেদম্' হয়।" জিহ্বার জড়তায় 'ফ্রিডম্' (freedom) কথাটা স্পষ্ট না বেরিয়ে "ফ্রেদম" শুনিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ সেই অবস্থা যে মাটিতে আসে বা আনে, সেই মাটিতেই 'ফ্রিডম্' (স্বাধীনতা) ফলে। সব মাটি এক নয় বন্ধু!—এখন আসল নামটা শোনাও।"

শ্রীমান্,—"কি মুস্কিল! প্রায় সকলেই বলেন—দেওঘর। দশবার দেওঘর বলতে গিয়ে একবার 'বৈদ্যনাথ'ও বেরিয়ে যায়! কারস্টেয়ার-টাউনটা উহারই অংশ বিশেষ। এখন বেড়াতে বেরুবেন ত' চলুন, ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন!"

বলিলাম—"সে বহুৎ কথা, তার ছোট একটা বলি। দ্যাখো—কারস্টেয়ার্-টাউনে বেড়াতে হলে, কাটা ছাঁটা আর আঁটা পোষাকে—এড়ি থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত খাড়া সরল রেখায় straight and erect (সোজা) রেখে সম-পদক্ষেপে পা-ঠুকে চলতে হয়,—এদিক ওদিক হেলবে দুলবে না। কিন্তু দেওঘরে বেড়াতে হলে, পম্‌শু, লাগাম্-চড়ানে মোজা, আর কালাপাড়ের উপর পলেস্তারা (অল্স্টার) চড়িয়ে, মঙ্কি ক্যাপ মাথায় দিয়ে সিগারেট মুখে—ভাইন্ স্টিক্ হাতে বেরুনো চলে।—এটা যেন আমাদের রাজত্বি, এই ভাব। আর বৈদ্যনাথে চলতে হলে নগ্ন পদে, সংযত আর ভক্তিনত ভাবে, সকলকে পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশ ধরে নীরবে একাগ্র-পবিত্র মনে, দীনের মত ধীরে ধীরে চলতে হয়। নামটাও মর্য্যাদা খোঁজে,—বুঝলে বন্ধু—মাথা ঘামে কেন!"

শ্রীমান্ হাসিয়া বলিলেন—"না মশায়, ও সব বাজে চিন্তার দরকার ত' বুঝলামনা।"

শ্রীমানের মুখে খাঁটি সত্য কথা শুনিয়া সুখি হইলাম,—ভাবিলাম, তাহা হইলে এখনো আশা আছে!—"তা বটে" বলিয়া ঝেড়ে কোপ মারেন নি!

বলিলাম—"বেশ, এখন কি করতে হবে বল, প্রস্তুত আছি।"

এতক্ষণ শ্রীমুখ চাহিয়াই ছিলাম। আর সময় নাই বুঝিয়া কথা কহিতে কহিতে নীচে রেকাবিখানা হাতড়াইয়া দেখি—সর্বত্রই সমতল!

জয়হরি অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"আপনি আর খেতেন নাকি! আমি যে—"

বাধা দিয়া বলিলাম—"বেশ করেছ; তোমার হাতে তুলে দেবার তরেই খুঁজছিলাম।" মনে মনে শাস্ত্রকারদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারা নাকি উপদেশ দিয়াছেন,—আহারের সময় ভোজনপাত্র বাম হস্তে স্পর্শ করিয়া থাকিবে—এবং মাথা হেঁট করিয়া ও-কাজটি সারিবে। তাঁরা সব কি বিচক্ষণই ছিলেন!

শ্রীমান ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আপনার খাওয়াই হল না, দু'চারখানা আনি।" তাহাকে অনেক করিয়া নিরস্ত করিলাম ও—"এখন কোথায় যাবে চলো" বলিয়া, উঠিয়া পড়িলাম।

১১

বাহিরে পা বাড়াইতেই সম্মুখে দেখি,—বেশ সুউচ্চ এক দ্বিতল বাড়ী, গেটের দুই পার্শ্বে দৌড়দার রোয়াক। রৌদ্র, আলোক, বায়ু, তিনই বাধামুক্ত। শুনিলাম, এটি একটি ধর্মভীরু মাড়োয়ারি মহাজনের কীর্তি,—ধর্মশালা। ইস্টেশন ও ধর্মশালাটির মধ্যে রাজপথের প্রশস্ততাটুকু মাত্রই ব্যবধান,—এইটিই ইহার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। গতরাত্রের অনিশ্চিত ও অসহায় অবস্থার কথা মনে হইয়া—এই সহজলভ্য আশ্রয়টি আমার কাছে অমূল্য বস্তু বলিয়া বোধ হইল।

শুনিলাম বিদেশী আশ্রয়হীনা যাত্রী বা পথিক এখানে তিন দিন আরামে অতিবাহিত করিতে পারেন; তদধিক-কালের অবস্থান অনুমতি সাপেক্ষ। গত রাত্রে নন্দকিশোর এই ধর্মশালার কথাই কহিয়াছিল। সে যে বলিয়াছিল—"কুছু চিন্তার কারণ নেই বাবুজি—আরামসে থাকবেন", তা ঠিক। কেবল ভাইটালিটী

বজায় রাখিবার (আহারের) ব্যবস্থাটা নিজেদের। হিন্দুর দেশ না হইলে, অর্থাৎ একজাত—৩২ চুলো আর ৩৬ ফ্যাসাদ বা ফোঁস না থাকিলে, পেটের ভারও সম্ভবতঃ শেঠেরা নিতেন।

গত রাত্রে অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই যে, আমাদের জন্য স্টেশনের পশ্চাতেই (ধর্মশালা হইতে দশ গজের মধ্যেই) কোম্পানী অনুকম্পাবশে waiting-shade (বিশ্রামাচ্ছাদন) বানাইয়া রাখিয়াছেন। তাহা হাত কয়েক লম্বা বেড়াশূন্য ন্যাড়া, করোগেটের একটি খোঁয়াড়। এখানেও রৌদ্র, বায়ু, আলোক (দিবাভাগে) প্রচুর পরিমাণেই উপভোগ করা যায়; অধিকন্তু—বৃষ্টির-ছাট্ বাহিরে অল্পই অপব্যয় হয়। আমরা যেমন দেবতা তার উপযুক্ত একখানি নৈবেদ্য বিশেষ; সুতরাং আক্ষেপের কোন কারণই নাই। রাত্রে (দিনেও দেখিলাম) নিজেদের সম্পত্তি ভাবিয়া গরু, বাছুর, ছাগল, কুক্কুর, মায় বেতো-ঘোড়ায়, সেটি দখল করিয়া থাকে। তাহাদের এরূপ ভাবিবার এবং এরূপ কার্যের বিরুদ্ধে, বিশেষ আপত্তিকর কিছু পাইলাম না। কেবল যে তাহারা থাকে তাহাই নয়,—ধর্ম রক্ষাও করে, কারণ, থাকিতে হইলে, শরীর-ধর্ম বা প্রকৃতির পেছটান্ রক্ষা করিতেই হয়, এবং তাহা উচিতও। Floor বা মেঝে, বেশ উচ্চাব।

বিশ-ত্রিশ পা অগ্রসর হইয়া শ্রীমান—একটু রোয়াকসংযুক্ত দুইখানি একত্র সংলগ্ন সাধারণ কুটুরি দেখাইয়া বলিলেন—"এইটি ব্রাহ্ম-মন্দির।" চমকিয়া উঠিলাম। মন্দির হইলেই তাহার চূড়া চাই; তাহাও আছে। ইভ্নিং-ক্যাপের কার্ণিস্ ঊর্ধে উল্টাইয়া রাখার মত, ছাদের সম্মুখস্থ আলিসার উপর ক্রাউন বা মুকুট হিসাবে তাহা বর্তমান। বেশ সাদাসিদে। আবার বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত অনেকটা নিম্নভূমিতে থাকায়—বিনয়-ব্যঞ্জকও।

শ্রীমান না বলিলে বুঝিতেই পারিতাম না যে, এইটি ব্রাহ্মমন্দির। পরে বুঝিলাম, ভুলটা আমারি, প্রতিষ্ঠাতারা এত বড় ভুল করিতেই পারেন না। উক্ত চূড়ার ও-পিঠে বা ছাদ্-পিঠে "ব্রাহ্ম-মন্দির" বলিয়া বড় বড় হরফে লেখা আছে। কারণ?

মন্দিরটির গাঁ ঘেসিয়াই রেললাইন্, স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে, যাত্রীরা বৈদ্যনাথের মাটি মাড়াইবার পূর্বে এই ধর্ম মন্দিরটির সংবাদ ও অবস্থিতি স্থান বিনা আয়াসেই জানিতে পারেন,—উদ্দেশ্য বোধহয় এই। যাহা হউক, ইহা কম লাভ নয়। বুঝিলাম, এই বৈপরীত্যের পশ্চাতে যথেষ্ট সদিচ্ছা ও বুদ্ধি খরচ বর্তমান। তবে আমার মত যাঁরা রাত দুপুরের আগন্তুক, তাঁহাদের জন্য এ পিঠে P. T. O. (পশ্চাৎভাগ দেখহ) দাগা থাকিলে যেন আরো ভাল হইত। মানুষের কিছুতেই মন উঠে না !

মন্দিরের position (স্থিতি স্থান) বেশ strategic (কৌশলানুকূল) হইলেও, দেয়ালগুলি "এণ্ড কোং" মহাশয়দের পোস্টারের আক্রমণে রক্তরঞ্জিত। ইঁহাদের range (দৌড়্) ত' কম নয়,—২০৫ মাইল! জানি না ইঁহারা কি কারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, এখানে যাঁহারা আসেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা নাই,—বস্ত্র আর অলঙ্কারেরই একান্ত আবশ্যক !

বলিলাম—"চল ফেরা যাক্।"

শ্রীমান আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, এখনো ত' বাসা থেকে দু'শো গজের মধ্যেই আছি !"

বলিলাম—"আমি যে অনেক এগিয়ে পড়েছি হে !"

শ্রীমান—"আপনার এগুনো পেছুনোর rate-টা (হারটা) আমাদের বুদ্ধির বার্। কিন্তু পোস্ট্-আপিস্ হয়ে যে যেতেই হবে। দশটা বাজে, window delivery (জান্‌লা-বিদেয়) না নিলে, চিঠি পেতে সেই দুটো তিনটে।"

বলিলাম—"তাড়ার কিছু আছে না কি ? না—'কেমন আছ' আর 'কেমন আছির' আদান প্রদান ?"

শ্রীমান—"সকলে কেমন আছে, সেটা জানবার একটা ব্যাকুলতা থাকে না ?"

বলিলাম—"কিছু না, আমাদের আবার কেমন থাকা-থাকির এত খোঁজ কেন ? সব বেশ আছে। বড় জোর জ্বর, না হয় সর্দিকাসি। শাক্‌পাতাড় খেয়ে বাঁচতে হলে দু'বারের জায়গায় না হয় চারবার দাস্ত। আজো এসব স্বাভাবিক বলে ভাবতে শিখলে না ! ক'দিন অন্তর এই পত্র-বেদনা চাগায় ?"

শ্রীমান—"বাবার হুকুম,—রোজ পত্র যাওয়া চাই, আর রোজ পত্র পাওয়া চাই। না পেলেই অধীর হন, টেলিগ্রাফ্ করেন।"

বলিলাম—"বেশ স্বস্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন ত'! হেলিসাহেব বিচক্ষণ লোক বটে, তিনি এদের ভরসাতেই বজেট্ বানিয়েছিলেন দেখছি। যাক,—কর্তার যখন delivery pain-এর (বেদনার) আশঙ্কা রয়েছে,—চলো।"

১২

একটু এগিয়েই বন্ধু বলিলেন—"এই দেওঘর পুলিস-স্টেশন।"

"বেশ—এঁরা দেশের শান্তি রক্ষা করেন, এঁদের এখান হইতেই নমস্কার করি। বোবার শত্রু নাই, চলো। এইবার বোধহয় জেলখানা?"

জয়হরি এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে থাকিতে পারিল না; সহসা বলিয়া উঠিল,—"সে এখন থাক্ মশাই, ওটা খাওয়া-দাওয়ার পরই ভাল।"

শ্রীমান বলিলেন—"আমি এইবার short-cut, অর্থাৎ আনাচ্ কানাচ্ ধরিলাম; ও সব দেখতে গেলে delivery (পত্র বিলি) শেষ হয়ে যাবে।"

জয়হরি বলিল—"জগদম্বা মালিক্,—চলুন,—সেই ভাল।"

অদূরে একটা জনতা দেখা গেল। ধূম-বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া ভাবিলাম, আগুন লাগিয়া থাকিবে। জোর-কদমে যত নিকট হইতে লাগিলাম, ততই ইংরাজি-বাঙ্গলা মিশ্রিত কলরব কাণে পৌঁছিতে লাগিল। দেখি, নানা বয়সের, নানা বেশের তিরিশ চল্লিশ জন বাঙ্গালী,—কেহ পথে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, একত্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া হাস্যালাপ করিতেছেন।

শ্রীমান কথাটা ভাঙ্গেন নাই, আমাদের দৌড় করিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন নিকটে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"এইটি দেওঘর পোস্ট অফিস, উপস্থিত সকলেই পত্রপ্রাপ্তির উমেদার!"

বলিলাম—"বহুৎ ধন্যবাদ!"

কেই বা শোনে,—শ্রীমান তখন বেগে "বিতরণ বাতায়নে" হাজির।

দেখি,—তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—নিজের দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বের অণু পরমাণু হইতে জীব-জগৎ এ কাজটিতে ভুল করে না; কাহারো জাতি বা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতে হয় না, আপনারাই খুঁজিয়া লয় ও দানা বাঁধে। সম্প্রতি কেবল আমরাই এই শাশ্বত নিয়ম ভাঙ্গিয়া এক করিতে বসিয়াছি। তেলে জলে এক্ করিয়া বোধহয় "তেজলো" হইতে পারিব। দেখা যাউক। এ মনোরথে যদি চলে ত' অমত নাই।

ইতিপূর্বেই পত্র-বিলি সুরু হইয়াছিল! সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেণযাত্রীদের টিকিট কিনিবার মত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আশ্চর্য এই, আজিও পিক্-পকেট বা গাঁট্‌কাটারা, এ শুভ সংবাদটি পায় নাই। কেহ পত্র পাইয়াই পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কেহ পকেটে পুরিতেছেন (সম্ভবতঃ সেগুলি মহিলাদের নামাঙ্কিত)। কাহারো মুখে আনন্দ বা আরাম আভা দিতেছে, কাহারো বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা! কেহ তখনি পোস্টকার্ড লইয়া লিখিতে লাগিয়া গেলেন; কেহ টেলিগ্রাফ্ করিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

পত্রের প্রাপ্য বিষয় বস্তু আমাদের প্রায় একই রূপ; সাধারণতঃ—ভাল আছি, অমুকের অসুখ, শোবার ঘরে সিঁদ, খুড়োর গঙ্গালাভ, পৌষের তত্ত্বের ফর্দ, আর টাকা চাই। বড়লোকের—মালগুজারি, মকর্দমা, আর মোটারের অবস্থা, এবং গ্রে-হাউণ্ড্‌টা আপনার বিরহে বিমর্ষ থাকে। আর তা-বড় লোকের অধিকন্তু,—সশস্ত্র ডাকাতিতে ষাট হাজার টাকার সদ্গতি লাভ,—ও একটা গরীব কেরাণীকে মোটর চাপা দিয়া ছোটবাবু সে-লোকটার শান্তির উপায় করিয়া দিলেও, স্বয়ং নিজের উপর অশান্তি আনিয়াছেন, এবং তিন হাজার টাকার জামিনে খালাস আছেন। হয়কে নয় করিতে পারেন, সত্বর এমন একটি সেরা ব্যারিস্টারের ও দু'তিনটি ভকিলের 'ফীস্' ব্যবস্থা করিবেন;—মামলার তারিখ ১৩ই চৈত্র। এই টানা-পোড়েনে দুইটা টায়ার burst করিয়াছে (ফাটিয়া গিয়াছে) ও পেট্রল-

ট্যাঙ্ক তেউড়িয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য নয়,—ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি, চিরদাস শ্রীভজহরি হাজরা।—ইত্যাকার।

কোন পত্রেই ত' দেখি না;—ছেলে মেয়ের রং সাহেব-মেমের মত হইয়া গিয়াছে, অথবা বাতগ্রস্ত পঙ্গু বৃদ্ধ-কর্তা সহসা যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন,—টাকাগুলার সদ্ব্যবহারের সুরাহা হইল।

এই পত্রের জন্য এই ভিড়,—এই ব্যাকুলতা! অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

যাহা হউক, একটা মস্ত মুস্কিল হইল—আমার সমবয়স্কের দল বাছিয়া লইয়া দুইটা বাক্যালাপের। আমি দাগী-আসামী, মুখের উপর বয়সটা দাগা রহিয়াছে,—গোঁফ পাকিয়াছে! এই দুর্দ্দৈবের সূত্রপাতেই স্থির করিয়াছিলাম, এ বালাই আর রাখা নয়; কিন্তু ভৈরব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখখানা মনে পড়ায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। সাহসে আর কুলায় নাই; অর্থাৎ—সে মূর্তি আর বাড়ানো কেন! ক্রমে সেই পাকধরা গোঁফ্ অধুনা বেশ সুপক্ক। এ জমায়েতে প্রায় সকলেই গোঁফ্ শূন্য। যাঁহাকে ষাটের উপর বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহারো এমন সাফ্ শেভিং (কামানো) যে একটু ফুঁপি পর্যন্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে,—ব্রহ্ম বলিলে হয় —আছেন নিশ্চয়ই কিন্তু অগোচর! ফ্যাঁসাদ এই, আবার সভ্যতা বলে নাকি—বয়স আর বেতন জিজ্ঞাসা করাটা অসভ্যতার চরম!

এ সম্বন্ধে একটু পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল।—তিনি ছিলেন একজন ভাল ভকীল, বয়স ষাট বাষট্টি, কিন্তু আমদানীর আতিশয্য—তাঁর উৎসাহ উদ্যমটাকে চাড়া দিয়া উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল। আমার বয়স জিজ্ঞাসা করায় বলি একান্ন; তখন তিনি দুই কক্ষে হাত দিয়া যথাসম্ভব erect (খাড়া) হইয়া, নিজেই প্রশ্ন করেন,—"আমার কত আন্দাজ কর?" বলিলাম—"পঞ্চাশ কখনো হয়নি।" তিনি ভ্রূর্দ্বয় কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া—স্মৃতি সানাইয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—প্রায় তা হোলো বই কি, পাঁচ সাত বছর আর ক'দিন,—ও হওয়াই ধরো!".

বেতন সম্বন্ধেও আমাদের দোয়ারিবাবু বেশ এক টোট্‌কা আবিষ্কার করিয়া বরাবর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বেশ সুফলও পাইয়াছিলেন। বেচারী—বাবুও ছিলেন, এবং বড় বংশেরও ছিলেন,—বেতনটি কেবল 'ছোট' ছিল। সেকালে

বেতন জিজ্ঞাসা করিতে কাহারো বাধিত না, এমন কি সর্বাগ্রে 'ব্যাতন'টাই যেন জিজ্ঞাস্য ছিল। দোয়ারি বাবুর বেশভূষা দেখিয়া ও প্রশ্নটা অনেকেই করিতেন। তিনিও—"সেই পাঁচ কম্ হে বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া যাইতেন ;—বড় জোর বলিতেন—"ব্যাটাদের কি আর বিচার আছে।"—ব্যস্।

কাজেই সন্দেহের উপর কোন কিছু করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। মধুসূদন রক্ষা করিলেন। সম্ভবতঃ আমার দু'এক কেলাস (class) উপরের, একটি প্রবীণ ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া হাস্য-বিজড়িত বদনে বলিলেন—"মশাইকে নূতন লোক দেখছি।" আমিও সেই ভাবেই উত্তর করিলাম "আজ্ঞে, লোক আমি খুব পুরাতন; এখানে নূতন আসিয়াছি।"

এটা অবশ্য জানা ছিল—গড়ের মাটে নূতন ঘোড়ার আমদানী হইলে—আজকাল খোঁড়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছোটে,—"পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্!" এ সব ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ।

যেই কথা কহিয়াছি, দেখি দশজনের মধ্যে বেশ একটা সহাস সমালোচনার সাড়া পাইলাম, গণ্ডীও গাঢ় হইয়া ঘেঁসিয়া আসিল।

কারণটা বুঝিলাম না! দেবযানীর অভিশাপটা যে কচের মারফৎ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ কখন করি নাই ; এখন আর সে সন্দেহ নাই। তাই সেদিন কার্যকালে ভুলিয়া গেলাম—"যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে"! তাবৎটা নাই বা বলিলাম!

প্রবীণ ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন দিন কতক থাকবেন ত'?" বলিলাম "সঙ্কল্প সেইরূপই ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট সেইরূপ নয় দেখছি—"। কথা শেষ করিতে না দিয়াই, প্রৌঢ় গাছের একটি রোগা ভদ্রলোক বলিলেন—"কেন!—এই ত' চেঞ্জের সময় ; এখন এখানকার জলহাওয়া খুবই ভাল, খুব ঘুরে বেড়াবেন ; যা, আর যত খান না, দু'ঘণ্টায় হজম্! দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন।"

বুঝিলাম লোকটি থামিবার পাত্র নন,—শুধু ডিস্‌পেপ্‌টিক্ই (অজীর্ণ রোগী) নহেন,—বক্তারও ; এখনো অনেক কথা বলিবেন। তাই বাধা দিয়া বলিলাম—"মাপ করবেন,—আপনার কথায় আরও দমিয়া গেলাম।" পাছে আবার 'কেন!

বলিয়া সুরু করেন, তাই দম না লইয়াই বলিতে লাগিলাম,—"আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, কিন্তু ঐ যে বলিলেন "জলহাওয়া খুবই ভাল" ঐখানেই খট্‌কা'—আমার এমনি কপাল—"ভাল" কোন কিছু আমার কস্মিন্‌কালে সহে না। আর 'ঘোরা' সম্বন্ধে আমার নিজের কোন ওজর-আপত্তি চলিতে পারে না—কারণ ওটি আমার কোষ্ঠির ঢালা হুকুম; আমি ঘুরিতে না চাহিলেও সে আমাকে ঘুরাইবে। ও সম্পর্কে আমি সৌরজগতের গ্রহবিশেষ। কিন্তু ঐ যে শুনালেন—'যত খান্‌ না—দু'ঘণ্টায় হজম'; ঐটিই দেখিতেছি থাকা সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।"

প্রাণায়াম-সিদ্ধ নহি,—দম না লইয়া মানুষ কতক্ষণ কথা কহিবে! লোকটি একটু অপ্রতিভ হইবার মত হইয়া গেলেও; যেই শ্বাস লইব, অমনি আরম্ভ করিলেন,—"কেন? এখানে মানুষ আসে আর কিসের জন্যে!"

তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আপনি উত্তম আন্দাজই করেছেন,—তবে দেশের এই দুর্দিনে 'যতই খান না—দু'ঘণ্টায় হজম হইয়া গেলে,—বোধহয় ইহাই দাঁড়ায় যে, ভোজনে ভিটেমাটি ফুঁকিয়া ফকিরি লইবার জন্যই এখানে আসা। এ অধিকারটা নিজের সম্পত্তিতে সকলেরি থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যে একটি নিরীহ ভদ্রলোকের বাসায় আসিয়াছি,—আবার একা নই—সঙ্গে একটি বিরাট দোসর।"

ইতিমধ্যে পত্রাদি পকেটে পুরিয়া, দল ক্রমে বেশ পুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কি কারণে হাসির একটা ঘূর্ণী বহিয়া গেল। রোগা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও এবার সে হাসিতে যোগ দিলেন। বোধহয় এতক্ষণে তাঁহার রহস্যানুভূতি হইল।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আর 'ভাল' বলিব না, তবে এখানকার জলহাওয়াটা প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর,—আমার case-এ দেখছি খুবই suit করেচে।"

বলিলাম—"আপনার আমার প্রায় same case (একই হাল্‌) আমাকেও suit করা (সওয়া) সম্ভব।"

প্যান্ট্‌-অলস্টার-পরা, হ্যাট-হাতে, যুবাও নন্‌, প্রৌঢ়ও নন্‌ এমন একটি

ভদ্রলোক বলিলেন—"তা বলা যায় না, ওঁর আর আপনার constitution (শারীরিক ও মানসিক গঠন বা ধাত) এক না হতেও পারে।"

চাহিয়া দেখি, পকেট হইতে সানায়ের শেষ-ভাগটা উঁকি মারিতেছে। এ পোষাকের সানাইওয়ালা দেখি নাই, অতএব নিশ্চয়ই ডাক্তার। সানাই সুর শোনায়,—এ যন্ত্রে সুর শুনিতে হয়, প্রভেদ অল্পই।

বলিলাম—"ডাক্তার বাবু, স্বদেশীর সময়ে অনেকেই তর্জন-গর্জন সহ নামে মাত্র অনেক কিছু বর্জন করিয়াছিলেন, পরে মায় সুদ সে সব পুনরর্জন করেছেন। উনি ও অধীন উভয়েই বোধহয় সেই সময় হইতেই দন্তবর্জন সুরু করিয়াছি, এবং তাহা আর পুনর্গ্রহণের নামটি করি নাই। বরং এক্ষণে সমগ্র বর্জণের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এ বর্জনে আসল বস্তুর ফাঁক্ ছাড়া, ফাঁকির ফাঁক নাই, এতে স্বদেশীর ছাপমারা রুচিকর লুকোচুরি চলে না। সুতরাং 'জল-হাওয়ার' মত suitable (সুবিধার) জিনিস এখন আর আমাদের কি আছে,—তা এখানেই কি আর অন্যত্রেই কি,—চর্বণের চর্চা ত' উভয়েই একদম চুকিয়ে দিয়েছি! আমাদের same case হলনা কি ডাক্তার বাবু! তা না ত' কালীঘাটেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতে যাইতাম, এখানে কেন! কি বলেন?" এই বলিয়া প্রবীণ ভদ্রলোকটির দিকে চাহিতেই তিনি যুবকের মত ডিঙ্গি-মারিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"very true" (ঠিক বলেছেন), এবং এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নিবাস?" সকলে উৎকর্ণ।

বলিলাম—"পরিচয়ের আদান প্রদান, কোথাও বসিয়া ধীরে-সুস্থিরে হইলেই ভাল হয়, আজ থাক; বেলাও বাড়িতেছে—আমার সঙ্গীটি বোধহয় এতক্ষণে আধমরা হইয়া পড়িল;—কারণ হজমের মেয়াদ (দুই ঘণ্টা) অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। কোন একটি জীবহত্যার পাপ সংগ্রহ করাও—আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য নয়।"

জন-দশেক বন্ধু পরিবৃত একটি লক্ষ্মীমন্ত ডউলের যুবক বলিয়া উঠিলেন—"সেই কথাই ভাল মশায়—এখন থাক্। বেলা তিনটে নাগাদ যদি অনুগ্রহ করে সকলে একবার বম্পাস্ টাউনের (Bompass town-এর) দিকে বেড়াতে আসেন ত'

বড়ই আনন্দ হয়। আমাদের "***সদন" সদর রাস্তার উপরেই।" পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি চা খান ত?"

বলিলাম—"বড় বড় ডাক্তারেরা দয়া করে নিষেধ করেছেন বটে,—কিন্তু খেতেই হয়।"

ডাক্তার বাবুটি ইকুইলিপটস মাখানো রুমালে মুখ মুছিতেছিলেন, একটু যেন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

বলিলাম—"কারণ, যাঁরা নিষেধ করেন তাঁরা সকলেই ওটা খান।"

ডাক্তার ছাড়িবার পাত্র নন, বলিলেন—"কিন্তু আপনার ধাতে চা নিষিদ্ধ হতে পারে। আপনার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থাকে ত' ওটা আপনার পক্ষে বিষ।"

বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞা করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ,—কিন্তু যাচায়ে তা পেলাম কৈ! আমার তিনটি সহ-রোগী, ও সম-রোগী. তাঁদের কথায় চা ত্যাগ করে, অল্পদিনেই দেহটাশুদ্ধ ত্যাগ করে গেছেন। অপরাধ মাপ করবেন—আমিই কেবল ওটা ত্যাগ করিনি—উপায়ও ছিল না; কিন্তু তার পর এই সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর—চা এবং শরীর দুই-ই যে আমার বজায় আছে, সেটা অস্বীকার করি কি করে।"

একটি গাল-চড়ানো বাঁকারি-প্যাটার্নের কেশ-বিলাসী আপাদলম্বিত পাঞ্জাবী-পরা ভদ্রলোক, আমাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবুদের কথা বলবেন না মশাই, ওঁরা পরের গায়ে অস্ত্র চালাতে দশভূজা,—নিজের বেলায় জগন্নাথ! চা এক চিজই আলাদা; তা না ত galloping (লাফমারা) থাইসিসের (রাজ-যক্ষ্মার) মত এত দ্রুত promotion (উন্নতি) পেয়ে চলতো না। ভট্টপল্লীর সরসী স্মৃতিরত্ন মশাই তাঁর জামাতাকে পোষড়ার তত্ত্বের সঙ্গে তিন টিন লিপ্টন আর তিন টিন ব্রুকবণ্ড পাঠিয়েছেন—স্বচক্ষে দেখেছি। অতঃপর কে বলবে যে চা শাস্ত্রীয় উপকরণ নয়! কিন্তু আপনি ঐ যে দুটি কথা বললেন—"কিন্তু খেতেই হয়, "আর 'ছাড়বাও উপায়ও ছিল না' এতে একটু ধোঁকায় পড়ে গেছি,—আপনার আপত্তি না থাকে ত'—"

বলিলাম—"কিছু নাঃ—একটু আধ্যাত্মিক অন্তরায়ের কথা। কি জানেন, বরাবরই ঐ উপাদেয় পানীয়টা 'গোবিন্দকে' নিবেদন কোরে—"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, মহাশয়ের নামটি তাহ'লে—"

বলিলাম—"আজ্ঞে না, আমি প্রভু শ্রীগোবিন্দের কথাই বলচি। চা জিনিসটি চট্ করে অভ্যাসের মধ্যে এসে যায় কি না, সুতরাং বহুদিনের নিবেদনে যদি গোবিন্দের অভ্যাস হয়ে গিয়ে থাকে,—এখন প্রভুকে বঞ্চিত করি কোন অধিকারে?—এমন কাজ চণ্ডালেও পারে কি?"

"কখনই না, কখনই না, কে এমন নরাধম আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি, সহাস-উচ্ছ্বাসের ধুম পড়িয়া গেল।

এইরূপ বহু আধ্যাত্মিক আলোচনায়, সেদিনকার দাঁড়া-দরবার ভঙ্গ হইল।

১৩

বাসায় ফিরিবার পথে শ্রীমান বলিলেন,—"খুব লোক ত' আপনি! ক'টা বেজেছে তা জানেন?"

বলিলাম—"দরকার? পঁচিশ বচর ঘড়ি ছিলেন আমার ইষ্ট-দেবতার শ্রীমুখ,—ওই দেখে—ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, নাওয়া-খাওয়া। এখন সে'টি তোমাদের দিয়ে ছুটি নিয়েছি। আর দিন রাতের ধার ধারি না বন্ধু। এখন—না হেথায়—'দিন ভায়,—না নিশীথ তারা।' সব একসা।"

শ্রীমান। এতক্ষণ ত' কেবল বাজে ফাঁকা কথাই পেলুম।

বলিলাম—"ওঃ, material চাও,—নিরেট কিছু খুঁজচো!"

শ্রীমান। তা না ত' কি!

বলিলাম—"এ ত' তোফা কথা; কিন্তু সেটা ত' বৈঠকখানায় জন্মায় না তার গড়ন হয় কারখানায়। সে ত' 'মুখে ফলে না,—দুখে গজায়;—একটু নড়তে-চড়তে হয়; পারবে কি? তবে,—তার সঙ্গে একটু বাজেরও চর্চা রেখো;

—ভয় নেই—ঠোক্‌বে না, বরং থাকবে ভাল। কেঁচো-মেরে যেও না! কেঁচো-গুলো মাটিকে real (খাঁটি) ভেবে 'মাটিরিয়েল' ('material') নিয়ে আজন্ম ব্যস্ত। সে ভাবচে—মাটি-চেলে পৃথিবীটাকে কাঁকরশূন্য করে গর্ভে পূরবে! স্পর্দ্ধার পার নেই! অজ্ঞানের ধারণা, সে নিরেট মেটিরিয়েল (বস্তু) চর্চা করছে,—কিন্তু বানিয়ে চলেছে 'ফাঁক'! কাটের-পোকাও দিন নেই, রাত নেই তার জীবনব্যাপী পরিশ্রমে, সশব্দে শুষ্ক কাট কেটেই চলেছে। তার কাটের কারবারে জন্মাচ্ছে কিন্তু 'ফাঁক'! বন্ধু—আমার মস্তিষ্কটি ছাড়া জগতের নিরেট অংশ আর কতটুকু! তাই বলছিলুম,—সজ্ঞানে ফাঁকের চাষ একটু রেখো! আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি-সম্রাট রবি বাবু পেয়ালার ফাঁকটাই যে তার প্রধান অংশ সে দিন তা বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন; তা না ত' চা টুকু বাদ দিয়ে বাটি কামড়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়; রাজি আছ কি?—দলাদলি থাকতে পারে; ইংরেজের কথা না শুনলে যদি বিশ্বাস না হয় ত' শোনো—

"How can I drink a cup of tea? A cup is not a fluid, nor am I an Ostrich. Strictly, I shall drink the Tea of the cup, and not the cup of Tea."

আবার আমাদের মধুকবি ব্যারিস্টার মাইকেল ক'দিন ধরে এক নাপিতের মামলা—কয়েকটা কবির গান শুনে করে দিয়েছিলেন;—তাইতেই হাজার-টাকার খোলের খোলের ফাঁকটা ভরে উপ্‌চে উঠেছিল!"

শ্রীমান। আর তাই তাঁর শেষ অবস্থাটাও খুব শোচনীয়,—মলেনও দাতব্য-চিকিৎসালয়ে।

বলিলাম—"মলেন!—না মরাকে বাঁচালেন? কোন খবরই রাখ না বন্ধু। ত্রেতাযুগের মরা মেঘনাদকে সব-যুগে অমর করে গেলেন, আর নিজেও অমর হয়ে রইলেন! তোমার মেটিরিয়েল 'মেশিনগনের' এত শক্তি নেই যে আর তাঁদের মারেন!—'বাজে' আছে তাই বাঁচোয়া! তোমরা বস্তু-ব্যাপারীরাও কিছু হাসিল করতে হলেই ফাঁক্ খোঁজ; তোমাদের মুখেই শুনি, 'ফাঁক্ পাচ্চি না—একবার ফাঁক্ পেলে হয়।' নয় কি?"

শ্রীমান। তা যেন স্বীকার করলুম, এখন বলুন ত' আপনি অতক্ষণ ফাঁকা আলাপে—হাসিল করলেন কি ?

বলিলাম—"বহুৎ, যা খুঁজিতেছিলাম তাই। অর্থাৎ এখনো বৈদ্যনাথ পৌছাইনি—দেওঘরেই ঘুরচি। যাঁদের সঙ্গে কথা হল তাঁরা কেহই বৈদ্যনাথে আসেন নাই, সকলেই দেওঘরের ঋতুবিহারী (bird of season) সখের দল। আর পেলাম,—এ অবস্থায় এঁদের যেটা স্বাভাবিক, অর্থাৎ—সময় কাটাবার নূতন নূতন লোক পাবার আগ্রহ, যাতে আমোদে-আনন্দে দিনগুলো বেশ কাটে। এঁদের অনেকেই আরাম ছাড়া অন্য চিন্তা কমই রাখেন; পাঁচ-সাত জন স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত। পোস্ট অফিসে নিত্য প্রাতে এই যে এত বড় জমায়েৎ হয়,—সেটা কেবল পত্রের টানেই নয়, তার মূলেও ঐ সম্মিলনের আনন্দ বর্তমান; ওটা 'ক্লাবের' কাজও করে,—দেখা-শোনা, আলাপ-পরিচয়, খোঁজ-খবর, নতুন-লোক-পাকড়াও, —সবই চলে। ওটা সখের-সফরী বাবুদের Feeder Station—মনের খোরাক যোগায়। বাদ দেবার জিনিস নয়,—বড় দরকারী।"

শ্রীমান। বৈকালে তাহ'লে বম্পাস্ টাউনে যাচ্ছেন ত' !

বলিলাম—"আমার নিজের যাওয়ার আপত্তি নেই. আমার এখন ঐটাই দরকার; কিন্তু তোমাদের নিয়ে যেতে রাজি নই।"

শ্রীমান। কেন ?

বলিলাম—"বাবুটি যে ঠিকানা দিলেন, সেটা কেবল আমারি উপযোগী। কি এক 'সদন'বললেন না ? আমার এই দীর্ঘ-জীবনে বিশেষ করে ত' একটিমাত্র 'সদনের' কথাই শোনা হয়েছে, আর সেটি তেমন লোভনীয়ও নয়। কুড়েরাম দত্তের নজিরে ফিরে আসতে পারি ত' ও-কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাও ত' তুমি দিলে দেখলুম,—আবার "দূত" না আসে।"

শ্রীমান। আমাকে এম্নি পেলেন বুঝি। থাকি কাস্টেয়ার টাউনে ইস্টেশনের গায়ে, ঠিকানা দিয়েছি উইলিয়মস্ টাউন্ নন্দন পাহাড় ঘেঁসে—তিন মাইলের তফাৎ !

বলিলাম—"ইস্—অপরাধ হয়ে গেছে ত' বটে; ভুলেই গিছলাম যে কলকেতায়

থাকো। চোক্ কান্ বুজে law-টা (ভকিলীটা) দিয়ে ফ্যালো বন্ধু,—চট্ উন্নতি করতে পারবে।"

শ্রীমান আর কথা না কহিয়া, একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িল। বলিলাম—"এ আবার কোথায় ?"

দেখি, বামুন-ঠাকুর দরজা খুলিয়া দিল। জয়হরির উদ্দেশে ফিরিয়া দেখি, সে বহু পশ্চাতে,—হাতে একটা ঠোঙ্গা, মুখও বেশ সতেজে চলিতেছে। বোধহয় বাসা যত নিকট হইতেছিল,—ঠোঙ্গা খালাসের কাজটা ততই দ্রুতবেগ ধরিতেছিল; শূন্য পত্র পথে পড়িল,—তিনিও বাসায় পা দিলেন, এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"এখানকার প্যাঁড়া খুব ভাল, মশাই !—ঠাকুর—দু'ঘটি জল আনো।"

১৪

"ভাল কথা—পত্রাদি কিছু পেলে" ?

শ্রীমান। বাবার বিলম্ব সহে কি, তিনি নিজেই গিয়ে এনেছেন।

গায়ের বোঝা নামাইতে নামাইতে বলিলাম—"দুশ্চিন্তা আর অশান্তি ডেকে আনার এ একটা বাতিক।"

এই সময় মাধুরী আসিয়া শ্রীমানকে বলিল—"মামা, দিদিমা বললেন—'গোবিন্দের কি কি অভ্যাস হয়ে গেছে তার একটা ফর্দ করে নিতে।"

তিনজনে অবাক্ হইয়া মুখ-চাওয়াচাওই করিলাম।

এ কথা এখানে পৌঁছিল কি প্রকারে ! জয়হরিকে আমার সাহায্যার্থে-ই সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। এ পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্যের মধ্যে—তিনটি সন্দেশ সাবাড় করিয়াছিলেন মাত্র। এইবার সে ধর্ম রক্ষা করিল, বলিল—"খুকি, মাকে বলগে, আমি ফর্দ নিয়ে যাচ্চি ; আপাতক তিনি কিছু গরম গরম কচুরী আর সরভাজা দিয়ে গোবিন্দের পিত্তিটে সাম্‌লে দিন ! সত্বর স্নানটা সেরে নিচ্চি, পরে সঘৃত অন্নাহার,—নিরামিষ নিষিদ্ধ ;—মনে থাকবে ত' খুকি ?"

মাধুরী হাসিমুখে 'থাকবে' বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি ত' সঙ্গীর কথা শুনিয়াই অবাক! পরিত্যক্ত ঠোঙার ব্যাস ও পরিধি হিসাবে অনুমান হয়, তিন-পো না হইলেও, অর্ধ-সের পেঁড়া বে-ওজর পেটে পড়িয়াছে। আবার বলে কি!

চাকর (বাণেশ্বর) ফুলেল তেলের বাটী আনিয়া আস্তিন গুটাইল। আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। জয়হরি একটা মোড়া টানিয়া লইয়া পা ছড়াইয়া দিয়া বসিল; বাণেশ্বর তৈল লইয়া ও বাবুকে লইয়া, ডলাই মলাই সুরু করিয়া দিল।

আমি এই দৃশ্যটা বরাবরই সহিতে পারি না,—আমার গায়ে অপরে হাত দিবে কেন! মুক্তকচ্ছ হইয়া জীবন্ত মাংসপিণ্ডবৎ, অপরের সাহায্যে তৈল-সেবা গ্রহণ—আমাদের অভিশপ্ত দেশের পঙ্গুদের বড়ই প্রিয়; এই মহিষ-মর্দন ব্যাপারটা নাকি সৌভাগ্য ব্যঞ্জক! যাক—আমি তাড়াতাড়ি মাথায় একটু তেল দিয়া স্নানটা সারিয়া ফেলিলাম। ভৃত্য তাহাতে যেন একটু কুণ্ঠিত হইল। তাহাকে দু'কথায় খুসী করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"কর্তাকে দেখতে পাচ্চি না—তিনি কি এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি?"

ভৃত্য বলিল—"তিনি অনেকক্ষণ এসেছেন বাবু,—এসেই চিঠি লিখতে লেগে গেছেন। আজ দেখছি আমাকেই চিঠি ফেলতে ডাকঘর ছুটতে হবে।"

বলিলাম—"অন্য দিন তবে কে যায়?

ভৃত্য। বাবু নিজেই যান—তাই রক্ষে!

আমি। কেন রক্ষে আবার কি?

ভৃত্য হাসিতে হাসিতে বলিল—চিঠি যে তাঁর কোম্পানীর কাগজ। আমরা রাস্তায় ফেলবো কি ছিঁড়ে ফেলে দেবো তার ঠিক কি!

শ্রীমান আসিয়া বলিল "কচুরী আর সরভাজা প্রস্তুত, কিন্তু বেলা হয়ে গেছে আহারটা এখন দু'অঙ্কে ভাগ না করে সেরে নিলেই ভাল হয়।"

এসম্বন্ধে জয়হরির মতই চূড়ান্ত। সে বলিল—"কোন আপত্তি নেই,—'ও-দুটো' গর্ভাঙ্কে ফেলে দিলেই হবে,—বিষয় বস্তু বাদ না গেলেই হল।"

"তা যাবে না" বলিয়া, শ্রীমান হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

দশ মিনিটের মধ্যেই সুমধুর ডাক পড়িল। গিয়া দেখি—ভিতর দালানে রীতিমত তুই প্রস্ত ষোড়শ সাজান' হইয়াছে,—সোপকর্ণ-অন্ন, ফলান্ন, মিষ্টান্ন, পরমান্ন, প্রভৃতি পরিপূর্ণ নৈবেদ্যে ভরাট !

সহসা যেন বিপদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আসনখানা অনুসন্ধান করিয়া লইতে দু'তিন মিনিট গেল।

কর্তা খান্‌কয়েক পত্র হস্তে নিজের আসনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—"বসে পড়ুন্—বসে পড়ুন, বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। বিদেশ, তায় বাসা-বাড়ী, কোন ব্যবস্থাই নেই; ওঁর আবার অম্বলের অসুখ,—আগুন-তাত্ লাগানো বারণ; তাতে তবু একটু দমন্ থাকে। তার ওপর বিস্ফোটক্—ছোট দৌহিত্রটির মিহিদানার অসুখ, তার সুর নাবচে না, চড়েই আছে! এই রকম একটা-না-একটা অসুখ সকলেরি লেগে রয়েছে,—কোন্‌টা সামলাই বলুন। বসে পড়ুন—বসে পড়ুন। কোন প্রকারে যা হল দু'টি মুখে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।"

আমার ত' দেখিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছিল; বিনয়ে বাধা দিয়া বলিলাম,—"অতিথি যে দেবতা সে সম্বন্ধে আপনার পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়ই পাইতেছি, এক্ষণে 'ভ্যো নমঃ' বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিন, আমরা সন্তুষ্ট হইয়া সরিয়া পড়ি। দেবতারা দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভোজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন—এ কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার ধৃষ্টতা—"

জয়হরি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু 'দেবতা' নই মশাই—"

বলিলাম—"ভয় নাই—তুমি যে 'দানব' সে পরিচয় ওঁরা-ইতঃপূর্বেই পেয়েছেন।"

যাহা হউক বসিতেই হইল। কর্তা আর বসেন না,—তিনি ভৃত্য বাণেশ্বরকে ডাকিয়া পত্র পোস্টিং সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন;—"হাত বেশ-করে মোছ্, ছ'খানা আছে গুণে নে। সোজা ডাকঘরে গিয়ে,—এক এক-খানা করে গুণে ডাকবাক্সে ফেল্‌বি। হাঁ করে এদিক্-ওদিক্ চেয়ে ফেলিস্‌নি,—দেখিস্, সব যেন বাক্সের ভেতর যায়,—পিছ্‌লে বাইরে না পড়ে। পারবি ত'?"

বাণেশ্বর। এ আর শক্তটা কি বাবু; পারব না কেন?

বাবু। শক্ত নয়? আচ্ছা বল-দিকি কি বললুম?

বাণেশ্বর। চিঠিগুলো ডাক্‌বাক্সে ফেলে দিতে—

বাবু। তাই বল্লুম্ রে হারামজাদা! ক'খানা চিঠি তার খোঁজ নেই, কোথাকার ডাকবাক্সে তার ঠিকানা নেই, ফেল্‌লেই হলরে পাজি! এ কি কুট্‌নোর খোসা, না নাকের নিশ্বাস!

বাণেশ্বর। আজ্ঞে, আমি খুব বুঝে নিয়েছি, আপনি ভাবচেন কেন—

বাবু। নাঃ, আমার আর ভেবে কাজ কি,—যত ভাবনা তোমার! কি বুঝেছিস্ বল্।

বাণেশ্বর। আজ্ঞে—ছ'খানা চিঠি গুণে গুণে ডাকবাক্সে ফেলে আস্‌বো—

বাবু। তোদের মেদিনীপুরের ডাকবাক্সে?

বাণেশ্বর। আজ্ঞে তা কেন,—দেওঘরের—ডাকখানার ডাকবাক্সে।

বাবু। তাই বল। যাবার সময় পথে কারুর সঙ্গে কথা ক'বিনি, কোথাও ব'সবিনি। আসবার সময়—ছ'খানা পোস্টকার্ড কিনে আনবি।

এই বলিয়া পত্র ও পয়সা বাণেশ্বরের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন—"আজ সোমবার;—বুধ না হয়—বেস্পতিবার জবাব না আসে ত'—তোমার জবাব—সেটা জেনে রেখো।"

বাণেশ্বর। তাঁরা যদি না লেখেন হুজুর—

বাবু। তারা লিখবে না? তাদের ঘাড় লিখবে;—ব্যাপারটি কেমন!

বাণেশ্বর। তা কি করে জানব বাবু—

বাবু। তা জানবে কেন! বড় শীত বাবু, গরম কোট না হলে গেনু, গরম ব্যাপার না হলে মনু,—এ সব ত' বেশ জানো—বেটারছেলে বেইমান্! —শুনিস্ নি,—অমলার আজ পাঁচদিন ডিসেণ্ট্রী হয়েছে—

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বড় গুরুতর হইবে ভাবিয়া বাণেশ্বর মুখখানায় বেশ বিমর্ষভাব আনিতেছিল, কিন্তু কর্তার শেষ কথাটায় একটু আশ্চর্য আর অবিশ্বাস মিশ্রিত ভাব আনিয়া বলিল—"এ কি হতে পারে হুজুর—"

কর্তা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শুনলেন ত'!—এই সব লোক নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়!"

বলিলাম—"খুব কঠিন বটে,—কি করে যে মাথা ঠিক রেখেছেন বলতে পারি না;—আমি ত' পাগল হয়ে যেতুম।"

কর্তা। তা কি আর বাকি আছে মশাই। তবু ভবিষ্যৎ ভেবে—বহু পূর্ব থেকে, নিত্য সকালে সাতটা করে বাদাম খেয়ে আসচি। বলে কিনা—'তাও কি হতে পারে'!—"ক্যানরে ব্যাটা হতে পারে না,—তোর কথায় নাকি? বড় বড় লোকের বাড়ী হচ্চে কি করে রে ছুঁচো!"

বাণেশ্বর এবার একটু বিরক্তি মিশ্রিত অভিমানে বলিল—"তিন বচরের মেয়ে দেশান্তরী হতে ত' জন্মে শুনিনি বাবু,—রাগ করেন্ ত' হো—("ক" টা পেটেই রহিয়া গেল।)

বাবু। চুপ কর্ হারামজাদা, —ফের ঐ অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌বি ত'—

শ্রীমানও আহারে বসিয়াছিল এবং মাথা হেঁট করিয়া, হাসি চাপিয়া নীরবে কাজ সারিতেছিল। এইবার বুঝিল—বাবার খাওয়া মাটি হয়। বলিল—"ডিসেণ্ট্রী, কথাটা ও কি করে বুঝবে বাবা,—'আমাশা' হয়েছে বল্‌লেই ত' হত—"

বাবু। আ—ব্যাটা মেদিনীপুরের ম্যাড়া,—জন্ম কাট্‌লো ঐ নিয়ে, আর 'ডিসেণ্ট্রী' বোঝ না! আমাদের পদ্ম-ঝি যে বোঝে রে মুখখু। আমাশা,—আমাশা,—অমলার আমাশা হয়েছে রে গাধা।

বাণেশ্বর। তাই বলুন বাবু,—তা এত ভাবচেন কেন!

বাবু। শোনো ব্যাটার কথা! তবে কি করবো—নাচবো, করতালি দোব'! ভাববো না ত' কি নিয়ে থাকবো রে রাস্কেল্, ভদ্রলোকের ও-ছাড়া আর কি আছে!

বাণেশ্বর। "দেড়মাস হয়ে গেছে বাবু, আমিও ত' পত্তর পেয়েছ্যানু, আমার মায়ের আমাশা লেগেছে,—আর কোন খবর পাইনি। 'তা আমাদের আর উপায় কি,—ভাববারও ত' ফুরসৎ নেই।" এই বলিয়া বাণেশ্বর মুখ নীচু করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

বাবু একটু মোলায়েম হইয়া বলিলেন—"যেখানে থাকিস, সেখানে ডাক্তার-বদ্দি নেই ত' !"

বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল—"না হুজুর,—সাত কোশের ভেতর কেউ নেই।"

বাবু। যাঃ বেঁচে গিছিস! তোর আবার ভাবনা কি,—কিছু ভাবিসনি; —তোর মা'কে মারে কে! মারাবার কেউ চাই ত'—

বাণেশ্বর। আপনি তবে অত ভাবচেন কেন?

বাবু। "আমি ভাববনা ত' ভাববে কে-রে গোমুক্খু! কলকেতা যে ডাক্তার বদ্দির আড়োৎ,—তাদের মোটরগুলো মেটেগ্রহের মত কোসে মাটি চষে বোঁ-বোঁ ঘুরচে! সে চক্রে পড়তেই হবে। তার ওপর বাবুদের টাকা আছেন;—আর কি বাঁচোয়া আছে! দু'য়ে মিলে রোগও দু'দিন জোম্‌তে দেয়না,—রুগীও জোম্‌তে দেয়না.—হয়েছে কি গেছে! আবার এ রোগটির বেগও যেমনি, আমাদের বদ্দি ডাকার বেগও তেমনি! সেখানে এতক্ষণ ঘটা পড়ে গিয়ে থাক্‌বে! সাধে কি ভাবচিরে সিন্ধুঘোটক!"

শ্রীমান এইবার বিরক্ত হইয়া বলিল—"তাই তবে ভাবুন, ওদিকে আজকের ডাক চলে যাক।"

কর্তা চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"মাথা খেয়েছে, ব্যাটা মজালে দেখচি! চিঠি ত' কখন দিয়েছি,—হারামজাদা কি নোড়বে!"

বাণেশ্বর মুখ ফিরাইয়া চাপা-হাসি হাসিতে হাসিতে দু'পা বাড়াইতেই কর্তা হাঁকিলেন—"ক'খানা বলে যা,—যেন পথে ঘাটে নিবেদন কোরো না,—পোস্ট আপিসের বাক্সে—বুঝলি? ওপরে নয়—মধ্যে।"

বাণেশ্বর আর কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল।

—"এই মোড়েই একটা টিনের ঢোল হাঁ-করে বসে আছে, ব্যাটা ঠিক সেই লালিম্‌লির গর্ভে ঝেড়ে আসবে দেখছি!"

বলিলাম "তা কি পারে!"

কর্তা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"ও কি না পারে!—মেদিনীপুর থেকে এখানে হেঁটে এসেছিল,—ও-বেটা আবার পারে না।"

এরূপ অকাট্য নজিরের উপর আর কথা চলে না, বলিলাম—"তা হলে পারে বটে! যাক্—এখন আহার করে নিন,—আমাদের যে শেষ হয়ে এল!"

কর্তা। না—না, এর মধ্যে ও কি কথা! কই—কি চাই বলচেন না ত'—দিয়ে যাওনা গো।

বলিলাম—"আমার একটা ছোট আঁকুর্ষি আর এক গাছা ছোট ছিপ হলেই হবে। দূরের রেকাবীগুলো হাতের আয়ত্বের অনেক বাইরে,—আকর্ষী না হলে টেনে নেবার সুবিধা হবে না; আর ছিপ না হলে ঐ সব কাঁশার-ডোবা থেকে মাছও তুলে নিতে পারব না। জয়হরি সুদীর্ঘ হস্ত সত্বেও মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গ হয়ে কাজ সারছে।"

কর্তা সহাস্যে বলিলেন—"না—না,—মাছ কোথায়? সবে সাত সের মাছ, তা—এই সাতগুষ্টিতে খাওয়া!—ওগো, তুমি একবার এদিকে এসো না,—বাটীগুলো সরিয়ে দাও, উনি যে শীতে হাত বাড়াতে পাচ্চেন না! তুমি ত' অম্বুলে-রুগী,—তোমার এত লজ্জা কেন!"

দুইটি গুরুতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলাম,—বোধহয় 'নালন্দার' খুব নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছি। প্রথম—মেদিনীপুর হইতে যে লোক হাঁটিয়া দেওঘর আসিতে পারে—সে পারেনা এমন কাজই নাই; এবং দ্বিতীয়,—অম্বলের অসুখ থাকিলে স্ত্রীলোকের লজ্জা থাকিতে পারে না! গবেষণার বিষয় বটে!

এই বিবিধ ব্যঞ্জনের বেড়াজাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়,—বহু বিনয় বচনের পর পাইলাম—"গোবিন্দের কিসে কিসে পাকা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহা জানা না থাকায়, অনুমানে যতটুকু পারেন, তাহারি যত্ন পাইয়াছেন। বিদেশ, বাসা—" ইত্যাদি।

ভাবিলাম,—কথাটা কহিয়া কি বিপদই ডকিয়া আনিয়াছি,—বিজ্ঞেরা তাই "বোবার শত্রু নাই" বলিয়া গিয়াছেন, এবং ও কাজের ভারটা উকীল, উন্মাদ আর বিশিষ্ট বিশিষ্ট বর্ষীয়সীদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অধুনা একটু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে বলিয়াই ভুল করিয়া ফেলি, কারণ নীরব সাধু-পুরুষও দণ্ডভোগ করিতেছেন। যাহা হউক,—আহারের এইরূপ পুনরভিনয় ঘটিলে,—

জয়হরি যেরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাকে খোয়াইতে হইবে। বেল্লিক যেন বাসন মাজিতে বসিয়াছিল! কেবল কমলালেবুসংযুক্ত ছানার পায়সের জামবাটীটি ছোঁয় নাই! তাহার এ অরুচির কারণটা আমার অনুমানে আসিতেছিল না।

কর্তাকে বলিলাম—"আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ ভুল করা উচিত হয় নাই, শ্রীগোবিন্দের কিছুরই অভাব নাই। এ হিন্দুর দেশে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া বামী-বষ্টুমীর শ্রীকুঞ্জে পর্যন্ত—নিত্যই তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য নিবেদন করা হয়। তদ্ভিন্ন তিনি 'ক্ষুদে'ও তৃপ্তি লাভ করেন—এমন প্রমাণও আছে। সুতরাং গোবিন্দের অভ্যাসটা দয়া করিয়া কেবল চা সম্বন্ধেই নোট্ করিবেন।"

শুনিয়া কর্তা বলিলেন—"বাসার এই যৎসামান্য আয়োজনের উল্লেখ করে আর লজ্জা দেবেন না,—এখন যাতে পেট ভরে তা' করুন।—"

—"একি! জয়হরি বাবু যে পায়সটা ফেলে রাখছেন বড়? ভাল হয়নি বুঝি! তা হোক্,—পায়েস্ ফেল্‌তে নেই, তা জানেন!"

বলিলাম—"কৃপা করুন, ওকে আর উৎসাহ দেবেন না। স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে না ফ্যালে, সেটা ওর পক্ষে শুভ বলেই ভাববেন।"

জয়হরি উত্তেজনার সহিত বলিল—"আমাদের দেশেও—পায়সের অণুমাত্র ত্যাগ তনুত্যাগের তুল্য!"

হতাশ হইয়া বলিলাম—"তবে খাও,—যখন খেলেও যা, না খেলেও তাই,—তখন খেয়েই নাও।"

কর্তাকে বলিলাম—"উনি শ্রীগোবিন্দ নহেন, আর এটা প্রভাসও নয়;—তবে উনি যে 'ভোজ্‌গোবিন্দ'—আর ওঁতে যে বহু অসাধারণত্ব বর্তমান, তার প্রমাণ বোধহয় অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের জানা না থাকলেও, এ স্থানটা যে "ভোজ্‌গোবিন্দের-প্রভাস" হতে পারে না তার প্রমাণ কি!"

কর্তা বলিলেন—"কেন বলুন দিকি আপনি অত বাধা দিচ্চেন;—আপনি ওঁকে খেতে দেবেননা দেখচি।"

বলিলাম—"সে সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না;—পায়েস যথাস্থানে পঁউছে গেছে।"

জয়হরি বাজে কথায় কাণ দেয় না,—সে কর্তব্য কার্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু আমি এখন উঠি কি করিয়া এবং কি বলিয়া!—পাতে সবই মজুদ, অথচ পেটেও আর স্থান নাই।

বাণেশ্বর চিটি ফেলিয়া আসিয়া সম্মুখস্থ উঠানেই কি করিতেছিল। রোগটা ত' জানাই হইয়াছিল, বলিলাম—"সে—চিটি—ফেল্‌তে গিয়েছে ত' এখন নয়, অন্য কোন ডাকঘর আছে নাকি?"

কর্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আমায় ডোবালে দেখচি, হাঁ-করা বেটা নিশ্চয়ই কোথায় বসে আড্ডা দিচ্চে;—দু'খানা ফেলেই যাবে, কি তিনখানা হাত পিচলেই পোড়বে, তার ঠিক্ কি! নাঃ—দেখতে হল;—আমি উঠতে পারি কি?"

বলিলাম—"হয়ে থাকে ত' তাতে আর বাধা কি,—ব্যাপারটি ত' অবহেলা করবার মত নয়। আমাদের বিলম্ব রয়েছে।"

কর্তা। সে কথা কি কেউ ভাবে মশাই, তাহ'লে আর দুঃখু কি! অম্বলের অসুখ ত' অস্বীকার করচি না, কিন্তু এসব ত' কাঁচা-লঙ্কাও নয় আর অড়র্‌ডালও নয় যে ঘেঁষতে বারণ। থাক্, আমি তবে উঠি;—আমার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আপনারা যেন উঠবেন না।

একটা আঁক কাটিয়া—হাঁক মারিতে মারিতে উঠিলেন,—"বাণীকণ্ঠ—বাণীকণ্ঠ, —ওরে ও বাণীকণ্ঠ—এসেছিস।—আমার মাথা এসেছে,—তার বয়ে গেছে! যা ভেবেছি;—ঐ বেটাই আমায় মারবে!"

এই বলিতে বলিতে সবেগে 'কুয়ো'-তলায় উপস্থিত হইতেই বাণেশ্বর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দু'টো কুল্‌কুচো করিয়া—কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে—"বেটা কি কারুর উপনয়ন দিতে গেল,—অপরাহ্ন হল যে ওরে ও বাণভট্ট,—বাণভট্ট,—" হাঁকিতে হাঁকিতে বাহির হইয়া পড়েন দেখিয়া, বাণেশ্বর চীৎকার করিয়া বলিল—"কাকে ডাকচেন বাবু?

কর্তা চমকিতভাবে ফিরিয়া বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই

যে হারামজাদা! চোর বেটা এলি কখন,—এত শীগগির যে! এই তেমাতানিতেই আমার মুণ্ডুপাত করেছ দেখছি! তা না ত' আর এত ডাকে উত্তর নেই—বেটা বেইমান—"

বাণেশ্বর। কি করে জানবো হুজুর যে—আমাকে ডাকচেন—

কর্তা। কাকে আর ডাকিরে হারামজাদা! জান না ব্যাটা—তুমি এ বাড়ীতে ঢুকে-অবধি আর ভগবানকেও ডাকা নেই। দিন নেই রাত নেই—"বাণলিঙ্গ আর বাণলিঙ্গ!"—

একটু মোলায়েম স্বরে—"দিয়েছিস ত'—ছ'খানাই?"

বাণেশ্বর। আপনি ব্রাহ্মণ—আপনার কাছে—

কর্তা। ওরে গর্দভ,—ব্রাহ্মণ কি আর আছি! তা হলে তোকেই বা এদ্দিন আস্তো রাখবো কেন,—আগে তোকে ভস্ম করে তবে অন্য কাজ করতুম—

আমরা আঁচাইবার জন্য উঠিয়াছিলাম। কর্তার উপাদেয় উপসংহারটুকু শুনিয়া, জয়হরি সোজা বহির্বাটীতে ছুটিল,—কারণ তাহার আর হাসিবার বা হাসি চাপিবার অবস্থা ছিল না। আমিও আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহারই অনুসরণ করিলাম।

১৫

হাসির জাবরকাটা আর শেষ হয় না। বত্রিশ নাড়ীতে পাক দিয়া এক একটা তরঙ্গ—গুড়্গুড়ে বানের মত উপর্য্যুপরি আসিয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কাহার মুখের দিকে তাকাইলেই বেগ্ বাড়িয়া যায়। আর একত্র থাকা যুক্তি নয়, লোকে পাগল ভাবিবে। একটু তফাৎ হইয়া পড়িলাম। জয়হরি আড় হইয়া ব্যথা খাইতে লাগিল।

শ্রীমান এক-রেকাবী পান লইয়া হাজির।' তাহার কাছে শুনিলাম,—কাহারো অসুখ শুনিলে কর্তা এইরূপই বিচলিত হন,—বাণেশ্বরের উপর সব ঝোঁকটাই

গিয়া পড়ে। চিটি আর চাকর লইয়া তাঁহার সময় কাটে। বাণেশ্বরকে ভৎ´সনাও যত করেন—ভালও তত বাসেন। ইত্যাদি।

অদূরে দুইটি ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া শ্রীমান বলিল—"বেশ হয়েছে, মামা আসছেন, আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল।"

কথাটা খোলসা হইবার পূর্বেই তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—নমস্কার বিনিময় হইয়া গেল।

মামাটি পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, বেশ পুষ্ট ও সবল,—মাথায় ব্রসের সযত্ন পরশ,—কেতা-দুরস্ত লোক। তাঁহার সঙ্গীটিকে দেখিয়াই চিনিলাম,—আমার বাল্য-সাথী অমর। তাহার হস্তে একটি বিলাতী বাদ্যযন্ত্র। বহুদিন পরে এই অভাবনীয় সাক্ষাতে বড়ই আনন্দ হইল! অমর কেবলই হাসে আর বলে—"অনেক কথা আছে—বলচি।"

অল্প পরিচয়েই বুঝিলাম,—মামা সেকালের বনেদী-ঘরের ছেলে? অধুনা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে,—চাকুরী করেন। প্রকৃতি বেশ সরল। শুনিলাম—অমর ও তিনি পরস্পরের বৈবাহিক! ভাবিলাম—মন্দ নয়!—যত কুকুরে-কামড়ানো রোগী কসৌলিতে জমা হয়,—এটা কি তবে বৈবাহিক-চিকিৎসালয়! রোগটা জানা দরকার!

এই সময় শ্রীমান নীচু-গলায় আমাকে জানাইল—"মামার গলা খুব ভাল।" মাতুল বুঝিয়া লইয়া বলিলেন,—"সে আশা আর (অমরকে দেখাইয়া) ওঁর গর্ভেই দিয়েছি। (শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি কানের ভিতর প্রবেশ করলেই—শ্রীরাধা আকুল হতেন,)—এঁর গর্ভে না পৌছুলে সাড়্ হয় না!"

বলিলাম—"বুঝিলাম না যে!"

মামা বলিলেন,—"দুই বাল্য-সখায় সাক্ষাৎ হয়েছে—একটু নাড়াচাড়া করুন,—বুঝতে পারবেন! আমি দম্ নি।"

কথাটা জটিলতর দাঁড়াইল,—মনটা দমিয়া গেল,—অমরের মাথা কি তবে খারাপ হইয়াছে! কখনও হাসি, কখনও indifferent (নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব)

দেখিতেছি বটে। শুনিয়াছি লোহার কারবারে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছে, আহা—সজ্ঞানে ভোগ করিতে পারিল না!

যাহা হউক, সে বলিয়াছে—অনেক কথা আছে; শুনি কি বলে! বলিলাম—"ভায়া—চাকরি হল,—ব্যবসা হল,—এখন কি ব্যাণ্ডের (Band-এর) দল বানিয়েছ! যন্ত্রটা একবার বাজাও শুনি!"

অমর যন্ত্রটা কাণে লাগাইয়া বলিল—"একটু বড় করে বল,—শুনতে পাই না!"

ও হরি,—বধির!—তবু ভাল। প্রহেলিকা পরিষ্কার হইল। ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠিতে লাগিলাম, "ডি-শার্পেও" (D-sharp) পায় না,—উদারা মুদারা শেষ করিয়া 'তারা'য় চড়িলে সাড়া পাই! এ কসরৎ কতক্ষণ চলে! নাড়ী পূর্ব হইতেই অবসন্ন ছিল; অল্প কথায় সারিয়া, শুনিবার দিকটা দরাজ করাই ভাল।

জীবনে বিশেষ করিয়া—যৌবনে, অনেক তরঙ্গই আসে। কখনও ব্যায়াম, কখনও কন্‌সার্ট, কখনও থিয়েটার, কখনও লেকচার, কখনো সমাজ-সংস্কার, কখনো দেশন্নোতি, কখনো হঠযোগ,—ইত্যাদি! আমাদের জীবনেও ইহাদের কোনটিরই অকৃপা ঘটে নাই। অমরের যৌবনটা কিন্তু একেবারেই প্রৌঢ়ত্বের রং ধরিয়া দেখা দিয়াছিল; ও সব কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র উৎসাহ ছিল অর্থোপার্জনে;—সেই—কথা ও তাহারই উপায় চিন্তা তাহাকে আনন্দ দিত। এ হাবাতেদের সঙ্গে তাই তাহার মৌখিক মিলন মাত্র ছিল। শেষ লোহার কারবার করিয়া সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহারা কেবল উপার্জনই করে—অমর তাহাদেরই একজন। তাহার যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে-টি মা-লক্ষ্মীকেও খড়ি পাতিয়া জানিতে হয়,—এমনি চাপা-চাল।

অমর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ আগে বলো!"

বলিলাম—অর্থাৎ হাঁকিলাম—"বেশ আছি, বয়সে ব্রাহ্মণী ক্রমশই ব্যাধিমন্দির বনিতেছেন,—নিজে বাতের সংবাদ পাইতেছি;—বিষয়চিন্তা কোনদিনই ছিল না—

আজো নাই। পুত্রসন্তান না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ হাতীর খোরাক যোগাইতে হয় না, এবং ছেলের বিবাহ ব্যপদেশে ব্রহ্মহত্যার পাতকও স্পর্শ করিবে না। বাক্স আছে চাবি নাই—বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়।"

আমাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া অমর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি দেখছি সে-ই আছ, একটুকুও বদ্‌লাওনি! বেশ আছ—বেশ আছ! তা—এত দিন যে চাকরি করলে—করলে কি?"

বলিলাম—"চাকরি করলে যা যা করতে হয়, সবই করেছি! মনিবের ভাল মন্দ হুকুম, নির্বিচারে আর কর্তব্যজ্ঞানে (?) পালন করেছি; দরকার হলে মিথ্যা আটকায়নি, কারণ চাকরির চ্যাপটারে সত্যের মর্য্যাদা কমই,—ক্ষমাও নাই। চাকরির উপর হাড়ে হাড়ে চটেওচি,—চাকরিও করেছি, ফাঁক পেলে ফাঁকিও কম দিইনি। কেবল বড়বাবু হবার চেষ্টাটি পাইনি,—অনেকের অন্ন মারতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশু হত্যাও হয়ে যায়, আর ওই দুয়ে মিলে দুঃখিনী পত্নী ও মায়ের দীর্ঘশ্বাস আর চ'খের জল নীরবে আর নিভৃতে পড়লেও—সে ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হয় এটা আমি ভাবিতেই পারি না।"

"তা হলেও, কেরাণী জাতের মুখ হেঁট করি নাই। চল্লিশ টাকা বেতনে, ষাট টাকার সুট্ বানিয়েছি; ভাল খেয়েছি, ভাল পরেছি, ভাল থেকেছি,—অবশ্য স্ত্রী-পুরুষে। নির্ভীকের মত দেনা করেছি,—কেউ কাপুরুষ বলতে পারবে না! টাকায় তিনটে ন্যাংড়া, দেড়টাকা সের পটোল, সাতসিকের একটা ইলিস, একটাকা পুঁজি এণ্ডাওয়ালা-তোপসে, চায়ের সঙ্গে Lady's Afternoon-biscuit (বিস্কুট) খেয়েছি। ফার্স্ট-ক্লাস এসেন্স মেখেছি, বাউটি-ঘড়ি (wrist watch), সোনার চশমা পরেছি। একটা গ্রামোফোনও কিনেছি!—আর কি করতে বলো?"—

অমর বোধহয় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবার তাহার আর উচ্চহাস্য আসিল না; তবু একটু মৃদুহাস্যে আমার মুখের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া,—মাঝারি-আওয়াজে বলিল—"বলি—রেখেছ কি?"

বলিলাম—"আগেও যা ছিল,—কিঞ্চিত ঋণ! তার কিছুমাত্র নষ্ট হতে দিইনি,—ঠিক তাই আছে। সম্পত্তির মধ্যে গেছে কেবল বইগুলি,—অবশ্য উইয়ের

গর্ভে, আর দাঁত—কালের গর্ভে। বেড়েছে কেবল বয়স,—তা দু'জনেরি। আর হালে বেড়েছে চোতা খাতা আর টুক্‌রো কাগজ!"

এবার অমর আবার হো হো করিয়া হাসিয়া তাহার বৈবাহিককে বলিল—"ভায়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি—একভাবেই আছেন,—চল্লিশ বচর আগে যা ছিলেন ঠিক তাই! পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"বেশ আছ; তবে কিছু টাকা,—আচ্ছা তুমি ত' কবিতা-টবিতা লিখতে, তাতে কিছু করতে পারলে না?"

বলিলাম—"রবিঠাকুর বাজার মাটি করে রেখেছেন,—তা না হ'লে—"

অমর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কে লোকটা,—কই নাম শুনিনি ত'। মাড়োয়ারী?"

বলিলাম—"পোদ্দারদের (পদ্যকারদের) কাছে শুনেছি—কব্যরী!"

অমর বলিল—"ওঃ বুঝেছি—গব্বয়দের কেউ,—না? তাদের সঙ্গে পারবে কে! কিসের কারবার! একচেটে বুঝি?"

বলিলাম—"দুনিয়ার সব সেরা রসই তাঁর একচেটে।"

অমর বলিল—"ওঃ, মদের কারবার; ওতে মোটা লাভ হে। ওটা বরাবর আমার মাথায় আছে। আমাদের সে সময়ের সমাজ মনে পড়ে ত',—তার উপর পৈতে পরার পাপ; তাই একটু ইতস্ততঃ ছিল। এখন হাড়ি-মুচিতে পৈতে পরে সে বালাই ঘুচিয়ে দিয়েছে। গেল-বচর দেখি গণ্ডা-গণ্ডা গ্রাজুয়েট্‌,—কেউ ভট্টাচার্য্য, কেউ মুখুয্যে,—আবগারী-তলায় আর্জির অঞ্জলি হাতে উমেদার, ঘাসের উপর গড়াগড়া বোসে বিড়ি খাচ্ছে! মদ, গুলি, গাঁজা—যা মেলে। আপদ যখন চুকে গেছে,—ধর্মতলার ডাকটা এবার ছেলেকে দিয়ে ডাকাবো। আর আমিও কাশী যাচ্চি, দেখি বিশ্বনাথ সেখানে কি করেন! হাঁ—মহাজনটির ঠিকানাটা কি?"

উঃ—এখনো অর্থোপার্জনের পিপাসা প্রবল,—আমার কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে,—ভালই হইয়াছে। বলিলাম—"লিখে দেব'খন।"

অমরের মাথা তখনো আবগারীর দখলে ছিল, সে বলিল—শর্মা ঝুঁক্‌লে—মদ তো মদ, ঝঝুঝরে গাঁজা থেকে রসের ঝরণা বেরিয়ে আসবে!"—হি হি হাস্য।

বলিলাম—"যখন লৌহ মোক্ষণ করেছ,—তোমার অসাধ্য কিছু নেই।"

শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে অমর বলিল—"লোহা থেকে যে-রস বার করেছি ভায়া,—সোমরস তার কাছে ছ্যা-ছ্যা!"

ক্রমে আমার অবস্থা তখন নাভিশ্বাসে দাঁড়াইয়াছে। একটু নীচু-সুরে মাতুলকে বলিলাম—এর চেয়ে ফুটবল খেলা ভাল, তাতে তবু হাঁপ-ছাড়বার একটা হাফ্-টাইম আছে,—আর ত' পারি না!"

মাতুল বলিলেন—"তবে এখন থাক্,—রাত্রে রেখে যাব'খন, দুই বাল্যবন্ধুতে বেশ কথাবার্তায় কাটাবেন!"

শুনিয়া সত্যই ভিতরে ভিতরে একটা আতঙ্ক অনুভব করিলাম! মুখে বলিলাম—"আহা, তার চেয়ে আর আনন্দ কি ছিল, কিন্তু আমি যে এই বৈকালের ট্রেনেই চল্লুম!"

সকলেই হাসিলেন, অমরও যোগ দিল।

মাতুলকে বলিলাম—"আপনার অসুখটা কি?—মাপ করবেন—দেখে ত বোধ হয়—ওজনটা কমাবার জন্যে আসা; তা হ'লে এখনো অনেক দিন দেরি। আশা করি—আসচে-বছর আসি ত' দেখা হবে।"

মাতুল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভয় নেই, আপনার আর যেতে হবে না, —যেতে আমাকেই হবে! নিজের আমার কোন অসুখই নাই, 'বাড়ীর' জন্যই আসা। আমার কণ্ঠশ্বাস দেখে-শুনে আজ তিনি বলছিলেন,—'তুমিই যদি গেলে ত' আমার সেরে দরকার!—চল' ফিরি!"

আবার একটা হাসি পড়িয়া গেল। অমর আঁচিয়াছিল—তাহার বাহাদুরীর প্রসঙ্গই চলিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—"ওঁর কাছে কি শুনচো,—যে রস টেনেছে তার কাছে শোনো।" এই বলিয়া লোহার ব্যবসায়ে, গত যুদ্ধের সময় সে কিরূপ ও কি পরিমাণ বুদ্ধি খরচ করিয়া লৌহরস শোষণ করিয়াছে,—বিপুল উৎসাহে তাহারই ইতিহাস আরম্ভ করিয়া দিল।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-জগতের প্রায় সব সম্পর্কই তাহার শেষ

হইয়াছিল,—ছিল কেবল লোহার শব্দ, আর সংসারের বেসুরো দাবী শোনা। বাঙ্ময় জগৎই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সে-জগতে সে থাকিত না।

যাহা হউক, লৌহ-নির্য্যাস শোষণ ও সঞ্চয়ের কায়দা-কৌশল, সাহিত্যরস-লিপ্সুদের রুচিকর হইবে না; কারণ, সেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জিনিস ও লক্ষ্মীমন্তদেরই তাহা প্রাপ্য। তাই সেটা বাদ দিলাম—তাঁদের কষ্ট দি কেন! আমাদের উপায় ছিল না—অতি কষ্টে অনেকটা সময় সেই কঠিন লৌহ প্রসঙ্গ শুনিয়া কাটাইলাম,—রসটা বক্তারই রহিল।

বুঝিলাম—অমরের এই প্রিয়-প্রসঙ্গ কোন দিনই শেষ হইবে না; বলিলাম—"ভায়া—লোহা যে এমন সরস জিনিস, ইতঃপূর্বে তা জানা ছিল না,—ছাড়তে ইচ্ছে হচ্চে না, কিন্তু তোমার বৈবাহিকের সঙ্গে আমার নূতন সাক্ষাৎ,—তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ না করলে ভাল দেখায় না—"

অমর তাড়াতাড়ি বলিল,—"তা ঠিক—তা ঠিক, বেই খুব মজাদার লোক, আলাপ কর না—টের পাবে।"

তার তৃপ্তার্থে বলিলাম—"কাল কিন্তু বাকিটুকু শোনাতে হবে ভাই,—"

অমর প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"বেশ—কালই শুনো—হুঁ হুঁ, কেমন চিজ্, তা বলো!"

মাতুল মধ্যম-স্বরে বলিলেন—"তা ঠিক,—চিজ্ বটে,—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ত' লোহারাম বানিয়েছেন,—আপনাকেও নির্ঘাত ইস্পাতরাম বানিয়ে ছাড়বেন।"

অমরকে বলিলাম—"তবে চল, বৈবাহিকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একটু বেড়ানো যাক।"

অমর বলিল—"সেই ভাল—সেই ভাল!"

বাঁচিলাম;—আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম!

"দেখুন—আমাদের সঙ্ঘটা যখন বৈবাহিকের চতুষ্পাঠীতে দাঁড়িয়ে গেল, তখন ১, ২, দেগে মার্কা না দিলে, ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে;—আপনাকে আমি 'মাতুলই' বোলব।"

মাতুল হাসিয়া বলিলেন—"এক-পা পেছিয়ে 'বাতুল'ও বলতে পারেন, কোন আপত্তি নেই। দিনরাত সপ্তমে সুর বেঁধে চেঁচিয়ে আর মাথার ঠিক নেই।"

কথাটা যে কতখানি সত্য, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা আমার বিশেষ জানা হইয়া গিয়াছে। আমি সহানুভূতির ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম—"সতীলক্ষ্মী বিশেষ ভয় পেয়েই বলেছেন—'তুমিই যদি গেলে, ত' আমার সেরে দরকার।' আহা, দুর্ভাগ্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের অন্ধকার জীবন-পথে, ওই শুভ্র সুখতারার স্নিগ্ধ জ্যোতিই একমাত্র সম্বল!"

মাতুল যেন প্রতিবাদের ইচ্ছায় আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু—"

আমি আশ্চর্য হইয়া বাধা দিয়া বলিলাম—"ওর মধ্যে আর 'কিন্তু' ঢোকাবেন না।"

মাতুল সামলাইতে গিয়া বলিলেন—"না—তা বলচি না,—তবে এই সব কঠিন রোগ—যার জন্যে স্বাস্থ্যকর স্থানের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়, তাতেও মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড মোচ্‌কে যায় মশাই!

বলিলাম—"আপনার কথাও অস্বীকার করতে পারি না।—রোগটা কি!"

মাতুল ঈষৎ রাগমিশ্রিত দুঃখে বলিলেন—"তাই-ই যদি জানতে পাব ত' আজ এ ভোগাভোগ ভুগবে কে! মেয়েটা একদিন বললে—'মা ত' আজ ছ'সাত বচর ভুগচেন, তুমি ত' বাবা সে খোঁজ রাখ না—মা কবে খান কবে না-খান—কি খান কখন খান তাই-ই জান না!"

—"শুনলেন কথা! এই মুক্ষু-জাত নিয়ে আমাদের সংসার করতে হয়!"

বলিলাম—"সে ত' চিরকালই হয়ে আস্‌ছে; এখন দাঁড়িয়েছে কি?"

মাতুল। এখন দাওয়ানী-মামলায় দাঁড়িয়ে গেছে,—জিতলে ফতুর, হারলে সর্বনাশ! শুনলাম আগে আগে মাথা ঘুরতো, মাথা ধোরত, বোধহয় জ্বরও হত। এখন বেশ ঘোরালো করে তুলেছেন,—বৈকালে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, আর মাথার ভেতর যেন হাতুড়ি পেটে! 'ব্রহ্মচারী' দেখে শুনে আমাকেই দুষী করলেন! বল্লেন—'এখনি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যান, যা যা ব্যবস্থা দিলুম করবেন। এ ত' দু' এক মাসের রোগ নয়। কেবল চক্ষু বুজে সেবা নিয়েছেন! এ দেশের আত্মসুখান্বেষী পুরুষেরাই এই সব স্ত্রীহত্যার জন্য দায়ী;—এর কড়া আইন হওয়া উচিত।'—ইত্যাদি।

—"শুনে আমি ত' মশাই অবাক! আমারি বিপদ,—আর আমাকেই বকুনি!"

বলিলাম—"তাই ত' দেখছি,—ব্যবস্থা মন্দ নয়! আপনার বিপদ এতই সুস্পষ্ট যে অন্ধেও তা দেখতে পায়,—ব্রহ্মচারী মশাই দেখতে পেলেন না! বলেন কি! —এটা তিনি বুঝলেন না—যিনি আত্মত্যাগের বা আত্মহত্যার এই দুরভিসন্ধিটা ভিতরে দাবিয়ে রেখে, বাইরে সারাজীবন কেবল স্বামীর আরাম খুঁজে স্বামীকে কাজের বার বানিয়েছেন, দুঃখ যন্ত্রণা রোগ নীরবে সহ্য করে-অকালে কি মুখে দিয়েছেন না দিয়েছেন, তা স্বামীকে দেখবার কষ্ট নিতেও বলেন নি, এত দিন এই বদমতলবটা মনে মনে পুষে, আজ ধীরে ধীরে তিনি সরে যাবার চেষ্টা করেন কোন অধিকারে! তাঁর এই অন্যায় অত্যাচারের জন্যে কি ব্রহ্মচারী মশাই আইনের আবশ্যক ভাবলেন না! মজার লোক বটে! আপনার বয়ে গেছে, আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—মাতুল!"

মাতুল এলো-মেলো দু'চার কথা আরম্ভ করিতে গিয়া কোনটাই শেষ করিতে পারিলেন না; খানিক অগ্রসর হইতেই তাহা তাঁহার নিজের কাণেই বোধহয় আলাপের মত বাজিতে লাগিল! শেষে বলিলেন—"তা কি হয় মশাই, দু'দিন না উঠলে সংসারের কল-কব্জা তেউড়ে যায়!"

বলিলাম।—"তাই নাকি!"

মাতুল। তিন দিন মাথা তুলতে পারেন নি, চিঁড়ে চিবিয়ে চোয়াল ধরে

যাই আর কি! একটু গরম জল জোটেনি—দাঁতগুলো কনকনিয়ে ঢিলে মেরে গেছে। কে গামছাখানা দেয়, কে সাবান এনে দাঁড়ায়, কোথায় দেশালাই, কে ঠিক্‌রে খুঁজে দেয়! ক'দিন আর তেল-তামাক, পান-জরদা, লুচি-হালুয়া, ছুঁতে হয়নি! চেহারা দাঁড়িয়েছিল—ভাগ্যহীনের; কেবল কাছাটা গলায় ওঠেনি,—দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়েছিলুম—চা'র জন্যে! কে বিছানা করে, কেই বা মশারি ফেলে দেয়; একদম ভেটেরাখানায় বাস,—ঘর-দ্বার যেন গোয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল!

বলিলাম—"তিনটে দিন আর চালিয়ে নিতে পারেন নি?"

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি! যাদের যা কাজ; কখন করেছি, না করবার দরকার হয়েছে!"

বলিলাম—"ঠিক বলেচেন,—আমার রাগ ত' তাই। যাঁরা এমন করে মানুষকে জানোয়ার বানিয়েছেন,—কুটোটি নাড়তে দেন না, তাঁদের উপর আবার দয়া কেন?"

মাতুল যেন কেমন বিমূঢ় বনিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—"এখন কি করি বলুন দিকি?"

বলিলাম—"সাত বৎসর সমান ভাবে যা' করে এসেছেন, এখন যে তারচেয়ে কিছু বেশী করে উঠতে পারবেন তা ত' বিশ্বাস হয় না। ঐ যে তাঁর মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ে বললেন,—সেটা আপনি ছাড়া আর কেউ পেটে না। আমাদের অবহেলার অপমানই—অভিমান এনে তাঁদের নীরব করে মরণের পথে ছোটায়! শাস্ত্রে তাঁদের 'অবলা' বলা হয়েছে,—তাঁরা নিজেদের তরে কিছু বলবার জন্যে জন্মান না। প্রকাশ শক্তিহীন গরুর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গাড়ীর প্রাণহীন-চাকাগুলো পর্যন্ত কাতর চীৎকারে প্রতিকার খোঁজে, আর সজীব স্বামী দেবতার কি এতটা উদাসীন থাকা উচিত মাতুল! যাক্—চিন্তা করবেন না, খোঁজ-খবরটা নেবেন,—তাঁরাও মানুষ; তাহ'লেই সত্বর সেরে উঠবেন।"

কথাবার্তাটা ক্রমেই sermon-এ (ধর্মোপদেশে) ঝুঁকিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, পাল্টাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। তখন একটা বড় কম্পাউণ্ড মাড়াইয়া চলিয়াছি। দেখি, তাহারই এক কোণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন অশ্বত্থ ও বট

মিলিয়া একটি অন্ধকার অটবী রচনা করিয়াছে,—তলায় বড় বড় পাথর। সসম্ভ্রমে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম!

মাতুল যে খুব দুর্বল ধাতের ভীতু-লোক, তাহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি শশব্যস্তে প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠাকুর মশাই?" গম্ভীরভাবে বলিলাম—"যে-সে ঠাকুর নন,—বাবা-ঠাকুর!"

"বলেন কি মশাই,—অ্যাঁ—এখানেও!" বলিয়া মাতুল দুই হাত শিথিলভাবে একত্র করিয়া—যেন একটি সুপুষ্ট কাবুলী কাম্‌রাঙ্গা কপালে ঠেকাইলেন ও ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন—অপরাধ নিওনা বাবা, বড় বিপদে পড়েছি—জানতেই পারচো, দয়া করে ভাল করে দাও; তা না হলে আমিও বে-খিদ্‌মতে মরে যাব ঠাকুর।"

মামার আবেদনটা যেমন সত্য, তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল।

অমর কিছু বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষ আগ্রহে দুই চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া, ঘাড়টা পশ্চাতে হেলাইয়া তাহার বৈবাহিককে প্রশ্ন করিল—"দেব্‌তা নাকি,—কোন দেব্‌তা?"

মাতুল তাহার কাণের কাছে ঝুঁকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"দেব্‌তা নয়—দেব্‌তার বাবা!"

"কাজ নেই বাবা, সকলকে সন্তুষ্ট রাখাই ভাল, কে কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না।" এই বলিয়া অমরও নমস্কার করিল।

ভাবিলাম—ব্যবসা-বুদ্ধি একেই বলে; পরমহংসদেব বোধহয় একেই বলিতেন—"পাটোয়ারী-বুদ্ধি!"

"আমারি মাথাটা খেলে,—দু'সন্ধ্যে এই পথেই আমার যাতায়াত," বলিয়া মাতুল একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক হইলেন। বুঝিলাম পূর্ব প্রসঙ্গ মাথা হইতে একদম সরিয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম—সুজলা সুফলা দেশের এই মোলায়েম জাতটির নিরীহ ছেলেগুলি দৃঢ়তা বলিয়া কোন কিছুর ধার ধারে না, Sentiment-এর (খেয়ালের) উপর সাঁতার কাটে,—ডুব দিতে নারাজ।

সহসা আমার দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে একটা টিপুনি দিয়া অমর আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া নীচু স্বরে বলিল—একটি সিদ্ধ পাঞ্জাবী গুরু পেয়েছি, —মহাপুরুষ! কি চেহারা—ওজনে দু'হন্দর তিন কোয়াটার,—দীর্ঘে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ৫ জ পাক্কা। বুঝলে—আসন ছেলে দেড় ফুট তিন ইঞ্চি "জ" পর্যন্ত ওঠেন! (এ সব লোহালক্কড়ের মাপ)

বলিলাম"—বলো কি! তাহ'লে ত' বৈতরণীর পোল্ বেঁধে বসে আছে।"

অমর হাসিমুখে বলিল—তোমার সে স্বভাব আজো যায়নি,—এতেও ঠাট্টা।"

বলিলাম—"ঠাট্টা নয় ভাই,—গুরু যা পাক্‌ড়েছ—ও মাল্ বহুৎ সৌভাগ্যে মেলে! যা শোনালে, বৈতরণীর কোথাও তাঁর ডুব-জল হবে না—হেঁটে মেরে দেবেন।"

অমর একটু বিরক্ত ভাবে বলিল—"তুমি সেই বেল্লিকই আছ, তোমার কাছে গুরুদেবের প্রসঙ্গ চলবে না। বরং তোমার কথাই শুনি, কাশীতে কাটাও—কি রকম পেলে?"

বলিলাম—"তুমি কি বলবে জানি না—আমার ভাগ্যে ভাই একটা পাঞ্জাবী-জামাও জোটেনি।"

অমর বলিল—"নাঃ—তোমাকে পারলুম না! তা হোক, বহুকাল পরে পেয়ে ভারি আনন্দ হচ্চে, না বলেও থাকতে পারি না। কিছুদিন হল এখানে একজন অবধূত সন্ন্যাসী এসেছেন,—ধন্বন্তরি বললে হয়। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে,—যাব?"

বলিলাম—"কেন, কাজ আছে না কি?"

অমর। "বিনা মতলবে শর্মা কোথাও যান না। কাণের জন্যে কবিরাজি, হাকিমী, ইউনানী অ্যালোপাথী, জ্যোলোপাথী, ইলেক্‌ট্রো—সবই করেছি; এখন একবার অবধূত সন্ন্যাসীর দৈব্যপাথী দেখব। তাঁদের কৃপা হলে মুহূর্ত্তেই মার দিয়া!"

বলিলাম—"আর কেন অমর! মঙ্গলময় যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। ছেলেরা এখন আমাদের "ওল্ড্-ফুল" Old fool ত' বলেই,—সেটা তোমার

শুনতে হয় না ; বউমাদেরও একটু আরাম দেওয়া হয়—অসঙ্কোচে গলা সাধতে পারেন ; বিশেষ বিশেষ স্থলে—কোর্টে হলপ্ করে বলা চলে—'শুনিনি'। এ সব ভগবানদত্ত স্থবিধা ছাড়তে নেই।"

অমর হাসিয়া বলিল—"যা বলেছ, তবে কাছে পেয়ে দেখাটা ভাল,—এ স্থবিধে ছাড়তে নেই হে।"

বলিলাম—"বেশ, রাজি আছি।"

অমর কি জানি কি ভাবিয়া মত পরিবর্তন করিল, বলিল—"তোমরা কাজ নিতে জান না, সব বিগড়ে না দাও !"

বলিলাম—"আচ্ছা, তুমিই আগে হয়ে এস।"

মাতুল যেন চট্‌কা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কোথায় ?"

বলিলাম—"সাধুর কাছে।"

মাতুল। "কাণ মেরামতের জন্যে বুঝি ! যেন 'শিশি' নিয়ে যান।"

বলিলাম—"সাধুর কাছে শিশি কেন ?"

মাতুল। "পায়ের ধূলো দিন,—ঐ কথাই ত' আমিও বলি। আমি কি যেতে বাকি রেখেচি মশাই ! মহাপুরুষ সব শুনে বল্লেন—'শিশি এনেছ !' আমি ত শুনেই বোকা মেরে গেলুম। সাধুর কাছে শিশি কি মশাই ! শিশি ব্রহ্মচারী পর্যন্ত চলেছিল্। সাধু একটু পায়ের ধূলো দিন, না হয় একটিপ বিভূতি ঝেড়ে অভয় দিন—"

বলিলাম—"বড় জোর তাতে একটা ফুঁ মেরে দিন—ব্যাস্।"

মাতুল। "এই ত', বলুন ত' মশাই, সেখানেও শিশি ! এ কি বটকেষ্ট পালের দোকানে এসেছি,—বলুন ?"

বলিলাম—"ঠিক ত।"

কথা কহিতে কহিতে বম্‌পাস্ টাউনের (Bompas-town-এর) অনেকখানি অতিক্রম করিয়া ফেলা হইয়াছে। 'বম্‌পাসের' এপাশ ওপাশ দু'পাশেই বিশিষ্ট ব্যবধানে, উদ্যানসহ pompous (জাঁকালো) বিল্‌ডিং সকল বাঙ্গালীর বাহাদুরী ঘোষণা করিতেছে। বাঙ্গালার হাওয়া মাড়োয়ারী ধনেশদেরও বাপ্‌টাইজ্ করিয়াছে; নূতন ব্রতীরা আর ধর্মশালাতেই তুষ্ট ন'ন.—বিলাস বালাখানায় ঝুঁকিয়াছেন। আরম্ভ দেখিয়া মনে হয়—অচীরে বাঙ্গালীর মতই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবেন!

সকল সৌধের ফটকেই কর্তাদের নামাঙ্কিত প্রস্তর বা ধাতুফলক দেখিলাম। নামের সহিত সংযুক্ত—কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, আবাস নিবাস, নিকেতন, উদ্যান, আশ্রম, সৌধ, ধাম, ভবন, কুটীর, মন্দির, সদন, সবই পাইলাম,—পাইলাম না কেবল 'ঘর আর বাড়ী' সুতরাং সংসার-ছাড়া জিনিস। নির্মাণ-বৈচিত্র্য ও শিল্পাতিশয্য দেখিলে বিলাসের বাসা বলিতে ইচ্ছা হয়। তাহাদের মধ্যে হাঁপ ছাড়িবার হাঁসপাতালও আছে,—সাধন-কুটীর, শান্তি নিকেতনও আছে—সাধক বা শান্তিভোগীর সাক্ষাৎ মিলিল না। তবে খোস্‌খবর সর্বথা 'ওয়েল্-কম্'।

যাহা হউক, নামাঙ্কিত উক্ত ফলকগুলিতে বাঙ্গালার বড় বড় নামী জষ্টিস্, ভকীল, ডেপুটি, ডাক্তার, ড্রগিস্ট্, কবিরাজ, শিক্ষক, লেথক, সম্পাদক, পাবলিসার, ব্যবসায়ী, প্রভৃতি অনেককেই পাইলাম। "হাউস্-অফ-লর্ডস্" (House of Lords) বলিলেই হয়।

গোয়েন্‌কা গেটে সশস্ত্র শাস্ত্রি পাহারা, নগেন্দ্র গেটে কিশোরী হস্তে কেশরঞ্জন। একটি গেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার সংশ্রবে সুকৌশলে নির্মিত একখানি (সুতরাং অদ্বিতীয়) প্রকাণ্ড পয়জার! যদি বিজ্ঞাপন হিসাবে হয়—ভাল; নচেৎ জান ও মান লইয়া সেথায় মাথা গলাইবার সাহস বোধহয় চোরের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ভাবিতে লাগিলাম—নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দুই হাজার বৎসর পরে এই সব ফলক-সাহায্যে বৌদ্ধস্তূপের বহুৎ কঙ্কাল আবিষ্কার করিবেন; এবং এই প্রস্তর বহুল সাঁওতাল প্রান্তরটি যে ভিক্ষু ও শ্রমণে শোভিত ছিল, তাহা নির্বিবাদে প্রমাণ হইয়া যাইবে।

বম্পাস্ টাউনের সমৃদ্ধ অংশের শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া হইল। মধ্যে একটি নির্জলা পাহাড়ী নদী পড়ে,—বালুময়, কোথাও কোথাও প্রস্তর পঞ্জরমাত্র দৃশ্যমান। শুনিলাম, একটু খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়, এবং সে জল নাকি যেমন স্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যকর। উপরটা দেখিলে শ্রদ্ধা হয় না; নামটিও কবিদের মনে ধরিবে না, কাব্যেও অচল,—"ধাওড়া"।

স্থানে স্থানে সুন্দর উদ্যান সংযুক্ত অট্টালিকা। ফাঁকে ফাঁকে আকাশ বাতাস আলো, মাঝে মাঝে খোলা ময়দান, অদূরে পাহাড়,—জমি বেশ খট্‌খটে। পথের দুই পার্শ্বে আম, জাম, কাঁটাল, মহুয়া প্রভৃতি ছায়াবহুল বৃক্ষের শ্রেণী;—সবই শরীর ও মনের অনুকূল, সুতরাং স্বাস্থ্যকর। এসব স্থানে যে দেহ-মন বল পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই,—যদি তাগাদা আর অনটনের চাপ বুকে-পিটে না থাকে। জল-হাওয়াটা অবশ্য স্থানের গুণ; তবে ওই যে "ভাল-লাগালাগি" সেটা বোধহয় ট্যাকসই নয়—নূতনের মোহ।

অমরকে বলিলাম—"এ স্থানটি 'কমলালয়',—তোমার ধাতে খুব সইবে। এ দেশের মাটিতে লোহা ফলে; জলেও লোহার অংশ বেশী। দিন কতক থাকলে ভীম বনে যাবে। এ-দেশবাসীদের দেহ আর রং লক্ষ্য করেছ কি?"

অমর হাসিয়া বলিল—"তুমি আর আমাকে বলবে কি, এসে পর্যন্ত ঐ কথাই মাথায় ঘুরচে। দেখি—"

বলিলাম—"যা কর নিজেই কোরো,—সস্ত্রীক নয়—"

অমর। কেন?

বলিলাম—"পুরুষে 'লোহার ভীম' হলে দুঃখু নেই, কিন্তু "ভীমা" নামের পুষ্করিণীও ভয়ঙ্কর! 'লৌহ-কুসুম'টা আকাশ-কুসুম থাকাই ভাল।"

অমর। কোন কাজের কথাই তোমার সঙ্গে হবার যো নেই।

বলিলাম—"এবারটা থাক বন্ধু !"

মাতুল সহসা—"উঃ—এ ঘাড়ভাঙ্গা গাছগুলো কি গাছ মশাই ? যেমন দেশ তার গাছও তেমনি," বলিয়া উঠিলেন।

বলিলাম—"যোজনগন্ধা,—বড় মিঠে গন্ধ।"

মাতুল বিরক্তি ও বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, হনুমানে শুঁকবে বলে শ্রীরামচন্দ্রের সৃষ্টি বুঝি ! আহা, কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা বটে ! দশরথের ওই ছেলেটিই মানুষের মত ছেলে ছিলেন কি না !"

বলিলাম—"হঠাৎ এ ভাব যে এল ?"

মাতুল। মানুষকে ফুলের সৌরভ উপভোগ করতে হলে, আগে একখানি এয়ারোপ্লেন্ কিনতে হয় ! ওই আপুদে গাছের আগাটা দেখতে গিয়ে, ঘাড়টায় এমন খট্‌কা লেগে গেল ! বেশ আম জাম কাঁটাল চলছিল, কোত্থেকে মাঝখানে পাঁচপাঁচটা—কি বল্লেন—'ভোজনরম্ভা' ?—হনুমানে খেগো নাম বটে !"

শুনিয়া আমি ত অবাক। ভগবানের কাণ্ড দেখিয়া হাসি আর চাপিতে পারি না। চিরদিনই লক্ষ্য করিতেছি, যেখানেই যাই—আমার ভাগ্যে লোক জোটান ভাল ! চীনযাত্রায় এক চাটুয্যে জুটিয়াছিলেন।

হঠাৎ তিনি একদিন বলিয়া বসিলেন—"সেই গোপালকুণ্ডুর গল্পটা বলতেই হবে !" আমি ত কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না,—কোন গোপালকুণ্ডুর উল্লেখ কবে করিয়াছি। অনেক জেরা করিয়া বুঝিলাম, জাহাজ-যাত্রার প্রথম দিন অনেকের মনে অনেক ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল। সেই সময় কপালকুণ্ডলার কথাও ওঠে, এবং "কপালকুণ্ডলাই" চাটুয্যের কাছে "গোপালকুণ্ডু" দাঁড়াইয়াছে ! প্রাচীন শিলালিপি উদ্ধার অপেক্ষা এ কাজটি কঠিন ছিল কি না তাহার বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন,—আমি আত্মহত্যা করিতে নারাজ।

আজ যোজনগন্ধাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে "ভোজন-রম্ভায় রূপান্তরিত করিতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে বড় ! চাটুয্যে না মাতুল !"

বলিলাম—"কেন মাতুল,—গাছের ওপর এত গরম হলেন কেন ?"

মাতুল ম্লানমুখে বলিলেন—"কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছিলাম,—গলাটা ত' যেতেই বসেছিল,—এঁরা একেবারে গরদান্ নিলেন ! আপদ চুকে গেল—"

বুঝিলাম, মাতুলের ঘাড়ে মক্কম্ লাগিয়াছে।

তিনি নিজেই বলিয়া চলিলেন—"এ সব কি গাছ, না মানুষমারা কল! এখানে একটা Health officer-ও নেই! এর জড় মেরে দেওয়া উচিত।"

মাতুলের বেশ তোয়াজের শরীর,—দেখিয়াই সেটা বুঝিয়াছিলাম। দেহের উপর ষোলআনা দৃষ্টি রাখেন, তাই পরিবারের অসুখটা বড়ই ভাবনার কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, বলিলাম—"এটা যে Nonregulated পরগণা!—আইনের বড় একটা আঁট নেই।"

মাতুল। তা বুঝতে পেরেছি,—তা না ত' আর এই সব তাড়কার মত সৃষ্টি-ছাড়া গাছ খাড়া করে রেখেছে! রাখতে হয়—আধখানা করে বাদ দে না বাবা;—আর রাখাই বা কেন! এ কি একটা জায়গা মশাই,—পছন্দ দেখুন না,—যা পেয়েছে পুঁতেই চলেছে! বাংলা দেশের মত দেশ আছে মশাই,—সব পদ্ধতি-দুরস্ত।—এই রায়েদের শিব-মন্দির, গায়েই বিলেতী কেষ্টচুড়ো, পরেই আমলকী, তার পর কদম,—পাশেই কামিনী-বষ্টুমী বেগুনী ভাজচে, ধারেই নিমগাছ তার পর বকুল;—তলাতেই পলটুর পানের দোকান;—এক দোনা নিন—জরদা আর পানের বোঁটায় চূণ চাইতে হয় না। তার পর গলিতে পা দিয়েই—ফুস্ করে বাড়ী ঢুকে পড়ুন,—হাস্না-হেনা ভর্-ভর্ করে গন্ধ ছড়াচ্ছে;—বলুন?

বলিলাম—"আহা, কি শুনালে মামা! ও-ছেড়ে স্বর্গও চাই না।" এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম:—

"নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব-ঘন আম্র-কানন, রাখালের খেলা-গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
* * * দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজ গ্রামে।
কুমারের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে!
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে।"

মাতুলের আর অধিক শুনিবার সহিষ্ণুতা রহিল না, চোখ মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"ইয়া ঈশ্বরগুপ্ত না হলে এ কথা আর কে বলে,—কেমন, তিনিই ত' ?"

বলিলাম "আর কার সাধ্য !"

মাতুল। হুঁ, হুঁ, আর একবার বলুন ত' !

আবার আবৃত্তি করিলাম। শুনিয়া বিমুগ্ধ মাতুল বলিলেন—"সে-সব কবি আর জন্মাবে না !"

বলিলাম—"রামঃ—আর জন্মায় !"

মাতুলটি আগেকার বনেদী-বংশাবতংস, তাই পুরাতনের এত পক্ষপাতী। এ-সব ভুলচুক ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

কথায় কথায় কার্স্টেয়ার টাউনের (Carstair town-এর) কেজোপটীতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। অনবরত ঢং ঢং শব্দে অস্থির করিয়া দিল।

অমর আমার হাত ধরিয়া সেই দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল—"দেখবে এস, এখানকার পেটা-লোহার জিনিস প্রসিদ্ধ। এরা লোহা পিটে পিটে বড় বড় কড়া, পরাত, কলসী, চাটু প্রভৃতি কি সুন্দর ত'য়ের করে; কিনলে সাত-পুরুষ কেটে যায়; এ ঢালায়ের জিনিস নয় যে, পড়লেই পাঁচ টুক্রো ! সস্তাও বেশ।"

দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম বটে। আধ মোণ লোহার তাল হাতের জোরে টিপিয়া বড় বড় কটাহ বা পরাতে পরিণত করা, অর্থাৎ হাজার লোকের খোরাকের খপ্পোর বানানো, অসুরের শক্তিসাপেক্ষ। ছোট বড় সব সাইজ্‌ই পাওয়া যায়। কিন্তু যে কারণে খদ্দর ভদ্দর বাঙ্গালীর কাছে আজও কদর পায় নাই, ইহারাও সেই কারণেই অভদ্রের কোটায় পড়িয়া আছে; যেহেতু সৌখীন সৌষ্টবের নহে ও ভারি,—তাই বাবুদের বাড়ী প্রবেশ নিষেধ। অন্যান্য প্রদেশে ইহাদের আদর যথেষ্ট, বিশেষ করিয়া ধনী রহিস্‌দের বাড়ী।

অমর বাবু নয়, সে একখনা মাঝারি কড়া কিনিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ চির-দিনই অধমর্ণ, মাতুল তাই তাড়াতাড়ি সেখানি বহন করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। অমর দিল না।

আমার পরাত লইবার বরাত নয়, মাটির সরায় শেষ দিন কয়টা সরাইয়া দিতে পারিব। আমি ভাবিতে লাগিলাম এই কর্মকারদের ভীম-শ্রমের কথা। এই শীতের দিনে, ঘর্মাক্ত কলেবরে উদয়াস্ত এই পেটাপিটির পর—'আধ-পেটা'য় সংসার-পালন!

কিছুক্ষণ পূর্বে একটি বাগিচায় ইঁদারা-খনন-কার্য দেখিয়া আসিয়াছি। মাটি কাটিয়া নয়,—পাথর কাটিয়া। তিন হাত মৃত্তিকা খননের পরই—পাষাণ-পিট্ দেখা দিয়াছে। ইহারই অন্ততঃ ৩০ ফিট্ কাটিতে হইবে। এক বৎসরে প্রায় পাঁচ ফিটে পৌঁছান হইয়াছে। কাজ হাড়ভাঙ্গা, পাওনা আধপেটা।

ভারতে ইতর-সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ গরীব শ্রমিকদের মধ্যে পাপের ভয়, ভগবানে নির্ভর, ইজ্জৎ-জ্ঞান এবং সংসার আছে,—তাই ইহাদের জেলের বাহিরে দেখিতে পাই।

মাতুল বলিয়া উঠিলেন—"ও-মশাই, এখানেও যে 'মেডিকেল্ হল্' হোমিওপ্যাথ, বৈদ্য, সবই বিদ্যমান! তবে আর আমাদের কল্‌কেতা কসুরটা করলে কি! গেরোয় টেনে এনেছে দেখচি,—বালা জোড়াটা যাবে কি না!"

বলিলাম—"অসুখ বিসুখ আর কোথায় নেই মাতুল; তবে এসব স্বাস্থ্যকর স্থান—এখানে কম। 'যদি'র উপায়ও ত' রাখতে হয়।"

মাতুল বলিলেন—"কি বলচেন মশাই, এঁরা ত' আর এখানে দল বেঁধে আর ঘর বেঁধে, উপোস করতে আসেন নি! এই কি 'যদি'র আয়োজন! আবার "রাজ-বৈদ্য'টা কি মশাই? যেমন যক্ষ্মা—রাজ-যক্ষ্মা, মক্কা—পাটনেয়ে-মক্কা?"

বলিলাম—"রাজ-বৈদ্য" নামটি বোধ করি গৌরবাত্মক, অর্থাৎ—বৈদ্যের মধ্যে ওঁরা বোধহয় M. D. (London) রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কে নামে মাত্র। বুকে-পিঠে রাজ-বৈদ্য দেখচি,—এত রাজা-ই বা কোথায়?

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি মশাই, খবরের কাগজ দেখেন না বুঝি। 'বাণিজ্য-নিপাত' সমাচার আমি আজ বিশ বৎসর পেয়ে আসচি, এবং স্বচক্ষে দেখেও আসছি। তাতে দেখেছি—গরীবেরা বেশ নিয়মিত ভাবে মরচে আর কমচে; আর রাজা মহারাজা বচরে দু'তিন বার জন্মাচ্চেন।

এ হারে জন্মালে, দিনকতক পরে এই গরীবের দেশটা—রাজার দেশ দাঁড়িয়ে যাবে; সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখের অবসান! এখন থেকে রাজ-বৈদ্য ত'য়ের না থাকলে—তখন'ম্যাও' ধরবে কে?"

বলিলাম—"আপনার অনুমান অকাট্য বটে। মাথাটি মালগুদাম—"

কথা শেষ হইবার পূর্বেই মাতুল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"একটু দাঁড়ান—এক-পো রাবড়ী নিয়ে নি। এই দোকানটা দেখে রাখুন—তোফা ত'য়ের করে।"

অন্য চর্চার সুযোগ হইল না, ভিন্ন পথে যে যাহার বাসায় ফিরিতে হইল। অমরকে বলিলাম—"সকালে আসচো ত' ?"

মাতুল বলিলেন - "ভাববেন না—আমি নিজেই পৌছে দেব।"

১৮

শ্রীমান অর্ধপথেই "কাজ আছে" বলিয়া জয়হরি সহ ফিরিয়াছিল। পৌছিয়া দেখি—জয়হরি খুব মনোযোগের সহিত এককাঁসী লঙ্কা-ফোড়ন দেওয়া কড়াইশুঁটি ভাজা চর্বণ করিতেছে। আমি উপস্থিত হইতেই শ্রীমানের দিকে চাহিয়া, খুব উৎসাহের সহিত বলিল—"এইবার সব এনে ফেলুন!"

অর্থ-টা অচিরে আত্মপ্রকাশ করিল,—কড়াইশুঁটি-ভাজা, কচুরী, পান্তুয়া আর চা উপস্থিত হইল।

জয়হরি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"আপনি না থাকায় এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়েছে।"

অর্থাৎ 'তাঁর চুপ করে না থাকাটা' এইবার আরম্ভ হইবে।

চা'য়ের অনুরোধে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া যোগ দিলাম। দেখি দোরের কাছে সেই পলাতক কুকুরটা উঁকি মারিতেছে।

শ্রীমানকে বলিলাম—"এই যে—ও এল কখন?"

শ্রীমান বলিল—"ওর ডাক শুনতে পেয়েই ত' ফিরেছিলুম। দেখি, ধাওড়া নদীর ধারে কেঁদে কেঁদে ফিরচে।"

বলিলাম—"আজকের ব্যবস্থা কি করবে? নয় এটি নয় ওটি, একটিকে ধর্মশালায় পাঠান চাই!"

শ্রীমান হাসিয়া বলিল—"বাবা বলেচেন—তাঁর ঘরেই থাকবে।"

জয়হরি এ প্রসঙ্গে কর্ণপাতও করিল না—"উঃ—আস্তো একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি" বলিয়া দুইটা পান্তুয়া একত্রেই গালে ফেলিল।

আহারের আয়োজন পর্দায় পর্দায় প্রমোসন্ পাইতে বা চড়িতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবুর "পাকপ্রণালী" প্যাটরা ছাড়িয়া পাকশালায় পৌঁছিয়া পরিপাকের পথ মারবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। রাত্রে ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা,—একত্র-সংমিশ্রণে আলু কপি কড়াইশুঁটি ভাজা, গল্‌দা-চিংড়ির কালিয়া, রোহিতের কোর্‌মা, পাঁপর প্রভৃতি; এবং কমলা ও বাতাবির রস-কোষ সম্মিলনে—শ্বেত-পাথরের রেকাবী আলোকরা চাট্‌নি; কাগজিলেবুর রস-সিক্ত লবণ-সংযুক্ত আদার সূত্রবৎ ফালি; খেজুরে গুড়ের সুজির পায়স, হালুয়া, রসগোল্লা, ইত্যাদি।

দেখি ভিতরটা নিরেট হইয়া গিয়াছে;—সিগারেটের ধূম টাগরার ওপারে প্রবেশ-পথ পায় না। যাক্, ওটা তেমন মারাত্মক নয়; এখন নিদ্রার প্রয়োজন কিন্তু শিয়রে শত্রু।

শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"নিকটে ভাল ডাক্তার আছেন কি?"

শ্রীমান উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন—ডাক্তার কেন?"

বলিলাম—"তা হলে একটা "মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন্" নিয়ে শুই। ভগবান কুকুরটার ত' কিনারা করে দিলেন, এখন—"

শ্রীমান কেবল হাসে! একের বিপদে অন্যের যে কি করিয়া হাসি আসে তাহা বুঝিতে পারি না।

জয়হরি আশ্বাস দিয়া বলিল—"আজ অসাড়ে ঘুম হবে মশাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার?"

জয়হরি বেশ সহজভাবেই বলিল, তাহার নিজের!

বলিলাম—"সে সম্বন্ধে ত' কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হয় নি। গত রাত্রে নিদ্রাটা কি তবে ভাল হয় নাই?"

জয়হরি বলিল—"তা আমি ত' বুঝতে পারি নি ; বলচেন—'নাক ডেকেছিল' ; আজ আর তার ফাঁক নেই, তাই বলচি।"

হাসিবার কথা হইলেও, আমি কিন্তু শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম ; কারণ, নিদ্রা সম্বন্ধে জয়হরির জানাশোনা অধিক থাকাই সম্ভব।

যাহা হউক,—কাজে,—আসার অর্ধেক ফলও পাই নাই। স্মরণ আছে, এগার বার শেষ একটা পর্যন্ত বাজিতে শুনিয়াছিলাম। তাহার পর একটা অশ্রুতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। নাসিকাধ্বনির একটা দম্‌কা ধাক্কা মোটরের বিকট ওয়ার্নিং-এর (warning-এর) মত সহসা ধ্বনিয়া উঠিবার পরক্ষণেই জয়হরি জাগ্রতের মতই জোর গলায় বলিয়া উঠিল—"কে ডাকে ?"

বুঝিলাম, তাহারই নাকের আওয়াজটা তাহার নিজের কানে ঢুকিয়া এই বিভ্রম ঘটাইয়াছে ! বলিলাম—"কেউ নয়। তুমি ঘুমোও।" বলাটা অবশ্য বাহুল্য ছিল।

অবাক হইয়া অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ এই অভিনব ব্যাপারটা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৯

সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বেই একপশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল,—উঠিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি—সদ্যস্নাত প্রকৃতি যেন পত্র-পুষ্প-দূর্বাদির ডালা সাজাইয়া অরুণ-পূজার জন্য প্রস্তুত। মৃদুমন্দ সমীরণ-সংঘাতে শাখা-পল্লব ব্যজনারম্ভ করিয়াছে,—পাখীদের কণ্ঠে আবাহন-গীতি। কি সুন্দর স্বচ্ছ প্রভাত !

সহসা একটি দোয়েলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখি, অব্যবহার্য খেতাবের মত মিথ্যা অনেকটা জায়গা-যোড়া বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটির দূরপ্রান্তে, একটি কুলগাছে বসিয়া সে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল ভগবানকে নিবেদন করিতেছে।

বিষয়ী লোক মাত্রেই "আয়" রাখিয়া কাজ করেন। কাবুলীরা কতটা বিষয়ী তাহা জানি না ; তাহারাও দেখি, পাঁচগজের পরিবর্তে—পঞ্চাশ গজের পাজামা

বানায়! এ বাড়ীটির নির্মাতাও সে সম্বন্ধে ভুল করেন নাই—খুব সজাগ ছিলেন। উঠানটি চার-পাঁচ কাঠার কম হইবে না,—প্রাচীর দিয়া আঁটা। তিনটি কুলগাছ তাহার প্রায় অর্ধেকটা অধিকার করিয়াছে। এতবড় কুলগাছ ও তাহাতে কুলের এত প্রাচুর্য, বাস্তবিকই দর্শনীয় দৃশ্য! মাঘ মাসের পরিণত-বয়স্ক সুপুষ্ট সদ্য-ধৌত অসংখ্য কুলের উপর প্রাতঃকালের স্নিগ্ধোজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মির পালিস এক বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। নীচে আশে-পাশে সবুজ লাল হল্‌দে ফলে—দলে দলে লঙ্কাগাছ হাজির। এই সামান্য সম্বলেই তাহারা অনেক পাখী জড় করিয়া ফেলিয়াছে ও তাহাদের গান শুনিতেছে। আমিও তাহা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল—বাড়ীটির আগম-নির্গমের পাঁচটি পথ! মানে কি? কোন অজানা তান্তিয়া-ভীল থাকিতেন না ত'? বাড়ীটি পুরাতনও বটে!

আমার সৌন্দর্য উপভোগের আরামটা সহসা সরিয়া গেল। কালধর্ম বশে মনে হইল—'নজরের' জিনিস নয় ত'—সঙ্গে আবার ছ'ফুট্ ছন্দের জয়হরি!

অন্যমনস্ক হইয়া ইতিকর্তব্য ভাবিতেছি, এমন সময় কর্তার আওয়াজ পাইলাম, তিনি বলিতেছেন,—"এত ভোরে উঠে পড়েছেন যে,—ঘুম হয় নি বুঝি?"

বলিলাম—"না, ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিয়েছি, ওইতেই আমার যথেষ্ট হয়। এখানকার প্রভাত বড় মনোরম, না উঠলে সেটা জানতেই পারতুম না। বাল্যকালে কুলগাছের সঙ্গে কম পরিচয় ছিল না, কিন্তু তার যে এত সৌন্দর্য, তখন সেটা লক্ষ্যই করি নি। শুনেছি, কাশীধামে সকল তীর্থ-ই বর্তমান, বৈদ্যনাথ ধামেও এইটি বোধহয় "বদরিকাশ্রম"। ধন্য আপনি ও আপনার ভাগ্য!"

তিনি বলিলেন,—"ধন্য বই কি! তবে বৈকালে দেখলে আপনাকে ঐ 'বোধ-হয়' টুকু বাদ দিতে হবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না। সেই জন্যেই ত' এ বাড়ীর ওপর সকলের এত টান।"

বলিলাম,—"অলৌকিক কিছু আছে না কি।"

তিনি বলিলেন, "আমি ত' অলৌকিকই ভাবি। বিশ্বাসই ধর্মের মূল,—আপনি কি ভাববেন জানি না। আপনি ত' জানেন—ফিট্, অজীর্ণ, আর অম্বল—

এই তিন সম্বলে বাঙ্গালীর সংসার। সোনার গয়না আর সোণালী-মোড়া জরদা সংযোগে—"সোণার সংসার"ও বলতে পারেন। পূর্বেই বলেছি—অম্বলে বড়ই কাতর থাকেন। আহারান্তেই ও রোগটার বৃদ্ধি। তখন কুলতলায় মাদুর পেতে 'হত্যা' দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভ! ফল—আকাশ পথে টুপটাপ্ চলে আসে। ভুগে-ভুগে লোক রোজা হয়ে দাঁড়ায়;—অনুপান ওঁদের জানাই আছে—লবণ সঙ্গেই থাকে, আর হাত বাড়ালেই লঙ্কা! শাস্ত্রীয় সংখ্যা—১০৮ পুরো হলেই বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। আশ্চর্য্য মহিমা,—অলৌকিক নয় কি?"

বলিলাম,—"নিশ্চয়ই, হিঁদুর সাধ্য কি যে সন্দেহ করে! আচ্ছা,—আর একটা জিনিস চোখে পোড়ল, সেটাও ঠিক বুঝতে পারি নি। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষই দেখেছি, আর পঞ্চানন—পঞ্চপাণ্ডব এঁরা ছিলেন শুনেছি, এমন পঞ্চমুখী বাড়ী ত' কখন দেখি নি! এতেও অলৌকিক কিছু আছে না কি!"

কর্তা হাসিয়া বলিলেন,—"একটু আছে বইকি! সংক্ষেপেই বলি,—আগে সদর আর খিড়কী মাত্রই ছিল। এক ভদ্রলোক ভাড়াটে এই বাড়ীতে কিছু দিন থাকেন। তাঁর ছিল দুই বিবাহ,—দুই স্ত্রীই সঙ্গে ছিলেন। তাই সুখ-শান্তির আতিশয্যে তিনি আত্মরক্ষার্থেই আর তিনটি দোর নিজের ব্যয়েই বানান। শান্তির চরম অবস্থার তাড়সে,—যে ফাঁকটা সামনে পেতেন সেইটে দিয়েই ছুটে পালাতেন। শুনতে পাই, কারো কারো কাছে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন,—কোন জিনিসই নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় মশাই; এত' ভাবি এ বাড়ীতে আর ঢুকব না,—ঘণ্টা তিনেক পথে পথে ঘুরে, শেষ দেখি, একটা না একটা দোর দিয়ে এই শান্তি-কুটীরেই ঢুকে পড়েছি! পৃথিবীটে গোল হয়েই যত গোল বাঁধিয়েছে!"

বলিলাম,—"ভাগ্যে বুদ্ধদেব এটা দেখতে পাননি, তা হলে বোধহয় দেহত্যাগই করে বসতেন। যা হ'ক, বাঙ্গলার ইতিহাসের এইরূপ কত খাঁটি উপকরণই এখনো অনাবিষ্কৃত অবস্থায়, কত স্থানেই আত্মগোপন করে রয়েছে। শক্তিমান সরকার মশাই মোগল-পাঠান নিয়েই রইলেন,—ঘর সামলায় কে?"

জয়হরির চীৎকারে প্রসঙ্গটা থামিয়া গেল। সে বৃষ্টির সংবাদ রাখে নাই, উঠিয়াই আশ্চর্য হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে,—"একবার দেখুন মশাই—কী

ছিমটাই পড়েছে!—রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। এ সব দেশ স্বাস্থ্যকর হবে না।—দেখুন না, এর মধ্যেই বেশ চন্‌চনে—"(বলিতে বলিতে দুইবার পেট্ চাপড়াইয়াই কর্তাকে দেখিতে পাইয়া সলজ্জ হাস্যে থামিয়া পড়িল।)

কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আমি ত' তা-ই চাই ; আপনারা মুখ হাত ধুতে ধুতে চা আর হালুয়া হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বিরক্তিটা সামলাইয়া বলিলাম,—"ক'দিন এসেছি– এখনো বৈদ্যনাথ দর্শন করি নি ; আজ শুক্রবার—বাবাকে দর্শন করবার প্রশস্ত দিন, শীগ্‌গির কাজ সেরে চলো, দর্শন করে আসি—"

জয়হরি রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, সেই ভাল,—ঐ ধোঁও দেখা দিয়ে দিয়েছে,—কতক্ষণই বা লাগবে,—চা আর হালুয়া বই ত' নয়—"

কর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"একটু দেরি করলে খান কতক গরম গরম ডালপুরী হয়ে যেতে পারে, ডাল ভিজানই আছে, বেঁটে নিতে যা' দেরি,—কি বল ?"

"ভিজানো থাকলে আর কতক্ষণ—" বলিয়া জয়হরি উৎফুল্ল নেত্রে আমার দিকে তাকাইল।

সে অবস্থায় মানুষকে হতাশ বা ক্ষুন্ন করবার সাজা নিজেকেই ভোগ করিতে হয়, এবং সে মন লইয়া দেব দর্শন করা অপেক্ষা না করাই ভাল,—এই ভাবিয়া সহজ ভাবেই তাহাকে বলিলাম,—"আমার কোন আপত্তিই ছিল না, কিন্তু এত বড় পীঠস্থানে এসে কেন আর অনিয়মটা করা ! সব প্রস্তুতই থাকবে, দর্শন করে এসে খেলে দেখবে কত বেশী তৃপ্তি হয়। এক পো পথও নয়, রাস্তায় পা দিলেই মন্দির দেখা যায় ;—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসা যাবে।"

বাধাটা সে আশাই করে নাই, তাই একটু অবাক হইয়া শেষে বলিল,—"তা আচ্ছা—তবে—, কিন্তু ঐ যে বললেন—'এক-পো পথও নয়', আর তার কারণ দেখালেন, "পথে পা দিলেই মন্দির দেখা যায়",—ওটা আপনার চোখ দিয়ে মাপা "পো" ; কিন্তু চোখ দিয়ে ত' হাঁটা চলবে না।

পাহাড়ী জায়গায় অমন দেখায়; তার মাপ কিন্তু আলাদা। আপনাকে কখনও কুকুরে কামড়ায়নি বুঝি? আমাকে মশাই সরকারদের বেঁড়ে তেড়ে এসে কামড়ে দু'টি সুবিধে করে দিছল। বাড়ী-শুদ্ধ সবাই সেধে সেধে ঘি খেতে দিত,—লুচি হালুয়া তিন চারবার পেতুম। এখন একবারও কেউ পোছে না;—বেঁড়েটাও মরে গেছে! তার পর সরকারের পয়সায় কসৌলী গিয়ে পাহাড়ী মাপ্ শেখাও হল। দেখতুম, সিমলের পাহাড়ে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বলছে; বোধ হত যেন ও-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ী—বড় জোর দশ মিনিটের পথ। পরে জানলুম—হেঁটে পৌছুতে পাহাড়ীদেরও পুরো দু'দিন লাগে। যাক্—বেঁড়ে বেঁচে থাকলে আপনিও দেখে আসতে পারতেন—তা চলুন, একটা লাণ্ঠান্ কিন্তু নেওয়া চাই।"

ভাবিলাম, জয়হরি বুঝি রহস্য করিতেছে। কিন্তু গৃহস্বামীর দিকে চাহিয়া সে যখন বলিল,—'ফেউয়ের ডাক যদি শুনতে পান ত' ডালপুরিগুলো আর মিছে রাখবেন না,—খেয়ে ফেলবেন", তখন তাহার মুখের কাতর ভাব দেখিয়া আর সে সন্দেহের অবকাশ রহিল না। বোধ হইল সত্যই তাহাকে যেন 'দুর্গা' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িবার পথে টানা হইতেছে। মনে মনে দেব-দর্শনের আশা ত্যাগ করিলাম—ভাবিলাম—দেবতা অন্তর্যামী!—তিনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা জানিতে পারিতেছেন।

কর্তা কিন্তু জয়হরির ডালপুরি সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা শুনিয়া হাসি চাপিতে পারিলেন না। তিনি খুব হিসিবী লোক,—উকীলের আবাহাওয়ায় তাঁর বাস,—জয়হরিকে যথেষ্ট আশ্বাস ও অভয় দিয়া, এবং আমার অবস্থাটাও অনুমান করিয়া লইয়া, দু'দিক রক্ষা হয় এমন একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন।

আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস ইতিপূর্বে জয়হরিকে দিয়াছিলাম। তিনি সেই সূত্র টানিয়া একটু লম্বা করিয়া বলিলেন—"জয়হরিবাবু এক ঘণ্টার স্থলে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত দেব-দর্শনার্থ দিতে পারেন। দেড় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে তিনি যেখানেই থাকুন, অসঙ্কোচে সরাসর বাসায় ফিরিয়া আসিবেন, তখন কিন্তু আপনার কোন কথা চলিবে না।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঢালা সম্মতি দিলাম, এবং মিনিট পনরো মধ্যে প্রস্তুত হইয়া নগ্ন-পদে 'শ্রীদুর্গা' বলিলাম।

শ্রীমান স্ব-ইচ্ছায় সঙ্গী হইল—যেহেতু আমাদের কিছুই জানা-শুনা নাই, পাণ্ডারা নানা প্রকার বাজে (item) 'বাব্‌'? উল্লেখ করিয়া পয়সা ঠকাইয়া লইবে। শ্রীমান বাজের যেমন বিরোধী, ঠকিতেও তেমনি নারাজ।

২০

তখন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এ রাস্তাটি দেওঘরের বায়ু-সেবনার্থীদের জন্য নয়; ইহার দুইধারই দোকান আর মোকাম দিয়া আঁটা, বাতাস বাধা পায়—সুতরাং স্বাস্থ্য শিকারির বেকাম। দৃশ্যটাও romantic—রম্য নয়।

কাপড়, জামা, বাসন, আসন, ছড়ি, ঘড়ি, ছাতা, চুড়ি, চশমা, সোডা, লিমন্‌, পান, বিড়ি, সিগার, এসেন্স, সোপ্‌, সুগন্ধী, মনিহারের বিবিধ বিলাস-সম্ভার; আবার রাবড়ী, লাড্ডু, দধি, পেঁড়া—ইত্যাদি ইত্যাদির সমাবেশ। উপরন্তু—চায়ের দোকান;—অলমতি বিস্তরেন। কাশীর দশাশ্বমেধ হইতে বিশ্বনাথের গলির খস্‌ড়া বা rough sketch বলা চলে।

যাক,—খুঁটিনাটি চলিবে না, বেশী সময় নাই;—ডালপুরী প্যায়দার মত পিছু লইয়াছে ও তাড়া দিতেছে! ঘড়ি জয়হরির দখলে, কেবল কোন একটি অনিশ্চিত আশঙ্কায়, তাহার অজ্ঞাতে ঘড়ির চাবিটি বাসায় রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীমান আমাদের গাইড্‌-রূপে এটা ওটা দেখাইতে দেখাইতে চলিয়াছিল। খুব উৎসাহের সহিত কয়েকটি মনিহারীর দোকান দেখাইয়া বলিল,—"এ সব বাঙ্গালীর।"

ভদ্র বাঙ্গালী যুবকদের মনিহারী দোকান করাটা ধাতে সয় ভাল; কারণ, তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের বালাই নাই বলিলেই হয়; দোকান সাজানো আর নিজে সাজা দুই-ই চলে;—নাড়াচাড়া কেবল—ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সুগন্ধী আর সৌখীন জিনিস। খরচের মধ্যে—মিষ্ট কথা আর হাসি মুখ, বড় জোর সিগারেট্‌ সেবন। খাতায় আঁক পাড়িতে হয় না।

এ ছাড়া এখানে বাঙ্গালীর আরো ব্যবসা আছে,—গোলাপবাগ (Rosary) মেডিকেল-হল্, ডিস্‌পেন্‌সারি, News Paper Agency। ইহার কোনটিতেই কাহাকেও কৌলীন্য খোয়াইতে হয় না। আমদানী রপ্তানীর কাজ যথা নিয়ম মাড়োয়ারীরাই করিতেছেন।

শ্রীমান বলিলেন—"এক পয়সার বাতাসা, এক পয়সার ফুল আর দু'জনে দু'পয়সা দক্ষিণা দিলেই হবে,—'রেট্' খারাপ করবেন না।"

বুঝিলাম—সঙ্গে খুব কড়া হাকিম; অপরাধের জন্য রাস্তা রাখা চাই! বলিলাম—"ও সম্বন্ধে আর কথা আছে,—দেবতার স্থানে রেট্ খারাপ! তবে, দেশের অশিক্ষিত মেয়েদের মুখ্‌খুমী এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে,—তাঁদের মান্‌সিকগুলোই মস্কিল বাধায়;—আবার দেবতারাও নাকি অন্তর্যাম। সুতরাং......"

শ্রীমান অসময়ে সাবধান করেন নাই, সম্মুখেই দেখি—মন্দিরপ্রাঙ্গনে প্রবেশের সু-উচ্চ সিংহদ্বার,—চারিদিকে প্রস্তর-প্রাকার। দেখিলেই একটা বড় কিছুর আভাস দেয়! প্রবেশ করিতেই—সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ দর্শনে প্রাণে একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, দেবতাকে তাঁহার বিশ্ব হইতে বে-দখল করিয়া এক নিভৃত প্রান্তে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে! সেটা যেন,—ছেলেদের সর্বস্ব উইল করিয়া দিবার পর, বিরক্তিকর দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বাপের অন্যায় বাঁচিয়া থাকার সাজা ভোগ! যাহা হউক, এখানে তেমন কোন স্থান-কুণ্ঠায় বাধা বা আঘাত না থাকায়, বিমুক্ত প্রাঙ্গণে যেন একটা আনন্দের মুক্ত বাতাস গায় লাগিল।

মধ্যস্থলে—উন্নতচূড় বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির। প্রাকারগাত্রে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠান। সোম-শুক্রে যাত্রী সমাগম ও ভক্তের ভিড় বেশী হয়,—আজ শুক্রবার। কিন্তু বহিঃপ্রাঙ্গণ এত বড় যে, কাহারো কোন অসুবিধার কারণ নাই,—সকলেই বেশ স্বচ্ছন্দ।

নন্দকিশোর পাণ্ডাকে বহু অনুসন্ধানেও না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল

অপেক্ষা করাও অসম্ভব,—জয়হরি দেব-দর্শন বর্জন করিয়া অনায়াসে ডালপুরী চর্বণ শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে! কাজেই শ্রীমানের পরিচিত এক পাণ্ডার শরণ লওয়া গেল। তিনি সন্নিকটস্থ বারাণ্ডায় একজনের নিকট আমাদের উপস্থিত করিয়া দিয়া বলিলেন—"কি কি জল বাবার জন্যে চাই লিয়ে লিন্।"

জলাধিপটি বেশ স্থূলকায় বলিলেও অসঙ্গত হয় না। তিনি যেন শরীরের সুস্পষ্ট বিপুলতা প্রমাণ করিবার জন্য নিজের চতুর্দিকে—বড়, ছোট, খুদে, শিশি—শিশিকা, এমন কি শিশির কণিকা, অণুকা, রেণুকা, পর্যন্ত সাজাইয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

ভাবিলাম—বাবাকে বোধহয় গোলাপ জল ও সুগন্ধী আতর প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার রীতি আছে। পরে শ্রীমানের নিকট শুনিলাম,—ইনি গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, ত্রিবেণী, সেতুবন্ধ, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি এবং কুম্ভাদি যোগের জল রাখেন। যাঁহার যে জল দিয়া বাবাকে স্নান করাইবার অভিলাষ, তিনি ইঁহার নিকট হইতে তাহা ক্রয় করিয়া লন,—ইত্যাদি।

আমি লোকটির দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—জলহস্তীরই ভাল নাম কি বরুণ!

দেখিলাম—গঙ্গা যমুনাদির জল ড্রাম পরিমাণ দিবার পর শিশিকা হইতে রেণুকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রাধারগুলির জল, ফোঁটা হিসাবে লোটায় পড়িয়া, প্রায় দু'-আউন্স একটি অ্যালোপ্যাথিক মিক্শ্চারে দাঁড়াইল। আধার যত ছোট, তাহার মাল ততই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বুঝিতে হইবে। এই জল-দেবতা এমন সব দুর্লভ জিনিসও রাখেন, যাহাদের ড্রামের মূল্য কিং কোম্পানীর এক ড্রামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহা কিন্তু অন্যায়ও নহে অন্যায্যও নহে; কারণ—ওই সব জল জাহাজেও আসে না, ল্যাবরেটারীতেও বনে না। গরীবেরা অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, সেতুবন্ধ দ্বারকা, মানস-সরোবর প্রভৃতি সুদূর দুর্গম তীর্থ হইতে অসীম শ্রমে বিপদ-সঙ্কুল পথে তাহা বহন করিয়া আনে। এই শ্রদ্ধার সামগ্রীর যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি কি! পারি কেবল উপহাসের এক ফুৎকারে তাহাদের সৎকার করিতে।

দেখি—দূরাগত শত শত নিরক্ষর গরীব শ্রমিক,—সেই জল কতটা শ্রদ্ধার সহিত কি আগ্রহেই লইতেছে! পয়সা কম পড়ায়, একজনকে কি কাতর বিনয়েই সেই লোকটির হাতে পায়ে ধরিয়া একবিন্দু নর্মদার জল ভিক্ষা করিতে দেখিয়া, আমার উদগত কৌতুহলটা সহসা দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। সেই পবিত্র বারি লইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া চরিতার্থতা-মাখা মুখে "জয় ঝাড়খণ্ডী বাবা" বলিতে বলিতে কি সরল বিশ্বাসেই তাহারা মন্দির মধ্যে ছুটিতেছে! আমার প্রাণ শুদ্ধ বিস্ময়ে, বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া, ব্যাকুল ভাবে দীন ভিক্ষুকের মত,—সেই বিশ্বাস ও ভক্তির কণামাত্র চাহিতে চাহিতে তাহাদের অনুসরণ করিল।

পথহারা অসহায়ের মত উদাস ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—দয়াময়, তোমার কৃপা করিবার পথও অদ্ভুত! আমরা হিঁদুর নিয়ম পালন করিতে আসি মাত্র;—এ-বি-সির বিষ-ই আমাদের হৃদয় হইতে, উহাদের ঐ আন্তরিক ব্যাকুলতা ও সহজ বিশ্বাসের স্বাদ হরণ করিয়া, তথাকথিত জ্ঞানের অহঙ্কার দিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছে! "চরিত্রহীনে" শরৎ বাবুর "কিরণময়ী" সুরবালার মুখে এ সংবাদই পাইয়াছিলেন, বোধ করি পরাজয়ও স্বীকার করিয়াছিলেন! আবার দেখিতেছি,—য়ূরোপের গর্বিত ও মার্জিত সভ্যতার সংস্রবে গত মহাযুদ্ধের নররক্তপিপাসী হিংস্রলোলুপতার বীভৎস কথার উল্লেখ করিয়া ম্যাক্সিম্ গোর্কি (Maxim Gorki) বলিতেছেন—* * * "Culture is in danger, the cultured nations are exhausted and are becoming primitive, and the victory remains on the side of Universal stupidity"

মন্দির উদ্দেশে কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শ্রীমান এক-নিশ্বাসে বলিলেন—"দেখবেন যেন মাড়িয়ে ফেলবেন না,—এরা সব 'হত্যা' দিয়ে পড়ে আছে।"

চমকিয়া চাহিয়া দেখি,—সত্যই ত'—দশ-বারজন স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরের বাহিরে শীর্ণ নিস্পন্দ দেহে করযোড়ে পড়িয়া রহিয়াছে! ইহাতে হীনতার লজ্জা নাই, সভ্যতার সঙ্কোচ নাই, দাম্ভিকের দয়ার পীড়ন নাই, আছে কেবল অধিকারের আনন্দ।

মাথাটা আপনা আপনি নত হইল। মাটির পৃথিবীর সংসারী মানুষের দুঃখ

কষ্ট বেদনা নিবেদন করিবার একটি 'আপন' স্থান চাই-ই, তা না ত' সে বাঁচে না, তাহার শান্তি থাকে না, তাহার চলেই না। বাপ, মা, সমাজ, ডাক্তার, বৈদ্যে যখন কুলায় না, তখন সে দেবতার শরণ লয়,—তিনিই তাহাকে শান্তি দেন। সাধারণ মানুষের এইটিই "হাই-কোর্ট"। এখানে হার হইলে, তাহার দুঃখের তীব্রতা তাহার অজ্ঞাতেই হ্রাস হইয়া যায়। তখন সে শান্ত ভাবে বলে—"আমরা কতটুকুই বা বুঝি—দেবতা যা ভাল বুঝেছেন তাই করেচেন।"

এ কি কম কথা! শ্রদ্ধেয় রবিবাবু "ভারত কই" বলিয়া খুঁজিয়াছেন। বোধ হয়—এই সব প্রাচীন পাষাণভিত্তি আঁকড়িয়া, নিরন্ন দুর্বল ভারত—রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া, পরম নির্ভরে পড়িয়া আছে!

২১

বাবাকে দর্শনান্তে, এতদূর আসিবার সার্থকতা অনুভব করিতে করিতে মন্দির-প্রাঙ্গণে পা দিয়াই, একটা ছোটখাটো জনতা ও হৈচৈয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

প্রথমেই চোখে পড়িল,—একটা কোট ঝড়াস্ করিয়া ভূমি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তন্মধ্য হইতে ফড়াৎ করিয়া এক দৈত্য রঙ্গ-ভূমে উদয় হইয়া, রক্ত-নেত্রে ফটাফট্ তাল ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল—আও জিস্‌কা সাধ্যি হায়! পয়সা লুটকে বোট্‌কে-বোট্‌কে ভুঁড়ি বাগাতে আর গেঁড়া-মারকে পেঁড়া খাবে! সে-বান্দা হামকো পাওনি। ঠাকুর-দেবতা কারুকা বাবার জিনিস নেই হায় যে, পয়সা না দিলে দেখতে নেই দেগা;—এ কি একজিবিসনের তিন-পেয়ে বক্‌রি হায়!" ইত্যাদি।

সহসা দেখিয়া আমি ত' "ভানুমতির খেল্" ভাবিয়াছিলাম। কোট্‌টাকে সজোরে আছাড় মারিয়া দূরে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এই দৈত্যোদ্ভব হওয়ায়—"অহিরাবণের জন্ম", বা রোষ-নিক্ষিপ্ত হর-জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তির অভিনয় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল এখন সে ভ্রম দূর হইল; বুঝিলাম—hero-টি (বীরবর) আন্দাজ বিশ বাইশ বৎসরের আর মণ দেড়েক ওজনের একটি বাঙ্গালী যুবক।

চতুর্দিকে চাহিয়া দেখি—রঙ্গভূমিটি পাণ্ডার বেড়া-জালে ঘেরা; তাহাদের সংখ্যা শতেকের কম হইবে না,—এক একটি জীবন্ত মুরদ;—কোনটির ওজন দু'মোণের নীচে, আড়াই-মোণী মূর্তিও আছেন! তাহাদের যে কোন একজন আমাদের "হিরোকে" ছুঁড়িয়া প্রাচীরের ওপারে শিবগঙ্গায় সমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তাহাদের অনেকেই এই যুবকের উন্মত্ত-উচ্ছ্বাস হাসিমুখে উপভোগ করিতেছিল। অল্পবয়স্কদের রক্ত এক একবার মুখচোখ পর্যন্ত দ্রুত ছুটিয়া গিয়া তখনি সরিয়া যাইতেছিল।

একজন ৬ ফুট্ × ২ ফুট বর্গ-বপুর গৌরবর্ণ প্রবীণ পাণ্ডাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রমাদ গণিলাম। তিনি কিন্তু ধীর অবিকৃত কণ্ঠে—"সাবাস্ বাবুজি—সাবাস্! আমরা কি আপনার সাথে পারে? আপনি ঠাণ্ডা হোন্ বাবুজি। আসেন হামার সঙ্গে—বাবাকে দর্শন করবেন," এই বলিতে বলিতে স্নেহস্পর্শে যুবাকে শান্ত করিয়া তাহার ভূলুণ্ঠিত কোটের ধূলা ঝাড়িয়া, তাহাকে পরাইয়া বলিলেন—"চলেন্, বাবাকে দর্শন করে আসবেন। দেবস্থানে গোসা কর্‌তে নেই বাবুজি—ভাব নষ্ট হয়ে যায়। পয়সা কোন্ চিজ্ আছে,—মানুষ তার বহুৎ বড়। আমরা লিখাপড়া জানি না, মুর্খ লোক—হামাদের ভাষা গোঁয়ারী, সে আপনাকে কড়া লাগে।—চলেন্ বাবুজি," বলিতে বলিতে তিনি যুবাকে শান্ত করিয়া লইয়া গেলেন। পাণ্ডার দল হাসি-মাখা চোখে যে-যার স্থানে চলিয়া গেল,—ভিড় ভাঙ্গিল।

শ্রীমান কাজের লোক, তিনি ইতিপূর্বেই—বাজার হইয়া যাইতে হইবে বলিয়া রওনা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বাজার মানে বোধহয় পোস্ট আপিস।

জয়হরি প্রসাদের হাঁড়ি হাতে করিয়া একাই পাড়ি দিতেন,—কারণ তাহার নাড়ী বরাবরই কম্পাসের কাঁটার মত বাড়ীমুখোই ছিল; কিন্তু লাঠালাঠি সম্বন্ধে তাহার একটু স্বাভাবিক উৎসাহ থাকায় আটকা পড়ে! প্রহসনটার প্রারম্ভে একবার মাত্র বলিয়াছিল—"সাক্ষী দিতে হলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে মশাই।" তাহার পর তাহার আর সাড়া পাই নাই।

আসর ঠাণ্ডা হইয়া গেল দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—"ও আগেই বুঝেছিলুম;—মিছি মিছি লোকের কাজ নষ্ট করা বই ত' নয়! সত্যিকার রক্ত দেখতে

পাওয়া কি কম কথা মশাই, স্বপ্নেতে দেখতে পেলেও শুভ ফল,—তা-ই জোটে না! আজকাল এক ডিসেন্ট্রিই ভরসা,—চলুন।"

জয়হরির এই অভিনব "হতাশের আক্ষেপ" শুনিয়া হাসিও আসিল, বিচলিতও হইতে হইল। এখন এই রক্ত-প্রিয় জীবটিকে ভালয় ভালয় যথাস্থানে জমা দিতে পারিলে উভয়েরই মঙ্গল। সময়টাও সুবিধার নয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি,—কারণ চতুর্দিকেই "বারো-বারং"!

মন্দিরের পশ্চাৎভাগে কম্পাউণ্ডের আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বার আছে। আমরা সেই দ্বার দিয়া বাহির হইবার সঙ্কল্প করায় পাণ্ডাঠাকুর পয়সা ভাঙ্গাইয়া এক-আধ আনার "পাই" সংগ্রহ করিয়া লইবার সদুপদেশ দিলেন,—কারণ বাহিরে ভিক্ষুকেরা বিরক্ত করিবে, তাহাদের একটা করিয়া "পাই" দিলেই চলিবে।

কথাটা মন দিয়া শুনি নাই, পরে কথাটা রক্ষা করিতে গিয়া দেখি,—ইনি সরকারী চাকুরে মাত্রেরই সুপরিচিত "তাঁবার তেরস্পর্শ" বা তাম্র-স্রাব! আধ পয়সাও নয়, সিকি পয়সাও নয়,—"সিকি পয়সা" অর্থাৎ তিনটিতে এক পয়সা। হিসেব মেলাবার আর ছেলে ভোলাবার কাজে লাগেন,—দাতার আর খাতার ধর্ম রক্ষার্থে-ই এঁর জন্ম! এই তিন কর্ম ছাড়া ইহার ব্যবহার খুঁজিয়া পাই নাই। প্রেমিকদের কাছে ইহার যত্ন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চয়ই আছে; সেটা কিন্তু আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার মাথায় বা কাজে কোন দিন আসে নাই। বোধহয় আমার মত লক্ষ্মী-ছাড়ার সংখ্যাই বেশী। তাই মনে হয়, প্রতি মাসে এই প্রাপ্ত "পাই" (pie) গুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়। অর্থনীতি জানা থাকিলে একটা দুর্ভাবনা জুটিত,—নারায়ণ রক্ষা করিয়াছেন।

স্মরণাতীত হইলেও, দিন কতক ইংরাজি ইস্কুলে গিয়াছিলাম। আদিত্য-মাস্টার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"I by itself I" আমি শুনিয়াছিলাম বা বুঝিয়াছিলাম—"I by itself pie (পাই)"। এবং সেই ধারণাই দু'তিন বৎসর কায়েম রাখি। কি সূত্রে তাহা ঠিক স্মরণ নাই, একদিন ভ্রমটা সুধরাইয়া যায়। এখন আবার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা বা ভোগাভোগ লইয়া বুঝিয়াছি,—ও-ভুল না সুধরাইলে

কোন ক্ষতি ছিল না,—ও 'আই' ও যা "পাই" ও তাই,—থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই, বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই !

যাহা হউক, এতকাল পরে—এখানে তাহা কাজে লাগে শুনিয়া—দম্‌কা দু'আনার ভাঙ্গাইয়া লইলাম। পরে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া—অসদ্ব্যবহারের মতই ঠেকিল। সেগুলা তিন চার জনকে দিয়াই শেষ করিয়া যেন স্বস্তি বোধ করিলাম। শুনিলাম, বিক্রেতা পয়সায় তিনটি করিয়া যাত্রীদের দেন, এবং পয়সায় পাঁচটি করিয়া ভিক্ষুকদের কাছে খরিদ করেন। মন্দের ভাল বলিতে হয় বলুন।

২২

মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম ! দেখি, সেই দীর্ঘছন্দ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজি আর সেই লড়ায়ে যুবকটি, বাবাকে দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়াছেন।

পাণ্ডাঠাকুর বলিতেছেন—"তীর্থক্ষেত্রে কিছু 'তেয়াগ্‌' কর্‌তে হয়, তাতেই তীর্থের ফল লাভ হয়,—সেইটাই 'প্রতক্ষ্‌' (প্রত্যক্ষ) লাভ। সেবকদের বা গরীব-দুঃখীদের দু'এক পয়সা দেওয়াই ভাল, তার সার্থকতা হাতে হাতে।"

যুবা বিজ্ঞ বুঝদারদের মত বলিল—"পয়সা না দিলে তীর্থের ফল হয় না, এ কথা পাড়াগেঁয়ে ভূতদের বোঝানো সহজ,—আমরা ক্যালক্যাটার ছেলে বুঝেছ পাণ্ডাজি !"

পাণ্ডাজি হাসিমুখে বলিলেন—"এটা বুঝা একটু কঠিন আছে বাবুজি ! হাওড়া টিস্‌নে যিনি টিকিস্‌ কোরে পশ্চিমে রওনা হন, তাঁকেই বলতে শুনি—"কলকাত্তা" ঘর আছে ! কিন্তু খাতা বগলে করে যখনি যজমানদের খবর নিতে গিছি—কলকাত্তায় বাসাড়ে কেরাণী-বাবু ছাড়া কারুর পাত্তা পাইনি। তিরিশ মিল্‌, ষাট্‌ মিল্‌ মাঠ ভেঙ্গে, কাদা ঘেঁটে, সাঁতার দিয়ে বাবুদের ঘরের সাক্ষাৎ মিলেছে বাবুজি।"

যুবক সে কথায় কাণ না দিয়া বলিয়া চলিল—"বামুনদের ও-সব বসে-বসে পরের মুণ্ডে পেট চালাবার ফন্দি; আমরা "গড়পারের" ছেলে,—ও সব চাল্ এখানে খাটবেনা,—দিতে হয় অন্ধ-খঞ্জকে দেব।"

পাণ্ডাঠাকুর পূর্ব্ববৎ হাসিমাখা মুখে বলিলেন,—"ও উপদেশটা বুঝি আপনাদের ইংরাজি কিতাবে আছে! বামুনদের শাস্ত্রেও ত' তাদের দিতে বিশেষ কোনো বারণ নেই বাবুজি—তাই দিননা। দেওয়ার একটা আনন্দ আছে—সেটা প্রাণ অনুভব করে, সেইটাকেই প্রত্যক্ষ্ লাভ বলছিলুম। দান, প্রেম, কি ভালবাসায় অতো বিচার আনতে নেই, তাতে তাদের অপমান কোরে মলিন করা হয়। প্রেমের দরবারে কাট্‌গোড়া নেই বাবুজি! আর—দান করা মানে ত' উপকার করা নয়, ওতে যদি কারুর উপকার থাকে ত' সেটা দাতার নিজের।"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম; এখন সবিস্ময়ে পাণ্ডাজিকে দেখিতে লাগিলাম। এ'তো মামুলি পাণ্ডা নয়! যুবক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"এ যুগমে বামুনদের ও-সব কথায় 'ভবি' ভুলতা নেই!"

কলকেতার ছেলে যে কথাবার্তায় এমন অসভ্য হইতে পারে, এটা ভাবিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছিল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় সহাস্যেই বলিলেন—"ভবিকে চিরকালই বামুনদের কথায় ভুলতে হবে বাবুজি। ব্রাহ্মণ আপনি কা'কে বলেন। ব্রাহ্মণকে একটা আলাদা জাত ভেবে ভুল করবেননা, ওটা মানুষের একটা অবস্থা। সকল জাতের ভিতরই ব্রাহ্মণ আছেন। দেশ কাল অনুসারে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান আর বিদ্যাদান করাই তাঁদের কাজ,—সকলের মঙ্গলই তাঁদের কাম্য। তাঁরা চিরদিনই থাকবেন। আজকাল ত' বহুৎ প্রাচীন জিনিস বেরুচ্ছে, কই বাবুজি অতগুলা মনু কি ব্যাস পরাশরের মধ্যে কারো অট্টালিকার এক টুকরা ইট পাওয়া গেছে কি, না তাঁদের চৌঘুড়ির চাকা বিল্বগ্রামের বুক চিরে লাঙ্গলের মুখে বেরিয়ে পড়েছে! ত্যাগই যাঁদের ধর্ম, পর্ণ কুটীরে বাস আর ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ—তাঁদের উপর ওরূপ বিদ্রূপ করতে নেই বাবুজি। আপনার কাছ থেকে কেউ ত' কিছু কেড়ে নিচ্চেনা।"

এসব কথা পাথরকে শোনান হইতেছিল বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছিল।

কথাটা কিন্তু আর শোনা হইল না; কোথা হইতে মাতুল ব্যস্তভাবে ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত।

শুনিলাম, তাঁর বৈবাহিক মহাশয় (অমর বাবু) "গত রাত্রে চিঁড়ে চিনি রাবড়ী আর রম্ভার একটি বিরাট তাগাড় মারিয়া তেউড়ে 'হরেকরম্বা' দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, নিরেট হইয়া পড়িয়াছেন; পেট যেন কচ্ছপের পিট—কোথাও একটু কোঁচ নাই, টিপিলে নোয়না,—একদম আধখানা সুডৌল ভূগোল-পরিচয়! চিৎ হইলে চড়্‌চড়্ করে, উপুড় হইলে চাপে চক্ষু বাহিরে আসিতে চায়, কাৎ হইলেই ব্যতীপাৎ! সকাল হইতে উবু হইয়া বসিয়া নাগাড় সোডা আর গুড়ুক চালাইতেছেন,—যেন কাটের জগন্নাথ!"

একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"আমার ত' মশাই হাত পা আসছেনা; যে-সে কুটুম্ব নয়,—বৈবাহিক, আবার শুধু, বৈবাহিক নয়—লাট্‌-বৈবাহিক—জামায়ের বাপ! তায় মালদার,—এ দেনদারের বাড়ী একি ফ্যাশাদ মশাই। এক ত' প্রথম নম্বর—পরিবারের মাথা নিয়ে বুকের মধ্যে কাঁথা শেলাই চলেছে, তার ওপর আবার 'দ্বিতীয়ে চ' উপস্থিত বৈবাহিকের পেট!"

আমি বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলাম। বৈবাহিকের-রোগ বর্ণনার রুদ্র "রেটরিকের" প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মধ্যে হাঁ করিবার ফাঁক ছিল না। মাতুল যে "বার্কের" বাবা, এই তার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই সঙ্কট অবস্থায় সহসা 'বসন্তের হাওয়ার মত'—বৈবাহিকের 'পেট, উপস্থিত হওয়ায়, সামলাইয়া গেলাম।

বলিলাম—"ভয় নেই মাতুল। ও আমি বিশ্বাস ক'রিনা; এ-যুগে আর শোনা যায়না,—আপনাকে আঁতুড় বাঁধতে হবেনা,—গিয়ে দেখবেন সামলে গেছেন। কিন্তু এ-বেলা যেন জলস্পর্শ না করেন।"

মাতুল বলিলেন—"না—তা করবেননা বলেছেন,—কেবল ফলস্পর্শ করবেন, তাই পেঁপের তল্লাসে ছুটেছি। বাজারে তার চিহ্নমাত্র নেই, শুনলুম—পড়তে পায় না, বাবুরা লুফে নেন। এটা যত অজীর্ণ রোগীর আড়ৎ কিনা, মেয়ে মদ্দের

চোয়া-ঢেঁকুর চলেছে,—পেঁপের পায়াও বেড়ে চলেছে। আর হবেনাই বা কেন,—চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি—Birds of Paradiseদের পেঁপে ছাড়িয়ে ডিসে করে দেওয়া হয়। এখানকার শুভ-আগমনকারীদের মধ্যেও অনেকেই Birds of Paradise ত'—কি বলেন ?"

আমি চুপ করিয়া থাকায় মাতুল নিজেই বলিয়া চলিলেন—"বলবেন আর কি,—পূর্বজন্মের স্ক্যাভেঞ্জার ভরা ভাইস নিয়ে আমাদের মত পাইসহীন রাইসহীন birds of "হেলেডাইস্" যে কেন মরতে আসে তা বলতে পারিনা। বাড়ীতে বে'ই দুর্মুস্ হয়ে বসলেন, বাইরে একটা পেঁপের জন্যে আমি ক্ষেপে যাবার দাখিল হলুম, ঘুরে ঘুরে পায়ের ডিমগুলো গুড়িয়ে গুরখা মেরে গেল!—সাত টাকা দামের নতুন জুতো জোড়াটা ধূলো মেখে যেন ভেড়ার বাচ্চা হয়ে দাঁড়ালো! চুলোয় যাক শালা "স্যাংফুং" (চীনে মুচী), আর তারই বা দোষ কি, এ কি রাস্তা মশাই—যেন খরশান্—বেরুলেই এক পুরু পাচার! যদি খালি-পায় হাঁটি ত' জ্যান্তো চামড়া নেয়,—এখন করি কি বলুন! আবার বাড়ীতে বলেন—"সব দিকে নজর রাখতে হয়!" আরে শ্বশুরকা-বেটী, জুতোর তলায় নজর দি কি করে! রাস্তা যদি গোরস্থান হত, আর আমি যদি একখানি প্যাঁচামুখো চশমা পরে গোরে যেতুম ত' তোফা শুয়ে শুয়ে...."

আমি মাতুলের সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িতেছিলাম—তাঁর এলোমেলো কথাগুলি ছুঁচো বাজির মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছিল!

সেটাকে প্রসঙ্গান্তরে মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—প্যাঁচামুখো চশমাটা আবার কি মাতুল!"

মাতুল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"দ্যাখেন নি, ঐ যে যা চোখে দিলে ছেলেদের অমন সুন্দর মুখগুলো কি কদাকারই দেখায়, শিশুরা বাপকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে মার কাছে ছোটে! প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল—যশোরের কারখানার নূতন আবিষ্কার, ছোট ছোট মেয়েদের মাথার বাঁক্-চিরুণী! ভাইপো লাবণ্যময়ের কাছে শুনলাম—চশমা! বললেন—"ভারি সুন্দর জিনিস—এই নতুন আমদানী হয়েছে, পরলে আরামও যেমনি, উপকারও তেমনি, মেট্যালের

মত তাতেনা, নাক কি কাণ ঝল্‌সে যাবার বা ফোশ্‌কা পড়ে দাগী হবার সম্ভাবন একদম্ নেই। কত-বড় সব মাথা এর পেছনে রয়েছে!" ভাবলুম—তা রয়েছে বই কি—আমাদের গ্রহগুলো কি শুধু আকাশেই ঘোরে! বললুম—"কাটামোটা কিসের বাবাজি?" বললেন—"ওটা রোল্‌গোল্ডের ওপর গটাপার্চা হবে—ভেতরে সোণার ফ্রেম থাকে।" বলিলাম—"ওঃ—গোকুল-পিটে বলো,—রোলগোল্ডের গেলাপ বললেই হত!" সেদিন সারা বিকেলটা গুড়ুক খেয়েছি আর ভেবেছি—উঃ, এখনো ঝাড়া দু'শো বচর! আসছে বচর ওইতেই চারটি লোম লাগিয়ে আনবে, বাবাজীরাও পাল্লা দিয়ে পরবেন—কি মোলায়েম! ঐ গটাপার্চা আরো কটা বাচ্চা ছাড়বে তা ভগবানই জানেন। গয়না-গুলো কবে ঐ পোষাকটা পচন্দ করবে! বেঁচে থাক্‌তে সে সুদিন কি আসবে মশাই!"

আমার দুর্ভাবনা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, মাতুলের মাথায় আজ কোন সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলামনা,—তাঁহার মুখে আজ যে-কোনো কথা মহাকাব্য হইয়া বাহিরে আসিতেছিল, পাথর মাত্রেই আজ হিমালয়!—আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কিচ্ছু ভাববেননা মাতুল, সুদিনটে যখন পশ্চিম থেকে ঝুঁকেছে—সে হুড়মুড় করে এলো বলে। জানেন ত' অমোঘা পশ্চিমে মেঘা!"

শুনিয়া মাতুল বলিলেন—"পায়ের ধুলো দিন মশাই—তাই আসুক। কি বলব দেব্‌তা—এক ভিনোলিয়ায় লুট লিয়া! আমরা হলুম ফতুর ফিঙে, বায়ু পরিবর্তন কি—"

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম—"তা'তো বটেই, পৈত্রিক পয়সা, উপরি উপায়, না থাকলে কি আর বায়ু পরিবর্তনের বাতিক চাগে!—আমাদের সনাতন ব্যবস্থা মত নিজের ঘরে শুয়ে আয়ু বর্জ্জনই বিধি। ওসব ফাল্‌তো পয়সার ফুট—"

মাতুল 'কিন্তু' হইয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "জীবনে এই আমার প্রথম ভুল মশাই। ধর্ম্মের ঘরে পাপ্ সয় না। বালা জোড়াটা ত' জন্মের মত গেলই, এখন বেইমশাই দয়া করে হার-ছড়াটা ছেড়ে দিলে যে হরিরলুট দিয়ে বাঁচি!

এই কথা কয়টি তিনি ছোট অথচ সার্থক একটি নিঃশ্বাসের সহিত শেষ করিলেন। বুঝিলাম—এতক্ষণে মাতুল ধাতে নামিয়াছেন।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা ভাবিয়া সত্য সত্যই ব্যথা পাইলাম। আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"মাঝে মাঝে অমরের ওরকম হয়ে থাকে, ওতে ভয়ের কারণ কিছু নেই। ডাক্তার-বদ্দি ডাকা তাঁর অভ্যাস নেই, আপনাকেও ডাকতে দেবেন না। চারটি জোনে-নুনে একঢোক জলের সঙ্গে খেতে দিলে, তিনি খুসী হয়ে খাবেন, সেরেও যাবেন। তাঁকে বলতে শুনেছি—"ডাক্তার-বদ্দি ডাকার খরচটা বাজি পোড়াবার মত' সেরেফ্ একটা বাজে খরচ। তবে বাজিগুলো দয়া করে নিজেরাই পোড়ে, ওঁরা গেরোস্তোকে পোড়ান, আর রোগীকে ত' নিশ্চয়ই,—এই যা প্রভেদ।" যাক্,—পেঁপেটা তাঁর খুব পেয়ারের জিনিস, কেউ দিয়ে গেলে খুবই খুসী হতে দেখেছি। এখন পাওয়া যাবে কি ?'

মাতুল বোধহয় একটু বল পাইয়া বলিলেন—"শুনেছি মন্দিরের খুব কাছেই "পাঁড়ের বাগান" বলে একটা বাগিচা আছে ; তার ফলের প্রশংসা বৈবাহিকের মুখেই শুনেছি,—চলুন একবার দেখে আসি।"

কথাটা শ্রীমানের মুখে আমারও শোনা হইয়াছিল। ভাবিলাম—এটা 'নার্সারির অঞ্চল, নিশ্চয়ই জবর কিছু হবে—দেখা উচিত। তদ্ভিন্ন আমার 'না' বলিবার ত' পথই ছিলনা।

জয়হরি আমার ভাব বুঝিয়া কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—একটা টাকা থাকে ত' দিন, আমি ততক্ষণ একটা চোপলে হাতলাণ্ঠান আর দু'টো বাতি কিনে রাখি। মোটা একগাছা বাঁশের লাঠি পেলেও নেবো—সন্ধ্যে ত' হয়েই এলো।"

তাহার কথার অর্থ-টা বুঝিয়া হাসিও পাইল, লজ্জিতও হইলাম, কিন্তু মাতুলকে ক্ষুণ্ণ করার অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা আমার নিকট সুস্পষ্ট।

বলিলাম—"এই পাশেই বাগান, ফিরতে আমাদের আধঘণ্টাও লাগবে না। এখন বেলা ১০টা বেজেছে মাত্র,—চলনা, ভাল কিছু পাওয়া যায় ত' পেট ভরেই ভোগ লাগানো যাবে।"

শেষ কথাটায় কাজ হইল।

বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখি সামনেই—সানবাঁধানো প্রকাণ্ড এক 'কূয়া'। স্বয়ং মালিক পাঁড়েজি স্নান করিতেছিলেন ; আমাদের দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আইয়ে বাবুজি—এ আপনকারই বাগিচা আছে। বাঙ্গালী বাবুরা বৈদ্যনাথজি ভি দর্শন করেন,—এ বাগিচা ভি দর্শন করেন! এই কূয়ার জল আউর এই বাগিচার ফল সকোলে তালাস করেন, আর তারিফ করকে খান। বড়া বড়া বাংগালী জজ, ডিপ্‌টি, লাকপতি সবাইকে আমিই কেলা খাওয়াই। দু'রোজ সবুর করেন—আপনাদেরও খাওয়াবো। একটু আগাড়ী ধুরন্ধর বাবু, জলন্ধর বাবু, হিড়িম্বা বাবু, রজক বাবু আউর মাকুন্দি বাবু—কেলা ভি, পেঁপিয়া ভি বিলকুল লইয়ে গেছেন। এই দ্যাখেন পাঁচ টাকা দশ আনা পড়িয়ে রয়েছে। কলকাত্তা সে দুই বড়া বড়া বালিস্‌চোর (ব্যারিস্টার) সাহেব আইয়েছেন—মছলি শিকার করবেন। এ-স্থানে দরদস্তুর নেই বাবুজি,—কেলা খেয়ে খুসী হয়ে টাকা ফেলে দ্যান !"

ইত্যাদি বিরক্তিকর বক্তৃতার পর পাঁড়েজি বলিলেন—"যাইয়ে একবার বাগিচা ঘুরিয়ে আসেন, যো ফল পছন্দি হোবে, এখানে টিকস্ আছে, আপন দস্তখৎ করকে তাতে লোটকে দেন ;—পাকলে লইয়ে যাবেন। এখানে অবিশ্বাসের কাজ নেই বাবুজি,—এ তীর্থস্থান আছে।"

বাগিচার দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিলাম না ; কোথাও নির্দিষ্ট কোন পথও দেখিলাম না ;—যিনি যে স্থান দিয়া যান—সেইটিই তাঁর পথ। সেই হিসাবেই অগ্রসর হওয়া গেল। দেখিলাম নেবু, পেঁপে, পেয়ারা আর কলাবন, বোধহয় আম, কাঁটাল, আনারসও ছিল। অবশিষ্ট স্থান বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভরা, দৃশ্য আদৌ উপভোগ্য নহে। পেঁপে গাছে পেঁপে, কলাগাছে কলা, পেয়ারা গাছে পেয়ারা (অবশ্য উল্লেখযোগ্য নহে) রহিয়াছে ;—সব ফলই কাঁচা।

একটু তফাতে একটা পেঁপে গাছে একটি পেঁপেয় রং ধরিয়াছে দেখিতে পাইয়া মাতুল সাগ্রহে ও সবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া পরক্ষণেই দ্বিগুণ বেগে চেত্তা খাইয়া পশ্চাতে (বিপরীত) লাফ মারিতে গিয়া, ঝাঁটি বনে মাটি লইলেন !

আমাদেরই মত ফলান্বেষী আর দুইটি বাবুও 'চোরকাঁটার' ভয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে ঘুরিতেছিলেন। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হইবে ভাবিয়া তাঁহারা চোরকাঁটার চিন্তা ত্যাগ করিয়া পড়ি ত' মরি ভাবে ছুটিয়া একদম গেটে (gate-এ) হাজির। গেটটি ছিল—আগড়ের ক্রমোন্নতির অবস্থা বিশেষ।

আমি দ্রুত গিয়া দেখি—মাতুল উঠিবার পূর্বে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশগুলি সারিয়া লইতেছেন।

বুদ্ধিটা বিচলিত হওয়ায়, কি ভদ্রতার খাতিরে ঠিক বলা কঠিন, একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম ;—তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেলাম। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মাতুলকে তুলিতে যাওয়া মানেই নিজের পড়িতে যাওয়া, কারণ তিনি ছিলেন আমার তিন গুণ ভারি। যাহা হউক, মাতুল নিজ গুণেই উঠিয়া পড়িলেন, আমি রক্ষা পাইলাম। উঠিয়াই কোঁচা ঝাড়িতে আর চোরকাঁটা বাছিতে মন দিলেন।

মাতুল আসলে ছিলেন প্রচ্ছন্ন-বিলাসী। দেহটিকে তোয়াজে রাখা, প্রসাধন-প্রীতি, পোষাকপ্রিয়তা, পরিচ্ছন্নতা, এসব ছিল তাঁর ধাতের জিনিস, তাই সামান্য কোন আঁচ লাগিলেই তিনি অসামান্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। যাক—

ওদিকে গেটের বাহিরে গিয়া পূর্বোক্ত বাবু দু'টি তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পাড়িতেছেন—"ওখান থেকে শীগগীর চলে আসুন মশাই, শীগগির ; আঃ, করচেন কি—ওখানে আর তিলার্ধ দাঁড়াবেন না।"

এ সহানুভূতির অর্থ—ব্যাপারটা ফাঁকে ফাঁকে শুনিয়া সরিয়া পড়া। না শুনিয়াও নড়িতে পারিতেছেন না।

জয়হরি তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পাঁড়েজীর পেয়ারা গাছে উঠিয়া যথালাভ হিসাবে—আস্তো একটা কোষ্ঠো পেয়ারা মুখে পুরিয়াছে, এবং আর একটা ঐ জাতীয় মেওয়া লক্ষ্য করিয়া হাত বাড়াইয়াছে। তাহার কাণে সহসা ওরূপ তাড়ার ডাক প্রবেশ করিতেই, পটাস্ করিয়া সেই নাবালক ফলটি সংগ্রহ করতঃ এক লম্ফে ভূমি স্পর্শ ও এক দৌড়ে জমি পার হইয়া কুয়াতলায় হাজির হইল।

পাঁড়েজী তখন উচ্চরবে "সর্ব মঙ্গল্যে মঙ্গলা শিবে সর্বার্থ সাধিকা, আবৃত্তি করিতে করিতে জল তুলিতেছিলেন।

জয়হরি পিপাসা জানাইয়া জল পানার্থে অঞ্জলি পাতিতেই, তিনি এক-বালতি জল তুলিয়া পিপাসিতের হস্তে ঢালিতে লাগিলেন। মাতুলকে লইয়া আমিও আসিয়া পৌছিলাম।

বালতিটি খুব বড় না হইলেও বেশ মাঝারি সাইজের ছিল। তাহার সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করিয়া জয়হরি উটের মত গড় গড় শব্দে একটা লম্বা উদ্‌গার শেষ করিল।

পাঁড়েজি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন, বলিলেন—"সাবাস্ বাবুজি—গেইয়াকে ভি (গৃরুকেও) হারায় দিয়েছেন !" তাহার পর আরম্ভ করিলেন—"এ বাগিচার পেয়ারা কেমন মিঠা বলুন,—এক বালতি জল টানিয়াছে। পিতল-বাবু (সম্ভবতঃ প্রতুলবাবু) একঠো এক আনা করকে লিয়ে যান।"

আমিও পাঁড়েজীর শেষের কথাগুলি শুনিয়া কম অবাক হই নাই,—তাঁহার দূরদর্শিতা তথা সূক্ষ্মদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। জয়হরি বাগিচার এক প্রান্তে ঝোপের মধ্যে পেয়ারাপর্বে মন দিয়াছিল, কিন্তু পাঁড়েজীর স্তোত্র-স্তিমিত চক্ষু তাহা এড়ায় নাই। তাঁহার কথাগুলি ত' কেবল শব্দ নয়, সে যে দু' আনার বিল (bill) ! যাক যে কারণেই·হউক, সেটা আর তিনি লন নাই।

আমি তখন এ মধুবন হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি। পাঁড়েজীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম—"আজ তবে নমস্কার হই—বেলা হয়েছে।"

তিনি খুসী হইয়া বলিলেন,—"দু'চার রোজ বাদ আসবেন বাবুজি।"

তথাস্তু।

গেটের বাহিরে আসিতেই সেই বাবু দুইটি আমাদের ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং দুই জনেই সচিন্ত আগ্রেহে মাতুলকে প্রশ্ন করিলেন—"কি সাপ্ মশাই,—গাছেই ছিল ?"

মাতুল এসব বিষয়ে বেশ হুঁসিয়ার, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কি সাপ আবার জিজ্ঞাসা করচেন—আসল 'খোয়ে'"।

শুনিয়া উভয়ে শিহরিয়া বলিলেন—“বাপরে, বলেন কি !”

মাতুল ভয়-ভক্তি মিশ্রিত মুখে বলিলেন—“ভগবান রক্ষে করেছেন মশাই, খেয়েছিল আর কি ! এই বলিয়া ভগবানের উদ্দেশে শূন্যে নমস্কার করিলেন।

বাবু দুইটি প্রশ্ন করিলেন—“কত বড় হবে মশাই ?”

মাতুল সেই ভাবেই বলিলেন—“কি করে বলব মশাই—তিন চার পাক ত’ গাছেই ছিল, আর ফণা তুলে ঝুলে এসেছিল তাও তিন হাতের কম হবে না,—আর যদি এক পা বাড়াই”—এই পর্যন্ত বলিয়া মাতুল এমন শিউরে উঠলেন যে, বাবু দু’টিও কাঁপিয়া গেলেন। একজন আর একজনকে বলিলেন—“আর পেঁপে খেয়ে কাজ নেই বাবা, জান্‌টা জন্মের মত যেতো আর কি ! বাপ্‌—বাগিচা না যমের বাড়ী !”

দ্বিতীয়টি বলিলেন—“আর এক মিনিট এর ত্রিসীমায় নয় বাবা, সরে পড়’—সরে পড়’।” এই বলিয়াই তাঁহারা দ্রুতপদে অন্যপথ ধরিলেন।

ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমিও মাতুলকে বার তিনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন—“পরে বলচি”। এখন আবার উৎসুক্যের সহিত বলিলাম—“বলো কি মাতুল—সত্যি সাপ না কি ?”

মাতুল বলিলেন—“সে কপাল আমার নয় মশাই—এখনও কষ্টের এরিয়ার (arrear) মেটাতে পাক্কা তিরিশ ইয়ার্ (year) নেবে। গিয়ে যদি দেখতে হয় বৈবাহিক উদুখল মেরে দাওয়ায় খাড়া বসে আছেন,—তার চেয়ে আমার সর্পাঘাত ভাল ছিল মশাই !”

মাতুলের এসব ‘কথার কথা’ মাত্র, মরিবার ভয় তাঁর অতিরিক্ত, এগুলা সাময়িক জ্বালার উচ্ছ্বাস।

আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম,—“গিয়ে দেখবেন—চা খেয়ে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন—সে ভাব কেটে গেছে।”

মাতুল। আঃ—তাই বলুন মশাই।

বলিলাম—“ভাববেননা, ও সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কলিতে চায়ের চেয়ে আর ওষুধ নাই। মেয়েদের হিস্টিরিয়া সেরে যায়,—বস্তুতঃ চা খাবার

ওঙ্কোটিতে হয় না। মনে আছে,—স্মৃতিতীর্থ মশাইকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া গেল, তাঁর শেষ মুহূর্ত প্রায় উপস্থিত। পুত্র ব্যোপদেবকে সকলে বললেন—"ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল মুখে দাও!" কথাটা তাঁর কাণে পৌছেছিল, তিনি অতি কষ্টে ঘাড় নেড়ে বললেন-"উহুঁ—উহুঁ, এক-টু—চা।" ছ'মিনিট পরেই ছুটি!

"যাক—এখন বলুন ত', পেঁপে দেখতে গিয়ে অমন চমকে পেছু হঠেছিলেন কেন?"

মাতুল। পায়ের ধূলো দিন,—বলচি।

এটা ছিল মাতুলের বনেদি বিনয়।

বলিলেন—"চেয়ে দেখি—পেঁপের গায়ে টিকিট মারা,—তাতে লেখা রয়েছে—Right reserved—advanced annas ten (স্বত্ব সংরক্ষিত, দশ আনা আগাম দেওয়া হইয়াছে) তার পর ইনি-শিয়াল (initial) কি একটা ছুঁচো, তা লেখা দেখে বোঝা কঠিন। দেখেই ত' মশাই মাথাটা বোঁ করে উঠলো,—মনে হল—ফলটিতে ত' দুবেলার মত মাল নেই—মূল্য কিন্তু দশ আনা। সুতরাং এই ফল-হরি পূজো আমাকে কিছুদিন কায়েম রাখতে হলে—হারছড়াটাও গেল! কপালে অমনি কে যেন চাট্ মারলে,—তার পরই বীরশয্যা!"

আবার মহাকাব্যের সূচনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম—"বল কি মাতুল,—একটা পেঁপে দশ আনা! বৈবাহিককে ত' বেদানা খাওয়ালেই হয়।"

মাতুল বলিলেন—"আমি সম্ভ্রম সামলাবার জন্যে বেদানার কথাই তুলেছিলুম। তাতে যা শুনলুম তা এই—না—না, বেদানা আমি প্রায়ই খাচ্চি, কালও খেয়েছি। ওতে পয়সা খরচ করতে যেও না,—পেঁপেটা যত পাও এনো।"

"শুনে আমি ত' মশাই একদম এতটুকু! কখন খেলেন, কে এনে দিলে—কিছুই জানি না। তবে কি নিজে কিনে খাচ্ছেন! বড়ই অপ্রতিভভাবে বললুম—"এ কি কথা বে'ই—আপনি নিজে,—আমাকে একটু হুকুম করলেই……"

বৈবাহিক বলিলেন,—"আমি 'বেদানা কিনে খাবো—শেষে এইটে তুমি ঠাওরালে! তাহ'লে আমি পাগল হয়েছি বলো!—স্বপ্নে হে—স্বপ্নে,—স্বপ্নে

খাই। তাতে আস্বাদেরও তফাৎ নেই, পেটও ভরে,—আবার কি চাই? তবে একটু সর্দিভাব আসে,—বেশী খাওয়া হয়ে যায় কি না।"

—"শুনে আমি ত' মশাই "থ"! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন্। আমার ত' মশাই এই পঁয়তাল্লিস বচরে স্বপ্নে একটা আমড়াও জোটেনি।"

অমরের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, তাই এই অভিনব বেদানা খাওয়ায় আমার আশ্চর্য হইবার কিছুই ছিলনা।

২৪

দেখি – দুইটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দ্রুতবেগে বাগান-মুখো আসিতেছেন। একটি বৃদ্ধ হইলেও সঙ্গী যুবকটির সহিত 'কুইক্-মার্চ' চালাইয়াছেন।

আমাদের পেঁপে-প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল।

উভয়কেই পোস্ট-অফিসের দাঁড়া-মজলিসে দেখিয়াছিলাম। সামনা-সামনি হইতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন – "এই যে,—আপনার কথা রোজই হয়,— আমরা ভাবলুম চলে গেছেন :—দেখতে পাইনা যে বড়!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিয়াই চলিলেন,—"বাগিচায় গেছলেন বুঝি,—ও যে যেতেই হবে! হুঁ হুঁ—আমরাও চলেছি। আহারের পর fruits (ফল) একটা important item (জরুরি জিনিস) কিনা; যেমন উপকারী তেমনি palatable (মুখরোচক)—তালু তর্ করে দেয়! না? এখন এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে – ও নাহ'লে যেন নেড়ানেড়া বোধ হয়, – যেন খাওয়াই হলনা।"

বলিলাম—"তা'তো হবারই কথা, ওটা যেমন বিবাহের পর বাসর। বাসরটি না থাকলে বিবাহ ব্যাপারটাই আলুনি মেরে যেত, – মজাই থাকতোনা।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন – "ইয়াঃ! আপনি একদম ওর মর্মস্থানটিতে পৌচেছেন!"

বলিলাম—"আমি আর কি পৌছুব, বৃহদারণ্যকঘোঁটা ডার্‌উইন্ সাহেবের মতে আমরা যাঁদের বংশাবতংস তাঁরা ফল খেয়েই থাকেন, বলও তেমনি ধরেন,

বাঁচেনও ততোধিক—আবার বুদ্ধিতেও কম যাননা। য়ুরোপ-আমেরিকার আত্মীয়েরা ওটা বুঝে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ করে দিয়েছেন,—বাঁচ্‌চেনও বেশ লম্বা।”

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—“very ঠিক (খুব ঠিক) বলেচেন,—কিন্তু আমাদের দেশ ওটা ধরতে পারেনি।”

মাতুল আমাদের এরূপ অজ্ঞতার অভিযোগ সহ্য করিতে বরাবরই নারাজ। ভারতে ছিলনা—জগতে এমন কিছুর নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, বা ভারতের লোক কোন একটা বিষয় জানিত না—যাহা অন্যদেশের লোক আগে জানিয়াছে,—এসব কথা তিনি বিশ্বাস করেননা, সহিতেও পারেননা। তাই তিনি সুরু করিলেন—

“মাপ্ করবেন মশাই—একটা কথা নিবেদন করি,—ওরা কত দিনের সভ্য যে ওরা ধরে ফেললে আর আমাদের দেশ সেটা ধরতে পারলেনা,—হাঁ করে বোসে ‘চোল্’ ধরিয়ে ফেললে !”

পুনশ্চ—

“যিনি যাই বলুন মশাই,—ভাষা সুরু হয়েছে “গালাগাল” থেকে—এটা স্বীকার করতেই হবে। আদিতে মাত্র “মুখভঙ্গী” ছিল ! পরে ঝোঁকের-মাথায় গলা চিরে মুখ ছুট্‌লো বা ফুট্‌লো—“গালাগালে” ;—এবং তখন থেকেই আমরা পুরুষানুক্রমে বড়দের কাছ থেকে—“কলা পোড়া খাও, এই উপদেশটা পেয়ে আসছি। কলার গুণ ধরতে না পারলে তাঁরা কখনই অপত্যদের জন্য এ ব্যবস্থা করতেন না।—কি বলেন ?”

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আচমকা একজন অপরিচিতের challenge-এর (যুদ্ধংদেহির) এই চোট্ পেয়ে, মাতুলের দিকে নির্বাক চেয়ে রইলেন।

মাতুল মেতে গিছলেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম।

মাতুল বলিতে আরম্ভ করিলেন—“আমাদের দেশে ওর গুণ ধরা না পোড়লে,—বরণডালায় উনি ষোল-কলায় উপস্থিত থেকে বরের কপাল স্পর্শ করে তাঁর ভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছুবার সুযোগ পেতেন না। দেবতার নৈবেদ্যে “অষ্টরম্ভার”

বিধানও আজকের নয়। গুণ জানা থাকলে তার আদর তার সম্মান সকলেই করে থাকেন, এমন কি তার নামটি প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্মরণীয় করে রাখেন। আমাদের দেশেও 'কলা'কে সেই সম্মান, অজানা প্রাচীন যুগ থেকে প্রদত্ত হয়ে আসছে। দু'একটার উল্লেখ করি,—সুন্দরী স্বর্গ-বিদ্যাধরীর নাম রাখা হয়েছিল—"রম্ভা", সত্যনারায়ণের কথার প্রধানা নায়িকা—"কলাবতী"; দুর্গোৎসবে গণেশ-গৃহিণী—"কলাবউ"! উপাধিতে—"কলানিধি"। স্থান সংশ্রবে —"কলা-বাড়ী জয়নগর',—"কলাগেছে"; কোথাও আবার গৌরবার্থে— "কাঁদি"। ইত্যাদি ইত্যাদি—

"আর যা কলাবিদের অতি প্রিয়—অজন্তাগুহার—পাতুরে কলা! সে-ত' আজকের কথা নয় মশাই—"

কি বিভ্রাট, আমি তাহার উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কিংকর্তব্য; ভাবিতেছি, দেখি যে আবার আরম্ভ করিলেন—

"ব্যকরণের দিকে ছেলেরা ঘেঁষতে চায় না, তাদের লোভ দেখাবার জন্যে ব্যকরণের নাম হল—"কলা"-প।"

কি প্রলাপ! মাতুল যে বেজায় চড়োয়া হইয়া উঠিলেন!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একবার আমার দিকে চান, একবার তাঁর দিকে তাকান। তাঁহার যুবা সঙ্গীটি সম্ভবতঃ জামাই হইবেন, তাই B. Sc. হইয়াও নীরব হাস্যে শ্রোতা হইয়াই রহিলেন।

মাতুল থামেননা! "বুঝলেন মশাই" বলিয়া আরম্ভ করিলেন—"আমাদের দেশে কলার শ্রীবৃদ্ধি দিন দিন দ্রুত বেড়ে চলেছে,—সব বিদ্যামন্দিরেই কলা চাষের জোর আয়োজন। অচিরেই ছেলেরা সব কলাবিদ্যায় পেকে বেরুবে,—তখন প্রেমসে কলা উপভোগ করুননা—কত করবেন!"

কথাটা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি, এমন সময় বৃদ্ধ যুবা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমিও তাতে যোগ দিলাম।

মাতুল গম্ভীর ভাবেই দেশের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তিনি সেই ভাবেই বলিলেন—"অত কথাতেই বা কাজ কি, এই যে আমাদের এক একটি নধর মূর্তি

দেখছেন, আঁতুড়ের সেটেরাপূজো থেকে শ্রাদ্ধ-বাসরে পিণ্ডি দেওয়া এবং খাওয়া পর্যন্ত কলায় বে-ফাঁক্ ভরাট্! আর বিশেষ করে এই জন্যেই আমাদের পুত্রের দরকার হয়, 'পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্' কিনা! সুপুত্রেরা বেইমানি করেন না—বেঁচে থাকতেই আরম্ভ করে দ্যান।"

বৃদ্ধ লোকটি সহাস্যে বলিলেন—ব্র্যাভো মশাই!

মাতুল উৎসাহ পাইয়া বলিলেন—"মশাই, যাদের কথা পূর্বে বলেছেন, তারা ক'দিনই বা কলা খাচ্চে? আমাদের হিসেবে ওরা ত' এই সেদিন সুরু করেছে! তবে ওরা যেরকম বুদ্ধিমান জাত চট্ আমাদের টোপ্‌কে যেতে পারে। তা মশাই কারুর মন্দ চাইনা,—আশীর্বাদ করি ভালই হোক।"

পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া মাতুল বলিলেন—"আপনি যে চুপ করেই রইলেন, এত বড় কথাটায় একটুও যে মতামত ছাড়ছেন না।"

বলিলাম—"কলা সম্বন্ধে বলার ত' কিছু বাকি রাখেননি, কেবল কাঁচা, মোচা আর থোড় বাদ দিয়েছেন। বলা দরকার যে আমরা ওগুলির চর্চাও রীতিমত রাখি।"

এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল ওঁরা regularly (নিয়মিত ভাবে) আহারান্তে fruits-টা (ফলটা) ব্যবহার করে থাকেন,—এটা ওঁদের চাই-ই। আমাদের তেমন কোন routine-ও নেই, চাড়ও নেই। তাই বলতে হয়—ওর উপকারিতা জানা থাকলেও সে উপকারটা নেওয়া সম্বন্ধে আমরা বড়ই উদাসীন।"

কিছু বলিবার ভারটা যেন আমার উপর দিয়া মাতুল আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম—"আপনি যা বললেন তা ঠিক—কিন্তু 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটা বহু প্রাচীন সত্য চলে আসছে। আদি পুরুষদের ওপর টেক্কা মেরে কাপড় পরেই সেটা ঘটিয়ে বসেছি। কাপড়খানা ফেলতে পারলে, আবার regularity রক্ষা করে সকলের মাথার ওপর বেড়ান যায়। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে তাঁদের পরিচয় পেয়েছিলেন। আর ডারউইন্ সাহেব অনেক খুঁজে এই সে-দিন পূর্বপুরুষ বার-করেচেন বটে, কিন্তু তাঁদের মুখ চাননি। বেচারারা একটি ফলে

হাত বাড়ালে পটাপট্ গুলি চলে, অথচ ও-জিনিসটি যুগ-যুগান্তর ধরে ওঁদেরই ভোগ-দখলে ছিল! আমরা কিন্তু অমন regularly (নিয়মিত ভাবে) অন্যের অধিকার গ্রাস করতে নারাজ! আমরা বরং হনুমানজির মন্দিরও বানাই পূজাও করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এর ওপর আর কথা চলে না, কিন্তু (মাতুলকে দেখাইয়া) এঁকে দেখে ত' বোধহয় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ইনি বেশ নজর রাখেন। উনি যাই বলুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয়ই fruit (ফল) ব্যবহার করে থাকেন; digestive system কে (পাকস্থলী) সবল না রাখলে, চেহারায় কখনই অমন লাবণ্য থাকত না। দেখলে আনন্দ হয়।"

কথাটায় মাতুল বেশ একটু আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন। চট্ রুমালখানা পকেট হইতে টানিয়া মুখখানা সজোরে মুছিয়া, বিনীত ভাবে বলিলেন —"কোথায় পাবো মশাই, সবই পয়সার খেলা, তার ওপর দশজনেই দেহটা দ-পড়িয়ে দিলে!"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"ও আপনি কি বলচেন,—নিজের শরীরটে আগে মশাই,—পাঁচজন তার পরে।"

বুঝিলাম—এ চ্যাপ্টার্ (অধ্যায়) আরম্ভ হইলে জয়হরির অনুমানই ঠিক হইবে, সেও লাণ্ঠান না কিনিয়া ছাড়িবে না। তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকটিকে বলিলাম "ওঁর fruit খাওয়া সম্বন্ধে আপনার অনুমানটা নির্ভুল বললেই হয়, তবে বুদ্ধি খেলিয়ে উনি সেটাকে এমন সহজ করে নিয়েছেন যে অসময়েও, এমন কি মরুভূমেও ওঁর ফল পাওয়া ও খাওয়াটা নিয়মিতই চলে।"

ভদ্রলোকটি সাগ্রহে ও সানুনয়ে বলিলেন—"বলতে যদি বাধা না থাকে ত' বড়ই উপকার করা হবে। আমার ওটা আফিং-এর মতই অনিবার্য দাঁড়িয়ে গেছে, আমি বেঁচে যাই মশাই।"

বলিলাম—"আজ্ঞে উনি ফ্রুট্-সল্ট্ (fruit-salt) ধরেছেন!"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—"জিত কিন্তু আমারি রইলো। আপনার সঙ্গে প্রথম দেখার পর এত আনন্দ উপভোগ একদিনও করিনি।

আপনার সঙ্গী-ভাগ্য খুব জবর বটে, তা না ত' এমন সরস যোগাযোগ ঘোটত' না।"

বলিলাম—"ওর যে একটা কারণ আছে—"

ভদ্রলোকটিও বলিলেন—"সেটাও বলতে হয়েছে মশাই।"

বলিলাম—"শোনবার মত কিছু নেই, সংক্ষেপেই বলি। ভূমিস্পর্শটা আমার খাঁস আর্য্যাবর্ত্তেই ঘটেছিল। ষষ্ঠীপূজার পুরোহিতও পাওয়া গিছলো খাঁটী ইক্ষ্বাকুবংশের। আমার ভাগ্যলিপি লেখবার লেখনির জন্যে মা ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীর ওপর খাঁকের-কলম এনে দেবার ভার দেন, কারণ অন্য কলম নাকি বিধাতা-পুরুষের হাতে অচল। তিনি যা এনে দ্যান সেটা খাঁক নয়—আক,—অপেক্ষাকৃত সরু হলেও, তাকে বাগিয়ে ধরা এক বিধাতাপুরুষেরই সম্ভব ছিল। তাই দিয়েই তিনি আমার ভাগ্যলিপি দেগে দিয়ে যান। তাই বোধহয় বরাবরই আমার ভাগ্যে রসন্ত সঙ্গীই জোটে,—সন্ত্রস্তও থাকতে হয়।"

ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ,—বেশ আছেন আপনারা!"

পরে বলিলেন—"এতদুর এলুম, বাগিচাটা একবার দেখেই যাই, কি বলেন?"

বলিলাম—"আমরা বাগিচা থেকে এই আসছি, পাকা-ফল একটিও নেই, নিষ্ফলই ফিরতে হবে। পাঁড়েজি খুব অমায়িক লোক, তিন চার দিন পরে আসতে বললেন। আজ সকালে কে ধুরন্ধরবাবু, জলন্ধরবাবু, হিড়িম্বাবাবু, রজক-বাবু, মাকুন্দিবাবু,—যা ছিল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছেন। 'বেহারী' বাবুদেরও ফলের ঝোঁক চেগেছে দেখছি।"

ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া, সঙ্গী ছোকরাটিকে বলিলেন—"চিন্‌তে পারলে? আমাদের "বম্পাসে"র ধরণীধরবাবু জলধরবাবু, হেরম্ববাবু, রজতবাবু আর মুকুন্দবাবু! ওঁদের 'ধরণী ধামে' আজ ভারি ধুম, কলকেতা থেকে দু'জন ব্যারিস্টার গেস্ট (guest) আসছেন—(কি এসে গেছেন)—মিস্টার পাঁজা and মিস্টার কাড়া। শুনলুম ক্যালক্যাটা "বারে"র (Bar-এর) shining star (উজ্জল নক্ষত্র)। ভারি শিকারের ঝোঁক, ব্রিফ, ছোননা, ছিপ নিয়ে বেড়ান।

আমিও কার্ড (card) পেয়েছি। আজ অনেক কাজ,—হুইল ঠিক করতে আছে, কেঁচো কম্‌সে কম দু'শো চাই, ওটা অব্যর্থ টোপ্।"

পরে আমাকে বলিলেন, "আপনার নিশ্চয়ই এ সখ আছে,—বিকেলে চলুন না ; hunting and sporting-এর মত interesting and manly game আর নেই (শিকারের মত প্রাণ-মাতানো মরদের খেলা আর নেই)! ওতে শরীর মন দুই সতেজ থাকে। আমার ওতে ভারি বাই মশাই—"

ছিপে মাছ ধরাটা যে কত বড় মরদী-খেলা, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না ; সুতরাং কথা না বাড়াইয়া বলিলাম—"ও আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না,—তের চৌদ্দ বচর বয়সেই ওটা সুরু করেছিলুম। উঃ কি ফুর্তিই ছিল! এখনো মনে হলে muscle (পেশী) নিসপিস করে"—

ভদ্রলোকটি খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তের চৌদ্দ বচর—বলেন কি! হিস্ট্রীটা শুনতেই হবে। ও-বয়সে এ-রকম স্পোর্টিং স্পিরিট্ খুব রেয়ার (rare) —দেখা যায়না। এইতেই পূর্ব সংস্কার মানতে হয়।"

ভাবটা—পূর্বজন্মে যেন ব্যাধের-বাচ্চা ছিলুম,—বাঘ মেরে ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছি!

বলিলাম—"আজ বেলা হয়েছে, আপনাদেরও বেলা হয়ে যাবে,—আমার সাথিরাও দড়ি-ছেঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিন শুনলেই যেন ভাল হয়,—বলেও সুখ হয়।"

বলিলেন,—"আচ্ছা তবে থাক্,—কিন্তু শোনাতেই হবে মশাই। শিকারের কথা ক'জন বাঙ্গালীর মুখে শুনতে পাই বলুন! এ chance (সুবিধে) ছাড়া হবে না।

বলিলাম,—"নিশ্চয়ই শোনাবো,—আমি নিজেই কি শোনাবার লোক পাই মশাই!

নমস্কার আদানপ্রদানান্তে বিদায় লইলেন। ভাবিতে লাগিলাম, খাবার পরবার ভাবনা না থাকিলে এ জাতিটি আড্ডা আর অবান্তর গল্প লইয়া জীবনটা বেশ কাটাইয়া দিতে পারে!

যে-যার চলিয়া যাওয়ায়—সহসা চটকা ভাঙিল,—দেখি একা একটা গলি রাস্তার দাঁড়িয়ে! সূর্যদেব ঠিক মাথার উপর। জয়হরি কোথায়,—মাতুলই বা কই!

একধারে কয়েকটা কাকের আওয়াজ পাইয়া চাহিয়া দেখি—একদম "সিনেমা"! অদূরে এক পাণ্ডার বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে জয়হরি দেয়াল ঠেশ্‌ দিয়া পা গুটাইয়া বসিয়াছে,—হাঁটুদ্বয়ের মধ্যে প্রসাদের হাঁড়ি! হাত দু'খানি বোধহয় হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করিয়া হাঁড়ির রক্ষাবন্ধনি হিসাবে ছিল, অধুনা স্খলিত। নাসিকা তাহার অস্বাভাবিক স্বর সাধিতেছে। রোয়াকের উপর হাত-পাঁচেক তফাতে থাকিয়া, তাহার উভয় পার্শ্বে দুই তিনটা কাক হাঁড়ির উপর লক্ষ্য করিতেছে—নীচে একটা কুকুর—জয়হরির নাসিকা গর্জনের উদাত্ত অনুদাত্ত অনুসারে—তিন পদ পিছাইতেছে আবার দুইপদ অগ্রসর হইতেছে,—ফলে দূরে থাকিয়াই যাইতেছে।

আমি অবাক হইয়া এই অভিনব অভিনয় দেখিতেছি, এমন সময়—শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন বাধা-ব্যতিক্রম ঘটাতেই হউক, বা নিদ্রামগ্ন হইবার অব্যবহিত-পূর্ব-গৃহীত প্রসাদী পেঁড়ার কিয়দংশ মুখে থাকিয়া গিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্যই হউক, গ্রীবা সঞ্চালনের সহিত জয়হরির নাক মুখ দুই-ই একটা বিকট বেসুরো উচ্ছ্বাসে মোড় ফিরিল। ব্যাপারটা আচমকা ঘটায়—কুকুরটা একবার কেঁউ করিয়াই দ্রুত ছুট মারিল; কাকগুলা ত্বরিতগতিতে নিকটস্থ অশ্বত্থ গাছটায় গিয়া বসিল।

আমি আর অপেক্ষা না করিয়া, রোয়াকটায় উঠিয়া তাহার ক্রোড়স্থিত প্রসাদের হাঁড়িটা তুলিয়া লইলাম এবং তাহাকেও তুলিলাম। দেখি—হাঁড়িটা একদম পেঁড়াশূন্য। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মাতুল এই নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজটি এইখানেই নির্বিঘ্নে শেষ করিয়া গিয়াছেন,—কারণ তাঁহার বাসার ব্যবস্থা অনিশ্চিত। তবে জয়হরি সবটা শপথ করিয়া বলিতে পারিল না,—সম্ভবতঃ সে

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যতদূর স্মরণ হয়—মাতুল তাহার পার্শ্বেই উপু হইয়া বসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—গিয়ে যদি দেখি বৈবাহিক মশাই statue (মুর্‌রোদ) মেরে গেছেন আর—গড়ের মাঠে আলো করে আউটর‍্যামের পাশে লোহারাম হয়ে বসবার নোটিস দিচ্চেন, এবং সে মাল যদি তাঁকেই পৌছে দিতে হয়, তাহ'লে তাঁকে এইরূপ প্রসাদ পেয়েই এ জন্মটা নাকি প্রাণ ধারণ করতে হবে !—

টীকা অনাবশ্যক। মাতুলকে যখন তখন বলিতে শুনিয়াছি—"আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই"—অর্থাৎ নিজের আত্মাকে ! আজ বুঝিলাম—তিনি কেবলই বলেননা, যা বলেন তা কাজেও করেন ;—প্রকৃত কর্মবীর !

যাহা হউক—এখন উপায় ? একজন ত' আত্মাকে তুষ্ট করিতে প্রসাদের হাঁড়িটি পাতা-সার করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য—তাঁহাকে দুষিতে পারি না, কারণ প্রথম পরিচয় কালে তিনি বলিয়াই রাখিয়াছেন—"আমাকে মাতুলও বলিতে পারেন, বাতুলও বলিতে পারেন !" কিন্তু বাবা বৈদ্যনাথ দর্শনান্তে কুটুম্বের বাসায় প্রসাদশূন্য হস্তে কি করিয়া প্রবেশ করিব, বালক বালিকাদের হাতেই বা কি দিব !

জয়হরি আশ্বাস দিল—"আপনি অত ভাবচেন কেন,—লাণ্ঠান যদি কিনতে না হয় ত' সেই টাকায় ত' পেঁড়া কেনা যেতে পারে। এখানকার পেঁড়া লাণ্ঠানের চেয়ে ঢের ভাল জিনিস মশাই।"

তার বস্তুবিচার সম্বন্ধে জ্ঞান দেখিয়া আমি ত' অবাক। বলিলাম—"সেটাকে কি প্রসাদ বলা চলবে ?"

জয়হরি আশ্চর্য হইয়া বলিল,—"কেন চলবেনা মশাই, এ হাঁড়িটা ত' সেই প্রসাদের ! স্পর্শ দোষ যদি থাকে ত' স্পর্শগুণও ত' আছে ! এই দেখুন না—মহাপ্রসাদ বাড়ে কি করে,—মায়ের কাছে ত' একটি বাচ্চা-পাঁটা কাটা হয়,—খাবে কিন্তু তিনশো লোক,—সকলেই চান মহাপ্রসাদ ! তখন পগারে আর-পাঁচটা কুপিয়ে এনে, তাতে মিশিয়ে দিয়েই ত' তাদের মহাপ্রসাদ বানিয়ে নিতে হয় ! দিন টাকা দিন।"

এ উদাহরণ উদরস্থ করিতেই হইল,—জয়হরিও সের খানেক পেঁড়া আনিয়া প্রসাদী হাঁড়ির মধ্যে প্রমোসন্ দিলেন!

বোধহয় সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল—কাজটা আমার মনঃপুত হয় নাই, তাই অকস্মাৎ মধ্য-পথে আরম্ভ করিল—"আমাদের গাঁয়ের কারখানাবাড়ীর ম্যানেজার সায়েব কেরাণী—কুঞ্জ নন্দীর কাণ ধরে টেনেছিল; মশাই সেই মাস থেকেই তার দশ দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি!"

আমি তার মতলব বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—"সে কিছু বললে না?"

জয়হরি বলিল—"বলবে কি মশাই! ওরাই জাগ্রত দেবতা,—স্পর্শ গুণটা দেখুন না! আর এটা ত' আপনার জানাই আছে—গরম গরম একখানা ইলিস-মাছ-ভাজা পাতে মজুদ দেখে,—ভাতে কেবল ঠেকিয়েই—দু-থাল বেশ উড়িয়ে দেওয়া যায়। স্পর্শ-গুণ আর কাকে বলবেন? এ দু'টোই আমার নিজের দেখা।"

বাসার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"এখন আমার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নেই জয়হরি—এ কথা কিন্তু আর নয়।"

বেলা বারোটা হইয়া যাওয়ায় মনে মনে লজ্জা অনুভব করিতেছিলাম, ভাল মানুষটির মত রোয়াকে উঠিতেই রন্ধনশালার সুমধুর ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ শব্দ—প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া নিরুদ্বেগ করিয়া দিল। কর্তা বাহিরের ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া—অন্দরের দিকে ফিরিয়া তাড়া দিলেন—এঁরা এসে গেছেন—গরম গরম ভেজে দাও।" অর্থাৎ সেই ডালপুরি!

আমার নিষেধ সত্বেও ডালপুরি ও চা আসিয়া পড়িল! কর্তা বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আপনার মতামতের কোন মূল্য নেই, সকালে আপনিই জয়হরি বাবুর মুখের গ্রাস নষ্ট করেছেন।"

জয়হরি তখন কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে,—একবার কেবল মাথা তুলিয়া বলিল—"একবার মুখে দিয়ে দেখুন—কি বড়িয়া হয়েছে! এদিকে ছ'খানা তল্‌গড়্।"

কর্তা উৎসাহ দিয়া হাসিলেন, আমি কিন্তু পুরো দেড়খানারও খবর লইতে পারিলামনা। তাহার পর একটা সিগারেট সম্পূর্ণ দগ্ধ করিবার পূর্বেই আহারের

জন্য ডাক পড়িল। মনে মনে ভাবিলাম—এটা মিথ্যা ভোগাভোগ মাত্র;—কিন্তু উপায়ান্তরও ছিল না, উঠিতেই হইল।

আহার্যের ও আহারের বিবরণ বাদ দেওয়াই ভাল,—রাবিশ বাড়াইতে আর ইচ্ছা নাই। বোধহয় এই বলিলেই বিশদ হইবে—বাড়ীওয়ালারাও নিত্য নব নব উপকরণে দুর্বাসার পারণের পাহাড় বানাইতেছিলেন. আমার সঙ্গেও ছিলেন—অকৃত্রিম দামোদর !

রহস্যপ্রিয় "নিঠুর কালিয়া" মানুষের যেন এই সব অবস্থাই খোঁজেন। আহার আরম্ভ হইবার পর, এই অসময়ে—দু'খানা করে গরম গরম ইলিস-মাছ ভাজা,—তার তীব্র মধুর গন্ধ সহ, প্রত্যেকের পাতে আসিয়া পড়িল !—জয়হরির উদাহরণের কি মধুর উপসংহার—আশ্চর্য যোগাযোগ ! সে মাথা তুলিয়া হর্ষোৎফুল্ল-নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল—"দেখিয়ে দিচ্চি !"

আমি ভীত হইলাম ; প্রাণটা কাতরে বলিয়া উঠিল—"এবার ফিরাও মোরে।"

কর্তা তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্য বাণেশ্বরের সহিত কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন,—জয়হরির ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিতেছেন—"সারাদিন কোথায় ছিলিরে বেটা বেণী-সংহার ?—" সারাদিন অর্থে,—সে আমাদের চা দিয়া কি কাজে বাজারে গিয়াছিল।

বাণেশ্বর ! আলু আনতি গেছনু বাবু।

কর্তা। ক' পয়সা সরালি ?

বাণেশ্বর। সরাবো কি বাবু !

কর্তা। আ-বেটা মেদিনীপুরের মুখ্খু—সাধুভাষা বোঝ না,—মরবে যে দুখ্খে,—চুরি—চুরিরে হারামজাদা ! তোদের ওখানে আজো সাহিত্য-পরিষৎ ঢোকেনি বুঝি ? আচ্ছা,—কত করে সের পেলি ! ঠিক বলিস্, এই আমি ভাত ছুঁয়ে রইলুম !

বাণেশ্বর। চৌদ্দ পয়সা সের নিলে বাবু।

কর্তা। নিলে,—আর তুমি দিলে ! তুইও তাদের কাউনসিলের মেম্বার না

কি রে বেটা! আর আমি যে এই আজই ছ' পয়সা করে সের রাঙা-আলু এনেছিরে পাজি!

বাণেশ্বর হাসি-মাখানো মুখে বলিল—"সে যে রাঙা-আলু বাবু, আমি যে গোল-আলু আনন্থ।"

কর্তা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলেন বেটা বেণীমাধবের কথা। উঃ—এরি জন্যেই Mass Education দরকার; এ সব লোকসেনে মুখ্‌খুকে নিয়ে আর ত' পারি না মশাই!"

বলিলাম—"আপনি যে কি করে পারচেন—এসে পর্যন্ত সেই কথাই সর্বক্ষণ ভাবছি। এতে বশিষ্টকে অশিষ্ট করে তোলে;—এ যাতনা আর রাখা কেন?"

কর্তা সবেগে বলিলেন—"রাখা?—ও বেটাকে কি আমি রেখেছি? ঐ বেটাই ত' আমার কয়েদির-কম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে,—কি শীত কি গ্রীষ্মি তোফা জড়িয়ে থাকো! হারামজাদা বলে কি না—আমি যে গোল-আলু আনন্থ।—ওরে গো-মুখ্‌খু—রাঙা আলু বড় না গোল আলু বড়! রাঙা আলু গতরে বড়, মালে বেশী, তার রঙের একটা দাম আছে, মিষ্টতার আলাদা মূল্য আছে; তোর গোলের খরচটা কি? সূর্য গোল, চন্দ্র গোল, সারা পৃথিবীটেই গোল,—কারুর তাতে এক পয়সা লেগেছে, না কেউ তা চায়? তবে কোন হিসেবে তোর গোল আলুর দর বেশী হবেরে রাস্‌কেল?—চুপ করে রইলি যে?"

বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল—"আমাকে আর রাখবেন না বাবু"—

কর্তা একটু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"কেন—তোমার হুকুমে! তোরে রাখবো না ত' কারে রাখবোরে পাজি;—তোর জোড়া আর মিল্‌বে?"

বাণেশ্বর। তা কি জানি বাবু—

কর্তা। তবে?—তুই বেটাই জানিস—আমার সিন্দুক প্যাঁটরা নেই, টাকা পয়সা যেথা সেথা পড়ে থাকে;—সে সব আর আমাকে ফিরে দেখতে হয় না। তুই গেলে সে কাজ করবে কেরে বেইমান!—পারবে কেউ? বেরো সামনে থেকে;—বেটা যেন কোলু—কাপড় দেখ না!—যাঃ, ঐ মাঝের কুলুঙ্গিতে আছে,—এখুনি কাপড় কিনে পর—

জয়হরি ইতিমধ্যে এক থাল অন্ন শেষ করিয়া তর্জনী তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে সেটা জানাইয়াছিল। এইবার তর্জনী ও মধ্যমা তুলিল ;—আমি নিষেধ-কটাক্ষসহ চাপা-গলায় বলিলাম—"বস্" ।

এবার সে কর্তার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই ! তিনি সহাস্যে বলিলেন—"জয়হরি বাবু দেখছি সর্বশক্তিমান। উনি কি করে জানলেন যে কুলুঙ্গিতে দু' টাকা আছে !"

নারায়ণ রক্ষা করিলেন, বলিলাম—"জোড়া মিলবে না বলেই আপনি ভাবছিলেন !"

কর্তা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আরে বাপরে—এমন কথা বলবেন না,—সে কি কথা—"

কর্তার দৌহিত্রী—মাধুরী মেয়েটি আসিয়া বলিল,—"দিদিমা বলচেন—"

কর্তা বাধা দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ—সে জানি,—এই ভাতগুলি সব খেতে ?' ? তা বলবেন বই কি,—চাল খুব সস্তা কি না !"

মাধুরী মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—"আহা—তাই বলচেন না কি ? বাণেশ্বর এই সিদিন কাপড় পেয়েছে,—যেখানা পরে রয়েছে ওখানা ত' নতুন,—ময়লা হয়েছে বই ত' নয়। এ সব বাজে খরচ নয় কি ?

কর্তা আশ্চর্য হইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—বলিস কি ! কই ও-বেটা তা বললে না ত' ! ইস্—বেশ নীরবে সর্বনাশ করে চলেছে দেখচি ! হারামজাদা থাকে থাকে যায় কোথায় বল দিকি ?—এই ত্রিবেণীশঙ্কর,—ওরে বনোয়ারী ?—বেটা সট্‌কালো নাকি !"

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন—লোক চিনি না তা ত' নয়। রোজই দেখি—কি রোদ কি বৃষ্টি বেটা কাজকর্ম সেরে দিব্বি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্চে ! ভদ্দোর লোকের এমন ঘুম হয় মশাই ? আবার উঠেই—ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট্ ! ক্যান্‌র‍্যা ব্যাটা,—বাবার উঠোন পেয়েছ ! ভদ্দোর লোকের বাড়ী ভাড়া নিয়েছি পাঁচ মাসে উঠনটা পুকুর বনে যাক ! ছেলেপুলেগুলো যে রকম ধীর—বজায় খঞ্জন পাখীর ল্যাজ,—একদম তলায় গিয়ে নাচুক, আর আমরা ডাঙায় ডিগবাজি খাই ! উঃ, চোর ব্যাটার কি দুরভিসন্ধি মশাই ! লোক চিনি না ! আর দেখুন এটাও

বরাবর লক্ষ্য করছি—বেটা রোজই নাম বদলায়! এতো ভাল কথা নয়,—ফেরার আসামী নয় ত'! উঃ—আমি ত' আর ভাবতে পারিনে মশাই, আপনারা আছেন, দয়া করে যা বিহিত হয় করুন; আমি আর চোর বেটার মুখ দেখব না; —তা আপনারা আমাকে ভালই বলুন আর মন্দই বলুন;—নাঃ—কখ্খনই না।— কোথায় গেলি,—ওরে ও বক্কেশ্বর। এই যে ব্যাটা! নে ত' বাবা—বাবুদের খাওয়া হয়ে গেছে, হাতে জল দে।"

বলিলাম—"মাধুরী বাজে-খরচের কথা কি বলছিল না?"

কর্তা বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন—"সে দুঃখের কথা আর কেন বলেন, শিল নয়, পেরেক নয়, যাতে সংসার গোছায়—দু'চার পুরুষ থাকে;—কাল দুম্ করে দু' আনার ধুনো কিনে ফেললেন! উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া চাই ত'! যাক্— আমি আর ক'দিন দেখবো। ঘুম থেকে উঠেই দেখি—রান্না ঘরে ধোঁ—একি একদিন মশাই,—রোজ; আর কি বোলবো।"

মাধুরী মাথা নাড়িয়া বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গীতে বলিল—"আহা—আমি বুঝি ঐ কথা বললুম!"

কর্তা বলিলেন—"নাঃ, আমি যেন মেম-সাহেবের কথা বুঝতে পারি না; —যাঃ, এখন খেগে যা।"

আমরা ত' অবাক্!

২৬

জয়হরিকে বলিলাম—তুমি যে রকম load (বোজাই) নিয়েছ, একটু গড়াও, আমি একবার অমরকে দেখে আসি।

সে বলিল—গড়াবো কি মশাই, আমাকেও যেতে হবে।

বলিলাম,—"যেতে হবে—তার মানে?"

জয়হরি গম্ভীর ভাবে বলিল,—অসাক্ষাতে কারুর কিছু নেওয়াকেই ত' অপহরণ বলে। মাতুল সেই কাজটি করে গেছেন, অনেকগুলি পেঁড়া গেঁড়া মেরেছেন, না

হয় উড়িয়েছেন! মনটা ভারী বিগড়ে রয়েছে, দেখলেননা খেতে পারলুম না। পেঁড়াগুলো খুব উঁচুদরের ছিল মশাই।

বলিলাম,—অপহরণটা হল কি করে, তুমি ত' উপস্থিতই ছিলে।

জয়হরি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিল,—"আমি জ্যান্তো থাকলে আর এমন সর্বনাশটা ঘটে!"

"কি করতে?"

"মাতুল একখানা গালে দিলে আমি পাঁচখানা গালে দিতুম,—দেখতুম কেমন খান!"

বলিলাম—তাহ'লে বুঝি যেমন প্রসাদ তেমনি মজুদ থাকতো, প্রসাদের second edition-এর (দ্বিতীয় সংস্করণের) আর দরকার হত না?

একটু ভাবিয়া বলিল—"তা আমি ত' প্রসাদ পেটে নিয়ে এই বাসাতেই ফিরতুম,—অন্য কোথাও ত' যেতুম না মশাই!"

এ যুক্তির উপর শক্তি ছিল না যে কথা কই।

আবার বলে—"এডিসন্ যত হয় হোক না,—সেটা আমি খুব পচন্দ করি মশাই!"

বলিলাম—"তোমার এই 'খুব পচন্দ করাটা' মস্ত একটা ত্যাগ স্বীকার বটে,—এতে উদারতাও যথেষ্ট রয়েছে! যাক,—এখন মাতুলের বাসায় যাবার উদ্দেশ্যটা কি শুনি!"

জয়হরি বলিল—"শোধটা নিতেই হবে মশাই,—বোলবো—আজ রাত্রে এইখানেই মুখ বদলাব মাতুল!—"

বলিলাম—তাঁর বাড়ী আজ যে রকম বিভ্রাট—একজন দেহ বদলাবার জোগাড় করে বসেছেন, এ সময় কি মুখ-বদলাবার কথা মুখে আনতে আছে। অমর সামলে উঠলে একদিন দেখা যাবে।

তাহার প্রস্তাবের মধ্যে আমারো পার্ট থাকিবার আভাস পাইয়া সে আনন্দের সহিত সম্মত হইল। উভয়ে বাহির হইয়া পড়িলাম।

একটা মোড় ফিরিয়াই দেখি—মাতুল আমাদের দিকেই আসিতেছেন। দূর হইতেই হাত নাড়িয়া জানাইলেন—"যেতে হবে না।"

নিকটে আসিয়া বলিলেন, "পায়ের ধূলো দিন মশাই,—যা বলেছিলেন তাই, —দু'কাপ্ চা গলা থেকে নাবতেই পেটে যেন পুলিশ্ ঢুকলো, পাঁচ মিনিটে সব ভিড় সাফ্! * * * এসে বললেন, 'আঃ বাঁচলুম, একটু গড়াই—ঘুম ভাঙিয়ো না। আজ আর জলগ্রহণ নয়, উঠে সেরেফ্ আধ-সেরটাক গরম মোহনভোগ গ্রহণ। মাঝে মাঝে উপোস দেওয়াটা ভাল।"

"এ কি রকম উপোস মশাই! বেদানা থেকে বাঁচলুম ত' ওষুধের বাবা,— খাঁটি বোগদাদী বুলেটিন্—হেকিমী হালুয়া! চণ্ডে-স্যাকরা কি কু-লগ্নেই হার ছড়াটায় হাত দিয়েছিল! এখন আর ব্রহ্মা বিষ্ণুর সাধ্য নেই সেটাকে বাঁচায়। চুলোয় যাক, আপনি বলতে পারেন—ত্রিকুট পাহাড়ে বাঘ বেরোয় কখন? রোজ বেরোয় ত' ?"

বলিলাম—"কেন, এ খোঁজ কেন!"

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"কেন কি মশাই! এখন বাঘ ছাড়া আর বন্ধু কে—খেলেই বাঁচি! মুস্কিল-তাদের education (শিক্ষা) নেই যে engagement করি। এ কি অন্য দেশ যে শ্যাল কুকুরেরও education চাই। হায় গোখলে--তুমি বৃথাই ছোক্‌লে (sketched)! এখন কোথায় গিয়ে বনে জঙ্গলে বাঘ হাতড়ে বেড়াই বলুন দিকি! আবার ভাগ্য ত' দেখচেন;— সেদিন নিশ্চয়ই তাদের মধুপুর বেড়াবার সখ চাগবে;—এ আপনি দেখে নেবেন!"

কি বিভ্রাট! বলিলাম—"এত ভাবচেন কেন,—দেখবেন দু'দিনেই চাঙ্গা হয়ে যেখানকার বে'ই সেখানে গেছেন, যেখানকার হার ঠিক সেখানেই শোভা পাচ্চে; এত অধীর হবেন না। মোহনভোগটা খুব বেশী ঘি ঢেলে যেন করা হয়। দু'বারের বেশী তিনবার গাড়ু হাতে করতে হলে "মাঝে মাঝে"র ফ্যাসাদটা ঐ সঙ্গেই ফুরিয়ে যাবে,—বেই মশার উপোসে আর রুচি থাকবে না।"

"যে আজ্ঞে, তাই করেই দেখি। আমি তবে এখন বাজারে চললুম, কখন তাঁর ঘুম ভাঙবে তারও ঠিক নেই।" এই বলিয়া মাতুল গমনোদ্যত হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার হয়েছে ?"

"আর আহার! একবার বসেছিলুম মাত্র, দুর্ভাবনাতেই পেট ভরপুর,"—বলিতে বলিতে মাতুল দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

জয়হরি আমার গা টিপিয়া বলিল—"পেঁড়ায় যে আকণ্ঠ বোঝাই!"

তাহার কথা আমার ভাল লাগিল না। বুঝিয়াছি মাতুল একটি সুখের পায়রা,—জুতা জোড়াটিতে ব্রক্কো না লাগাইয়া তিনি মুদির দোকানেও মুখ দেখাইতে পারেন না—অর্ধ পথ হইতে ফিরিয়া আসেন; প্রাতে শয্যা ত্যাগান্তে তাঁহার প্রধান কাজ চুল-ফেরানো। তাহা হইলেও তিনি কেরাণী,—তাঁহার সাংসারিক দুঃখ কষ্ট নিশ্চয়ই বহু। তাঁহার এই মোহনভোগের আয়োজনের জন্য ছোটার পশ্চাতে যে কতটা ভদ্রতা বজায়ের চিন্তা-ভোগ অহরহ রহিয়াছে, সেই ভাবনাই আসিয়া গেল,—

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"হায় রে মধ্যবিত্ত ভদ্র কেরাণী! তোমার মত দুঃখী জগতে নাই। তোমার মত দুর্ভাবনাবাহী চিরসহিষ্ণু বীরও জগতে নাই। ধনী তোমাকে চেনে না, উচ্চশিক্ষিতে বোঝে না, লেখক বক্তারা আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার্থে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। সম্মুখে তোমার পেষণ-যন্ত্র—আপিস,—পশ্চাতে তোমার গুরুভার—সংসার, দুই পার্শ্বে—পাওনাদারের তাগাদা! বিনয়, কাতরোক্তি, মিথ্যা উদ্ভাবন ভিন্ন তোমার উপায়ান্তর নাই। তাহারাই তোমার রক্ষা-কবচ! চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় সাতটি মুখে অন্ন, সাতটি দেহে আবরণ, ইস্কুলের মাইনে,—পড়ার বই, দুর্গোৎসবের যথা-কর্তব্য, লোক-লৌকিকতা রক্ষা, কন্যার বিবাহ,—তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি! জগতের বড় বড় আশ্চর্যগুলি ইহার কাছে কত তুচ্ছ! তোমার এ দুঃখ কেহ জানে না—জানিতে চায়ও না, বোঝে না—বুঝিতে চায়ও না, কেহ ভাবে না—ভাবিবার আবশ্যক বোধও করে না! জানেন কেবল একজন—যিনি অন্তর্যামী! আর ভাবেন,—যিনি এই নিদারুণ দুঃখ দারিদ্র্যের মাঝখানে—সংসারের সর্বত্র তাঁর জীর্ণ দীর্ণ হতাশ দেহ ও হৃদয়খানি পাতিয়া দিয়া নীরবে যথাসাধ্য টানিয়া চলিয়াছেন ও সামলাইতেছেন।—যিনি স্বামীর বিষণ্ন মুখে একটু প্রফুল্লতা জাগাইবার জন্য অঙ্গের এক-একখানি প্রিয় অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া, ক্রমে ক্রমে নিজেকে নিরাভরণা করিয়া—মাত্র শাঁখা-সিন্দুরধারিণী! যিনি শত বেদনা বক্ষে

চাপিয়া স্বামীর সন্মুখে প্রফুল্ল,—অন্তরালে—নিষ্প্রভ কুসুম। যাঁর একমাত্র আশা ভরসা ও আশ্রয়,—উঠানের তুলসী গাছটী, যাঁর পাদমূলে তাঁর মাথা—তাঁর প্রাণ, কাতর নিবেদন সহ দিনে শতবার নত হয়! টেক্স দারগা আসিয়া ছয় গণ্ডা পয়সার জন্য যমের মত দ্বারে হানা দিয়াছে—ঘরে ছয়টি পয়সাও নাই! স্বামী, লজ্জা-ম্লান মুখে খিড়কি-দ্বার দিয়া স্নানে সরিয়া গেলেন,—অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে যিনি দ্বার পার্শ্বে গিয়া, লজ্জা-কাতর, মুমূর্ষু-কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হন—"তিনি বাড়ী নাই।" এবং ফিরিয়াই তুলসীতলায় ব্যাধবিদ্ধের মত লুটাইয়া মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনে ক্ষমা চান আর বলেন—"ঠাকুর, লজ্জা রাখো, উপায় করে দাও,—এ যে আর পারি না ঠাকুর!

--"একমাত্র এই গৃহলক্ষ্মীটিই দুস্থ কেরাণীর ভাবনা ভাবেন—তাঁর কুশল যাচেন। গৃহলক্ষ্মী কথাটির এমন সত্য প্রয়োগ বুঝি আর নাই! অন্যত্রের জন্য অনেক ভাল ভাল শব্দ অভিধান আলো করিয়া থাকিতে পারে যাহা গৌরবের ও আদরের—এটি যেন দুঃখ দারিদ্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল!—

"অনেকেই বোধহয় জানেন না—কেরাণীরাই এই দুঃখ কষ্ট বেদনা বহন করিয়া বাঙ্গলা-দেশের বহু ভদ্র পরিবারের ভার লইয়া আছে ও তিল তিল করিয়া আত্মদান করিতেছে। মাইনে কি মজুরী বাড়াইবার জন্য সকলেই ধর্ম্মঘট করিতে পারেন;—পারেনা ও করেনা কেবল কেরাণী! কারণ তার যে একদিন চলিবার মতও সঙ্গতি থাকে না,—থাকে কেবল—মুখ চাহিয়া বৃহৎ একটি পরিবার!"

দুর্বল-স্নায়ুর লোকেদের মাথায় নিরর্থক চিন্তাগুলা বেশ সহজেই ঢুকিয়া পড়ে আর অবিরাম গতিও লাভ করে। আমার মাথাটারও এ সম্বন্ধে উদারতা যথেষ্ট। জয়হরি বাধা না দিলে চিন্তাটা বোধহয় স্বরাজ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইত! সে বলিয়া উঠিল—"চলুন তবে, ফেরা যাক।"

বলিলাম—"না, এ অবেলায় আর গড়ানো নয়। চল—একটু ঘুরে আসি।"

আহার সম্বন্ধে জয়হরির ওজন-জ্ঞানটা কোন দিনই ছিলনা ! আজ সেটার ঝুঁকৃতি পেটের উপর অত্যধিক ভর করিয়াছিল। তারই গ্রাভিটেশন্ তাকে শয্যায় টানিয়া রাখিল।

একাই উইলিয়ম্‌স্ টাউনের দিকে গিয়া পড়িলাম। চিন্তা' মাত্র সঙ্গী,—সবই অবান্তর, এবং চারিদিকে প্রান্তর।

এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান, মুক্ত বায়ুর অবাধ বিচরণ, বৃক্ষ শ্রেণীর নির্লিপ্ত অবস্থান,—স্বভাবের বে-পরোয়া বালকেরা দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণ খুলিয়া গান ধরিয়াছে ;—সবই বেশ ভালো লাগিতেছিল।

হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়ায়,—প্রকৃতির রাজ্যে বিকৃতির মত—আদালতের আবির্ভাবটা আঁস্তাকুড়ের মত ঠেকিল। সেটা যেন উপকারের নামে—অযাচিত উপসর্গ। বড়ই বে-মানান।

একটা প্রস্তর-স্তূপ পাইয়া বসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—আচ্ছা এ-ভাব আসে কেন ? বোধহয়—সংস্কার দোষ…

সহসা—"বাঃ, দিব্যি আসন করেছেন ত' ! আজ একা যে বড় ?"

চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—সেই ফ্রুট্-প্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে যুবা সঙ্গীটি, আর চলন্ত গরুর-গাড়ির মত একটি স্থানীয় ভৃত্য। মাথায় চেয়ার, তদুপরি চায়ের সরঞ্জাম, হস্তে—টিফিন কেরিয়ার, বিস্কুটের বাক্স, স্টোভ, স্কন্ধে ছিপ,, ইত্যাদি ইত্যাদি। মায় বঁড়্শিতে-বেঁধা একটি বাদুড়,—তখনো বেঁচে ! বজায় বিশ্বরূপ !

বলিলাম,—"মাছ য়ে চিঁ চিঁ করে ! ফ্লাইং-ফিশ না কি ?"

সহাস্যে বলিলেন,—"তেঁতুল-তলায় বসা হয়েছিল, ফাত্‌না ডুবতেই যেই উঁচু-টান্, অমনি ওপর থেকে এসে পড়লো। মাছও খুব আছে মশাই !"

"তেঁতুল গাছে না কি ?

হাসিয়া বলিলেন—"না—পুকুরটায়। মিস্টার কাড়া—ইয়া এক তিন-পো কালবোস্ সাঁ-করে তুলে ফেললেন! তাঁর টি-টম্সনের বাড়ীর বিলিতী সরঞ্জাম কিনা।—"

—"আজ ফার্স্ট-ডে, ওর ওই আনন্দটাই লাভ। প্রেসারে মাথাটা ধরে গেছে।"

বলিলাম—"ওর আনন্দ কি মাছের ওজন ধরে চলে......"

"ইয়াঃ, আপনি দেখছি ওর হাড়হদ্দ বোঝেন! বাই-দি-বাই, আজ আপনার কথা না শুনে উঠছিনা,—এই বসলুম।"

উভয়ে পাষাণ-আসন লইলেন এবং ভৃত্যটিকে নানা ভাষার সংমিশ্রণে উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

"এইবার বলুন···"

বলিলাম—"কথাটা খুব সামান্যই, স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি—কথাটা beginner-দের (নূতন ব্রতীদের) সম্বন্ধে, কাজেই beginning-টা small—হাতে খড়িরই মত।"

তিনি বলিলেন—"তাতে হয়েছে কি, 'প্রিন্সিপল্' নিয়ে কথা।"

সঙ্গীটিকে বলিলেন—"ভারী এক্সাইটিং হবে! উঃ, মাথাটা দপ্ দপ্ করছে—'

বলিলাম—"তখন ইংরিজি ইস্কুলে ঢুকেছি, বাঙ্গলা ব'য়ের মধ্যে ছিল কেবল "বোধোদয়"। গ্রীষ্মের ছুটি হল। সব কাজেই 'মানব' ছিল আমার 'guiding spirit' (নাটের গুরু) আর আমি ছিলুম তার 'constant quantity' (কেলে-হাঁড়ি)—সর্বক্ষণই তার পাশে হাজির। সে ছিল পাকা বীর-বংশোদ্ভব। তার বৃদ্ধ পিতামহ কিলিয়ে কচ্ছপ মেরে, সাবর্ণ চৌধুরী মশাইদের বাড়ী থেকে বার্ষিক আদায় করেছিলেন। মানব তাঁরই প্রতিনিধিরূপে—ঘোড়ার-চালে দু'ধাপ পেছিয়ে দেখা দেয়।

গ্রামের ওস্তাদদের মুখে শুনলুম,—শালিখ-পাখীর বোশেখী-বাচ্চা পাওয়াটা বড় ভাগ্যের কথা, তারা নাকি অষ্টম'গর্ভের সন্তানের মত ধুরন্ধর হয়,—যা শোনে তাই শেখে,—পূরো জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়ে দাঁড়ায়।

শুনে কিন্তু দু'জনেই একটু দোমে যাই,—ভাল পড়াশোনা যে হবেনা সেটা বুঝতেই পারলুম ; কারণ দু'জনেরি জন্ম কার্তিক মাসে ! বিবাহের আশা পর্যন্ত ঘুচে গেল ! মানব হেসে বললে—"চুলোয় যাক, তবে পড়াশোনা আর কার জন্যে !"

ওটা তার রহস্যের কথা, কারণ লেখাপড়া সম্বন্ধে মানবের স্বতন্ত্র এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তার বুদ্ধিটা বয়সকে ডিঙিয়ে অনেকটা এগিয়ে পড়েছিল।

এতদিন পরে সব কথাগুলো তার নিজের ভাষাতে দিতে পারব বলে মনে হয় না। সে বোলত—পরের এঁটো খাওয়া ভাল নয় রে, তাতে মানুষ নিজেকে হারিয়ে—পরের কথা, পরের ভাব, পরের ধাত পেয়ে—প্রকৃতি বোদলে পর-ই হয়ে যায় ! এত বড় ক্ষেতি আর নেই রে ! আমি বেশ করে দেখেছি—একটা গাছের দু'টো পাতা কি দু'টো ফল—ঠিক একরকম নয়। দু'টো মানুষও এক রকম নয়, তাদের পাওনাও (পাথেয় বা মাল-মশলাও) এক রকম নয়। তাদের সবাইকে এক ছাঁচে ঢাললে, তাদের জন্মটাই মাটি করে দেওয়া হয়,— তাদের যে-কাজের জন্যে আসা, তা থেকে জগৎকেও বঞ্চিত করা হয়। তার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করে সে নিজের মধ্যেই পর হয়ে যায় ; তাতে হয় এই—সে নিজেকে ত' পেলেই না, আর ঠিক ঠিক পর হতে পেরেছে কি না তা বলাও কঠিন। আমার মনে হয়—সদা সত্য কথা কহিবে, চুরি করা পাপ, হিংসা করিও না, কাহাকেও মনঃকষ্ট দিও না, সকলকে ভালবাসিবে,—এ কথাগুলো সবার তরেই এক। ভাল ভাল লোকের বিশ-ত্রিশখানা ইংরিজি বাংলা ভাল ভাল বই পড়তে আর বুঝতে পারলেই ঢের হল। রামায়ণ মহাভারত নিশ্চয়ই পড়বি। একটা কথা মনে রাখিস—নিজের ধর্মগ্রন্থ ভাল করে না বুঝে খবরদার পরের ধর্ম-পুস্তক পড়িসনি। কিন্তু কারুর ধর্মকে ছোটও ভাবিস নি। জাতি-বিচার ছেড়ে গরীবকে দেখবি—ভালবাসবি, তাদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা ক'বি—আহা, তারা তাও পায় না রে ! ঘৃণা কারুকে করিসনি। 'মন' ইচ্ছা করলেও 'প্রাণ' যদি খুঁৎ খুঁৎ করে, সে কাজ কখ্খনো করবিনি, জানবি—মা বারণ করচেন। বাস্, এই আমার লেখা পড়া।" এই বলে সে হাসতো। আমি এসব কথা তখন ভাল বুঝতে পারতুমনা, তার ভালবাসামুগ্ধ শিষ্যের মত শুধু হাঁ করে শুনতুম।

কোন কোন ছেলে ছেলেবেলা থেকেই স্বাভাবিক সর্দার ;—তারা অনেক অনন্যসাধারণ গুণ নিয়ে জন্মায়—যেগুলোকে সমাজের বিজ্ঞেরা নিতে না পেরে মুখ্‌খুমি বলেন, কিন্তু বিপদে পোড়লে সেই মুখ্‌খুদেরই সাহায্য নিয়ে উদ্ধার হন। তার পর নেপথ্যে এই "সেয়ানা-কোম্পানীর"—সহাস চোখ-টেপাটিপি চলে! সে যা হোক—মানব সেই সব ছেলেদেরই একজন ছিল। যাক—

ছুটির মুখে আমাদের ঝোঁক চাপলো শালিখের বোশেখী-বাচ্চা সংগ্রহ করতেই হবে। রোজ রোদোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধোদয় মুড়ে, অনুসন্ধান সুরু করা গেল। সেটা ছিল বেস্পতিবার,—দেখি মানব কপালে রক্তের ধারা নিয়ে ছুটে আসছে ; পাঁচ ছ'টা শালিখ সচীৎকারে ঠোকরাতে ঠোকরাতে তার পশ্চাতে ধাবমান! আমি বিদ্যুৎবেগে একটা ভেরেণ্ডার ডাল ভেঙ্গে অকুতোভয়ে সেই শত্রুব্যূহ নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিলুম। মানব তৎক্ষণে নিরাপদ স্থান নিয়ে ফেলেছে! দেখি, তার দু'হাতে দুই বোশেখী-বাচ্চা! সে কি আনন্দ!

চৈত্রমাসে মানব বাবা তারকনাথকে মাথার চুলগুলি দিয়ে এসেছিল। দেখি মাথাটা ঠুকরে আর খুবলে যেন কোলকের "পাঞ্চপ্রুফ" ঢাকনি বানিয়ে দিয়েছে! যাক—সেদিকে তার লক্ষ্যই রইল না ;—কাজের ঘটা পড়ে গেল,—খাঁচা, বাটি, ছাতু ইত্যাদি।

তার পর শিকারের শুভ beginning (সূচনা), ফড়িং চাই! পাঁচ সাতগাছা খেজুর-ছড়ি বানিয়ে গঙ্গা-ফাড়ং, গোদা-ফড়িং ঘোড়া-ফড়িং, এস্তোক খড়কে-ফড়িং শিকারে, নির্ভয়ে বনজঙ্গল, পাহাড় পর্বত, কন্দরকান্তার, মাঠ তট নিত্য প্রবলবেগে তাড়না করে বেড়াতে লাগলুম।

আপনি বোধ করি পাহাড় পর্বতের কথা শুনে সন্দেহ করছেন! Adventurer-রা ("ঘোড়াবাইগ্রস্ত" ডানপিটেরা) দেখে থাকবেন—বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে বড় বড় বংশের বড় বড় বাড়ীর অতিকায় ভগ্ন-স্তূপের উপর দুব্বো গজাচ্চে। ম্যালেরিয়া মজুদ থাকলে—দু'এক শতাব্দি পরে শশীবাবু এসে যদি 'ভুগোল পরিচয়' লেখেন, তখন ছেলেরা পড়বে.—বঙ্গভূমি একটি পর্বতবহুল :পাহাড়-প্রধান অসমতল দেশ!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন—very true and very interesting—বাঃ, খুব ঠিক—তার পর ?"

বলিলাম—"তার পর জয়দ্রথ বধের পালা! শ্রীকৃষ্ণ যেমন সুদর্শন দিয়ে সূর্যদেবকে ঢেকেছিলেন, আমাদেরও তেমনি বোশেখ জ্যেষ্ঠির সমস্ত রোদ্দুরটুকু মাথায় করে ফড়িংমারা মৃগয়া চলতে লাগলো। মানব প্রতিজ্ঞা করলে মাণ্ডব্যমুনির কীর্তিটা ম্লান করে ছাড়বে।"

"একটুকুও সময় নষ্ট করার ছিল না,—দু'গাছা ছিপও সঙ্গে থাকতো, পুকুর পেলেই যথালাভের পন্থা চলতো। ফেরবার সময় ফড়িং আর মাছ নিয়ে আসা যেত। বাড়ীর বকুনি এড়াতে মাছের মত জিনিস আর নেই,—মাছ দেখলেই মেয়েরা খুসী,—সঙ্গে সঙ্গেই তার পর দিন বেশী করে আনবার জন্যে উৎসাহ দান! রসনার তৃপ্তির এই লোভটুকুই সকল ছোটবড় কাজের কলকাটি,—প্রাণশক্তি! দেখুন না—যুদ্ধ করতে গিয়ে, আসোরের মাঝখানে অর্জুন কি রকম ভোড়কে গিছলো,—বলে ঘাম দিচ্ছে! তাকে চাঙ্গা করতে কেষ্টকে পূরো আঠারো পর্বের আমদানী করতে হয়েছিল। কি ফ্যাঁসাদ বলুন দিকি! কেন ?—কারণ ওতে রসনাতৃপ্তির কিছুই ছিলনা; সেটি না থাকলে সব রকম মৃগয়ারই 'মৃ' টুকু মুছে গিয়ে সেরেফ 'গয়া' প্রাপ্তি ঘটে! যদি কর্ণের কালিয়া, কি শকুনী সড়সড়ি চলতো, তাহ'লে দেখতেন কেষ্টকে কষ্ট করে অত বাজে বোকতে হত না,—অর্জুনের গাণ্ডীব আপনিই বোঁ-বোঁ করে বাণ ছাড়তো। নয় কি ?"

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"এটি অকাটা কথা ;—তার পর ?"

কি মুস্কিল,—এখনো "তারপর"! বলিলাম—"তার পর তিন হপ্তায় মাথার সব রসটুকু সূর্যদেব শুষে নিয়ে মগজ দু'টিকে খড়ুলি" বানিয়ে দিলেন! নাড়লেই আকরোটের শুকনো শাঁসের মত খট্‌খট্‌ করে নড়ে! মানব হেসে বললে—'তাতে হয়েছে কি—মস্তিষ্কের জল মোরে খাঁটি দাঁড়াচ্চে রে! বিশ্বাস না হয় শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস কর,—তিনি ত' মিছে কথা কবেন না। ওরে বলে—টনক নড়া—টনক নড়া,—ওটা বড় লোকের চিহ্ন রে। আমাদেরও মাথাটা বোধহয়

এইবার 'টনকে' দাঁড়িয়ে গেল !' শুনে মনে মনে একটু গর্ব-সুখ অনুভব করলুম,—কারণ মানব ছিল আমার চেয়ে বচর দেড়েকের বড়, আর তার প্রধান গুণ ছিল—সে কোন অবস্থাতেই মিছে কথা কইত না,—বাঘা বেণী-মাস্টারের বেতের ভয়েও নয়।"

২৮

গুরুগর্জনে বর্ষা এসে পোড়ল। মানব বললে—"এইবার শিকারের মজা রে। মহাদেবের মাথায় গঙ্গা—নেবেছিলেন, আমাদের সর্বাঙ্গে বর্ষা নাবলেন—ওটা শুভ লক্ষণ।"

একদিন বিকেলের দিকটায় মানব বললে—"জ্বর এলো রে।" বললুম—"তবে আর কাজ নেই—বাড়ী ফেরা যাক।" সে বললে—"একটু জ্বর এসেছে ত' হয়েছে কি—"চকোসা" দেখা দিয়েছে, দীঘিটে দেখে যাই চ।"

তখন পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ,—কিন্তু পূবদিকে একখানা মেঘ উঠছে। দীঘির ধারে পৌঁছেই দেখি—আট নয় হাত দূরে, জলের প্রায় ওপরেই একটা মস্ত কাতলা-মাছের মন্থর গতি। মানবকে বলবার আগেই একখানা আদলা ইট ঝপাং করে মাছটার মাথায় গিয়ে পোড়লো। মানব—"ঠিক লেগেছে" বলেই এক লাফে ছয় সাত হাত দূরে পড়েই ডুব। মিনিট খানেকের মধ্যেই মাছ নিয়ে ভেসে উঠলো।

মাথা তুলে চেয়েই—"শীগগির নোনা-গাছটায় উঠে পড়—শীগগির" বলেই, দু' সেকেণ্ডে ডাঙ্গায় এসে উঠলো।

বললুম—"কেন ?" সে ধমক দিয়ে বললে—"বলছি—আগে ওঠ্, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির !"

আর বলতে হল না, হাত তিন চার উঠেই ফিরে দেখি—সর্বনাশ ! একেবারে কাট-মেরে গেলুম ! লাফাবার শব্দ আর জলনাড়া পেয়ে, এক ভীষণ কেউটে দীঘির

ভেতর থেকে মাথা তুলে, মানবকে লক্ষ্য করে, তীরবেগে আসছে! আমার মুখ থেকে কেবল বেরুলো—'পালাও'।—তখন তার আর গাছে ওঠবার সময় নেই।

মানব মাছটা ডাঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়ে, কাছেই একটা হাঁড়ি পড়েছিল, সেটা বাঁ-হাতে নিয়েই এক-হাঁটু-গেড়ে বসতে না বসতে—সেই বিস্তৃত-ফণা কাল একদম সামনে এসেই—প্রায় আড়াই হাত খাড়া হয়ে—মানবের বুকে সজোরে ছোবোল মারলে! অগ্র-পশ্চাতের সময় ছিল না—বোধহয় একসঙ্গে আর এক সময়েই—মানবের মুখ থেকে এমন জোরে 'খবরদার' শব্দটা বেরুলো যে জল, জঙ্গল, আকাশ, বাতাস, শিউরে উঠলো। দীঘির পানকউড়ি ডাকপাখীগুলো সভয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো। আমি কেঁদে "মা বাঁচাও" বলেই চোখ বুজলুম।

পরক্ষণেই মানব ডাকলে, "শীগগির আয়!" পোড়তে পোড়তে গিয়ে দেখি—সাপের গলা আর ফণার প্রায় অর্ধেকটা মানবের মুটোর মধ্যে!

বৃদ্ধ লোকটি একটা দমকা দম ফেলে বলে উঠলেন—"ওঃ, God is great! ধন্য ভগবান!" যুবাটি বলিলেন "miraculous—অলৌকিক!"

আমি বলিলাম—সাপটা তখন তার হাতে জড়াবার চেষ্টা পাচ্ছে,—মানব তাকে একটা জিওল গাছের গুঁড়িতে আছড়াচ্চে আর এক একবার মুখটা সেই গাছেই ঘষছে। মিনিট পাঁচেক এই কস্তাকস্তির পর, সাপটা নির্জীব হয়ে পোড়লো, মুখদে কতকটা রক্ত বেরিয়ে গেল। তখন মানব সেটাকে "যা বেটা" বলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে; দেখি তখনো সে সাড়ে চার হাত!

মানব সাপটাকে এত জোরে ধরেছিল যে, সেটাকে ফেলে দেবার পর দেখি—হাতের তেলোটা লাল হয়ে ঘেমে উঠেছে, আর তাতে যেন ফণার ফটো উঠে এসেছে,—সেটা ছাল কি আঁশ বুঝতে পারলুম না। মানব এক-মুঠো মাটি নিয়ে দীঘির জলে বেশ করে হাতটা ধুয়ে ফেললে।

আমার চোখে সে ছাপ কিন্তু এমন পাকা রংয়ে আঁকা হয়ে গিছলো,—আমি তখনো তার তেলোয় সেই ভীষণ বিষধরের ফণা দেখছিলুম। বললুম—কামড়ায়নি ত'?"

মানব আমার জলভরা আওয়াজ পেয়ে,—আমার মুখের ওপর চেয়ে বললে—"কি রে—মেয়েমানুষ না কি, কাঁদচিস কেন? ও কামড়ালে পাঁচ মিনিটও কেউ বাঁচে না। মনে রাখিস—মানুষ সবার বড়, নিজেকে ছোট মনে করলেই মোরবি! জ্বরে হাতের ঠিক ছিল না—যদি ফসকায়,—যম কি না,—ভাবলুম গেলুম! মাকে ডাকতেই—সব ঠিক হয়ে গেল। আর নয়—বাড়ী চ'। মাছটা আমি নিতে পারব না—আট নয় সের হবে। মাথাটা দপ্ দপ্ করচে—জ্বর বোধহয় তিনের কম নয়, দেখচি তোর কাঁধে ভর দিয়েই যেতে হবে,—আমার হাতে-পায়ে আর বল নেই। এটা সাপের আড্ডা রে, আসবার সময় আরো দু'টো দেখেছিলুম—ভয় পাবি বলে বলিনি! একলা কথ্‌খনো এদিকে আসিস নি।"

অন্ধকার করে বৃষ্টি এল. কিন্তু মানবের গায়ের "তাতে" আমার কাঁধ পুড়ে যেতে লাগল।

আমি ভয় পেলুম। বললুম,—"জ্বরটা যে বড় বেশী হল ভাই!"

"একটু জ্বর বইতো নয়,—পুরুষমানুষ - ভয় কি রে!" বলে একটু হাসলে।

মানব যখন-তখন ওই—'পুরুষ-মানুষ' কথাটা এমন জোর দিয়ে উচ্চারণ করতো তাতে তার সর্ব-শরীর দিয়ে যেন শক্তির একটা তড়িৎতরঙ্গ ছুটে বেরিয়ে আসতো! সঙ্গে সঙ্গে তার পেশীগুলো—প্রেরণায় পুষ্ট হয়ে উঠতো! নিজে অসীম বল অনুভব করতো,—আমাকেও বল যোগাতো!—

—"তার সেই বিশ্বাস-দৃঢ় সরল হাসিমুখের মাঝে, আমার—সব শক্তি, সব উৎসাহ, সব আশা সজীব হয়ে উঠতো।"

২৯

তখন দিনের আলো ছিল কি না জানি না; যদিও থাকে ত' মেঘবৃষ্টিতে সেটুকু ঢেকে দিছলো। মানব আমার কাঁধে খুব আলগা ভর দিয়ে আসছিল—পাছে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু জ্বরটা খুব বেশী বেড়ে চলায়, তার অজ্ঞাতে তার সে চেষ্টা মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল,—তার মাথাটা আমার কাঁধের ওপর

অসহায়ের মতই লুটিয়ে পড়ছিল। আবার চমক এলেই সে মাথাটা তুলে নিচ্ছিল আর বলছিল,—"আমি বড্ড ভারী, না? তোকে আজ বড় ভোগাচ্ছি।"

তখন পল্লীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি,—পাড়ার আঁকাবাঁকা কাঁচা পথে চলেছি। সহসা কে যেন কিসের উপর কঠিন আঘাত করলে—এই রকম একটা শুষ্ক-শব্দ কাণে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মানব সবেগে আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে উৎকর্ণ হয়েছে। পরক্ষণেই মূকের একটা অস্পষ্ট অন্তিম যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনির মত শোনা গেল।

কোথায় গেল মানবের একশো তিন ডিগ্রী জ্বর,—কোথায় গেল তার পায়ের জড়তা, সে তীরের মত বেরিয়ে গেল। আমার নিষেধ তার কাণে পৌছবারও সময় পেলে না,—পেছনে ছুটলুম।

সামনের বেঁকটা ফিরেই দেখি,—একটা পাঁচ-শত হাত বংশ-খণ্ড হাতে সিধু-ভট্‌চায্যি রাগে ফুলচেন,—এক পায় খড়ম, কাচাটা কাদায় লুটোলুটি খাচ্চে। তিন চার হাত তফাতে একটা গরু চক্ষু কপালে তুলে, সারা দেহটা রাস্তার উপর এলিয়ে নিস্পন্দ পড়ে। তার কপাল আর কাণ-মুতো বেয়ে রক্তের ধারা নেবেছে। ভক্ত ভট্‌চায্যি মশাই তার একটা শিং সাবাড় করে দিয়েছেন!

মানব কাদার ওপর বসে গরুটির গলায় ধীরে ধীরে হাত বুলুচ্চে। আমাকে দেখতে পেয়েই বললে—"শীগ্‌গির জল আন ভাই।"

জলের অভাব ছিল না—পাশেই পুকুর; একটা পরিত্যক্ত হাঁড়ি কুড়িয়ে জল এনে দিতেই ভট্‌চায্যি পাঁচ পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন, পাছে ছিটে লাগে। মানব গরুটির চোখ-মুখ ধুইয়ে, ধীরে ধীরে তার মাথায় আর সেই সদ্য-ভগ্ন শিংয়ের মূলে জল ঢালতে লাগলো। তিন চার হাঁড়ি জল এনে দেবার পর আমাকে বললে—"এখন ধীরে ধীরে ওর গায়ে হাত বুলো।" সে একটা মান-পাতা এনে তার মাথায় হাওয়া করতে লাগলো।

মিনিট দশেক পরে গরুটা কাণ নাড়লে। মানব বললে, "এইবার চট্ করে হরেদের বাড়ী থেকে একটু রেড়ির-তেল নিয়ে আয় ভাই।" তেল আনতেই নিজের কাপড় ছিঁড়ে তেলে ভিজিয়ে সেই ভাঙ্গা শিংয়ের গোড়ায় যে সাদা অংশটুকু বেরিয়ে

পড়েছিল তাইতে জড়িয়ে বেঁধে, জবজবে করে তেলে ভিজিয়ে দিলে। গরুটা একটু একটু মাথা নাড়তে লাগলো, আর তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। পা চারখানা দু' একবার নেড়ে যেন ওঠবার চেষ্টা করলে,—পারলে না।

মানব নিজের কোঁচা দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল, সে বলে উঠল—"এতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল, এইবার যাতনা অনুভব করছে; উঃ, ভারী কষ্ট পাচ্ছে রে—বলতে ত' পাচ্চে না!" মানবের গলার আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি—তারও চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে!—তার চোখে এই আমার প্রথম জল দেখা। আমি অবাক হয়ে গেলুম। সে বললে—"ও এখন উঠতে চায়, উঠতে পারলে বোধহয় নিজের ইচ্ছে মত স্বস্তির উপায় খুঁজে নিতে পারে—আমরা ত' সেটা জানি না! আমার আজ হাতে পায়ে এমন বল নেই যে ওকে তুলে দি,—তোর কর্মও নয়।"

* * * *

পাড়ার ঐ গলি-পথটার ধারেই সিদ্ধেশ্বর ভট্‌চায্যির রাং-চিত্তিরের বেড়া ঘেরা খানিকটে জমি। তার মধ্যে কালকাসুন্দে, আপাং, ওক্‌ড়া আর সেওড়া গাছের সঙ্গে সমন্বয় করে পাঁচ সাতটা বেগুন গাছও মিলেমিশে ছিল; অবশ্য সূক্ষ্মদর্শী ছাড়া সেটা অন্যের নজরে পড়া কঠিন। বেড়ার গায়ে শজনে গাছটির সে-বচরের মত "বেন্‌" ফুরোবার পর, ভট্‌চায্যি মশাই মাচা হিসেবে তার ওপর একটা লাউ গাছ তুলে দিছলেন,—কারণ কবিতা বনিতা আর লতার একটা আশ্রয় দরকার;—তিনি অশাস্ত্রীয় কাজ করেননি। কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞানহীন একটা লাউডগা আশ্রয় ছেড়ে স্বাধীন ভাবে গলি-পথের ওপর ঝুলে পড়ায়, কাণ্ড-জ্ঞানহীন গরুটা তার হাত-দেড়েক টেনে নিয়ে খাবার উদ্‌যোগ করছিল, ইতিমধ্যে এই দুর্য্যোগ!

গরুটা নড়চেনা দেখে ভট্‌চায্যি ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গিছলেন,—তারপর তাকে একটু নড়তে দেখে, তাঁর সে ভাবটা ফিকে হয়ে আসছিল। এমন সময় গরুটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার কথাটা তাঁর কাণে পৌঁছুতেই, হাতের বাঁশটা বাগানের মধ্যে ফেলে ব্যস্ত ভাবে বললেন—"আমি ধরচি।" অর্থাৎ—তিনি তখন বামাল সরিয়ে—চোখের আড়াল করতে পারলে বাঁচেন,—অন্যত্র যা হয় হোক গে;—মতলবটা এই।

মানব সবেগে মাথা তুলে বললে—"এদিকে আসবেন না। নিজের নিজের যমকে সকলেই চেনে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি—কসাই কাছে এলে গরু শুয়ে পড়ে—থর্ থর্ করে কাঁপে। এখন যাতনায় ওর প্রাণ ওলোট্ পালোট্ খাচ্চে, আপনাকে দেখলেই ও মরে যাবে।"

সিধু ভট্‌চায্যি বুঝেছিলেন—গরুটো এ-যাত্রা আর মরচে না। সেই সাহসে চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—"কি, তুই আমাকে কসাই বলিস!"

মানব সহজ ভাবেই বললে—আমার বলবার ত' দরকার নেই ভট্‌চায্যি মশাই, ও যে সেটা বুঝেছে!"

ভট্‌চায্যি চীৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে বললেন—"কি—ব্রাহ্মণকে এত বড় কথা, উচ্ছন্ন যাবি,—জানিস তোর জ্যাঠা আমায় পায়ের ধুলো নেয়! দিনান্তে দু'টো শাস্ত্রীয়-গ্রাস মুখে দিতে হয়, তাই কত করে দু'টো সাত্বিক-আহারের বীজ চারিয়ে রেখেছি,—এর মূল্য তোরা কি বুঝবি। ধর্মের যে অন্তরায়,—তার একটা কেন—একশোটা খুন—

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এজন্মে আপনার সাত্বিক আহারের অভাবই হবে না।"

ভস্মলোচন কি ভাবে চাইতেন জানি না, কিন্তু সিধু ভট্‌চায্যি আমার দিকে যে-ভাবে চাইলেন, তাতে আমার সেই সার্থক চক্ষুরত্নটিকেই মনে পড়েছিল।

মানব একটু উৎফুল্ল মুখে সহসা আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো—"মা কালীকে কথ্‌খনো ভুলিসনি রে—অমন মা আর নেই! বিপদে ডাকলেই উপায় করে দেন;—যেই ডেকেছি—ঐ ত্যাখ্, মা 'দোস্ত্'কে পাঠিয়ে দেছেন! এ আমি অনেকবার দেখেছি রে।"
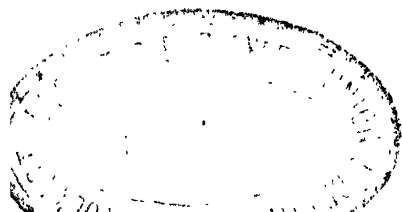
চেয়ে দেখি, সত্যিই আজিজ্ আসছে। আজিজ্‌কে আগে আমরা আগা সায়েব বলে ডাকতুম। সে আমাদের গ্রামে মেওয়া বেচতে আসতো। তার সঙ্গে মানবের বন্ধুত্বের একটু ইতিহাস আছে,—সেটা না বল্‌লে কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে,—ওদের দু'জনকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন না।

যুবাটি বলিলেন—"দয়া করে সবটাই বলবেন।"

বলিলাম—"একুশ-বাইশ বচরের এই সাড়ে-ছ'ফুট পুরুষটি সাত-ফুট লাঠি হাতে করে, বড় বড় কুচ্‌কুচে-চুল আর ঢিলে পোষাকের ওপর কোমরে নীলরংয়ের চাদর আর মাথায় কাল রঙের পাগড়ি বেঁধে, প্রথম যেদিন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে, সেদিন মেয়ে পুরুষ সকলেই সভয়ে দোরে খিল দিছল, আর ছেলে-মেয়ে সামলে ছিল;—এমন কি বারবার গুণে দেখেছিল—সবগুলো আছে কিনা! কারণ—লোকটি যে "ছেলেধরা" তার প্রমাণ খুঁজতে কারুরই বাড়ীর বার হবার দরকার হয় নি,—তার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা আর তার মেওয়ার ঝোলাটাই সেটার প্রমাণ দিচ্ছিল। তার ওপর তার কোমরে একখানা ছোরা থাকায়, আর তার বাঁটের ওপর পেতলের পেরেকগুলো ঝক্-ঝক্ করে জ্বলতে থাকায়—সকলকে ভয়ে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। তার অমন সুন্দর নাক চোখ আর গোলাপী আভাযুক্ত গৌরবর্ণটাও তার বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে গিছলো, কারণ—ঐ বাড়াবাড়িটাই ত' ভাল নয়!

গ্রামে তা-বড় তা-বড় নিরীহ-পীড়ক মামলাবাজ, "বাস্তু-ভক্ষক" শূরবীর থাকা সত্বেও সেদিন কারো সাড়াশব্দ ছিল না। কেবল তের বচরের মানবই একা,—"পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়" শব্দের মধ্যে—এগিয়ে গিয়ে তাকে বলেছিল—"তুমি কোন্ হায়,—তোমরা বাড়ী কোথায়,—এখানে কেন আয়া,—মতলব কি হায়?" ইত্যাদি।

আজিজ্ তাকে সহাস্য-মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দেয়,—সে কাবুলের লোক,

মেওয়া বেচতে এসেছে, কিছুদিন "উদরপোড়ায়" (উত্তরপাড়ায়) থাকতো, এখন "হালুমবাজারের" (আলমবাজারে) থাকে।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দু'জনের প্রথম আলাপ হয়। পরে মানব তাকে বলে—"আচ্ছা ভাই, বেশ্ বাত্ হায়—অন্য দিন আও ;—আমি সকলকে বোল্‌কে রাখবো,—আজ কিন্তু চোল্‌কে যাও। তোম্‌কো দেখে মেয়েরা ডর পেয়েছে—বেরুতে পারতা নেই।"

আজিজ্ জিজ্ঞাসা করে—"কেয়া মরদ্-লোগ্ ভি ডর্‌তা হায় ?" তাতে মানব বলে—"হাঁা তা ডর্‌তা বইকি—সব মেয়ে-মরদ্ হ্যায় যে! তাদের আমি সব বুঝিয়ে দেগা, তুমি দু'চার দিন পর-মে এসো।"

আজিজ্ খুব খুসী হয়ে বললে—তুম্ সাচ্চা মরদ হায়,—আজ্‌সে তুম্ হামারা দোস্ত্,—হাত মিলাও"—এই বোলে হাত বাড়াতেই, মানবও হাত বাড়িয়ে দিলে।

আজিজ্ সপ্রেমে তার হাত ধরে বললে—"আচ্ছা দোস্ত্—আজ হাম্ যাতা হায়,—ইস্‌মেসে যো খুসী উঠা লেও—ইয়ে তোমারই হায়" বোলে মেওয়ার ঝোলা খুলে তার সামনে রেখে দিলে।"

মানব ইতস্ততঃ করে বললে—"তুমি বেচতে আয়া হায়, আমি তোমরা লোকসান করতে পারেগা নেই।"

আজিজ্ তাতে বলে—"তাহ'লে আমি এখান থেকে এক-পা নড়চি না।" পরে তার সবিনয় আর সপ্রেম অনুরোধ এড়াতে না পেরে মানব বললে—"আচ্ছা ভাই হাম্‌কো একটা বেদানা দেও—সন্ন্যাসীজেলের লেড়কার বড় বিমার, তারা বড় গরীব—কিন্‌তে পারতা নেই,—তাকে দেগা। তাতে তোমার ভালো হোগা—তারা কতো আশীর্বাদ করেগা।"

আজিজ্ আধ মিনিট তার মুখের পানে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে,—চোখে মুখে হাসি ফুঠিয়ে বললে—"বাঃ, মরদ আওর রদ একৃহিমে—বাঃ! ইয়ে লেও তোমরা সাড়াশীকে লেড়কাকে ওয়াস্তে,"—এই বোলে—দু'টো বেদানা আর দু'টো অ্যাপেল দিয়ে তার দু'হাত জোড়া করে দিয়ে চট্ করে তার কোঁচাটা টেনে নিয়ে, তাতে চারটে বেদানা চারটে

অ্যাপেল এক পেটি আঙ্গুর আর এক আঁজলা আক্‌রোট্‌ বেঁধে দিলে! মানবের কোন ওজর কোন আপত্তি কাজ দিলে না। তখন সে বললে—"আচ্ছা—একদিন এর বদ্‌লা আমি লেগা, তখন মজা টের পায় গা!"

শুনে আজিজ্‌ হো হো করে হাসতে হাসতে বললে,—"আচ্ছা দোস্ত্‌ লেনা—দেখা যায় গা!"

তার সেই বিশাল বুকভরা সরল হাসি, আর বুকভরা আওয়াজ্‌ আমাদের ক্ষুদ্র পাড়াটার রন্ধ্রে পৌঁছে গিছলো। তারপর সে মানবদের বাড়ীটা দেখে নিয়ে,—"আচ্ছা দোস্ত্‌ আজ হাম্‌ বড়া খুস্‌ হোকে চলা" বোলে, তার সঙ্গে সেলামের আদান প্রদানের পর—স্ফুর্তি আর আনন্দ মাখা মুখে মশ্‌ মশ্‌ করে বেরিয়ে গেল।

[ওই "বদ্‌লা" নেবার কথাটা এইখানেই শুনিয়ে রাখি,—পরে আর অবকাশ পাব না।—]

—গ্রামের মধ্যে সর্বোচ্চ একটি নারকোল-গাছ ছিল। তার ডাব-গুলি দেখতে ছিল লাল, খেতেও তেমনি সুমিষ্ট। কিন্তু অত উঁচুতে উঠতে কেহ সাহস পেতনা।—

একদিন মানব সেই গাছ থেকে এক-কাঁদি ডাব একহাতে ঝুলিয়ে যখন নাবতে মাত্র আরম্ভ করেছে,—আজিজ্‌ এসে পড়লো।

—দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। বিচলিত ভাবে ঝোলা ফেলে—নেমাজ পড়তে বসলো,—পারলেনা। উঠে গাছতলায় গিয়ে দু'হাত বিস্তার করে দাঁড়ালো। বিপদাশঙ্কায় অভিভূত!

—মানব ভূমিস্পর্শ করলে তার সংজ্ঞা এলো,—বদ্ধ নিশ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে গেল। সে মানবকে বুকে চেপে ধরলে—"এ্যায়সা আউর মত্‌ করো দোস্ত্‌!"—পাহাড় গলে যেন ভালবাসার ঝরণা বেরিয়ে এলো!—

—মানব সে-দিকে দেখেনি, সে তাড়াতাড়ি সেই কাঁদিটি তার ঝোলার মধ্যে ভরে দিয়ে—হাসতে হাসতে বললে—"বদ্‌লা হায়!"

আজিজ্‌ সেলাম করে বলল—"দোস্ত হাম্‌ হার গিয়া।"

বীরের ভালবাসা—বীরের মতই হয়। যেমন অপরিসীম তেমনি মধুর !]

* * * * *

এইবার যে যার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে মানবকে ঘিরে, কেহ তিরস্কার, কেহ উপদেশ, কেহ পরামর্শ বিলুতে আরম্ভ করলেন। কেহ বললেন—"ডানপিটে ছেলে কোন দিন মরবে দেখচি !"

রাখাল রায় বললেন—"আমরা বেরুলুম না আর মদ্দামি করে উনি এগিয়ে গেলেন। গ্রামে ত' আর মাতব্বর কেউ ছিল না ! কেন,—আমাদের ভয় ছিল না কি ! অমন ঢের দেখেচি ! তবে কি না ও-বেটারা ম্লেচ্ছাচারী মন্ত্রবাজ, তুক্‌তাক্ ঢের জানে। হিঁদুর ছেলে,—মন্ত্রশক্তি ত' মানি,—তাই ! যাক—ওসব কাছে রাখিসনি, আমি কাপড় ছেড়ে এসেছি, দে গঙ্গায় দিয়ে আসি।"

দীনু গাঙ্গুলী কথা কবার জন্যে তিনচার বার হাঁ করে ছিলেন, ফাঁক পেতেই বলে উঠলেন,—"ওরে বাপ্‌রে—শুনেছি ওদের কাবুলে বাড়ী, সেটা কি মানুষের দেশ ! হুঁ হুঁ—কামিখ্যে থেকেই মানুষ ফেরে না, আর কাবুল ত' তার আরো উদিকে ! খবরদার ও-সব খাস্‌নি, রক্ত উঠে মরবি,—ফেলে দে—"

সিধু ভট্‌চায্যি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—"উহুঁ উহুঁ—আমি ওর ব্যবস্থা ঠাউরেছি,—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না হলে হবে না ; বেটা আমাদের কাছে মামদোবাজি দেখাতে এসেছে ! ও-সব দে-দিকি আমায়, —নারায়ণকে নিবেদন করে দিয়ে ওর ভিরকুটি বার করে দিচ্ছি ! হুঁ হুঁ —আমার বাড়ীতে জাগ্রত দামোদর রয়েছেন—যা দেবে তখুনি ভস্ম ! বেদানা ত' বেদানা—কামানের গোলা উড়ে যায় ! শুনলে—ব্যাটা আর এ-পথ মাড়াবে না। তোর কোনো ভয় নেই, —দে তুই আমাকে দে।" এই বলে কোঁচাটা পাতলেন।

মানব প্রথমটা 'থ' মেরে গিছলো ; সিধু ভট্‌চায্যির কথা শুনে বললে, —"বাঃ, ঠাকুর-দেবতা আমাদের মা-বাপ না ? যা নিজে খেতে পারি না —তাই খাইয়ে মা-বাপের মুখে রক্ত তোলা কেন ?"

রাখাল রায় বললেন—"ঠাকুর-দেবতার কথা আর আমাদের কথা ! ও পাপ রাখিসনি—ল্যাটা চোকাতে দে—"

মানব একদম সাফ জবাব দিলে—"যান—আমি দেবনা।"

রায় মশায় তখন চটে বললেন—"তবে মরগে যা,—তখন কেউ যেন না বলে—সিধু ভট্‌চায্যি, রাখাল রায় এঁরা উপস্থিত থেকে, সব জেনে শুনেও কোনো কথা কন্‌নি। তোমরা সবাই শুনলে ত',—বস্ আমরা খালাস।"

মানব সন্ন্যাসীর জেলের ছেলেটির জন্যেই সব বেদানা আর অ্যাপেল দিয়ে এলো; আঙ্গুরগুলো পরে দেবে বলে রাখলে। কেবল একটা বেদানা আর একটা আ্যাপেল নিলে,—আর আকরোট্‌গুলো সব। ছেলেদের দিলে পাছে তাদের মা-বাপ ভয় পান, তাই দিতে পারলে না,—আমরা দু'জনেই গঙ্গার ঘাটে বোসে ভোগ লাগালুম।

*　　*　　*　　*　　*

আজিজের সঙ্গে মানবের এই প্রথম দিনের পরিচয়। তার পর সেটা কি প্রেমেই পরিণত হয়েছিল! যাক, কি বলতে গিয়ে কি সব বলে চলেছি! মানব কি আজিজের কথা পড়লে আমার হুঁস্ থাকে না,—মাপ করবেন। এ জীবনে আর আমার এ দুর্বলতা যাবে না। আপনাদের বললেই হত—আজিজ্ ছিল কাবুলী মেওয়াওলা, মানবের সঙ্গে ছিল তার খুব ভাব।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনি মাপ করবার কথা কি বলচেন! আপনার দুর্বলতার দৌলতেই না পুরো জিনিসটে শুনতে পাবার পথ পেয়েছি। আজ তিন মাস তিনটি "প"য়ের পাল্লায় পড়ে জীবনটা বড় একঘেয়ে বোধ হচ্ছে; সকালে—পোস্ট আপিস, দুপুরে 'পাসা,' বিকেলে 'পাইচারি';—রাতের 'পরোটা' ভক্ষণটা না হয় বাদ দিলুম,—কারণ যেখানেই থাকি—পেটে ওটা পড়াই চাই! না—ত' হবে না মশাই, ওটা in detail—ওর সবটা বলতেই হবে।"

হাসিয়া বলিলাম—"আগে গরুটারই একটা উপায় হোক!"

ভদ্রলোকটি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন—"ইস্ তাই ত', তা ত' বটেই—মাপ করবেন!"

আজিজ্ হাসি-মুখে উপস্থিত হয়ে—মানবের চোখমুখ দেখেই বলে উঠলো—

"কেয়া দোস্ত্,—তোমরা ক্যা হুয়া !" পরে গরুটির ওপর দৃষ্টি পড়ায়—"ইয়ে ক্যা হায়, শিং কোন্ তোড়া,—মর গিয়া ?"

এই সময় গরুটা আর একবার ওঠবার চেষ্টা করায়, সে বলে উঠলো —"সুকুর খোদা [ভগবানকে ধন্যবাদ] জিতা হায়।"

মানব বললে—"হাঁ দোস্ত্, জিতা হায়, কিন্তু বড় কষ্ট পাতা হায়, উঠতে চাতা - উঠতে পারনে সেক্তা নেই। আমার বড় জোর্-বোখার হুয়া ভাই, তাকত্ নেই যে খাড়া করকে দি। তাই বোসকে বোসকে ভাবতা থা, কালী মা তোমাকে পাঠিয়ে দিলে, একবার হাত লাগাও দোস্ত্। কিন্তু ছোড়কে মত্ দিও ; কি জানি দাঁড়ানে পারেগা কি না ; বড়া কঠিন চোট্ খায়া ভেইয়া। বোলতে ত' পারতা নেই"—বলতে বলতে মানবের গলা আবার ধরে এলো। সে মাথা নীচু করে গরুটির চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলো ; লুকিয়ে নিজের চোখও মুছে ফেললে ! সেটা আজিজের চোখ এড়ালো না।

আজিজ্ ঠাউরেছিল,—মানব বোধহয় কোন কারণে রাগের মাথায় হঠাৎ মেরে থাকবে ! এখন তার আর সে সন্দেহ রহিল না ; সে দ্রুত মানবের পাশে বসে-পড়ে, তার পিঠে হাত দিয়েই চমকে গেল ! আজিজের মুখের গোলাপী আভা ফস্ করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ; সে স্নেহমধুর আগ্রহে বললে—"চলো দোস্ত্, তুম্‌কো পহ্‌লে ঘর্ পৌছাদেঁ ; —ইয়ে কাম্ হামারে উপর ছোড়ো।"

মানব বললে—"আমি আচ্ছা আছি ভাই, তুমি ইস্‌কো ধীরে ধীরে একবার খাড়া কোর্‌কে দাও—আমি দেখি।"

আজিজ্ আর দ্বিরুক্তি না করে —ঝোলা ফেলে, আস্তিন গুটিয়ে, গরুটিকে কায়দা করে ধরতেই, মানব তার গলা তুলে ধরলে। আজিজ্ নিমেষ মধ্যে তাকে বেড়াল ছানাটির মত তুলতেই, মানব ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—"পাকড়ে থাক্‌না ভাই।" আজিজের মুখে একটু হাসি এলো, সে বললে—"ডরো মত্ ভাই, হাম্ ছোড়েঙ্গে নেই।"

দাঁড় করিয়ে দিতেই গরুটি একটা কাতরধ্বনি করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাক দিয়ে আধপোর বেশী রক্ত সয়্‌সয়্ ক'রে বেরিয়ে গেল।

"সব মিথ্যে হল, সাত্ত্বিক-গোহন্তা অ্যাকেবারে মেরে ফেলেছে রে,—তুই দেখিস লোকেন, যে অজ্ঞান অসহায়কে এমন করে মারে, তার কথ্খনো ভাল হবে না!"

আজিজ্ শুনলে,—বোধহয় বুঝলে, সব চেয়ে বেশী বুঝলে—তার দোস্ত্কে লোকটা কি বেদনা দিয়েছে; কিন্তু কথা কইলে না,—সেই তিন-চার মোণ জীবটিকে এক ভাবেই ধরে রইল। গরুটি কেবলই নিজের ভারটা চারটি পায়ে চারিয়ে দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পাচ্ছিল। ওর রক্তটাই প্রাণপথ রোধ করে তার যাতনার কারণ হয়েছিল। সেটা নিঃশেষে বেরিয়ে যেতেই সে ফোঁশ্ করে একটা বদ্ধ নিঃশ্বেস ফেলে চার পায়ে ভর দিতে পারলে।

শিশু যখন প্রথম হাঁটবার আগ্রহ দেখায়, মা যেমন আনন্দ গভীর অন্তরে-হাসিভরা চোখে, হাত ধরে ধরে তাকে অজানা জীবন পথে যাত্রার প্রথম পা-ফেলাটি শেখান, আজিজও আজ গরুটিকে সেই ভাবে মিনিট দশেক মক্স করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে।

মানব বলতেই আমি তাড়াতাড়ি জল এনে গরুটাকে খাওয়ালুম। কি তেষ্টাই তার পেয়েছিল! সোঁ সোঁ করে তিন হাঁড়ি জল খেয়ে ফেললে। তার পর সে মাথা তুলে একবার আজিজ্কে, একবার আমাকে দেখে নিয়ে—চঞ্চল ভাবে ডান দিকে ফিরেই তখুনি বাঁ দিকে গ্রীবা বক্র করে স্থির হল। মানব আর দাঁড়াতে পারছিল না, বেড়ায় ঠেশ দিয়ে বসে পড়েছিল! তাকে দেখতে পেয়েই গরুটা দু'পা ঘুরে তার দিকে এক দৃষ্টিতে অপলক-নেত্রে চেয়ে রইল; তার চোখ দু'টো আবার জলে ভরে উঠলো! মানব তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এই ভাবে দু'চার মিনিট কাটবার পর, মানব তাকে বললে—"যাও মা—এইবার বাড়ী যাও।" মানবের কথা সে যেন বুঝতে পারলে,—সে ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে গিয়ে অক্ষয় গুরুমশার পাঠশালায় আশ্রয় নিলে।

ব্যাপারটা দেখে আজিজ্ বলে উঠলো—"বাঃ খোদা! তুহি সবকুছ্!"

আমি অবাক হয়ে গেলুম। ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। বহুদিন পরে

কাশীতে একজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"বেদান্ত পড়া হয়েছে ?" আমি বলেছিলুম—"আজ্ঞে না, পড়া হয়নি,—দেখা হয়েছে।"

মানব বললে—"লোকেন, ওকে আজ ফ্যান এনে খাওয়াস,—তাতে একটু নুন দিস ভাই ; আমি আজ আর কিছু পারছি না। আর একটা কাজ করিস,—আমি পারলুম না, তোকেই করতে হবে ভাই। ঐ সাত্ত্বিক-খেগো খোক্কোসের লাউডগাগুলো একটাও যেন ওর সাত্ত্বিক-গর্ভে না যায়—সবগুলি কেটে গরুকে খাওয়াবি। থাকলেই আবার ও গো-হত্যা করবে। আহা—মুখে মাত্র করেছিল,—পাষণ্ড খেতেও দেয়নি,—ঐ পড়ে রয়েছে ছাখ্‌না! আজ রাতেই খাওয়াতে হবে,—জড়টা আর মারিস নি। কেমন—"পারবি ত' ?"

আমি একটা "কাজের-মত-কাজ" পেয়ে খুব উৎসাহে ঘাড় নেড়ে একটা জোর "হুঁ" দিলুম। তার তরে ত' বড়-কাজ পাবার জো ছিল না—বেলদার হয়েই থাকতে হত। এতে এমন বুঝবেন না যে সেটা সে বাহাদুরী নেবার জন্যে কোরত ; আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলার জন্যেই কোরত,—আমার গায়ে না আঁচ লাগে। তেমন ভাল আর কে বাসবে,—সে ভালবাসা আর কারুর কাছে পাইনি !

আজিজ্ বাংলা কথা বুঝতে শিখেছিল ; এতক্ষণ পরে বলে উঠলো "আব্ কহো তো দোস্ত্—ইয়ে কোন্ কসাইকে কাম হায় ?"

মানব তাড়াতাড়ি বললে—"উস্‌কো তুমি নেহি জান্‌তা,—যানে দেও ভাই।" কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"জান্‌তা বই কি, ঐ যে হরিসভামে সব্‌সে বেশী কুদ্‌তা আর কাঁদতা !"

আমি তখন লক্ষ্য করিনি যে এতক্ষণ আজিজের আফগান রক্ত চোখে মুখে ছুটে এসেছে। মানব সেটা লক্ষ্য করে তাকে থামাবার তরেই বলেছিল—"তুমি তাকে নেহি জান্‌তা,—যানে দেও ভাই।"

আজিজ্ আমার দিকে চেয়ে বললে—"ওহি সিদেশাঁড় ভুট্টাজি (সিদ্ধেশ্বর ভট্‌চায্যি) ? কাফর্, বেদরদ্ সয়তান, হামারা দোস্ত্‌কা দিল্ এত্‌না দুখায়া কে আঁশু (অশ্রু) দেখনে পড়া ! উস্‌কো হাম্ জান্‌সে মার দেগা—আজ-ই !"

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বক্ষণেই মেঘটা সরে গিয়ে, একটু চাঁপা রংয়ের আলো দেখা দিছলো। আজিজের দিকে চেয়ে দেখি—

সর্বনাশ! আমার বুক কেঁপে গেল! মানব আমার দিকে তিরস্কারপূর্ণ চোখ চেয়েই, ধীর-পদে এগিয়ে—আজিজের হাত দু'টি ধরে তার বুকে মাথাটি রাখলে। মুহূর্তেই আজিজের বুকটা স্ফীত হয়ে একটা তপ্ত শ্বাস বেরিয়ে গেল। তার তুলিদে-আঁকা চোখ দু'টি নত হয়ে মানবের কাতর মুখটির ওপর স্থির হল,—সে মানবের পিঠে সস্নেহে হাত বুলুতে লাগলো। মানব নিজের আবেদনপূর্ণ চোখ দু'টি আজিজের চোখের উপর রেখে বললে,—"ভাই, আমার দোস্ত্ কি কভি না মরদ হতে সেক্তা, সে শিয়াল নেহি মারতা—শের্ (বাঘ) মারতা! সরম্ মত্ নিয়ো দোস্ত্—ওকে মাপ করো।"

আজিজ্ আধমিনিটটাক তাকে বুকে চেপে থেকে শেষ বলে উঠলো—"তুম হামারা সচ্চা বাহাদুর হায়,—আচ্ছা—দোস্ত্,—আব্ চলো ঘর পৌছাদেঁ।"

বাড়ীর দোরগোড়ায় পৌছে মানব আজিজ্‌কে সেলাম করে, বালকের মত সরল কণ্ঠে বললে—"ফের্ কব্ আসবে?" আজিজ্ বললে—"সোচো মত্—হাম্ রোজ আওয়েগা দোস্ত্।"

মানব তখন আমার দিকে ফিরে,—"দাঁড়াতে পাচ্ছি না রে—সকালে আসিস ভাই," বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। আজিজ্ আর আমি তখনো সেইখানেই আছি, দেখি মানব ফিরে আসছে। আজিজ্ বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত্—কোই বাত হায়?" মানব কেবল—"ভুল গিয়াথা" বলে, হাসিভরা চোখে আজিজকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে'ই জলভরা চোখে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজিজের মুখ থেকে রংটা সহসা সরে গেল, ঠোঁট দুখানা ফাঁক হয়ে গেল, সচিন্ত স্বরে তার মুখ থেকে বেরুলো "ইয়ে ক্যা"। আমি কথা কইতে পারলুম না। আজিজ্ যেন কেমন হয়ে গেল।

সে আমার হাত ধরে খানিকটে নিয়ে গিয়ে একটা পোলের ওপর বসিয়ে নিজেও বসলো; তার পর সেদিনকার সারাদিনের সব ঘটনা শুনতে চাইলে।

আমি এক এক করে সব বলে গেলুম,—জ্বর-গায়ে এক-ঢিলে জলের মধ্যে সাত আট সের মাছ মারা,—সঙ্গে সঙ্গেই ডুব,—উঠেই এক প্রকাণ্ড কেউটের সাম্‌নাসাম্‌নি,—সাক্ষাৎ-মৃত্যু সেই ভীষণ ক্রোধোন্মত্ত ক্রূর বিষধরকে নিমেষে মুঠোর মধ্যে ধরা, আর তাকে শেষ করে ফেলে দেওয়া; ভিজে কাপড়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে অর্ধ-চেতন অবস্থায় চলতে চলতে লাঠির শব্দ আর কাতরধ্বনি শুনে তীরবেগে ছুট,—গরুর শুশ্রূষা,—তার পর আজিজ্‌ নিজেই সব দেখেছিল।

আজিজ্‌ উত্তেজিত গর্বোৎফুল্ল ভাবে বলে উঠলো—"হামারা দোস্ত্‌ পূরা 'আলি' হায়,—তোমরা বাংলাকে শের্‌ হায়!" পরক্ষণেই তার ভাবান্তর দেখলুম; চিন্তিত ভাবে বললে—"বোখারকে উপর বহুত্‌ ধাক্কা লগা,—খুন শিরমে পৌঁছ গিয়া হোগা;—বোখার বিগড়্‌ যা সক্তা; আচ্ছা-হাকিম্‌ বোলানে কহো। রূপেয়া কোই চিজ্‌ নেহি—হাম্‌ দেগা;—সম্‌ঝা বাহাদুর?" (আজিজ্‌ আমাকে বাহাদুর বল্‌তো) এই বলে ছ'টা বেদানা আর একপেটি আঙ্গুর আমার হাতে দিয়ে বললে—"দোস্তকে ওয়াস্তে হায়,—দেকে ঘর্‌ জানা। কহনা—হাম্‌ রোজ্‌ আয়গা।"

আজিজ্‌ চলে গেল।

৩২

আমি মানবদের বাড়ী বেদানা আর আঙ্গুর দিয়ে ফিরলুম; তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মানবের হুকুম মনে পোড়ল,—বাড়ী যাওয়া হল না। সোজা সিধু ভট্‌চায্যির শজনে গাছে উঠলুম। ছুরি ট্যাঁকেই থাকতো, বার করে হাতে নিতেই —দোর খোলার শব্দ পেলুম। এক হাতে লাণ্ঠান, এক হাতে একটা হাঁড়ি নিয়ে—এদিক-ওদিক দেখে, গামচা-পরা সিধু ভট্‌চাযিয় বেরুলো। ভাবলুম—দেখতে পেলে নাকি! লাউপাতার আড়ালে স্থির হয়ে রইলুম। দেখি—বকের মত পা-ফেলে এসে, যেখানে গরুটা শুয়ে পড়েছিল—সেইখানে লাণ্ঠান নিয়ে—দু-পা ফাঁক করে কখনো বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে—আঁজলা আঁজলা মাটি তার ওপর চাপা দিতে

লাগলো। বুঝলুম—গোরক্ত গোপন করা হচ্চে। তারপর পবিত্র করণের মশলা-গোলা হাঁড়ি নিয়ে, তার ওপর ছড়া দিয়ে, চোরের মত চট্ গিয়ে দোরে খিল দিলে। হিন্দুধর্ম হাসলেন কি কাঁদলেন বলতে পারি না।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে—সাত্ত্বিক লাউডগাগুলি নির্বিঘ্নে সাফ করে নাবলুম। সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে গরুটির সামনে ধরে দিয়ে গব-মিশ্রিত আনন্দ নিয়ে বাড়ী গেলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ফ্যান্ খাওয়াতে এসে দেখি—ডগাগুলি প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছে,—সকাল না হতে বাকি ক'গাছার চিহ্নও থাকবে না, —সে সম্বন্ধে আর উদ্বেগ রইল না।

মাছ দেখে দিদি এত খুসী ছিলেন যে ফ্যান কি নুন চাওয়ায়, সে দিন—"ক্যান্-র‍্যা" পর্যন্ত তাঁর মুখে আসেনি! যাক, সেদিন একলা একটা কাজের-মত কাজ করে—মুখে আর বুকে আনন্দ আর গর্ব ধরছিল না। মানব শুনে কি খুসীই হবে,—এই কথাটাই ছিল তার প্রধান আশ্রয়। যে-কাজের বাহবা দেবার কেউ নেই—মানুষ সে কাজ স্বইচ্ছায় করে না,—সে কাজ যে প্রেমশূন্য! এখন কিন্তু বুঝেছি—মানুষ নানা কারণে নানা কাজ করে থাকে। বুঝে কিন্তু সুখ পাইনি,—না বুঝাই ছিল ভাল।

শরীর মন দুই-ই শ্রান্ত আর অবসন্ন ছিল;—ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা হয়ে গেছে। মানবের কাছে ছুটলুম। দেখি—গরুটা সামলে উঠেছে,—আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্ছে। একটা ভাবনা গেল।

মানব জেগেই ছিল,—আমি ঘরে ঢুকতেই—"গরুটাকে দেখে এসেছিস ত',—বোস," বলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে বোসলো। তার চোখ তখনো লাল হয়ে রয়েছে দেখে, খবরটা হেসে দিতে গিয়ে পারলুম না; সহজ ভাবেই বললুম—"সে আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্ছে।" শুনে সে বললে—"হবে না—মা কালীকে জানিয়েছিলুম,—তবু ভাল করে বলতে পারিনি রে! মাথা যেন ফেটে

যাচ্ছিলো,—দেখলি ত'।" জিজ্ঞাসা করলুম—"এখন কেমন আছ?"—"তেতোটা নেই,—তবে আছে।"

গায়ে হাত দিয়ে দেখি—বেশ গরম! সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়; হ্যাঁ—সিধু ভট্টাচায্যির সাত্বিক ডগাগুলোর কিছু করতে পারিসনি বোধহয়,—ও কি তুই রাত্তিরে পারিস!"

আমি সগর্বে বললুম—"কেন পারব না,—তুমি ত' আমাকে কিছু করতে দাও না—তাই! সে কাজ সেরে, গরুকে দিয়ে তবে বাড়ী গিছলুম, একটি ডগাও রাখিনি।"

সে আনন্দে আমার হাত দু'খানা নিজের হাত দু'খানার মধ্যে চেপে ধরে—একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—"ইয়াঃ—এই ত' চাই!" পরে হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—"আমি কি জানি না রে—তুই পারিস; কি করবো ভাই—যে কাজে একটুও বিপদের ভয় থাকতে পারে, সে কাজ যে তোকে একা করতে দিতে আমার মন সরে না,—তোর যে মা নেই, তোকে সামলাবে কে ভাই! কিছু হলে—তোকে উঠতে বসতে হাজারো কথা শোনাবে, পাঁচ দিন উপোসী থাকলে ডেকেও কেউ খাওয়াবে না, তখন অন্যের দোষগুলোও তোর ওপরেই চাপবে; দিদি কথা কইতে পারবেন না,—লুকিয়ে কেবল কাঁদবেন। ওরে, যার মা নেই রে,—"

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ সে থেমে গেল, তার গলাও ভার হয়ে এসেছিল। আমার চোখে জল দেখে—আমার পিঠে হাত দিয়ে,—জোর করে চোখের কোণে একটু হাসি টেনে বললে—"ওসব বলতে হয় তাই বলা,—ভয় কিরে—বড়-মা ত' মরে না, মা কালী আছেন—আমাদের আবার ভাবনা কি, সেই ত' আসল মা রে! এইবার থেকে সব কাজ তুই-ই করিস, আপনাকে বাঁচাবার জন্যে মিছে কথা কইতে পাবিনি কিন্তু। যা কিছু করা—সবই ত' দুঃখী আর দুর্বলের তরে, তাতে আবার ভয়টা কি? কেমন, পারবি ত'?"

তার কথাগুলো এমন একটা উৎসাহ আর স্নেহ মেখে বেরিয়ে আসতো—তাতে সব ভুলে যেতুম। প্রাণটা নেচে উঠলো, বললুম—"কেন পারব না,—তুমি বললেই পারব।"

মানবের মা দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে তা দেখতে পায়নি! যখন সে বলেছিল—"ওরে যার মা নেইরে—উঃ!" তিনি আর দাঁড়াতে পারেন নি, চোখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে সরে যান।

আমি তার কোন কথাই আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। অনেক দিন সেই সবই ছিল আমার ধ্যান। কিছু দিন পরে বুঝেছিলুম—"যার মা নেই রে—উঃ" উচ্চারণ করেই, সে বুঝেছিল এ কথাটা আমায় কতদূর ভেদ করবে; বলে-ফেলে নিজেও সে খুব ব্যথিত হয়েছিল, তাই পরক্ষণেই আমার মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যেই অতগুলো উৎসাহের কথার অবতারণা করেছিল,—তার মধ্যেও অসত্যের আশ্রয় সে এতটুকু নেয়নি। অমন ব্যথার-ব্যথীও আর দেখলুম না!

আমি যখন, লাণ্ঠান হাতে নিধু ভট্‌চায্যির প্রবেশ,—চারিদিক চেয়ে গো-রক্তের গোয় দেওয়া, আর তার ওপর গোবর-জল ছড়া দিয়ে স্থান শুদ্ধি করণ, শেষ চোরের মত অন্তর্ধানের কথা বললুম, শুনে মানব হেসে বলেছিল—"মিথ্যেটাকেই লোক মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে যায় আর ঢাকতে চায়! এই চাপা-ঢাকাই আমাদের সত্য ধর্মটাকে গলা টিপে মারলে রে! বুঝতে পারি না—এরা ঐ সঙ্গে নিজের মনটাকে চাপাচুপি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে কি করে!"

এখন ভাবি,—জ্বর-অবস্থায় সে যে-সব কথা বলেছিল, সে-সব যেন—আমার খেলার-সাথী মানবের কথা নয়!

* * * *

তার পর জ্বর কমে বাড়ে,—ছাড়ে না। গ্রামের ডাক্তার আসেন যান, ওষুধ দেন—আশ্বাসও দেন। আমিই সর্বক্ষণ কাছে থাকি। আজিজ্ রোজই আসে; —এসে প্রথমেই বেদানা আর আঙ্গুর পাঠিয়ে দেয়। কে অত খাবে—পাঁচ ভূতে খায়। তার পর সে সারাদিন উদাস দৃষ্টিতে বাইরে বসে থাকে। বাড়ী থেকে যে বেরোয় তাকেই জিজ্ঞাসা করে—"দোস্ত্‌কে কেমন দেখলে, কোনো ভয় নেই ত'।" তা ছাড়া আমাকে দশবার ডেকে পাঠায়, কত প্রশ্নই করে,—"দোস্ত্ এখন কি করছে" ইত্যাদি। ফি-বারেই সেই একই সব প্রশ্ন! আবার হঠাৎ যেন চট্‌কা

ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি নিজেই বলে, "তুমি দেরি কোরো না—দোস্তের কাছে যাও!" সন্ধ্যে হয়ে গেলে—'বিমনার মত' ধীরে ধীরে চলে যায়।

ন'দিনের দিন বিকার দেখা দিলে, গ্রামের ডাক্তার বললেন—ভয় নেই। আজিজ্ শুনেই বসে পড়লো একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ রেগে বলে উঠলো—"তোমরা দোস্ত্‌কে মেরে ফেলবে,—আমি বরাবর বলচি ভালো ডাক্তার ডাকো—টাকার জন্যে চিন্তা নেই,—তোমরা যে কেন শুনচ না জানি না! আজ আমি দোস্ত্‌কে একবার দেখবই, কারুর মানা শুনবনা,—কোন বাধা মানবো না।" তার মুখের ভাব দেখে সকলেই ভয় পেলে।

৩৩

আজিজকে দেখবার জন্যে মানব রোজই অধীর হত, আজিজও তার জ্যাঠা-মশাই তারিণী বাঁড়ুয্যের কাছে নিত্য হাত জোড় করে দেখবার অনুমতি চাইত; কিন্তু কোন ফল হত না,—ধর্ম নাকি পথ জুড়ে ছিল!—মানব যে ঘরে ছিল, সে-ঘরে যেতে হলে—ঠাকুর-ঘর পেরিয়ে (অর্থাৎ তার পাশ দিয়ে) যেতে হয়!

এই বিচ্ছেদ মানবকেও যত কাঁদিয়েছে, আজিজের বুকেও ততোধিক বেদনা দিয়েছে। শেষ—মানবের জাটতুতো ভাই রজনী, বাপকে বললে—"বেশ ত' ঠাকুরকে পঞ্চগব্য দিয়ে নাইয়ে নিলেই ত' হবে—সে আর শক্তটা কি! না হয় ঠাকুরকে অন্য ঘরে নিয়ে রাখুন না। রাজমিস্ত্রীরা ঘর ম্যারামত করতে এলে ত' তাই করা হয়। না হয় গোপনে আমি ওদের দেখা করিয়ে দেব। তা না হলে—সে যে-ধাতের ছেলে—ভারী অভিমান আর অপমান বোধ করবে,—এত বড় অসুখের ওপর সে-আঘাতে মানব মারা যাবে—দেখবেন!" বাপ বললেন—"খবরদার—লুকিয়ে যেন কিছু করা না হয়,—সে কথা চাপা থাকবে না,—ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে। আচ্ছা—আগে আমি পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি—তার পর বলবো।" ইত্যাদি।

গ্রামের বড়-বড় নামজাদা অর্থাৎ জোঁদা মাতব্বরদের পাশাখেলার আড্ডা ছিল—তারিণী বাঁড়ুয্যের বাড়ী। সন্ধ্যার পর—খড়ম পায়—হুঁকো হাতে, অনেকেই হাজির হতেন। সে দিনও—রাখাল রায়, দিনু গাঙ্গুলী, সিধু ভট্‌চায্যি, হর মুকুর্য্যে উপস্থিত হলেন। পাঁচজনে মিলে—রজনীর উত্থাপিত প্রস্তাব ধরে—পরামর্শ সভা বসলো। কিন্তু মঞ্জুরী পাওয়া গেল না! সাব্যস্ত হল—আজিজ্ শুধু মোছলমান নয়,—সুয্যি-মামার দেশের লোক—ওরা মগ, আবার "দোম্বা" খায়—যার কুকুদ্‌টা হয় পশ্চাতে! সুতরাং সব ফেঁশে গেল।

* * * *

অনেক করে, আজিজকে নিরস্ত করলুম, বললুম—মানবের বাপ নেই, জ্যেঠা-ই অভিভাবক, তুমি ও-কাজ করলে, এরা আর মানবকে দেখবে না,—সে অযত্নে মারা যাবে।

আজিজ্ বুঝলে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"হামারা দোস্ত্‌কে মাফিক্ দরদী হাম নেহি দেখা,—ইয়ে লোগ্ কেঁও অ্যায়সা বেদরদ্ হায়!" এই ক'টি কথা বলতে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো; সে চুপ করে রইল। পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"হাম্ মাহিন্দর বাবুকো লানে চলা—উও বড়া ডাক্তার হায়;—রূপেয়া হাম্ দেগা।"

বরাহনগরের মহেন্দ্র বাবু সত্যই বড় ডাক্তার ছিলেন; বাগবাজারের পোলের উত্তরে পাঁচ ছ' কোশের মধ্যে অতবড় ডাক্তার আর কেউ ছিলেন না। মানবের অসুখ ছিল আজিজের দিনরাতের দুর্ভাবনা,—সে তাই বড় ডাক্তারের নাম-ধাম সংগ্রহ করেছিল!

আজিজের সঙ্কল্প শুনে রজনী ব্যগ্রভাবে বললে—"আগা-সাহেব দাঁড়াও, আমি বাবাকে একবার জানিয়ে, তোমার সঙ্গেই যাচ্চি;—বাবাই টাকা দেবেন।"

সে অনেক বুঝিয়ে বাপকে রাজি করে এসে আজিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রজনী ছিল মানবের চেয়ে অনেক বড়; কিন্তু মানবের ওপর তার এতটা টান কখনও দেখিনি,—এটা হঠাৎ দেখা দিছল,—বোধহয় আজিজের ব্যবহার দেখে। একজন বিদেশী বিধর্মীর কাছে ছোট না হতে হয়।

মহেন্দ্র ডাক্তার তিন দিন এলেন। আজিজ্ আসবার সময় গাড়ী ভাড়া করে তাঁকে নিয়ে আসতো। গাড়োয়ানকে নিজেই যাতায়াতের ভাড়া আগাম দিয়ে রাখতো।

মহেন্দ্রবাবুর আসবার চারদিনের দিন সকালে শুনতে পেলুম,—তারিণী জ্যেঠামশাই রুক্ষকণ্ঠে রজনীকে বলচেন,—"মহেন্দ্র ডাক্তারের রোজ আসবার দরকারটা কি? কি হয়েছে কি, জ্বর বইতো নয়। বেটা মগ ভারি মজা পেয়েছে! তার ইচ্ছে মত চলতে হবে নাকি! বেটা আমার ভিটেয় বসে নেমাজ পড়ে—তাও সয়ে যাচ্চি, কিন্তু আর সইব না। শুনলেনা কাল সিধু-ভট্‌চাযি্যি ঢুকে গেল! যাবেনা,—সৎ-ব্রাহ্মণে সইতে পারে কি,—হিঁদুর পাড়া! ডাক্তারকে আজ বলে দিও—তিনচার দিন অন্তর এলেই হবে। ওরা নামেই বড় ডাক্তার,—উপকারটা কি হচ্ছে! গোবিন্দ-নাপ্‌তের পিল্ খেলে জ্বর এদ্দিন বাপ্ বাপ্ করে পালাতে পথ পেতো না! লেখাপড়া নাইবা জানলে—লোকটা ধন্বন্তরি;—আট আনা দাও তাতেই খুসী। কেবল তোমার আবদারে"—ইত্যাদি। ছেলের সঙ্গে একটু বচসাও হয়ে গেল।

আজিজের ব্যাকুলতা নিত্যই বেড়ে চলেছিল। কাজ-কর্ম ত' ছেড়েই দিছলো,—তারিণী জ্যাঠার সদরে সারাদিন উদাস বসে থাকত। এখন আর সে এক-স্থানে স্থির থাকতে পারছিল না,—ছট্‌ফট্ করে বেড়াতো। ডাক্তার মানবকে দেখে নীচে এলে,—তাঁর কাছে খবর নিয়ে, আর সেখানে দাঁড়াতনা। ম্লান মুখে চলে এসে আমাদের কাঁটাল-তলায়, ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতো। সব দিন তার নাওয়া-খাওয়া ছিল বলে বোধহয় না। দুর্বল হয়ে আসছিল, তাতেও কিন্তু ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটির তার কমি ছিল না,—মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠেই বেরিয়ে যেতো।

সেদিন সকালে গিয়ে সে মহেন্দ্র ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে আর বলেছে—"হামারা দোস্ত্‌কো আচ্ছা কর্‌দো বাবুজি,—পরদেশী'পর মেহেরবাণী করো! হাম্ গরীব হায়—যো কুছ হায়—ইয়েহি হায়,—ইয়ে গেয়ারা-শো রূপেয়া তুম্ লো, ভাইকো আচ্ছা কর্‌দো, খোদা তোমারা আচ্ছা করেগা,

তুম্‌কো সব কুছ্‌ দেগা।" এই বলে তার চামড়ার ব্যাগ্‌টি তাঁর পায়ে রেখে দিয়েছিল!

মহেন্দ্রবাবু ভাবতেন—রোগীর বাড়ীর সঙ্গে লোকটার মেওয়া-বিক্রী সূত্রে পরিচয় আছে; আর এই অঞ্চলেই থাকে—তাই সে-ই তাঁকে নিতে আসে,—এতটা পথ গাড়ীতেও তার যাওয়া হয়।

কত ক্ষুদ্র আমাদের হিসাব আর অনুমান গুলো!

সেদিন তিনি তাই আশ্চর্য হয়ে বোকার মত চেয়ে রইলেন। এই পাঠানের পাষাণের মত বুকটা-ঢাকা এমন স্নিগ্ধ-কোমল জিনিসও থাকতে পারে! ডাক্তার নিজে ছিলেন শোক-সন্তপ্ত লোক;—ভিজে চোখে ভারি-গলায় বললেন,—"আগা-সাহেব, এ টাকা তোমার কাছেই থাক, আমি তোমার দোস্ত্‌কে আরাম করতে প্রাণপণ চেষ্টা পাব, যতবার যাবার দরকার বুঝবো নিজেই যাব। খোদা যদি কৃপা করেন, তুমি বাইশ দিনের দিন আমাকে যা দেবে আমি লাকো-টাকা ভেবে নেব। এখন নিজের কাছে রাখ। খোদা ভালই করবেন,—চলো তোমার দোস্ত্‌কে দেখে আসি।"

সেদিন ডাক্তার অনেক করে আজিজকে টাকা তুলে রাখতে রাজি করে আসেন। রোগীর এক ভাবই চলছিল। দেখার পর ডাক্তার বাড়ীর কর্তাকে বললেন—"আমাকে ভিজিটের টাকা আর দিতে হবে না, আমি যতবার আসা দরকার বোধ করবো, নিজেই এসে দেখে যাব।' এ'কটা দিন বোধহয় এই ভাবেই চলবে,—এ জ্বর তাড়াহুড়ো করে তাড়ানো যায় না।"

আজিজও কি জানি কি বুঝে আমাদের কাঁটালতলাতেই আস্তানা নিলে,—সেইখানেই নেমাজ পড়তো—সময় অসময় ছিল না। তারিণী জ্যেঠামশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রজনীকে বললেন—"দেখলি—নারায়ণের কাছে সৎ-ব্রাহ্মণের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না—এখনো সে-তেজ রাখি!" রজনী কেবল বললে—"তবে মানবের জন্যেও একটু জানাবেন বাবা।"

উনিশ দিনের শেষ রাত্রে মানব সহসা "মা" বলে ডাকলে। মা সেই ঘরের মেঝেতেই পড়ে ছিলেন। আজ দশ দিনের পর মায়ের চিরকাম্য প্রাণ-জুড়ানো দুর্লভ শব্দটি কাণে যেতেই,—"কেন বাবা—এই যে আমি" বলেই তিনি পাগলিনীর মত এসে, তার বুকে হাত দিয়ে বসে বললেন, "কি বাবা মানু,—কেমন আছ বাবা!"

"কাঁদচো কেন—বেশ আছি ত' মা! তুমি পায়ের ধুলো দাও" বলে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দিলে, আর বললে—"ঠাকুরদের চরণামৃত একটু দাও না মা"। মা তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে চরণামৃত এনে তার চোখে মুখে দিলেন। "আর ভয় কি মা" বলে মার হাতটা নিয়ে নিজের মাথায় দিলে। মা ধীরে ধীরে তার এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে যথাস্থানে দিতে লাগলেন।

আমি তার বাঁ-দিকে একখানি চেয়ারে বসে থাকতুম, সময় মত ওষুধ খাওয়াতুম, বেদানার রস দিতুম, 'টেম্পারেচার' নিয়ে লিখে রাখতুম। আজিজের ছোঁয়া জল অচল বলে, তার-আনা বরফ ব্যবহার করতে মানা হয়ে গিছলো, কাজেই সব দিন জুটতো না!

মানব জিজ্ঞাসা করলে "মা, লোকেন কেমন আছে?" মা বললেন—"সেই ত' দিন রাত তোমার কাছে রয়েছে বাবা!"

এই যে আমি ভাই বলে কাছে যেতেই, একগাল হেসে সে আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলে। বললে—"আমি তোর তরে মনে মনে ছট্‌ফট্ করছিলুম রে; দোস্ত্ কেমন আছে ভাই!"—"সে সারাদিন এইখানেই থাকে" এইটুকু মাত্র বললুম। "আচ্ছা শোন—একটা কথা আগে বলি—আবার ভুলে যাব—দোস্ত্‌কে ত' ভোলবার ভয় নেই!"

তার শেষ কথাটা খুবই ঠিক। বিকারে কেবল দোস্তের কথাই কয়েছে, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথাও ছিল, আর মা কালী আর ছিরু দুলে। কিন্তু এত অসম্বদ্ধ যে ভাল বুঝতে পারতুম না।

বললে "ভাল করে শোন। আমার সেই র‍্যাপারখানা শিবুর কাছে রেখে, তিনটাকা এনে ঐ ব্রাকেটটার ওপর রেখেছি—একদম দ্যালের গা ঘেঁসে। টাকা ক'টা ভাই ছিরুকে আজই দিয়ে আয়, গরীব বড় বিপদে পড়েছে। মজুরী কোরে রোজ দশটি পয়সা পায়—পাঁচটি লোক খেতে। চালে খড় নেই—"দু'আনার বিচুলি কিনতে পারে না—সবাই বসে ভেজে। আজই দিস ভাই—তা না ত' কসাই ছাড়বে না। আজ কি বার র‍্যা ?"

বললুম—"বুধবার"। বললে—"শুক্কুরবার তার ঘটি-বাটী টেনে নে-যাবে বলেছে ! আর যা বলেছে,—যাক।"

ইতিমধ্যে যে দু' শুক্কুরবার চলে গেছে, সেটা মানবের খবর নেই ! ভাবলুম—বিকার অবস্থার খেয়াল—এখনো সে-ঝোঁক পূরো কাটেনি। বললুম—"কে টেনে নে' যাবে, স্বপ্ন দেখলে নাকি !"

"ওরে না না—তোকে বলা হয় নি বুঝি,—শোন। দু'মাস আগে—ছিরু রাখাল রায়ের কাছে আটআনা ধার করেছিল,—দু'মাসে তার সুদ চাই দু'টাকা ! দেখি রায় মশাই একদম তার দাওয়ায়,—আর ছিরু হাত জোড় কোরে অবস্থা জানিয়ে কাঁদচে,—একটু সবুর করতে হবে ঠাকুর মশাই—হরি জানেন, সবাই আজ পাঁচ-দিন মুড়ি আর জল খেয়ে কাটাচ্ছি,—কাজ মিলচে না," ইত্যাদি। পাষণ্ড তার বিধবা মেয়েকে দেখিয়ে এমন একটা খারাপ কথা বললে, ইচ্ছে হল এক চড়ে তার মুখটা ভেঙ্গে দি ! ছিরু নিজে কাণ দু'টো দু'হাতে চেপে কাঁদতে লাগলো !"

"হুঁ—তোদের ঘরে আবার অ্যাতো ! আচ্ছা—শুক্কুরবার টাকা না পেলে কি হাল করি তা দেখবি—ওর কাপড় টেনে,"—বলেই আমাকে দেখতে পেয়ে, চট্ নেবে সরে গেল। রজনীদার সখের টেবিল হারমোনিয়মটা আমার মাথায় ছিল, আকড়া থেকে বাড়ী আনতে বলেছিলেন। ঘেকায়দায় তাড়াতাড়ি নাবানোও যায় না,—জানিস ত' কি রকম লোক.—মাথাটা জ্বলে উঠলো,—চুপ করে চলে আসতে হল, —পাপ হল কিন্তু। উঃ—আবার মাথাটা কেমন করে উঠছে রে !"

বললুম—"থাক—আর কথা কয়ে কাজ নেই,—আমি ছিরুকে দিয়ে আসবো'খন।"

"আর কেবল একটা কথা,—দোস্ত্‌কে একবার দেখাতে পারলিনি ভাই,—তাকে পেলে আমি সেরে উঠতুম!" এই কথা ক'টি এমন উদাস আর কাতর-কণ্ঠে বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললে,—আমার মর্মটা যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলে! পীড়িত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেন আজ শৃগালের কাছে ভিক্ষার আবেদন পাঠালে! বুকটা ফেটে গেল, ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে আজিজকে ডেকে আনি। হায়—কতটুকু দুর্বলতায় মানুষের ক্ষমতা মানুষের স্বাধীনতা আটকে থাকে! কেঁদে ফেললুম, বললুম—"কি করে তা হবে ভাই, ওঁরা বলেন—হিঁদুর বাড়ী,—ঠাকুর রয়েছেন!"

মানব একটু ম্লান-হাসি মুখে এনে হতাশ ভাবে বল্লে "ঠাকুরই আমার বাধা চলেন! ছিঃ, ঠাকুরের নামে এমন বদনাম কখনো করিসনি ভাই।" এই বলে ঠাকুরের উদ্দেশে দু'হাত এক করে মাথায় ঠ্যাকালে। তার পর সে যেন ভাবনা চিন্তার পরপারে দাঁড়িয়ে মুক্ত পুরুষের মত বললে—"দোস্ত্‌কে আমার সেলাম্ জানাস—মাপ করতে বলিস। আর দ্যাখ্ লোকেন—হিঁদু হোসনি ভাই,—মানুষ হোস্! একটু জল",—জল খেয়ে সে পাশ ফিরে শুলো। বাইরে তখন আলো দেখা দিয়েছে।

আজ বিশ দিন! বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার এলেন, সব শুনলেন;—দেখলেন কিন্তু নিত্য যা দেখেন,—সেই পূর্বভাব। ওষুধ লিখে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন।

আমরা ভেবেছিলুম বিকার কেটে গেছে। মা-ও তাই আজ অনেক দিন পরে গঙ্গাস্নান করে মা মুক্তকেশীর পূজা দিতে গিছলেন।

ক'দিন পরে আজিজ্ আজ কাণ প্রাণ সজাগ করে, আমার কাছে সব শুনলে।—"দোস্ত্‌কে পেলে আমি সেরে উঠতুম,—দোস্ত্‌কে আমার সেলাম জানাস, আমাকে মাপ করতে বলিস"—মানবের এই কথা কয়টি, সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার-পাঁচবার আমাকে বলালে আর নিজে শুনলে। তারপর ঝড়ের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলে, সামর্থ সত্বে উপায়হীনের মত বলে উঠলো—"হাম্ তোমারে ওয়াস্তে জান্

দে সেক্তা দোস্ত্, লেকিন তোমারে পাশ নেহি পৌঁছ সেকা! হিন্দু তোম্‌কো মার্ ডালা—আউর হাম্‌কো আউরাৎ বানা দিয়া। দোস্ত্ হাম ক্যা করে—হাম্ ক্যা করে—হাম্ ক্যা করে !!"

নিরুপায়ের এই শেষের তিনটি মর্মছেঁড়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে এমন জোরে মাথা নেড়েছিল—আর তার লম্বা লম্বা রেশমগুচ্ছের মত চুলগুলি শূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে এমন সবেগে ইতস্ততঃ ছড়াচ্ছিল, দেখে আমার ভয় হল—নিদারুণ হতাশায় তার প্রাণটা বুঝি ঐ সঙ্গে বেরিয়ে যায়,—না হয় সে পাগল হয়ে গেল!

একটু পরে আমার দিকে চেয়ে বিরক্তিমাখা হুকুমের স্বরে বললে—"যা-ও"! ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো,—আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখি,—সে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছেলেদের মত ফুলে-ফুলে কাঁদছে, তার সর্বাঙ্গ নড়ে নড়ে উঠছে। আমিও না কেঁদে থাকতে পারলুম না,—আড়ালে খানিকক্ষণ কেঁদে নিলুম। মানবের ঘরেই দিনরাত কাটাই,—সেখানে পাষাণের মত থাকতে হয়।

অন্য দিনের মত সেদিন আজিজের কাছে যেতে সাহস হয়নি। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল,—তাই যাবার আগে ডেকে পাঠায়। আমি যেতেই, সে আমার মাথায়, পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—"হাম আজ তুম্‌কো বড়া দুখ দিয়া, মাপ করো বাহাদুর, হামারা মগজ্ ঠিকানামে নেহি ভাই।" আমি কেঁদে ফেললুম। সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার চোখ মোচাতে মোচাতে—দশবার নিজের চোখও মুছলে। সে স্নেহের তুলনা নেই! মানবের তরে আমাদের উভয়ের চোখই অশ্রুতে উব্‌চে থাকতো,—যে-কোনও উপলক্ষ ধোরে তা বেরিয়ে আসতো!

তার পর আজিজ্ বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় কণ্ঠে বললে,—"বাহাদুর, কাল্ হাম দোস্তকো দেখেগা। হাম গঙ্গাজিমে নাহাকে কাপড়া বদল্‌কে আয়েগা। কাল্ হাম্‌কো কোই নেহি রোক্ সেকেগা।" এই বলেই সে—দ্রুত চলে গেল।

একুশ দিনের দিন বেলা আটটার পর গগনভেদী হাহাকার ভেদ করে, মানবের দেহটী মাত্র নিয়ে যখন বাইরে আসা হল,—সামনেই দেখি,—আজিজ্ বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ, নিস্পলক দাঁড়িয়ে !

সে আজ হিন্দু-মতে গঙ্গাস্নান করে, শুচি হয়ে, নূতন একখানি নীল লুঙ্গী পরে নূতন একখানি ধানি রংয়ের উত্তরীয় মাত্র গায়ে দিয়ে, খালি পায়ে দোস্ত্‌কে দেখবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছিল। তার সেই লম্বা লম্বা চুল বেয়ে মুক্তাধারার মত জল ঝরছিল। অদূরেই তার ভিজে কাপড়, ভিজে ঝোলা—আর তার ওপর তার ছোরাখানি পড়ে আছে দেখলুম। আজিজকে দেখাচ্ছিল,—যেন নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার প্রবেশে প্রস্তুত ইন্দ্রজিৎ !

তার ধীর গম্ভীর কণ্ঠ হতে বেরুল—"উতারো !" শুনে সকলে চমকে গেল,—সকলে তারিণী জ্যেঠার দিকে চাইলে।

দীনু গাঙ্গুলী বললেন—"তারিণীর দিকে চাইছ কি,—গ্রামের মঙ্গলা-মঙ্গল ত' ওঁর একার নয়,—'তোলা মড়া' কি নাবাতে আছে !" নবীন বাবু বললেন—"তাতে এমন দোষটা কি,—লোকটা ওকে ভালবাসত,—একবার দেখতে ইচ্ছে করে; এই যে দূর থেকে যারা আনে, তাদের মাঝে-মাঝে ত' নাবাতেই হয়।"

রাখাল রায় বললেন—"ওঃ—নবীন সিমলের বড় দপ্তরে চাকরী করে কি না !" সিধু ভট্‌চায্যি বললেন—"দূর থেকে আস্‌লে নাবায়—সেটা আমরাও জানিহে;—তারা নিজের গ্রামে নাবায় কি বলতে পার ?"

নবীনবাবু বললেন—"যেখানেই নাবাক—কোন গ্রাম ত' সেটা,—সে গ্রামেও লোক থাকে, তাদেরও ত' মঙ্গলামঙ্গল আছে।"

"ওঃ"—"ইস্" প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আজিজ্ বজ্র-কঠিন কণ্ঠে বললে—"হাম্ দোস্ত্‌কো দেখেগা,—উতারো !" সকলে চমকে গেল। যারা কাঁধ দিয়েছিল তারা "এই রইল" যেই বলা, তারিণী জ্যেঠা তাড়াতাড়ি—"এই—এই,—রাস্তাটায়"

বলতে না বলতেই, তারা দোরের পাশেই নাবিয়ে সরে দাঁড়াল ;—আমি স্পর্শ করে রইলুম।

"দোস্ত্!" বলেই আজিজ্ মানবের মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। মিনিট খানেক তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকে বললে—"মেরে যানেসে আগর্ তোমারে হিন্দু লোগ তোমারা তজ্‌বিজ্ (যত্ন) না-করে—তোমকো নফরত্ (ঘৃণা) করে, ইস্ ডর্‌সে হম্ ধোখা খা গেয়া—তোমারে পাশ পঁউচ্ না সেকা ; নহি তো জান্ দেনে জো তৈয়ার থা উস্‌কো কোন রুখ সেক্‌তা ! হাম্‌কো মাফ করো, হম্ বড়া ধোকা খায়া। দোস্ত্ হাম্ একদফে হাজির ভি না হো সেকা,—হামারা কিস্‌মত !" তার পর একটু থেমে বললে—"অচ্ছা আর্ এক্ বাত কহে যাও ভাই,—তুম্ যাঁহা চলে—হম্ উঁহা তুম্‌সে মিল্ সেকেগা ? উঁহা তো হিন্দু নেহি !—বোলো—বোলো দোস্ত্—তোম হাম্"—বলিতে বলিতে কে যেন তাহাকে বাধা দিলে, সে হতাশ ভাবে বল্‌লে,—"লেকিন্ তুম্ হাম্‌কো কহা থা—'হমারা দোস্ত্ না-মরদ্ নেহি হ্যায়,—না-মর্দিকে সরম্ শির্‌মে না উঠাও' !—তো হম্ ক্যা করেঁ"—বলেই আশাহত উন্মাদের মত সজোরে মাথা নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের জল ঠিক্‌রে গিয়ে মানবের ঠোঁট্ ভিজিয়ে যেন তার দোস্ত্‌কে দেখবার—গত বিশ দিনের প্রচণ্ড পিপাসা আজ মিটিয়ে দিলে !

ঘনকৃষ্ণ ভ্রূর নীচে আজিজের চোখ দু'টি এতক্ষণ যেন পাষাণমূর্তির ওপর পালিশ-করা ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করছিল,—এইবার সেই পাষাণ ফেটে ঝর্ণা বেরিয়ে এল। সে মানবের বুকের ওপর মাথা রেখে কি অশান্ত কান্নাটাই কাঁদলে ! তার বুকের দুধার-বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। আমার ঠিক বোধ হল—মানবের ওই বিশ দিনের বিচ্ছেদ-দগ্ধ বুকটা সে জুড়িয়ে দিলে। তার পর সে মুখ তুলে যা বললে, তা এই,—"আজ একুশ দিন বন্ধু—এই দুষ্মণ জ্বরের প্রথম দিন তোমাকে বাড়ী পৌছে দিতে আসি। তুমি সেলাম্ করে ভেতরে চলে গেলে, পরক্ষণেই দেখি—ছুটে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বল্‌লে—"দোস্ত্—ভুলে—গিছলুম—প্রাণটা কেমন করে উঠল"—বলেই আবার ছুটে ভেতরে চলে গেল। প্রাণটা আমার ঝাঁৎ করে উঠেছিল, কিন্তু বুঝিনি—

তুমি শেষ বিদায় নিলে। "আও দোস্ত্—আজ ছুট্টিকা দিন্ হমারা ছাতিপর্ আও"—বলেই তাকে ন্যাকড়ার পুতুলটির মত বুকে তুলে নিয়ে দাঁড়াল ;—দেবতা যেন সত্যব্রত নির্ভীক নিষ্কলুষ "মানব"কে তুলে নিলেন,—শিব যেন সতী-দেহ নিয়ে দাঁড়ালেন !

আজিজ্ মানবের বুকে মাথা রাখতেই—"ইস্—পরকালটাও গেল !" প্রভৃতি সময়োচিত ইঙ্গিত কাণে এসেছিল, এখন "হাঁ—হাঁ" শব্দের সঙ্গে "অ্যা—হ্যা-হ্যা, ছোঁড়া শেষটা জাতিচ্যুত ধর্ম্মচ্যুতও হল ! ও-সব ছেলের ওই-রকমই হবে বই কি !" প্রভৃতি স্বজোনিত গুঞ্জন শোনা গেল।—গুঞ্জনকারীদের পশ্চাতে হুলটা থাকেই, —সেটাও দেখা দিলে—"ও মড়া আর ছোঁবে কে !"

আজিজ্ দোস্তকে সযত্নে—সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে—ব্যাগ থেকে দু'বার দু'মুঠো টাকা নিয়ে তার দু'পাশে রেখে আমার দিকে চেয়ে বললে—"দোস্তকা কোই কামমে লগে তো অচ্ছা,—নহি তো গরীবোঁকো বাঁট্ দেনা বাহাদুর।" তার পর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বিষাদ মিশ্রিত বিনয়ে বললে—"আব্ যো খুসি করো ভাই !"

প্রবীণেরা তারিণী জ্যেঠাকে ঘিরে কর্ত্তব্য নির্ধারণে ব্যস্ত হলেন। পাঁচ মিনিট পরেই লাস উঠে গেল ! আজিজ্ হাঁটু গেড়ে সেলাম করলে।

* * *

মানবের মৃত্যু-সংবাদে গ্রামের মেয়ে পুরুষ—বিশেষ করে ইতর সাধারণ,—জেলেপাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমানপাড়া—ভেঙ্গে পড়েছিল ! সকলের মুখেই "হায় হায়—"আর তার কাছে কে কবে কি উপকার পেয়েছিল, কবে কি বিপদে সে কাকে রক্ষা করেছিল—সেই সব কথা,—সকলের চোখেই জল।

আজিজ্ এই পাঁচ-সাতশো লোকের সহানুভূতি দেখে উৎসাহে সবার দিকে চেয়ে বলে উঠল—"তোমারা বাদশা চলা গিয়া, মরদ অওর নহি রহা,—আব্ একদফে দোস্তকা সাথ্-সাথ্ যাও ভেইয়া" বলে, হাতজোড় করতেই, জনতা মন্ত্রচালিতের মত তার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চল্‌ল'।

জমীদার কি রায়-বাহাদুরের মৃত্যুতে এ দৃশ্য দেখিনি ! আমি তখন টাকা-

গুণে তারিণী জ্যেঠার হাতে দিচ্ছিলুম,—তাঁর মিতেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আজিজ্ ডাকলে—"বাহাদুর"! এমন সুমিষ্ট মৃদু-মধুর কণ্ঠ পূর্বেও শুনিনি—পরেও শুনিনি,—যেন শিরায় শিরায় শিরীষ ফুল বুলিয়ে দিলে! ইচ্ছে হল—তার বুকে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি। আমার দিকে চাইতেই তার চোখে জল গড়িয়ে এল,—পিঠে হাত দিয়ে বিষাদ-বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে "বাহাদুর—যাও ভাই, দেখো যাকে—দোস্ত্‌কে সব কাম পূরা পূরা ঠিক্ ঠিক্ হোয়ে;—যাও, হঁহা আওর কোন্ কাম্ রহা ভাই! আওর এক বাত—মায়ীকো জরুর দেখনা বাহাদুর"—এই বলে তার ধানি রংয়ের উত্তরীয় দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলে,—আর "অচ্ছা যাও" বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আমি অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে এগুলুম। তাকে ছেড়ে যেতে আমার পা উঠ্‌ছিল না। মানবের শেষ কথা—"তোর মা নেই লোকেন,—তাই তোকে মা দিয়ে চল্‌লুম"—মনে হয়ে চোখের জলে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না।

মানব পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসত—খেলায় হার-জিৎ উপলক্ষ কোরে—নিজে হেরে—তাদের ইচ্ছামত খাবার এনে খাওয়াত;—খেলার জিনিসও কিনে দিত। দশ-বারো বছরের ছেলেদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে লাফানো, দৌড়ানো, সাঁতার দেওয়া, গাছে ওঠা, আর বাচ্‌খেলার পরীক্ষা হত—পুরস্কার দেওয়াও হত। তাই সে তাদের উপাস্য বন্ধু ছিল। সেদিন সব ছেলেমেয়েই ছুটে এসেছিল; বন্ধুহারা বিষাদে ছল-ছল চোখে চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে ছিল;—যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা মাঝে মাঝে চোখ মুছ্‌ছিল।

আমি চলে গেলে আজিজ্ তার ঝোলাটি উপুড় করে তাদের সামনে ছড়িয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে—সে আর পেছু ফিরে চায়নি। সেদিন কেবল বেদানা আর আপেল ছিল—অনেক। ছেলেমেয়েগুলির মনের অবস্থা এমন ছিল যে সে-সব কুড়ুতে তাদের উৎসাহই ছিল না,—কেবল চার পাঁচ বছরের কয়েকটি ছেলেমেয়ে দু' একটি ফল হাতে করেছিল মাত্র;—অমনি উপস্থিত বুদ্ধিমানেরা হুঁকো ফেলে ক্ষুধার্ত কাঙ্গালের মত এসে পড়েন—"ভূতে খেলে আর হবে কি,

নারায়ণকে দিলে কাজ হবে" বলে কোঁচড় ভর্তি করে সত্বর যে-যার বাড়ী ফেরেন।

নবীনবাবু এই ব্যাপার দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যান। আমি এ কথা তাঁর কাছেই শুনেছিলুম। চূড়ামণি মশাই শুনে বলেছিলেন—"ওরাই জাতটার মুখ পেড়োলে!"

* * * *

আমাদের গ্রামের প্রচলিত প্রথা ছিল,—দিনের যে-কোন সময়ে সৎকার শেষ হলেও—সন্ধ্যায় "তারা" দেখে স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন। তাই সন্ধ্যার সময় স্নান করে যখন উঠি,—তখন অনেকেই গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা-বন্দনাদি কচ্ছিলেন।

সেই চরম-ক্ষণে হরিসভার অশ্রুউৎস পরম ভক্ত মাতব্বর সিধু ভট্‌চায্যি চাপা গলায় রাখাল রায়কে বললেন—"একটা এখনও রইলো!"

বৃদ্ধ লোকটি নীরবে চক্ষু মুছিতেছিলেন, সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি! a beast—পশু! উঃ"—

যুবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"পাপিষ্ঠ পিশাচ? বাঙ্গালাদেশে এ-ছেলের জীবন-কথা এখন ত'—সত্যনারায়ণের কথা!"

বলিলাম—"আপনারা তার কতটুকুই বা শুনলেন! তার জীবনটাই যে ছিলো অসহায় বিপন্নের জন্যে! তার যোলো বছরের শেষ পাঁচ ছয় বছর আমার কাছে ব্রহ্ম-সূত্র! হামিদের বাড়ীর আগুন আজও আমার চোখ থেকে নেবেনি! তার লেলিহান শিখা এখনও আমাকে শিউরে দেয়! হাজারো লোক দাঁড়িয়ে নিরুপায় হামিদের পাগলের মত চীৎকার শুনছিলো! তার স্ত্রী, সদ্য প্রসূত শিশু নিয়ে আঁতুড়ে, সেই বহ্নিব্যূহে! তার বিশগজ তফাতেও দাঁড়ায় কার সাধ্য!

গামছা পরা, ভিজে-থলে মাথায় একজন ছুটে সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করলে! সকলে স্তম্ভিত—হামিদই হবে!

দু' মিনেটেই কাঁথা আর মাদুরে জড়ানো শিশু সমেত বউটিকে নিয়ে এসে ফেলেই—অজ্ঞান।

মানব তাতেও মরেনি!

দু'হাতের চেটোর ছাল উঠে গিয়েছিলো—ঝুঁকে-পড়া জ্বলন্ত চালা ঠেলে তাদের বারকরে আনতে হয়েছিলো।

জ্ঞান হলে তার প্রথম কথা—"তারা ভাল আছে ত'?—হাতদু'খানা বড় জ্বলছেরে"—পরক্ষণেই হাসিমুখে—"ও কিছুনা"! সেটা—আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া।

জীবনে তার চেয়ে বড় কিছু আর পাইনি। সব ইচ্ছা উৎসাহই, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে!

ভদ্রলোকটি বললেন—"উঃ-তা হতেই পারে। এর উপর আর কথা কবার কিছু নেই। তবু—অজিজের....…"

বললুম,—ফিরে গিয়ে দেখি—তার ভিজে কাপড়গুলি আর ছোরাখানি যেখানে সে ফেলেছিল—সেইখানেই পড়ে আছে;—ঝোলাটা একটু তফাতে পেলুম। তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বেড়ার গায়ে শুকুতে দিলুম,—ছোরাখানি তুলে রাখ্লুম।

পরদিন চারপাঁচজনের কাছে এক-কথাই শুনলুম,—আজিজ্ এক মনে রাস্তার একধার ধরে যখন দ্রুত চলেছিল, তখন তার চোখ-ফেটে রক্ত গড়িয়ে বুকে এসে পড়ছিল! তার এই অবস্থা দেখে আর মানবকে মনে পড়ে, পরিচিত লোকের প্রাণ হুহু করে কেঁদে উঠেছে, কিন্তু কেউ কোন কথা কইতে সাহস করেনি—অনেকেই সরে গেছে। অপরিচিত লোক ভেবেছে—"উন্মাদ, না হয় খুনে।"

রোড-ইনিস্পেক্টার রাসমোহন বাবু সাইকেল ছুটিয়ে থানায় গিয়ে খবর দেন। দারোগাবাবু বড় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি দু'জন কনেস্টবল নিয়ে রাস্তায় এসে অপেক্ষা করেন। আজিজকে তিনি চিনতেন। তাকে দেখেই তাঁর ধারণা হয়—চোখে নিশ্চয়ই কিছু বিঁধে আছে—না হয় কোন কিছুর খোঁচা লেগেছে, তাই ব্যস্তভাবে বলেন—"একদম কাশীপুর হাঁসপাতালে চলে যাও।" আজিজ্ কোন উত্তর দেয়'নি।

* * * *

তার পর কত খুঁজেছি, কত খবর নিয়েছি,—দিন গেছে, মাস গেছে, বছরের পর বছর গেছে,—আজিজ্ আর ফেরেনি। তার কাপড়গুলি এক এক করে

গরীব দুঃখীদের দিয়ে দিছি। কেবল তার হাতের ছোরাখানি অন্যের হাতে দিতে পারিনি,—অযোগ্যের হাতেই রয়ে গেছে।

চোখ দিয়ে রক্ত পড়ার কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি,—আমিও ও-সম্বন্ধে অনেক দিন ভেবেছিলুম।

পাঁচ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ঘেরা মরুধূসর খুন-খেলার দেশের লোকের প্রাণে এ ভালবাসা—এ প্রেম কোথা থেকে এল, এর সামনে যে বিশ্ব ভেসে যায়!—এ যে সৃষ্টিও করতে পারে, প্রলয়ও আনতে পারে!

দশ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ের মুক্তবায়ু, ঝর্ণার মুক্তধারা,—আঙ্গুর-আপেলের সরস যৌবন-সৌন্দর্য,—পিচ-ফুলের হোলিরাগ,—সৌরভ-মন্দির গোলাপ-কুঞ্জের উষা-লাবণ্য - শূন্যভরা বিহঙ্গ-সঙ্গীত,—সর্বোপরি তার বাধাহীন স্বাধীন জীবনই তার হৃদয়টাকে প্রেম-মধুর করে গড়ে তুলেছিল,—তার বিশাল বুকখানাকে প্রেম সম্পদে ভ'রে দিছলো।

বিশ বছর পরে যখন দেখলুম—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই বলেছেন,—"কখন-কখন উপাসনার সময় প্রবল হৃদয়াবেগে কেশব বাবুর চোখে রক্ত বেরিয়ে আসত," তখন বিচ্ছেদ-ব্যথা-মথিত প্রেমোন্মত্ত আফগানের রক্ত-যে আজিজের চোখ দিয়ে গড়িয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার আর দ্বিধার অবকাশ থাকেনি।

আজ আমি তাদের দু'জনকেই গভীর শ্রদ্ধায় নমস্কার করি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর তাঁর সঙ্গী যুবাটি উভয়েই হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোকটি বললেন—"মাফ করবেন—আপনাকে বড়ই মনঃকষ্ট দিলুম,—আমরাও কিন্তু কম পেলুম না।"

বলিলাম—"আমার এই কষ্টের মাঝে অশ্রু-তর্পণের যে একটা আনন্দও আছে, তা না ত' কি অনাবশ্যাক এতটা বকতে পারি! পূর্বেই আপনাদের বলেছি,—মানব কি আজিজের কথায় আমি সব ভুলে যাই—মাত্রাজ্ঞান থাকে না। তারা যে আজও আমার দিনের চিন্তা—রাতের স্বপ্ন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"হতেই পারে—আমরাও বোধহয় ভুলতে পারবনা। তা হোক—এ ব্যথা বহন করেও সুখ আছে।"

ইহার পর কাহারো আর কোন কথার উৎসাহ রহিলনা, দু'একটা শোকো-চ্ছ্বাসের পর তাঁহারা বিদায় লইলেন।

৩৬

অন্তরে বাহিরে সন্ধ্যা লইয়া বাসায় ফিরিলাম। দুই দিন উদাসভাবেই কাটিল্ এবং একটিন সিগারেট ভস্ম হইল। যাহা ঘটে তাহা অতীতের গর্ভে অদৃশ্য হইয়া মুছিয়া যায় না কেন!

তৃতীয় দিন বাহির হইলাম,—বেড়াইবার আনন্দ উপভোগের জন্য নহে। মনটা আধ্যাত্মিক আক্রমণ মুক্ত নহে, তার সুরটা পুরবীর পর্দায় বাঁধা। সে স্থান কাল ঘেঁষিয়া চলিতে চায়।

বেলা তখনো বোধহয় ঘণ্টা খানেক আছে,—শিবগঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। দৃশ্যটি মনোরম, যেন প্রকাণ্ড একখানি ফ্রেমে আঁটা আরসি। তাহার বক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজির প্রতিবিম্ব পড়ায় এবং সোপানের উপরেই একটি সুদৃশ্য রাজ-ধর্মশালা থাকায়, তাহাদের ছায়াপাতে শিবগঙ্গা যেন একখানি ছবির মতই দেখাইতেছিল।

সংসার-কোলাহলের বাহিরে ইহা স্বতঃই শান্তি আনিয়া দেয়। মনে হয়,—এমন সব স্থান থাকিতে, সহরের সহস্র চাঞ্চল্যকে মানুষ কি সুখে বরণ করিয়া নিজেদের অশান্তির ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলিয়াছে! কিন্তু জীবন যাত্রা বলিয়া জিনিসটা মনে পড়িলে এ মোহ স্থায়ী হয় না।

হঠাৎ একটি সুগভীর শ্বাস মোচনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণস্পর্শী সুরে "গুরুদেব" শব্দটি আমার প্রাণে প্রবেশ করায় মনটা যেন নিজের সুরের সাড়া পাইল।—সমস্ত দেহ-মনকে করুণ আঘাতে সেই দিকে ফিরাইয়া দিল।

দেখি একটি সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আনত নেত্রে চিন্তার প্রতিমূর্তি রূপে মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পরক্ষণেই আমাদের পরিচিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজী দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

"আপনি কোন চিন্তা রাখবেন না বাবা, মায়ের কাছে আমি নিজে উপস্থিত থাকব, ভয়ের কোন কারণ নেই। বাবার কাছে আরও কত লোক হত্যা দিয়ে রয়েছে,—তিনি সকলেরই কামনা পূর্ণ করেন।"

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বেশ নিবিষ্টভাবে দেখিয়া শেষে বলিলেন, "বাবা তুমি কে? —তোমাকে ত' পূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, তোমার সহৃদয়তা আমার অর্ধেক ভাবনা লাঘব করে দিলে।"

পাণ্ডাজী বলিলেন,—"বাবা আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমাদের তিন পুরুষ এই স্থানে কেটেছে—তাই আমাকে এই রকম দেখছেন। আমরা বাবার সেবক আপনাকে বড় কাতর দেখে ছুটে এলুম। আপনি মায়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন —আমি মাকে দেখবো।"

এই কয়েক দিনের মধ্যে ওই পাণ্ডাজীকে আমি যতই দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। তিনি "বাঙ্গালী" এ কথা শুনিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দ অনুভবটা স্বাভাবিক। আমার মনটা আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল, 'ভগবান, তুমি কোথায় কি যে মাধুরী লুকিয়ে রেখেছ! গর্বিত মূঢ় মানব কেবল আঘাত করিতেই জানে,—দীনজনেরাই যথার্থ ধনী। অসহায় চিন্তাকুল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এইমাত্র পাণ্ডাজী যতটা দিলেন, ততটা সম্পত্তি আমাদের কয়জনের আছে!

ব্রাহ্মণ ছলছল নেত্রে পাণ্ডাজীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি সত্যই ব্রাহ্মণ,—বৈদ্যনাথ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় চললুম।" পাণ্ডাজী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি থাকিতে পারিলাম না, একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে এত কাতর দেখছি কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা, আমি বড় বিপদগ্রস্ত,—নিজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে— চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হয়ে—আমাদের একমাত্র পুত্রকে ইংরাজী পড়তে দিয়েছিলাম। পশ্চাতে নিশ্চয়ই আমাদের একটা লোভ ছিল যা ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। এ সেই পাপের সাজা।"

ভাবিলাম ছেলেটির নিশ্চয়ই কোনও শঙ্কট পীড়া, তাই এঁরা বাবার শরণ লইতে আসিয়াছেন। বলিলাম "বাবা বৈদ্যনাথের যখন শরণ নিয়েছেন তখন আর দ্বিধা রাখবেন না—মঙ্গলই হবে।"

ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল নেত্রে বলিলেন, "শ্যামসুন্দর আমার বরাবরই যেমন পিতৃমাতৃ ভক্ত তেমনি বাধ্য ও বিনয়ী ছেলে; কলকাতা থেকে লেখাপড়া করছিল। আজ পনেরো ষোল দিন হল মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছে। কিন্তু আমাদের পাপে শ্যামসুন্দরের মাথাটি একটু বিগড়ে গেছে বাবা,—উন্মাদের লক্ষণ,—গুরুদেব!"

বলিলাম, "আপনাদের এরূপ অনুমানের কারণটা কি, পরিবর্তনটা কিসে লক্ষ্য করলেন,—কথাবার্তায়, ভাবভঙ্গীতে, কি ব্যবহারে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না বাবা সে সব কিছু নয়, তা হলে ত' এত সত্বর গ্রামে এ নিয়ে একটা লজ্জাকর কাণাঘুষো সৃষ্টি হত না। আমি বাবা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—রসময় ন্যায়ালঙ্কার,—গ্রামটিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস, সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন,—চতুষ্পাঠীতে এসে বসেন। শ্যামসুন্দর যেদিন কলকাতা থেকে বাড়ী এল—অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন। এসে সকলেরই পায়ের ধুলো নিলে, সকলকেই যথাযথ প্রণাম করে তবে বাড়ী ঢুকল। সকলে কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন—শ্যামসুন্দরের দু'দিককার গোঁফ আধাআধি কামানো! সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, বলে গেলেন—'আহা এমন ছেলে—নারায়ণ না করুন—আপনি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবেন না।'—

"আমি ভেবেছিলুম বাবা—কোনো মেড়ো নাপিতের ভুলচুক্। তাঁদের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্র হানলে—আমি অন্ধকার দেখলুম। সত্যই ত'—যখন চুল ফিরিয়েছে তখন আয়না সামনে ছিলই,—মুখও দেখেছে; ভুলচুক হলে সবটা কামিয়ে ফেলতে পারত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের সেইটাই ত' নিয়ম। তাতে ত' আর লজ্জা বা অপমানের কিছু ছিলনা। কিন্তু ওই বিকৃতি সত্বেও ছেলে কি করে এতটা পথ ওই মুখ দেখাতে দেখাতে গ্রামের মধ্য দিয়ে বাড়ী এসে ঢুকল! এতো প্রকৃতিস্থের লক্ষণ নয়,—বিশেষ, যে শিক্ষিত—জ্ঞানবান। আবার

কিনা প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে নিজের হাতে ওই কাজটিই করে! নীলমণি আচার্য বলছিলেন—পাগলা গারদে,—গুরুদেব!"

একটু সামলাইয়া বলিলেন' "যথাসর্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলুম বাবা,—তার পরিবর্তে পেলুম একটা পাগল! আজ কিনা গ্রাম ও গ্রামান্তরের ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষেরা ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ীর চারিদিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে উঁকি মারছে, কেউ বলছে 'পাশকরা-পাগল দেখে আসি!—শ্যামসুন্দর নির্বোধের মত বসে বসে হাসছে। তার গর্ভধারিণী কত করে পাগলকালীর বালা আনালেন,—ধারণ করাতে পারলেন না।

"সেদিন শরৎবাবু বললেন, 'ন্যায়ালঙ্কার মশাই কচ্ছেন কি, আর বিলম্ব করবেন না, রোগটি এদেশী রোগ নয়, তার ওপর আক্রমণটা মস্তিষ্কের পাঁচইঞ্চির মধ্যে হওয়ায় বড়ই আশঙ্কার কথা রয়েছে। হঠাৎ বিকটাকারে প্রকট হতে পারে। শ্যামসুন্দরের জন্যে বাবা বৈদ্যনাথের কাছে হত্যা দেওয়া হোক। প্রসন্ন না হলে এ সব রোগ যায় না, ডাক্তার বদ্দির কাজ নয়।' শরৎবাবু এ সব বিষয়ে বোঝেন ভাল, তাই বাবার চরণে এসে পড়েছি বাবা, এখন তাঁর কৃপাই ভরসা—গুরুদেব!"

আমি ত' শুনে একদম অবাক্! কি সর্বনাশ,—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। বাংলা দেশে এমন গ্রামও আছে যেখানে এই অভিনব গুঁপো-শিল্পটা এখনও অপরিজ্ঞাত! এই "ডেয়ার্কির" স্টাইলটা বাঙ্গলাদেশে পুরাতন হয়ে ক্রমে একদিক কামিয়ে একদিক মাত্র রাখবার সময় হয়ে এলো, এখনো দেবগ্রামে এর সাড়া পর্যন্ত নেই! সে অঞ্চলে কি জামাই-ষষ্ঠীও নেই! বলিলাম, "বাবার কৃপায় সত্বরই আপনারা শান্তি পাবেন, আপনাদের এই মানসিক কষ্ট সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাবে।"

তিনি বলিলেন, "তোমার বাক্য বাবা বৈদ্যনাথ সার্থক করুন; আমি অপরাধী, এতটা আশা কোন সাহসে করি। প্রার্থনা করি পুত্র সংস্রবে তুমি সুখী হও।"

বলিলাম, "আপনাদের আশীর্বাদে ভগবান আমাকে সে সুখ দিয়েছেন,—আমি অপুত্রক।"

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "এ্যাঁ—উঃ, খুব বেঁচে গেছ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবা! এ্যাঁ, পুত্র নেই, কি শাস্তি!"

* * * *

জয়হরি আমাদের কোন কথাই শোনে নাই; শিবগঙ্গার ধারে বসিয়া মুড়ির-চাকৃতি খাইতেছিল—মাছেদেরও খাওয়াইতেছিল। বাসার পথে হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মশাই, উনি রাঙা-আলু কেন কিনলেন? কই, তার ত' কিছু দেখলুম না!"

আমি প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলাম না, পরে কর্তার তত্ত্ব ও গবেষণামূলক আলুর দর নির্ণয় ব্যাপারটা মনে পড়িল, বলিলাম, "বাড়ীতেই যখন রয়েছে, তাড়াতাড়ি কেন? তুমি যেন প্রশ্নটা তাঁদের কাছে কোরো না।"

কি মুস্কিল, বলে—ওঁরা যদি ভুলে যান!"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"ভুলে যান, ভুলে যাবেন, তোমার মাথাব্যথায় কাজ নেই।"

"না, আমি ভাবছিলুম, ওতে কি কি হতে পারে।"

সেই ভাবেই বলিলাম, "ওতে মুখ হেঁট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

জয়হরি বেশ সপ্রতিভের মত সহাস্যে বলিল, "সেত' খাবার সময় হবেই মশায়, কিন্তু—"

আমি চাপা-গলায় "ব্যাস্" বলিয়া বাসার রোয়াকে উঠিয়া পড়িলাম।

* * * * *

পরদিন বেলা নয়টা আন্দাজ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—"অত বিচলিত হবেন না—ওই আকস্মিক পরিবর্তনের অর্থ মুখে বলে বা টীকার দ্বারা বুঝিয়ে আপনার মত পণ্ডিতকে বিশ্বাস করান কঠিন, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন।"

পোস্ট অফিসের চিঠি-বিলি শেষ হইয়া গেল, ভদ্র বায়ুভুক্‌দের মজলিস ভাঙিল। ওই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমার সঙ্কেত-মত তিনি বিস্ফারিত নেত্রে তেরোটি শ্যামসুন্দর মূর্তি দর্শন করিলেন!

* * * * *

বলিলাম, "ইঁহাদের মধ্যে—জমীদার, ডাক্তার, ডেপুটী, এমন কি ব্যারিস্টার-সাহেব হইতে মোসাহেব পর্যন্ত আছেন, এঁদের সকলেরই মাথা খারাপ বলতে চান কি ?"

"না বাবা—এখন বলতে চাই—আমারই মাথা খারাপ ! কিন্তু কারণ ত' বুঝলাম না ; আর কোন্ টোলই বা এর বিধান দিয়েছেন ?"

বলিলাম—"কারণ নির্ণয় করা কঠিন ; বোধহয় এটা কোনও একজাতীয় কলা,—মুখের সঙ্গেই নিকট সম্বন্ধ। কোনও টোলের বিধানে এ ভোল্ আসেনি ; এ সম্বন্ধে অত বড় বিশ্ব-বিখ্যাত "আনাটোল" পর্যন্ত নীরব।

এই সময় ছেঁড়া অলস্টর গায়ে, খালি পা, চুল ফেরানো, হাতে বাজারের সুদৃশ্য সাজি বা বাস্কেট্,—একটি যুবক পত্র লইতে, হাঁফাইতে হাঁফাইতে হাফছুটে হাজির। দেখি তাহারও ন্যাজামুড়ো বাদ দেওয়া গোঁফ্ ! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তমলুকে তার বাড়ী ! মস্ত বড় বাবুর রাঁধুনী বামুন। প্রশ্ন করিলাম, "গোঁফের এ দুর্দশা কেন ?"

শুনিলাম—"ছোটবাবুর হুকুম—অসভ্যের মত থাকলে চলবেক না। ছোট-বাবু ত' কেও-কেটা লন্। লাটসাহেবের লিবি (levy) খান্। 'লিবি' কি বাবু,—এঁটো ?

বলিলাম—"এঁটো নয়—ঘেঁটো।" সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণকে বলিলাম, "আপনার ত' স্বচক্ষে সব দেখাও হল, স্বকর্ণে সব শোনাও হল, এখন ঠাওরাচ্ছেন কি ?"

ব্রাহ্মণ চিন্তাকুল ভাবে বলিলেন. "ছেলেটাকে মিথ্যা অনেক পীড়া দেওয়া হয়েছে,—না বুঝে উপযুক্ত ছেলেকে অপমানও করা হয়েছে। এখন সত্বর বাড়ী ফিরে সে-সব স্বীকার করাই উচিত। আজই ফিরবো ;—সে না অভিমানে একটা কিছু করে বসে ;—উঃ কি অন্যায়ই করেছি ! এ-সব হরীতকী রাজধানীতে থাকে, তা ত' জানা ছিলনা বাবা।" ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

আমি প্রণাম করিলাম। ব্রাহ্মণ আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা বৈদ্যনাথ তোমায় একটি পুত্র দিন। তোমাকে না পেলে আমাদের কি দশাই হত !"

বলিলাম, "আবার এ কি বলছেন, পুত্র কি!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তখন কি মাথার ঠিক ছিল বাবা। পুত্র সুদুর্লভ জিনিস,—না হলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা থাকত না ; ওটি চাই বাবা। ওর চেয়ে বড় প্রার্থনা, কি বড় আশীর্বাদ আর নেই। আচ্ছা, তাহ'লে তোমাদের উচ্চ শিক্ষিত অঞ্চলে মেটেকার্তিকের গোঁফেও এ কলা ফলতে সুরু হয়েছে কি বাবা? কুমোরটুলি কলকেতায় না!"

বুঝিলাম, রসময় ন্যায়ালঙ্কার নিতান্ত বেকায়দায় পড়েই এতক্ষণ বিরস মেরে-ছিলেন। বলিলাম, "বাঙলা দেশে বোধহয় শিল্পোন্নতি আসন্ন, তাই এই সৌন্দর্য-বোধটা দেখা দিয়েছে ; এগুলো সাময়িক আপৎকাল মাত্র, তার পরেই নিন্না—"

—আমাদের শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র বাবুও বলছেন—'শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশের শিল্পই এমনই এক একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, একটা থেকে একটায় যাবার মধ্যের পথে এই সব সঙ্কট দেখা দেয়'—ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রানুসারেও এ সময়—অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ,—নয় কি?

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, চিরসুখী হও। তোমাকে পাবার মত লাভ আমার কোন দিন ঘটেনি। দুঃখ এই—এখনি হারাতে হবে,—শ্যামসুন্দরকে ভাখবার জন্যে ভেতরটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বাবা।"

তাঁদের বাসায় পৌছাইয়া দিয়া প্রণামান্তে ফিরিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি,—মানুষ অবস্থার দাস না হইলে জগতে বৈচিত্র্য বলিয়া কথাটা একটা কথার-কথা হইয়া অভিধানের মধ্যে আত্মহত্যা করিত। সে নানা অবস্থায় জগৎটাকে নানারূপে উপলব্ধি করায় বলিয়াই বৈচিত্র্য।

কাণে আসিল—"এই যে আপনি!" চাহিয়া দেখি—জয়হরি।

সে বলিল, "আপনার জন্যে বসে বসে শেষ ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে দু-কাপ্ চা-ই খেতে হল।"

বলিলাম, "তাইত, বড় কষ্ট দিয়েছি ত'! অনুপানগুলো থাকলেই হবে, তার ত' ঠাণ্ডা হবার ভয় নেই।"

"ভয় নেই কি মশায়! ওঁরা যে আজ এক-রেকাবী গরম গরম সিঙাড়া দিছ্‌লেন, ভেতরে বাদাম আর পেস্তার পুর ছিল। খেতে যা হয়েছিল মশাই, একেবারে স্বয়ং! এখন আপশোষ হচ্ছে অপনাকে খাওয়াতে পারলুম না।"

বলিলাম—"বাড়ীতে আর নেই কি? নিশ্চয়ই আছে।"

জয়হরি মাথা নাড়িয়া দুঃখের সুরে জানাইল, "না মশায়, ওইটেই আমার ভুল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবেননা বলে আমি যে সব চেয়ে নিলুম।"

বলিলাম,—"বুদ্ধির কাজই করেছ, ও জিনিস ঠাণ্ডা খেলে কি আর রক্ষে ছিল!"

জয়হরি ভীতভাবে বলিল, "কেন বলুন দিকি! আমি যে খান দশেক ঠাণ্ডাও খেয়ে ফেলেছি!"

বলিলাম—"তাতে আর হয়েছে কি? তার ভেতরে ত' গরম জিনিস পোরা।"

জয়হরি,—"তাই বলুন মশাই!"

বলিলাম—"চা-টা ত' খেতেই হবে জয়হরি!"

জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল, "চলুন না—বাজারে দোকান মজুদ, মুখ বদলান যাবে।"

৩৭

চায়ের দোকানের সামনে আসিয়া দেখি, Welcome (স্বাগত) বলিয়া সাইনবোর্ড্ আবাহন করিতেছে। তাহার নীচেই—Readymade Hot Darjeeling Tea—(সদ্য-প্রস্তুত গরম দার্জিলিং চা)। তন্নিম্নে,—চা—প্রস্তুত প্রণালী-অনভিজ্ঞেরা ভদ্রলোকদের চায়ের কাপে করিয়া কেবল পাঁচন খাইতে দেয়। এই তীর্থপীঠে সে কাজ করিয়া অধর্ম সঞ্চয় করিবার জন্য এ দোকান খোলা হয় নাই। জাপান হইতে চা-প্রস্তুত বিদ্যা ও সার্টিফিকেট লাভান্তে এই

কার্যে নামিয়াছি। উদ্দেশ্য—'নানা মুনির নানা মত' বা 'মানুষের বিভিন্ন রুচি,' এই দুইটি প্রচলিত প্রবচনকে, চা সম্বন্ধে অপ্রমাণ করিয়া দিব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅমৃত কুণ্ডু
Tea Expert
(চা-প্রস্তুত-প্রণালী-বিশারদ—)

দেওঘরে আসিয়া পর্যন্ত চা হিসাবে গরম সরবৎ চলিতেছিল। নিতান্ত নেশার খাতিরে পেশা বজায় রাখিয়া চলিতেছিলাম। সাইনবোর্ড্ দেখিয়াই রসনাটা আমূল সরস হইয়া উঠিল!

রাস্তার উপরেই দোকান। প্রবেশ করিতে করিতেই—চোখ বুজিয়া, দু'কাপের অর্ডার দিয়া ফেলিলাম। তাহার পর দেখি—একটি সাত হাত লম্বা,—চার হাত চওড়া ঘরে—ঢুকিয়া পড়িয়াছি! মধ্যস্থলে,—বোধহয় কোন আপিসের দপ্তরি-পরিত্যক্ত একটি নিরেট টেবিল। তাহার সর্বাঙ্গে বিবিধ ছটায়—কাল, লাল, নীল কালি—জন্মের মত জমি লইয়াছে। তাহাতে আবার লেই নামক দ্রব্যের মাম্‌ড়ি, স্থানে স্থানে কাগজের টুকরা,—ক্ষতের মত বা গতজন্মের কর্মফলের মত, লেপ্‌টিয়া ধরিয়াছে! তাহার উপর নিত্যই চায়ের এক এক পোচ্ ছোপ্ ধরিয়া দৃশ্যে ও গন্ধে সেটিকে এমন অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছে যে মহাত্মা গান্ধীও তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে এমন একখানি বেঞ্চি আর দুইখানি চেয়ার;—বেঞ্চিতে তিনটি ভদ্রলোক একই মুখে হাসির আমেজ ও সিগারেট্—দুইই টানিতেছেন, সম্মুখে তিন কাপ্ চা প্রায় অভুক্তই বর্তমান।

প্যাকিং-কেসের একটি ছোট র‍্যাকে (rack-এ) কয়েক বাক্স সিগারেট, আড়াই প্যাকেট দেশলাই আর একটি ছিপিশূন্য ফাঁদালো শিশির মধ্যে খানকয়েক খাঁটি আটার বিস্কুট,—অবস্থা অবর্ণনীয়। এ সবই মেনকা মার্কা—ধূলি-ধূসরিত,—দেখিলেই মুখে আসে—'উঠ মা বাঁধ কুন্তল', ইত্যাদি…।

সহসা শুনিলাম—"বসেন বাবু।"

চাহিয়া দেখি একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের ছোকরা, মলিন মুখ, গায়ে একখানি

সুতি-র‍্যাপার,—সম্ভবতঃ চায়ের বিজ্ঞাপন,—সর্বত্রই চা-চর্চিত। বোধহয় ওখানি চা ছাঁকা ও গায়ে দেওয়া দু' কাজেই লাগে। ছোকরাটি বিহারী কি বাঙালী বুঝিতে পারিলাম না। কারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্র বেহারীরা বাঙালীকে চাননা বটে কিন্তু বাঙালীর পোষাক আর চালচলনটা চান,—ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়।

চেয়ার দু'খানি খালি থাকায়, পায়া আছে কি না দেখিয়া ধূলা ঝাড়িয়া বসিলাম। ছোকরাটি চায়ের কাপ্ তিনটি বাবুদের সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইয়া অন্দরে অন্তর্ধান হইল। সেই ঘর সংলগ্ন একটি দ্বারে চটের একখানি ছেঁড়া পর্দা—শত ছিদ্র হইয়া একাকারের বিরুদ্ধে যুঝিতেছিল।

দুই তিন মিনিটেই বুঝিলাম বাবুত্রয় কেন বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছেন এবং বাঙালীর বদনে এতক্ষণস্থায়ী হাস্যভাবই বা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে। চেয়ার দু'খানি ছারপোকার ধর্মশালা। এতকাল পরে শিবু পণ্ডিতকে মনে পড়িল। বাল্যকালে তিনি কয়েকবার জলবিচুটির ইন্‌জেক্‌শন (injection) দিয়া না রাখিলে, এ কামড়ে আর রক্ষা ছিল না—মরিয়াই যাইতাম।

জয়হরি 'বাপ্‌রে' বলিয়াই একলাফে রাস্তায় হাজির! বলিলাম—"ও কি, এস চা এসে গেছে।"

জয়হরির দুই-হাতই তখন একটা গ্রাম্য অভ্যাসে নিযুক্ত, সে বলিল "ও দু'কাপই আপনি খান মশাই। ও ভাগ্যিস্ লেখা পড়া শিখিনি মশাই—তা-হলেই চাকুরী করতে হত গিছ্‌লুম আর কি!"

বলিলাম—"কারণ?"

সে বলিল, "আজ্ঞে, চেয়ারে বসতে হত ত,' ওরে বাবারে - মা সরস্বতী রক্ষে করেছেন। এখন কত নেবে জানি না।"

বলিলাম, "কেন? কে কত নেবে!"

সে বলিল, "আর কে—মুচি! গেরো একেই বলে,—প্যাঁড়া খেলেই হত।"

এইবার বাবু তিনটি হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। অনেক বলায় জয়হরি রোয়াকে উঠিল—ঘরে আর ঢুকিল না।

ছোকরাটি চা লইয়া আসিতেই আমি দাঁড়াইয়া বাঁচিলাম ও বলিলাম, "টেবিলে রেখো না, হাতে দাও।"

এক কাপ বাহিরে জয়হরির হাতে দিয়া দ্বিতীয়টি নিজে লইলাম। প্রথমে দাঁড়া-চুমুক মুখে লইতেই তাহা বহির্মুখী হইয়া পড়িল ;—যেমন বিট্‌কেল্ স্বাদ তেমনই একটা ন্যাতা-নিংড়ানো গন্ধ। তুলনা-রহিত,—বোধহয় ব্রহ্মদেশের নাপ্পী বাপ্পী।

আহারে অদ্বিতীয় নির্বিকার, সর্বভুক জয়হরিও দেখি থু্ থু করিতেছে।

ফেলিয়া দিতে যাইতেছি দেখিয়া ছোকরাটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ফেলবেননাই মশাই, আমাকে দ্যান," বলিয়া কাপ দুইটি লইয়াই চট্ পর্দার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পরক্ষণেই আসিয়া বলিল, "ছাগলের দুধ দেওয়া হয় কিনা—তাই আপনকারদের ভাল লাগে নাই। কুণ্ডু মশাই বলেন—ওঠা ভারী উপকারী, চায়ের অপকারীতা ত' নষ্ট করেই, তাছাড়া 'থাইসিস্' হতি দ্যায় না। তেনা যে ডাক্তার গো বাবু।"

জ্বালায়, মনোভঙ্গে প্রাণটা বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল, বলিলাম, "আমরা ত' ডাক্তারখানায় আসি নাই বাবা। আচ্ছা তাঁকে একবার ডাক ত' বাপু, দু'টো উপদেশ নেওয়া যাক।"

ছোকরা বলিল, "তেনার কি এথানে থাকলি চলে বাবু, ক্যাল (call) এসে কত। একটা ব্লড-মিক্‌চার' (Blood mixture) বেনিয়েছেন, তাই হপ্তায় একদিন এথানে আসতি হয়,—হাটে কাটতি কত বাবু!"

বলিলাম, "এটা কি ব্লড-মিক্‌শ্চারের কারথানা ?"

ছোকরা বলিল, "এজ্ঞে—এই থেনেই বানান।"

জয়হরি চটিয়াছিল, বলিল,—"বুঝছেন না,—ও আমাদেরই ব্লডের মিক্‌শ্চার মশাই ; ওই সজারু-মার্কা চেয়ারেই ত' ব্লড মিকশ্চারের বীজ ত'য়ের হয়ে থাকচে। তিনি এসে কেবল বাছা বাছা ব্লড-পুষ্ট পাঁড় ছারপোকাগুলি ঝেড়ে নিয়ে চায়ের কেটলিতে ফুটিয়ে শিশি ভর্তি করেন। তা-নাত'.চায়ের অমন সুতার।"

জয়হরি যে ভাবেই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়া থাকুক, তাহা স্থান কাল পাত্র

হিসাবে কাহারও কাণে বেসুরো বা অসম্ভব ঠেকিল না। বাবু তিনটি অর্থপূর্ণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন।

আমি বলিলাম, "হ্যাহে বাপু, ওই যে ঠাকুরদের দেখানো পাঁচ কাপ থাইসিসের ওষুধ ভাঁড়ারে ঢোকালে—ওতেও কিছু বনে নাকি ?"

ছোকরা বলিল, "আজ্ঞে না মশাই, পাঁটিটে আবার গব্বিনী কিনা,—ওই খায় বলেই দু'বেলা দেড় সের দুধ পাওয়া যায়, বুড়ো হয়েছে—ওই খেয়েই থাকে।"

বলিলাম, "দিন কত কাপ বানাও ?"

ছোকরা বলিল "এজ্ঞে, চাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে।"

"বল কি হে" বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সবটাই ত' দেখছি পাঁটির পেটে যায়।

জয়হরির রাগ পড়ে নাই, কারণ তখনো তাহার দুই হাতই দ্রুত চলিতেছিল, সে বলিল, "শোনেন কেন মশাই, অত চা খেলে সে হ্যাট মাথায় দিয়ে বেড়াত, ভ্যা-ভ্যা করত না—ড্যাম্-ড্যাম্ কর্‌তো ! ওই এক কেট্‌লি গাঁদালের-ঝোল ত'য়ের হয়, সেইটে সারাদিন ঘর-বার করে,—রাত্রে পাঁটির পেটে যায়, আবার সকালে দুধ হয়ে বেরোয়। জল বাষ্প হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘ হয়—আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে। চোর-ব্যাটারা ফিজিকেল্ (Physical geography) পুষেছে ! ঠক্ ব্যাটারা জাতও নিলে একপুরু ছালও নিলে !"

বাবুরা আবার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "—It defeats Dickens" (ডিকেন্সকেও হার মানিয়েছেন)।

ভাবিলাম ছোকরা বুঝি চটে, কিন্তু পাঁচ জন লোকের একই রায় পাইয়া সে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। বেচারাকে দেখিয়া দুঃখ হইল, এক বাক্স কাঁচি মার্কা সিগারেট দিতে বলিলাম !

বাক্স হইতে সিগারেট বাহির করিতেছি, একটি বাবু বলিলেন—"দেখে খাবেন।"

আমি তাঁহাদের একটি offer করিলাম। তাঁহারা হাতে লইয়াই হাসিলেন। দেখি সিগারেটগুলির উপর লেখা "Red lamp (রেড্ ল্যাম্প) !" তাঁহাদের দিকে চাহিতেই হাসিটা আওয়াজ দিয়া উঠিল।

বলিলাম "মাপ করবেন মশাই, আমি ভাবতুম কাঁচি-সিগারেটের আদি স্বত্বাধিকারী নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরের higher dilution (হায়ার ডাইল্যুসন্) হবেন, তাই সিগারেটের পূর্বে "কাঁচি" কথাটি যোগ করে ধর্ম-রক্ষা কর্‌তে ভোলেন নি; কারণ—কাচি আর কাঁচি-সিগারেট উভয়েই পকেট মারতে মজবুত। আরও জানা ছিল—ওরা উভয়েই সম্পাদকের প্রিয় সহচর। এটা জানতুম না যে উনি "red lamp" ও দেখাতে পারেন—"

জয়হরির হাত-কামাই ছিল না, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেখাবে না,—'লালবাতি' (red lamp) দেখান ত' আরও ঢের আগেই উচিত ছিল।"

জয়হরির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আমি ত' ভীত হইলাম, বাবুরা কিন্তু হাসিয়া উঠিলেন। ছোকরাটি অতি কিন্তু হইয়া বলিল, "আমি কি করব বাবু, ওসব কুণ্ডু মশাই জানেন।"

জয়হরি বলিল, ঢের ঢের কুণ্ডু দেখেছি, কাঁশী যে অমন 'কুণ্ডু' প্রধান স্থান,—"অগস্ত" থেকে আরম্ভ করে 'হনুমান' পর্যন্ত—এস্তার কুণ্ডুর দৌড় রয়েছে, কিন্তু তাদের এমন মোক্ষম কামড় নেই মশাই, কেউ এমন biting-কুণ্ডু (কামড়ানে-কুণ্ডু) নয়, সব লক্ষ্মী কুণ্ডু! বাপ্—এক একটা যেন কচ্ছপের বাচ্চা! ইংরেজেরা মিথ্যে কথা কবার লোক নয়,—ও জাতকে ওরা তাই 'বাগ' (bug) বলে"—

আমি তাহাকে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইবাব আশায় বলিলাম, "B.N.W. রেলে কখনও যাতায়াত করেছ জয়হরি?"

জয়হরি বলিল,—"হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক! কিন্তু তাতে একটা বাঁচোয়া আছে মশাই, বৃহৎ কাষ্ঠ—এক মাইল দৌড়,—কামড়গুলো দু'হাজার লোকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। আর একটা সুবিধে—ওটার নামই হচ্ছে 'কুলী-লাইন,'—পোড়া কাঠের মত যত অনাহারী ভুখো কঙ্কাল চা-বাগানে চালান যায়, তাদের শরীরে রক্ত খুঁজতে গিয়ে হাড়ে হুল্ ঠেকে ঠেকে বাবাজীরে ভোঁতা মেরে বসে আছেন। আর এখানে যে বাবু-বেঁধা বেওনেট্ মশাই!"

বাবু তিনটি বেজায় হাসিতে লাগিলেন। ভাবিলাম জ্বালায় জয়হরিকে অতিষ্ঠ

করিয়া তুলিয়াছে;—আমার নিজের ...এস্থাও নিতান্ত খাটো নয়। তবে একটা লাভও করিলাম, বুঝিলাম—চটিলেই জয়হরির সরস দিকটা দেখা দেয়—মাথা খোলে।

বলিলাম "নিখরচায় পাঁটী পোষা দেখে একটা কথা মনে পড়ল, সেইটে বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ওই B. N. W. রেলের অনেকগুলো ইস্টিশানেই 'উপোস' বিক্রির খাতা বন্দোবস্ত আছে।"

বাবুত্রয় সাগ্রহে বলে উঠলেন,—"সে কি রকম মশাই!"

বলিলাম—"রেলের ফিরিওয়ালাদের বোধহয় দূর থেকেই আসতে হয়। সকালে গরম পুরী, ত্যালাকুচো সেদ্ধ, আর দেওয়ালীর-প্যাঁড়া নিয়ে আসে। সে পুরীর নামই "গরম-পুরী," কারণ রাত ন'টা পর্যন্ত সে ওই নামেই চলে। অত রাতে বাড়ী ফিরতে হয় তাই দু'টো কুকুরও সঙ্গে আসে, তারা রাতে তার বাড়ী চৌকি দেয়, আর তার প্রহরী হয়ে সঙ্গে আসে যায়;—খায় কিন্তু রেল-যাত্রী খরিদ্দারদের! কারণ সে পুরী আর প্যাঁড়া এমন মালমশলায় তৈরী যে খরিদ্দারেরা ক্ষিধের চোটে কিনলেও গন্ধের চোটে কামড় মেরেই ফেলে দেয়! পরিণামদর্শী কুকুরগুলো মুকিয়েই থাকে,—এক টুকরোও নষ্ট হতে দেয় না। ক্রেতাদের কিন্তু কেনা হল—উপোস!—এখানেও রয়েছেন—পয়স্বিনী-পাঁটী!

"যাক বেলা হয়েছে, এ অমৃতকুণ্ডু থেকে উঠে পড়" বলিয়া ছোকরাটির পাওনা চুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম,—বাবু তিনটিও উঠিলেন।

দু'পা অগ্রসর হইতেই শুনিলাম জয়হরি বলিতেছে "দেখো বাবা—আজকালের গোঁফ-ফেলা পেলব-প্যাটার্ণের মূর্তি এ অমৃতকুণ্ডে পড়লেই সাবড়ে যাবে। ও বিষ এক কাপ পেটে গেলে ত' বাঁচবেই না—চাই কি তার আগেই ছারপোকায় চুবলে মেরে ফেলবে। তুমি গরীবের ছেলে সাবধান! কুণ্ডু ত' ক্যালে (call-এ) থাকেন, দেখছি জ্যালের (Jail-এর) ভার তোমার। সরে পড়, সরে পড়।"

ছোকরার মুখে চোখে তখন ভয়ের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সে বলিতেছে, যাক মশাই ছ'টাকা,—সে আর দিচ্ছে না। এ চাকরি আর নয়।"

বেচারারমুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। জয়হরিকে ধমক দিয়া ডাকিলাম।

"বিকেলে আবার আসছি" বলে ওকে একটু encourage (চাঙ্গা) করছিলুম 'মশাই'—বলিতে বলিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবান আমাকে কি অদ্ভুত সঙ্গীই জুটিয়ে দিয়েছেন!

বাবু তিনটি হাসিমুখে বলিলেন, "সত্যি আসছেন কি? তাহ'লে কখন আসবেন বলুন, আমরাও আসি।"

বলিলাম, "বৈদ্যনাথে কি হত্যা মানসিক আছে?"

একজন বলিলেন, "আজ্ঞে না, সেটার লোভ একেবারেই নেই; আর আমাদের যে কাজে এখানে আসা, তাতে এক মিনিটও নষ্ট করা চলে না,—পাপ আছে। কিন্তু আপনাদের পাবার লোভটাও যে ত্যাগ করতে পারছিনা।"

বলিলাম, "বেশ ত', অবস্থাটা যদি এতই সঙ্কট দাঁড়িয়ে থাকে, আমি আমার সঙ্গীটিকে দু'দিনের তরে পোষাণি দিতে রাজি আছি—নে' যাননা।"

একজন বলিলেন "gladly—এখ্খুনি নাকি।"

বলিলাম, আচ্ছা, আগে বলুন ত' এখানে আপনাদের এমন কি কাজে আসা যাতে এক মিনিট নষ্ট করলেও পাপ,—বাবার মন্দিরে বসে নিত্য একলক্ষ জপের কথা নাকি!"

তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে তার চেয়েও কঠিন। তাতে ত' আর কারুকে হিসেব দিতে হয় না—কেউ টাকাও চায় না, টাকাও দেয় না,—বললেই হল লক্ষ জপ করে উঠলুম। শিবকে ফাঁকি দেওয়া ত' শক্ত নয়—তিনি হচ্ছেন নির্বিকার মঙ্গলময়,—আমাদের কারবার যে জীবকে নিয়ে মশাই, যিনি হচ্ছেন হিসিবি শুভঙ্কর—ভয়ঙ্করের ওপর!"

এই সময় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যেখানে আর দুইটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়া পথিকদের বিচ্ছেদের ব্যবস্থা সহজ করিয়া দিয়াছে।

বক্তা বাবুটি বলিলেন—"তাই ত'! বেলাও হয়েছে, আমাদের এই বাঁ দিকটাই যে ধরতে হবে।"

জয়হরির জঠর বোধহয় কঠোর তাগাদা লাগাইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাদেরও এই ডান দিকেই ডান হাতের ব্যবস্থা।"

বাবুটি বলিলেন, "সেকি—আপনাকে ত' আজ আমরা নে' যাব!"

জয়হরি আমার দিকে চাহিল। বলিলাম, "ভয় কি, ওঁরা ত' আর pound-keeper (খোঁড়-রক্ষক) নন।"—সে যেন একটু মুস্কিলে পড়িল, ধীরে বলিল,—"কিন্তু রাঙা আলু—"

বলিলাম, "হ্যাঁ—তা কি হয়েছে?"

জয়হরি বিলোমপদে বলিল, "হয়নি,—যদি হয়।" বলিয়াই বাবুগুলিকে সবিনয়ে জানাইল—"বাসার ঠিকানাটা বলুন, ভাববেননা, আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব। ও-বাসার খবরটা একবার নিয়ে আসি, মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে।"

বাবুটি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কেন, কারুর অসুখ নাকি? তাহ'লে আজ না হয় থাক, কাল কিন্তু ছাড়ছিনে।" এই বলিয়া তিনি বাসার বায়নাক্কা বুঝাইয়া দিলেন ও আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তাইত—আমাদের কাজটার কথা বলার ত' আজ সময় হল না,—সেটা এক কথায়—দেশের উপকার, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রমহিলাদের—যাঁরা দু'পায়ে অচল। আমরা কিন্তু তাঁদের দু'পেয়ে বাইসিকিল বানাবার ব্যবস্থা নিয়ে বেরিয়েছি। কাল রবিবার, অনুগ্রহ করে স্কুল 'হলে' হাজির হবেন, সেইখানে বেলা আটটার সময় আমাদের বক্তব্যটা শুনবেন—আর আপনাদের কর্তব্যটাও করবেন।" এই বলিয়া তাঁহারা ত্রিপদী-পথটার দীর্ঘ দিকটা ধরিলেন, আমরা লঘু-লেন্‌টার সাহায্যে বাসায় উপস্থিত হইলাম।

স্নানাহার সমাপনান্তে জয়হরি উদাস ভাবে বলিয়া উঠিল—"যাকগে, আমরা আর কি করব!"

বলিলাম—"কিসের কি?"

সে সেই নির্লিপ্ত ভাবেই উত্তর দিল "সেই অপয়া Red potato (রাঙা আলু) গুলো! যাক ইঁদুরে বাঁদরেই খাবে দেখছি!"

আমি আর কথা কহিলাম না।

অমৃতকুণ্ডে পাওয়া ওভারকোট আঁটা, লাগাম লাগানো মোজা পায়, স্বদেশ-প্রাণ বাবু তিনটির কর্মপরিচয় পাইবার জন্য সত্যই একটু কৌতূহল ছিল। নির্দিষ্ট স্কুলটিও ছিল আমাদের বাসার নিকটেই। বেলা আটটার মধ্যে প্রধান-প্রাতঃকৃত্য—চা পানটা সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

জয়হরিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাবে কি ?"

সে বলিল, "আমাকে ত' যেতেই হবে মশাই, এঁদের জন্যে ভদ্রলোকদের কাল ক্ষুণ্ণ করেছি,—আজ কি আর—না বলা চলে !"

বলিলাম, "এঁদের জন্যে কেন ? এঁদের অপরাধ !"

"রাঙা-আলু যে লোহার সিন্দুকে রাখবার জন্যে লোক কেনে তা কি করে বুঝব বলুন। যাক—ওঁরা এখন এলে হয় !"

পথে আর কথা বাড়াইলাম না। ইস্কুল কম্পাউণ্ডে পা দিয়া বলিলাম, "তাঁরা যদি আজ কিছু না বলেন ত' যেওনা।"

"সে কি মশাই, ভদ্রলোকের এক কথা—আবার বলবেন কি ?"

তখন 'হলে' ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ও-কথা বন্ধ করিতে হইল।

দেখি ত্রিশ চল্লিশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁরা সবই পোস্ট-আফিস মজলিশের মেম্বার ; তদ্ভিন্ন ইস্কুল মাস্টার প্রভৃতিও আছেন। চেয়ারগুলি সবই ভরতি, বেঞ্চে যথেষ্ট স্থান আছে। টেবিলের আস-পাশের চেয়ারে বাবু তিনটি উপস্থিত। বোধ হইল একজন কিছু বলিতেছিলেন, চোখোচোখি হইতেই সহাস্য ইঙ্গিতেই আহ্বান করিলেন।

চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধ করায় জয়হরি 'বাপরে !' বলিয়া একটি ছোট্ট নমস্কার নিবেদন করিয়া টেবিলের নিকটস্থ বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। আমি ধীরে জানাইলাম—"বড় কাহিল আছি, ফেরবার পথে 'হোমো গ্লোবিন্' নিয়ে যেতে হবে" বলিয়া, আমিও বেঞ্চ লইলাম। বাবুটি আর জেদ না করিয়া একটু

হাসিয়া জানাইলেন, "এটা 'কুণ্ডু-কেবিন' নয়!" তাহার পর তাঁহার প্রারব্ধ বক্তৃতা চলিল।

শুনিব কি, সামনের চেয়ার হইতে—এক চেহারা, এক সেলাম আর "একটু ভাল করে শুনে লবেন বাবু"—লাভ হইল।

ভাল করিয়া শোনা অপেক্ষা তাহাকে আমার ভাল করিয়া দেখার কাজটাই আরম্ভ হইয়া গেল। লোকটি গৌরবর্ণ, হাড় ও শিরা-প্রধান, বিরল কেশের উপর ফেজ্-ক্যাপ, কটা গোঁপ দাড়ী—যেন গজাবার মুখেই বাধা পাইয়াছে ও স্থানে স্থানে ঝরিয়া গিয়াছে! কপাল কপোল মায় মুখ-চোখের দুই পাশ 'গিলে' করা,—বেশ furrowed বা finely corrugated। গায়ে গরম খাকী কোট। এক হাতে নোট-বুক, অন্য হাতে আধখানা পেন্সিল। বয়েস পঁয়ত্রিশও হতে পারে—পঞ্চান্ন বললেও কেউ সন্দেহ করবেন না।

আমি অবাক হইয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। দেখি চক্ষু বুজিয়া নোট-বুক ভরতি করিয়া চলিয়াছে,—ক্ষমতা অসাধারণ! আবার লেখা অপেক্ষা পেন্সিল চলিতেছে নিজের গায়েই বেশী। কখনও রগে, কখনও গালে, কখনও গলায়, কখনও কাণে, কখনও টুপীর ভিতর, কখনও আস্তিনের মধ্যে। আবার নোট-বুকে ফিরিয়াও আসিতেছে। প্রতি মিনিটে সে এতগুলি কাজে ব্যস্ত!

এ লোকটি কে? এদিক ওদিক ফিরিয়া দেখি—লোকটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চুপি চুপি তাহার আলোচনাই চলিয়াছে। একজন বলিতেছেন, 'বুঝছেন না, লোকটা কোকেনের কুম্ভকর্ণ,—ও জিনিসের symptom-ই ওই।' এমন সময় একটা জোর 'hear, haer' শব্দ হওয়ায় আমি বক্তৃতার দিকে কাণ দিলাম, বক্তা বলিতেছেন—

—"জগতে লোকে কি চায়,—শান্তি। ইংরাজীতে একটা সেরা কথা আছে—one who laughs last laughs best—মরবার সময় যে হাসতে পারে তার হাসিই হাসি, ও সে-হাসি লাভের কাছে কাশীলাভও লাগে না। কিন্তু সে হাসি লাভ করবার উপায় আমাদের পনের-আনা লোকের জানা নেই। আমরা আমাদের গরীব দেশের দুস্থ ভ্রাতাদের জন্য সেই হাসির ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছি।

এখন আপনারা আমাদের হিতেচ্ছায় সহায় হউন—ভগবান আপনাদের সেই বুদ্ধি দিন—এই আমাদের প্রার্থনা। কয়েকটি দেশপ্রাণ হিতৈষীর হেফাজতে 'দারিদ্র-দমন বীমা সঙ্ঘ, নামে একটি খাঁটি স্বদেশী সংঘ খোলা হয়েছে, যার রাশনাম 'স্বদেশী সোসিও ইকনমিক প্রপেগেণ্ডা।' এখন এগিয়ে আসুন, আমাদের এই সংঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তির সম্বল সঞ্চয় করুন। আর বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। একটা Premium (অগ্র-দক্ষিণা) দিয়ে মলেও স্ত্রী-পুত্রদের হাসি মুখ দেখে,—দেশের টাকা দেশে রেখে, হাসতে হাসতে যাত্রা করতে পারবেন। আমরা অন্ততঃ দশ হাজার টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতে চাই,—ডাকাতি করেও যা জমা করতে পারবেন না।—

—"মলেই টাকা। রবিবাবুর মত বিশ্বমানব তানা ত' কখনই বলতেন না 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'।—

—"মৃত্যু মৃত্যু বলে পূর্বে একটা মিছে ভয় ছিল বটে, কিন্তু বাঙলাদেশের লোক এখন বুঝেছে, মৃত্যুর মত বন্ধু আমাদের আর নাই। তারা বেশ জেনেছে,—তারা জন্মেই মরে আছে, কেবল হাড় ক'খানা চরে বেড়ায় আর চোখের জলে সেগুলোকে তাজা রাখবার বৃথা প্রয়াস পায়। তাই কবি বলেছেন—"মরে বেঁচে কিবা ফল—আগে চল—আগে চল।" এখানে আগে মানে উর্ধ্বে, যেমন ফললাভ করতে হলে গাছে উঠতে হয় তেমনি বড়-ফল লাভ করতে হলে আরো উর্ধ্বে অর্থাৎ স্বর্গে ছুটতে হয়। (hear, hear)

—"আমার এই আজানুলম্বিত দক্ষিণহস্ত-সম প্রিয় সহচর করুণানন্দ সেদিন সহসা শপথ করে বসেছে,—এতেও যদি আপনাদের সুমতি না হয়,—সে নারী-বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে। ভগবান আপনাদের সে বিপদ হতে রক্ষা করুন।"—

"আবার আমার করি-শুণ্ড-লাঞ্ছন বামহস্ত-সদৃশ এই যে রামকিঙ্কর চুপটি করে বসে রয়েছে, ওকে আপনারা চেনেন না। ও একটি ডিনামাইটের পুঁটলি। আমাদের সদুদ্দেশ্য দেশের লোক যদি না বোঝে, আমাদের সদুপদেশ যদি না গ্রহণ করে, ও ঘরে-বাইরে আগুন লাগাবে বলে কড়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যাক—সে সব কথার এখন সময় আসেনি। না এলেই আপনাদের মঙ্গল।—

—"এখন আশা করি দেশের মুখ চেয়ে আর আপন আপন স্ত্রী-পুত্রের মুখ চেয়ে আপনারা সকলেই এই বীমাকে বরণ করে নিয়ে শান্তিলাভ করতে অগ্রসর হবেন। মনে রাখবেন, তদনন্তর যতদিন না আপনারা প্রত্যেকে মরচেন ততদিন দেশের—প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্রের সুখ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। আমাদের একটি মাত্র premium (অগ্র-দান) দিয়ে গেলে হবে। আর ইতস্ততঃ করবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু।

চায়ের-দোকানে-পাওয়া এই ত্রিমূর্তির দেশের কাজের পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ করুণানন্দ ও রামকিঙ্করের নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় মিটিং গা নাড়া দিল,—কারণ Post office-এ Window delivery-র (চিঠি বিলির) সময় আসন্ন।

একজন বায়ুভুক্ (হাওয়া-খোর) প্রৌঢ় উকীল উঠিয়া বলিলেন,—"দেশের অন্নের মধ্যে এমন সুমধুর কাজের-কথা কমই শোনা যায়। আপনাদের স্বদেশ সেবা সফল হউক। আমাদের অর্থাৎ যাঁহাদের মৃত্যু কাম্য তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের কাজ আজ হয়েই গেল, এখন আপনাদের একটু কষ্ট স্বীকার করে লোকের বাড়ী বাড়ী যাওয়াটা আবশ্যক হবে। কারণ আমাদের জীবন-স্বত্বাধিকারী ও মরণ-উপস্বত্বভোগীরা সেখানে থাকেন। তাঁদের অনেকেই দশ হাজার টাকার bargain-টা (দাঁওটা) সাগ্রহে এগিয়ে নেবার জন্যে আপনাদের সদুদ্দেশ্যের সম্যক সহায়তা করতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে তাঁদের ইচ্ছা ভগবৎ-ইচ্ছা অপেক্ষা বলবৎ ;—আপনাদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না। আমি আপনাদের কাজের মধ্যে খাঁটি মহাপ্রাণতার স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাচ্ছি, কারণ আমাদেরও ওই কাজ। কোর্টে হলে এই পরামর্শটি ছাড়বার জন্যে চল্লিশটি টাকা নিতুম, কিন্তু কাকের মাংস কাকে খায় না। এখন আপনাদের ধন্যবাদান্তে আমরা চললুম।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং করতালি দিতেই একটা করকাপাত হইয়া গেল। সভাও ভঙ্গ হইল।

উঠিবার উপক্রম করিতেছি,—সহসা আমার হাঁটুতে হস্তক্ষেপ! দেখি সেই মূর্তি বলছে "মেহেরবাণী করে দু'মিনিট বসেন বাবুজী, বড় একটা বেওকুবী হয়ে গিছে, গল্‌তিটে শুধুরে লি।"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বললে—"কর্তা প্রাচীন লোক, আপনাকে কইতি আর সরম কি; বান্দা ত' আপনার বাচ্চা! মোদের কাম রেতেই বেশী, লিদ্রের ফুরসদ্ নেই,—কামেরও ঠিক-ঠিকানা নেই। সার্বেং (surveying), ফুটোগ্রাপী বি, টেলি-গ্রাপী বি,—এক্ষেনে শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টারের (short-hand reporter-এর) কামে আস্‌ছি। বহুত ইলেম জাস্তি হয় জনাব। আজ লিদ্রের ঝোঁকে হুঁস ছিল নাই। ইলেমে ইলেমে টক্কর লেগে সব গড়বড় করে দিছে। শর্টহ্যাণ্ড সুরু করলাম, তারপর ত্মাথছি টেলিগ্রাপীর "টরে টক্কা" লাগাইছি,—ইটার মধ্যে উটা ঘুসে গোল পাকিয়ে দিছে! দু'টাই ইলেক্ আর লোক্তার ইলেম্ কিনা, দুই সয়তানই এক দর্‌জায়! তোবা তোবা—ব্যাবাক টরে টরে টক্কায় লোটবুক ভরচি!"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখে চিন্তার ভাব আনিয়া বলিলাম, "তাইত, এতটা পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল।"

সে বলিল "আপনাদিগের দুয়ায় আজ লাগাৎ বান্দার পরিশ্রম কখনো বৃথা হয় নি,—ও সব ঠিক করে লবার ইলেমও গোলাম আলি জানে। ও আর ভরে লতি কতক্ষণ! জনাব ত' সব শুনেচেন। মেহেরবাণী করে দু'চারটে কথা মদদ্ (সাহায্য) করলেই বাকী সব গোলাম লেগিয়ে লেবে। ও সব পুলিটিকেল বক্তারদের রা মোদের বহুত জানা আছে হুজুর,—একটা লেগিয়ে দিলেই চলে যায়। দু'চারটে জবর জবর লবজ পালেই হবে।"

বলে কি! এতে পলিটিক্স পায় কোথায়! তাহাকে বলিলাম, "ওতে ত' পলিটিক্সের কিছু পেলুম না; বক্তা ত' বললেন, 'সত্বর সকলে জীবনবীমা করে

ফেলুন, মলে স্ত্রীপুত্রের উপায় থাকবে। দশ হাজার টাকা ডাকাতি করেও মিলবে না। আবার যে যত শীঘ্র মরবে তার তত লাভ! ওঁদের—খাঁটি স্বদেশী সঙ্ঘ, দেশের মঙ্গলের জন্যে দেশপ্রাণ লোকদের ওই সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তিতে স্বর্গলাভ করবার দরকার হয়েছে। নচেৎ, ওঁর বন্ধু করুণানন্দ নারীবিদ্রোহ সৃষ্টি করতে বাধ্য হবেন, আর ওঁর দ্বিতীয় সঙ্গী রামকিঙ্করটি—একটি ডিনামাইটের পুঁটলী, সে রাগলে লঙ্কাকাণ্ড করবেই। তবে তাঁদের সঙ্ঘের মারফত সকলে জীবন উৎসর্গ করলে দেশটা অগ্নিকাণ্ড এড়াতে পারে।"

গোলাম আলি বাধা দিয়া বলিল, "বহুত সেলাম বাবুজী—আর লয়, পেল্লায় মাল হাত লাগছে। ইতেই তাজমহল্ বন্‌তি পারে। সঙ্ঘ আছে, দ্যাশের মঙ্গল মজুদ্, জীবন উচ্ছগ্য আছে, ডাকাতী আছে, স্বর্গ লাভের লালচ আছে, ডিনামাইট রইছে, অগ্নিকাণ্ড রইছে—প্রতিজ্ঞাভি রইছে! আপনি পুলিটিক্স কারে কন কর্তা? এখন রিপোট ছক্‌তি আধঘণ্টাও লাগবেক নাই। বহুত স্যালাম বাবু।"

আমি মনে মনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেবের কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা হয়,—এ রিপোর্ট যাবে কোথায়?"

গোলাম আলি সাহেব বলিলেন "নসিব বাবু সাহেব—নসিব! কাজের কি কদর আছে জনাব। খোদা মালিক, ইলাম্ থাক্‌লি জঙ্গলেও রুটি মিলবে! এখন প্রাইবেট্ কাম লিয়ে আছি। আখবরে—সংবাদ-পত্রে রিপোর্ট পেটিয়ে দিই। জবর চিজ পালি বিশটাকাও মেলে। গোলামের উপর বড় বড় কাগজের এত্‌বার আছে। তারা সমজদার আছে, লায়েক-লোক চট্ চিন্‌তি পারে। আপনাদের দুয়াতে ভালই চলে যায়। জনাবের ইখানে কোথা থাকা হয়? আপনি রিপোর্ট দেখলিই বান্দার ইলেম্ বুঝ্‌তি পারবেন,—একবার লয়ে যাব।"

জয়হরি উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল, সে সত্বর ও সটান বলিল—"আমাদের বাসা খুঁজছেন? উইলিয়ম-টাউনে জিজ্ঞ্‌সলেই হবে—রায় সাহেব কোথা থাকেন।"

লোকটা শুনিয়া দু'হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "গরীবের গোস্তাকী মাপ করবেন, বান্দার বহুত বেয়াদবী হয়ে গিছে,—তা আপনি ত' মোদেরই বড়-

ভাইজান্ লাগেন্। বান্দা লিজ্জস্ হাজির হবে! রিপোর্ট বেনিয়ে আজকের ডাকেই ভেজিয়ে দিব। এখন ইজাজত দেন।"

এই বলিয়াই লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া সে চলিয়া গেল।

আমার ভাবনাটা দু-ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। জয়হরি যে এতটা বোঝে ও এমন জবাব দিতে পারে—সেটা এইমাত্র আমার কাছে ধরা পড়িল ও আমাকে আশ্চর্য করিয়া দিল। ততোধিক আশ্চর্য হইলাম ব্রাহ্মণীর বিচক্ষণতায়, তিনিই আমার রক্ষাকবচরূপে এই সহকারীর সিলেকশন করিয়াছিলেন। গোলাম আলির সম্বন্ধে কিছুই বুঝিলাম না। লোকটা বোধহয় পূর্বে কোথাও ভাল চাকরি করিত, নানা ইলেমের গরমে সেটি খতম্ হওয়ায় মাথা খারাপ হইয়া থাকিবে। কাজটায় বোধহয় তাহার খুব উৎসাহ ছিল—মজ্জাগত-ধর্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাই অভ্যাসটা যায় নাই—অভিনয়েও আনন্দ পায়।

সে পশ্চাৎ ফিরিতেই জয়হরি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "ওঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করচেন, আমি তবে চললুম ;—আরও দু'জন আছেন,—ব্যাপারটা খুব বড়িয়াই হবে দেখছি।"

বলিলাম, "ওঁদের অপেক্ষা না করিয়ে এতক্ষণ গেলেই হত।"

জয়হরি বলিল, "বলেন কি মশাই। আপনাকে ওই গোলেবকাউলির পাল্লায় ফেলে,—ওকে বিশ্বাস আছে! মুখখানা যেন পটি-পটির মাদুর,—ও সোজা লোক নয় মশাই।"

তাহার এরূপ আশঙ্কার নিশ্চয়ই আরও সব অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ ও প্রমাণ ছিল এবং তাহা শুনিতে উপভোগ্যও হইত ; কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করিয়া বলিলাম, "সকাল সকাল ফিরো—বেপরোয়ার মত খেও না।"

সে বলিল, আপনি সে ভয় রাখবেন না। তবে যেরকম আহারটা হবে বুঝতে পারছি, তাতে একটু গড়াতেই হবে। তারপর চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার শেষ করেই ফিরব,—ধরুন সাড়ে চারটে। আপনি এখন সোজা বাসায় যান। দেখবেন ওঁরা যেন উপরি হাঙ্গাম টাঙ্গাম না করে বসেন।"

বলিলাম, "উপরি হাঙ্গামাটা আবার কি?"

জয়হরি—"ওই সেই যে রেড্—"

বলিলাম, "আচ্ছা এখন যাও।"

সে দ্রুত গিয়া দেশপ্রাণদের দলে মিশিল। দেখি সত্যই আরও দুইটি যুবক জুটিয়াছে তাহারা রওনা হইবার পর আমিও বাসায় ফিরিলাম। রাঙা আলু যে কোন্ গুণে জয়হরির এতটা অস্বস্তির কারণ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতেই পারিলাম না।

৪০

সর্বক্ষণের সঙ্গীরা মামুলী মাল হইয়া দাঁড়ায়; আমরা তাহাদের বিশেষত্ব বুঝি না, কদরও করি না; তাহারাও কদর কি আদরে নজর রাখে না। জয়হরিকে বিদায় দিয়া যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। বাসায় ফিরিয়া সংবাদটা দেওয়ায়,—কাজটা কেহই অনুমোদন করিলেন না। কর্তা ও বাড়ীর মেয়েরা বলিলেন—"অমন সাদাসিদে হাবাগোবা লোককে এই অজানা জায়গায় অচেনা মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি।" দেখি বাগেশ্বরেরও সেই মত!

আজ রান্নাঘরের কাজকর্ম সহসা শিথিল হইয়া গেল। উনুন দুইটা সকাল সকাল নিবিয়া বাঁচিল। আহারের সময়টা সকলেরই বেশ আনন্দে কাটিত, অন্য দিনের পাঁচ-কোয়াটারের কাজ আজ পনের মিনিটেই শেষ হইয়া গেল। নূতন কিছু প্রস্তুত করিয়া বা গরম গরম মাছ ভাজা লইয়া মেয়েদের ছুটাছুটি—জয়হরিকে ঠকাইবার প্রয়াস,—কলহাস্য প্রভৃতি উপভোগ্য বিষয় হইতে আজ বঞ্চিত হইতে হইল। আজ যেন সব—"কাজ-সারা" মাত্র!

আহারান্তে বাহিরে আসিয়াও স্বস্তি নাই। কর্তা মাঝে মাঝে আসেন আর বলেন,—"নাঃ—কাজ ভাল করেন নি।"

শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সেটা আজ ডবল জোরে

চলিল। কোন জিনিসের মূল্য যে কোন অবস্থায় বাড়ে-কমে তা বোঝা কঠিন। আজ জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির অভাবে আমি চোখ বুজিতে পারিলাম না! তার ব্যক্তিত্বটা যে কোন সময়ে আমার অজ্ঞাতে সহসা এত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে আমাদের এতখানি দখল করিয়া লইয়াছে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আবার কর্তার চটির শব্দ! আসিয়াই বলিলেন, "দেখুন দিকি, তিনটে বেজে গেল, এখনও দেখা নেই! এ ত' তৃতীয় প্রহরে আদ্যশ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাওয়া নয়। এঁরা বলছেন, জয়হরিবাবু এলে তবে চায়ের জল চড়াবেন।"

বুঝিলাম, তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা—অপরাধের সাজা হিসাবে জয়হরিকে খুঁজিয়া আনিতে এখনি আমার বাহির হইয়া পড়া উচিত, বলিলাম, "সে বলেছে, বৈকালে জলযোগ আর চা সেইখানে সেরে সাড়ে চারটার মধ্যে ফিরবে।"

কর্তা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"সাড়ে চারটে! শীতকালের বেলা—তাহ'লে সন্ধ্যে বলুন।" তখন চাকরকে উদ্দেশ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওরে বাগেশ্রী—সব লাণ্ঠান ক'টাই ত'য়ের করে ফ্যাল, আর আমার সেই তেজ্‌বলের লাঠি গাছটা বার করে রাখ,—বুঝলি?"

বাগেশ্বর বলিল, "কেন বাবু—আজ নাগপঞ্চমী নাকি? এখানে খুব সাপটাপ বেরয় বুঝি? ওরে বাপ্‌রে! মা মনসা! দেশে গিয়ে দুধকলা দেব মা!" বলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইল।

কর্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনলেন হারামজাদার কথা। ওরে ব্যাটা, এই যে মাইফেলে মজলিশে বত্রিশটে ঝাড় লাণ্ঠান জ্বলে,—সাপ বেরুবে বলে রে পাজী,—না: দু'টোর বেশী লাণ্ঠান জ্বাললেই নাগপঞ্চমী হয়।

জয়হরির অভাবে আমি পূর্ব হইতেই অন্তরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলাম, তাহার উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া নিজের কাছেই নিজের অপরাধ ক্রমশঃ যেন সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং জয়হরির জন্য একটা ভাবনা ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রভু-ভৃত্য-সংবাদ আরম্ভ হইতে দেখিয়া ভয় পাইলাম,—কারণ প্রভুর এই প্রিয় প্রসঙ্গ সহজে থামিতে চায় না! বেশ বুঝিলাম, জয়হরির কথা ভুলিয়া নাগ-

পঞ্চমীতে ঝুঁকিতে তাঁর আর অধিক বিলম্ব নাই। কাজেই ঘড়িটা খুলিয়া বলিলাম, "এটা দেখছি ভারি ফাস্ট যাচ্ছে—এর মধ্যে চারটে বেজে বসে আছে।"

তিনি চমকিত ভাবে বলিলেন, "অ্যাঁ,—বলেন কি,—এ ব্যাটা ত' নড়বে না!"

"ওকে আর নড়তে হবে না, আমিই এই নড়লুম" বলিয়াই উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যাই কোথা, ঠিকানা ত' মনে নাই! তাহা সত্ত্বেও চলিতে কিন্তু হইবে,—তাই চলিলাম। এই অবস্থায় পা কখন তাহার পরিচিত পথ বাছিয়া লইয়াছে,—বাজারের পথই ধরিয়াছি!

কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ কাণে আসিল—"আমি এইখানে?"

গলাটা ঠিক জয়হরির না হইলেও সুরের সাদৃশ্য থাকায় এদিক ওদিক চাহিতেই দেখি, জয়হরিই ত' বটে! সম্মুখে শূন্য শালপাতা—পার্শ্বে এক লোটা জল! আমাকে দেখিতে পাইয়া পাতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাড়াতাড়ি তাহা মুখে পুরিয়া যথাস্থানে জমা দিবার কসরতে সে ব্যস্ত! তাহার সেই অবস্থার আওয়াজটা বেসুরা শুনাইয়াছিল।

"তাড়াতাড়ি কেন, ধীরে ধীরে খাও" বলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"ব্যাপার কি, এটা ভোজন না ভোজবাজি! নিশ্চয়ই কিছুপূর্ব্বে নিমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা উভয়কেই সারিয়া আসিয়াছে, আবার এ কি!"

জয়হরি কোন দিনই গম্ভীর নয়। মুখে সর্ব্বক্ষণই একটা নিশ্চিন্ত ভাবের অন্তরালে আনন্দাভাস থাকে। আজ তাহার চোখমুখ বেশ ভারী-ভারী। এক-লোটা জল টানিয়া, মাঝারি একটা উদ্গারের সহিত উঠিয়া সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, "দোকানদারকে পয়সা দেওয়া হয়েছে?" জয়হরি নীরবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হয়েছে।" চাহিয়া দেখি, মুখে একটা মলিন ছায়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি উদাস, কোথাও তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্তির লেশমাত্রও নাই। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়াছে।

পথে পড়িয়া উভয়ে দু' এক মিনিট নীরবে চলিবার পর বলিলাম, "চল—

এখন বাসাতেই যেতে হবে, সকলেই তোমার তরে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। তোমাকে একলা ছেড়ে দেওয়ায় সকলেই আমাকে দুষছেন,—মায় বাণেশ্বর। সকলেই ভাবছেন, সকলেরই মনমরা ভাব। আমি সারাদিনটা অপরাধির মত কাটিয়েছি। তোমাকে না হাজির করলে তাঁরা চা পর্যন্ত চড়াবেন না।”

জয়হরি আমার পশ্চাতেই ছিল। স্নেহের এই পরোক্ষ পরশেই সে বালকের মত ফোঁপাইয়া উঠিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখি—চোখে জল! আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, “এ কি! কি হয়েছে জয়হরি?”

সে কথা না কহিয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া ধরিতেই দেখিলাম তাহা রক্তরঞ্জিত এবং কটি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে পাড় পর্যন্ত পিঁজিয়া, ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হইরা পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন দুই পা-ই ক্ষত-বিক্ষত!

দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় সমবেদনায় আমি কেমন হইয়া গেলাম। পরে তাহার পিঠে হাত দিয়া ‘চল’ বলিয়া তাহাকে লইয়া নিকটস্থ “ভিক্টোরিয়া হলে” ঢুকিয়া সেখানকার অভিজ্ঞদের দ্বারা যথাকর্তব্য করাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গিয়া স্কুল-কম্পাউণ্ডে ঢুকিলাম,—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কম্পাউণ্ডের এক স্থানে ভূগর্ভোত্থিত একখানি প্রস্তরের উপর তাহাকে বসাইয়া নিজেও বসিলাম।

৪১

উভয়েই দু’ এক মিনিট নীরব থাকিবার পর, সস্নেহে জয়হরির নিকট ব্যাপারটা জানিতে চাহিলাম। তাহার পর অর্ধঘণ্টাকাল অবাক হইয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে সেই সন্ধ্যার মেঘের মতই আমারও ভিতরটা নানা ভাবান্তরের মধ্য দিয়া—শেষ আঁধার মলিন হইয়াই গেল। শুনিলাম—

দেশহিতৈষীদের বাসায় পৌঁছিয়াই দেশপ্রাণদের দ্বিতীয় (Next best) করুণানন্দটি সহাস্যে বলেন, “আমাকে এখন ঘণ্টা-দেড়েকের ছুটী দিতে হবে। ঘটনাটা যখন মনের-মত মিলেছে তখন সেটা আনাড়ীর হাতে দিয়ে মাটী করতে পারব না। আপনারা ততক্ষণ দেশের-কাজ এগিয়ে ফেলুন। আমি

কালিয়াদমনটা সেরেই আসছি—আর খানকতক কাশ্মীরী কিমাও। হ্যাণ্ড-ব্যাগটা নিয়েই যাই, নম্বর থ্রী থার্মমিটার দরকার হবে, ধুপ্ছায়া আঁচের (heat regulate-এর) ওপরেই ওর জান।”

দলপতি—আমাদের পরিচিত বক্তা দয়াল দফাদার U.G. (অর্থাৎ Under Graduate) বলিলেন,—“এঁদের পরীক্ষাটা সেরে গেলে হতনা !”

“উত্তীর্ণ বলেই ধরে রাখুন না—বন্ধুদের নিরাশ করতে হবে নাকি ! তারপর গ্রামোফোন চালান, আমি এলুম বলে।”

দলের এই দ্বিতীয়—আমাদের সেই আজানুলম্বিত দক্ষিণ-হস্ত সদৃশ করুণানন্দ আবার নাকি একজন অদ্বিতীয় M. D. তিনি সর্বসাধারণের কার্য-সৌকর্য্যার্থ তাঁর roaring practice—গুরুগর্জনশীল ফ্যালাও ব্যবসা ফেলে দেশ-সেবার জন্য ভুখো ভ্রাম্যমান-ভৈরব হয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। পেল্লায় প্রাক্‌টিস্ পায়ে ঠেলে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে ঢাকায় এক নবাব সংসারে নিযুক্ত ছিলেন—বংশলোপ আসন্ন দেখে তাঁরা প্রসন্নচিত্তে পেন্সেন্ অর্থাৎ বিদায় দিয়েছেন।

এই শেষোক্ত সংবাদটি আমরা পরে পাই।

দলপতি দয়াল-দফাদার মহা চোকোস্-চ্যাপ্; তিনি হাস্যমুখে সামনে দু’ প্যাকেট্ কাঁচি-সিগারেট আর একটা দেশলায়ের বাক্স পটাপট্ ফেলে দিয়ে বল্লেন “নিন ধোঁয়াযাত্রাটা ভাল, ক্রমে ধূমাৎ বহ্নি—অর্থাৎ চন্‌চনে ক্ষুধা।” তার পর নিজেও একটা ধরাতে ধরাতে বল্লেন, “এইবার গ্রামোফোন চলুক। এ যা শুনবেন তা সকলের জন্যে নয়। অতবড় কলকাতা-সহরে এ জিনিসটি মিলবে না। এর একটু ইতিহাস আছে।—বর্ধমান ছেড়ে আমারা একদম বৃন্দাবনে যাই,—সময়টা ছিল রাসের, সুতরাং হতাশের মধ্যেই পড়ে গেলুম। হরিনাম শুনি আর পরিণাম ভাবি। যমুনার জলটুকু কচ্ছপে দখল করে যোগাচ্ছে,—শীতকাল, মেঘ ডাকবার আশাও নেই, উইল্ করে পা বাড়াতে হয়। না নেয়ে নেয়ে তিনজনের মাথাই অশ্বথামার মাথা হয়ে দাঁড়াল।—

রামকিঙ্করের প্রতিভা ছিল পঞ্চমুখী, সেখানে গিয়ে তার উপর সিদ্ধিটাও বৃদ্ধি

পেলে। তার দাদামশাই ছিলেন পরমভক্ত। তাঁর 'ইস্টেট্' ছিল হুঁকো, কলকে জপের মালা, চশম, ভক্তমালা, মকরধ্বজ, মধু আর খল। এক দিন তিনি ভক্তমাল পড়ছিলেন আর চোখ মুছছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা জরুরী কাজে তাঁকে যেতে হয়—গ্রন্থখানি মোড়বার মত সময়ও পান নি। যাক,—তিনি খেতেন মকরধ্বজ আর প্রিয় রামকিঙ্কর পেতেন দু'চার ফোঁটা মধু। সে নাকি তখন তিন বছরের। কিন্তু বুদ্ধিটি ধরত ঢের বেশী। দাদামশায়ের জরুরী-ডাকের ফাঁকে সে তাঁর মধুভাণ্ডটি নিয়ে যে কাণ্ডটি করে বসে, তাতে ভক্তমালের পাতা ভক্তিরসে না হলেও, সরস হয়ে পড়ে! ফলে, অনেকগুলি ভক্তিসহ তিন পাতা মধুমাখা-ভক্তমালও তাকে উদরস্থ করতে হয়। দাদামশাই-ই বলেন—'ওই ছেলে হতেই তাঁদের বংশ ধন্য হবে, যে জিনিস ওর পেটে পৌঁচেছে তার এক একটি অক্ষর এক একটি ব্রহ্ম বীজ—সে এক দিন ফুটবেই ফুটবে।—

"কিন্তু এতবড় অভিব্যক্তিটা দেখবার জন্যে তিনি ত' অপেক্ষা করে বসে রইলেন না, সেই বীজ ফুটলো ব্রজের মাটিতে আর দেখতে হল আমাদেরই।

"কাজ কর্ম না থাকায় দিনে ভোগ আর ঘুম, সন্ধ্যায় সংকীর্তনশোনার ধূম চলতে লাগল। বলা নেই কওয়া নেই রামকিঙ্কর হঠাৎ একদিন হাত তুলে join (জয়েন্) করে ফেললে,—তারপর আছাড় খায় আর গড়াগড়ি দেয়। আচমকা ছুঁচোবাজীর মত সোঁ করে লোকের পায়ের মধ্যে ঢুকেও পড়ে। ক্রমে তার ভাবাবেশ সুরু হ'ল। কুঞ্জে—পুঞ্জে পুঞ্জে ভক্তের ভিড় লাগল—পায়ের ধুলোর জন্যে। কিন্তু তাঁদেরই পায়ের ধুলোয় ছোট আঙিনাটি কুস্তীর আখড়ার মত এক হাঁটু খাস্তা হয়ে দাঁড়াল,—মুলোর চাষ চলে। ভালর মধ্যে আল্‌পো মাল্‌পো মিলতে লাগল। রামকিঙ্করের পেটে যাঁরা ভক্তমাল থেকে মধুর অনুপান হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন তাঁদের আবির্ভাব হতে লাগলো।—

"রেকর্ড করতে জানতুম,—Plate পরিষ্কার করে রাখলুম।—প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব হলেই তাঁর দুর্লভ বাণীর অক্ষয় ছাপ লাভ করতেই হবে। মাঘী-পূর্ণিমার সন্ধ্যায়,"—

এই পর্যন্ত বলেই দফাদার সজোরে শিউরে নমস্কার করে বললেন—"ঠাকুরের

আবির্ভাব হ'ল। উঃ! সে কি ভাব! রেকর্ড Plate বাগানই ছিল, মহা-পুরুষের শ্রীমুখ হতে সুধা বর্ষণ সুরু হতেই রেকর্ডেও তার স্পর্শন ঘর্ষণ,—সোণার কাঠি বুলিয়ে চলল। সে আর এ অধমের মুখে শুনে কায নেই।"

এই বলেই U. G. দফাদার তাঁর গ্রামোফোনে পিন্ পরিয়ে, দীনের উদাস ভাব নিলেন।

প্রভুও আওয়াজ দিলেন,—"হে প্রিয় ভক্তগণ, তোমাদের ইচ্ছা আমি অবগত আছি।—যাতে মনুষ্য-জন্মের চরম সার্থকতা—তা তোমরা শুনতে চাও। আমার সময় অল্প—সারটুকু শুনে নাও। যখন আচার্য গোঁসাই মহাপ্রভুকে জানালেন—'এ হাটে না বিকায় চাউল'—তার অর্থ ছিল—লোকের চাল কেনবার আর পয়সা নেই, দেশ গরীব হয়ে আসছে। অন্নচিন্তার চাপে ধর্ম চাপা পড়ে যাচ্ছে। পরে পরবর্তী মহাজনেরা প্রচার করলেন—জীব মাত্রেই নারায়ণ,—তাদের সেবাই নারায়ণের সেবা! সেই হচ্ছে ধর্মের সেরা। শিক্ষিতেরা সেটা বাহবা দিয়ে স্বীকার করে নিলেন। তার পর অবাক হয়ে দেখেন—নারায়ণ বটে, কিন্তু সব দরিদ্র নারায়ণ!—এ নারায়ণে ভারত ভরাট! আবার বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাড়ী-গুলির বার আনাই দরিদ্রনারায়ণদের অজ্ঞাতবাসের বিরাট-ভবন! উপায়? শ্রীভগবান বহু পূর্বেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে পথ বানিয়ে রাখেন—ভগীরথকে দিয়ে গঙ্গা আনিয়ে পাতক ধোবার পন্থা করে রাখেন—পেল্লয়ে পেল্লয়ে সব পাতকী এসে পৌঁছুবার পূর্বেই। দয়াময়ের সব কাজেই দূরদর্শিতা পাবে। তোমরা ভক্ত—ভক্তিপথ দ্বৈতের পথ—যেমন তুমি-আমি, স্ত্রী-পুরুষ, চা-চপ্ এক কথায় ডেয়ার্কি। ধর্ম-অর্থও তেমনি এক ব্রাকেটের জিনিস। তাই অর্থ ছাড়া ধর্মও এ যুগের জন্ম নয়। অর্থ সংযোগেই সেটা ঘোরাল হয়—সার্থক হয়। সে অর্থ পাবার সহজ উপায়ও তিনি আনিয়ে দিয়েছেন,—সেটি—জীবনবীমা। এ কথাটি ভুলোনা; তবে যে যেমন অধিকারী। তোমাদের সুমতি হোক।" গ্রামোফোন থামতেই দয়াল গড় হয়ে প্রণাম করিলেন।

রামকিঙ্কর কোথা থেকে সোঁ-করে এসে বলে উঠলেন "নাড়ী নোটীস দিচ্ছে, নাও ফরম্‌গুলো (form) দেগে ফেল। আজ করুণানন্দ যে কাণ্ড করেছে—আহারের পর ত' সব অজগর!"

"তা বটে" বলেই দফাদার কালি কলম আর ফরম্ তিনজনকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নিন লিখে ফেলুন। আপনারা শিক্ষিত লোক—ফরম্ ভরতে পাঁচ মিনিট। আজ পেট ভরতে বটে পাকা পাঁচ-কোয়াটার নেবে। হাঁ, ভাল কথা —ডাক্তারের ফী আপনাদের লাগবে না। আমাদের সঙ্ঘই তা suffer করবে—সইবে। এ-যে দেশের কাজ রে brother (ব্রাদার) !"

* * * * *

জয়হরি আগাগোড়া মাটির মানুষের মত নির্বাক বসিয়া ছিল। বোলের ও কলের শব্দগুলা তাহার কাণে পৌছিতেছিল—প্রাণে প্রবেশ করে নাই ! আজ তাহার প্রাণে যাহা প্রবেশ করিতেছিল তাহা নাসারন্ধ্র দিয়া। তাহার সারা প্রাণটা পড়িয়াছিল রন্ধনশালায়। দেওঘরে আসিয়া পর্যন্ত মাংসের মুখ না দেখিয়া সে প্রায় মহাপ্রভুরজন দাঁড়াইয়া যাইতেছিল।

করুণানন্দের কালিয়াদমন-কাব্যের অমৃতাক্ষর শুনিয়া পর্যন্ত সে একপ্রকার তন্ময়ই ছিল। মনে মনে সেই সুধা-স্মরণে কয়দিনের ক্ষতি-পূরণের মত ক্ষুধা সঞ্চয়ও করিয়া আনিতেছিল। এই মটন-মথনের মন্ত্রের মধ্যে, খালিপেটে কলম কাগজ ঢুকিয়া তাহার মগজ বিগড়াইয়া দিল।—"জাফরাণ শুঁকিয়ে দলিল দস্তখত করাতে চায়,—এরা মানুষ ভাল নয় !" সে ভয়ে রাগে নৈরাশ্যে সব ভুলিয়া গেল। পৈতাটা কাণে দিতে দিতে 'আসছি' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এ সঙ্কেতের উপর কাহারও প্রশ্ন চলে না—কেহ বাধা দিল না। উপনয়নের পনের বৎসর পরে পৈতাটা আজ কাজে লাগিল। সেটার উপকারিতা বোধহয় আজ সে প্রথম উপলব্ধি করিল !

বাসটা ছিল বড় রাস্তার ধারেই। জয়হরি মোটর লরির সাড়া পাইয়াই গা-ঝাড়া দিয়াছিল। সেখানা তখন সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। জয়হরি প্রাণপণে ছুটিয়া তাহার হাতল ধরিয়া "চলো" বলিতে বলিতে কোনও প্রকারে বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া পড়ে। আঘাত পাইলেও সেদিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না।

মানসিক বিকারের আকস্মিক উত্তেজনায় ঘটিলেও, জয়হরির এই ত্যাগ-স্বীকারটি যে কত-বড় ছিল তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। রাজ্যত্যাগ, বিত্তত্যাগ,

গৃহত্যাগ প্রভৃতির পশ্চাতে একটা পরমার্থাদি লাভের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকে। দধীচি হাড় ছাড়িয়াছিলেন,—জয়হরির মাংস-ছাড়াটা তদপেক্ষা ছোট ত্যাগ ছিলনা, সেটা সমজদারে সহজেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের বাসাটা দেওঘর স্টেশনের নিকটেই ছিল। "লরী" আসিয়া প্রত্যহই সেখানে দাঁড়াইত ও যাত্রী লইয়া দুম্‌কা পর্যন্ত যাতায়াত করিত।

সত্বর বীমার সীমা এড়াইয়া বাসায় পৌঁছিবার আশায় জয়হরি লরী ধরিয়াছিল। একটু সামলাইয়া চাহিয়া দেখে চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর! যখন মন্দির চূড়াও নজরে পড়িল না তখন সে চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথায় চলেছি?" একজন মাড়ওয়ারী কালেক্টার বলিয়া উঠিল, "দুম্‌কা,—তুম্ কাঁহা যাওগে!"

"দেওঘর ইস্টিশান!"

"পাগল হো! সাড়ে চার মিল্ মুফৎ আয়ে! দেও—রূপেয়া নিকালো।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য জয়হরি লাফ মারিল। মাংস ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে সে বোধহয় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহারা গাড়ী না থামাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আরোগী কয়টি ছিলেন 'গো-মাতার' ভক্ত সেবক। গাঁয়ে গাঁয়ে দুধ ঘি সংগ্রহ করিয়া শোধনার্থ কারখানায় চালান দেন;—গোরক্ষার জন্য অশ্রুমিশ্রিত বক্তৃতাও করেন। মিশ্রণটাই তাঁহাদের ধর্মের ও কর্মের সেরা মসলা। নর-নারায়ণ দুধ দেয় না! তাহার রক্ষার্থে মাথাব্যথা ছিল না।

রাস্তার ধারে একপাল গরু চরিতেছিল, সে তাহারই একটির উপর গিয়া পড়ে। পৃষ্ঠোপরি এই আড়াই মুণি জীবটির সবেগ পতনে, আহত ও ভীত গাভীটি সলম্ফ বিকট চীৎকারে রাস্তা হইতে মাঠে পড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে নিরুদ্দেশ রওনা হয়। গাভীটির সশব্দ লম্ফনের শূন্যপথেই জয়হরির সবেগ উৎক্ষিপ্ত পতন ও দেড়গজ ঘর্ষণ এবং মাঠের মধ্যেই বীরশয্যা গ্রহণ—একই সময়ে সমাধা হয়। মরণের সহিত পূর্বপরিচয় না থাকায় বিমূঢ় জয়হরি ভাবিয়াছিল—সে মরিয়া গিয়াছে! চেতনার যা একটু আভাস মাত্র ছিল তাহার সাহায্যে সে বহুক্ষণ ঠিক করিতেই পারে নাই

—সে আছে কি নাই—এটা তার পারলৌকিক অবস্থা কি না! তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেক এলো-মেলো চিন্তার পর হঠাৎ সে নিজের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া দেখিল—লাগে। তখন—

—"ওরে বাবারে! পোড়ালে সইতে পারব না!" বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে ও সভয়ে চারিদিকে চাহিতে থাকে। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লরী (Lorry) যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ ধরে। বেদনা কি আঘাতের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না।

অর্দ্ধাধিক পথ অতিক্রম করিবার পর, পথের ধারে একটি কুয়ায় একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোককে জল তুলিতে দেখিয়া সে দীনের মত গিয়া দাঁড়ায়। তাহার অবস্থাই ছিল তাহার আবেদন original copy—বা অলিখিত আর্জি। স্ত্রীলোকটি জল তুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরে ও তাহাকে হাত পা ধুইয়া ফেলিতে বলে।

সারাদিনের অনাহার ও নির্মম রূঢ়তায় সে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীর এই প্রস্তাবের ভিতরকার স্নেহটুকু সহজেই তাহার প্রাণে পৌছিল। সে হাত পা ধুইতে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখের জলটাও ধুইল। এক স্থানে ব্যথার সঞ্চার হইতেই তাহার শরীরের ব্যথাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জল খাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দির কত দূর।" "বেশী দূর নয়—ওই চূড়া দেখা যাচ্ছে" বলিয়া স্ত্রীলোকটী অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল।

জয়হরি ধীরে ধীরে রওনা হইল। বুঝিল এখন তাহার সর্বপ্রধান আবশ্যক—পেটে কিছু দেওয়া,—নচেৎ বাসায় পৌছিতে পারিবে না,—পথেই গা ঢালিতে হইবে। তাই সে মন্দির-চূড়ায় লক্ষ্য রাখিয়া চূড়ার (চিঁড়ের) আড্ডায় গিয়া পড়ে। ট্যাঁকে যে দশগণ্ডা পয়সা পুঁজি ছিল নিঃশেষে তাহা ওঝা ঠাকুরের হাতে দিয়া পাতে ভরপেট বোঝা চাপাইবার মত অর্ডার দেয়। ওঝারাই এই তীর্থস্থানের ক্ষুধাদষ্ট যাত্রীদের রোজা।

এই ফলারের final blow বা সর্বগ্রাসের সময়েই আমার সহিত জয়হরির সাক্ষাৎ। পরিশিষ্টটা পূর্বেই বলিয়াছি।

সব শুনিয়া আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এতটা ভয় পেলে কেন! প্রাণটা যে গিয়েছিল!"

সে উত্তেজিত ভাবে বলিল, "ভয় পাবনা, আপনি বলেন কি! ঠাকুর্দা মশাইকে খেতে বলে পাঁচজনে খত সই করিয়ে নেয়। তার ফলে সর্বস্বান্ত হতে হয়—মায় জেলে যাবার জোগাড়!"

আমি আর কথা না বাড়াইয়া বলিলাম, "ভগবান রক্ষে করেছেন, চল বাসায় যাই, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন,—অত্যন্ত ভাবছেন। আজ আর খাবে না ত' —চা খেয়েই শুয়ে পড়বে চল।"

জয়হরি কোন কথা কহিল না—ধীরে ধীরে চলিল।

পথেই কর্তার সহিত সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। হাতে তেজ্‌বলের লাঠি, সঙ্গে—লাণ্ঠান হাতে বাণেশ্বর। আমাদের দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"জয় বৈদ্যনাথ! ওঃ, কি দুর্ভাবনাতেই সকলের দিন কেটেছে! বাঁচলুম,—খবর ভাল ত'!"

বলিলাম, "হাঁ—চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

"চলুন তবে বাসায় গিয়ে শোনা যাবে—চায়ের জল চড়ানই আছে।" তাহার পর বাণেশ্বরকে কি বলিলেন, শেষটা কাণে আসিল, "ফটকের পাশে সেই চতুর্কি চোবের দোকান,—মনে থাকবে ত'!"

"তা আর থাকবেকনি বাবু!"

"তা আর থাকবেকনি! উঠনো চলছে যে! তোর ভাত খাওয়া কমে গেছে সেটা কি আর লক্ষ্য করিনি রে হারামজাদা! আচ্ছা যা, পাঁচসিকের —বুঝলি!"

সে কোনও কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, আমরা বাসায় আসিয়া পৌছিলাম।

জয়হরিকে দেখিবার জন্য বৈঠকখানার দোর-জানালায় মেয়েদের সাগ্রহ চক্ষু গুলি চোদ্দ পিদ্দীমের মত জ্বলিয়া উঠিল;—সে সহসা যেন দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়াছে!

আমি দিনের দুর্ঘটনা-গুলা দু'চার কথায় শেষ করিয়া দিলাম। রাত্রের আহারটা যাহতে বাদ পড়ে সেই আশাতেই ফলারের কথাটাও বলিতে বাধ্য হইলাম। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলিলাম,—নচেৎ তাহার পক্ষে বাসায় পৌছান অসম্ভব ছিল।

"ছেলেমানুষ পেয়ে—," "ভালো মানুষ দেখে",—"জোচ্চোরের পাল্লায়,"—"আহা,—আ মরি মরি'"—"প্রাণটা নিতো"—"মা দুগ্‌গা রক্ষে করেছেন,—" "পরের ছেলে" ইত্যাদি কড়ি-মধ্যমের উচ্ছ্বাস গুলাই কাণে আসিল।

মাধুরী আসিয়া বলিল,—"দিদিমা বলচেন—বাবা বদ্যিনাথের পূজো—কাল সক্কালেই পাঠানো চাই।"

"সে ভাবনা ওঁর ভাবতে হবে না; শুধু সকালে কেন,—দু'বেলাই তা পৌঁচুচ্ছে! বেনারসী বেটা সকাল-সন্ধ্যেই চড়াচ্ছে।"

"সে আবার কে!"

"বিলেত থেকে এলি যে!—তোদের গুণধর চাকর রে! কলকেতার আসেপাশের ছেলেরা এল্-এ ফেল্ ক'রে রেল্ আপিস ধরে;—যাদের কড়া জান—তারা তোদের তরে উপুসী-উপন্যাস লেখে! এ চোর বেটা দেখচি—'ঘরে বাইরে' না পড়ে বাড়ী ছাড়েনি! দেখছিস না—বেটার ভাত খাওয়া ক্রমেই কমে আসছে। তা দেখবে কেন!"

"ওমা—কমচে কি বলো! কোনদিন তিন বার ক'রে না নেয়! দই দিলে চারবার চাই!"

"বলিস কি,—এ বোকোস্ পোষা কেন? দূর করে দাও—দূর করে দাও,

সর্বস্ব খেলে যে। আর তোদেরি বা দই আনতে বলে কে! আজ থেকে সেরেফ্ দুধ চলবে,—বলে দিস।"

"কাকে,—চাকরকে?"

"তা না ত' আবার কা'কে! বেটা দই খেয়েছে—দুধ খাবে না! ওর বাবা খাবে। মজা দেখুক·একবার—"

কি বলেন?" বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। বলিলাম, "আলবৎ খাবে,—ঠিক সাজা হয়েছে! এই ত' ন্যায়নিষ্ঠের কাজ, তাঁরা নিজের জাতকে এই রকম কড়া সাজা না দিয়ে ছাড়েন না। মেকলে সাহেব ত' আর ফিরচেন না, আর সবাই কিছু রঘুনন্দন নন,—পুরানো পেনাল কোড্খানার পঙ্কোদ্ধারে যদি লেগে পড়েন ত' একটা রদী-জিনিস রক্ষা পায়। দেশ-সুদ্ধ লোক জেলে গিয়ে দুধ খেয়ে সুধরে আসতে পারি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"না—না আপনি তামাসা করছেন। বরং পঞ্চাশ পেরিয়ে জঙ্গলে যাওয়াটাই দরকার ছিল;—এখন বুঝি আর হয় না—সাতান্নয় পৌঁছে গিছি।"

"হবে না কেন,—তবে, সস্ত্রীক যেতে হয়।"

"কেন—সেখানে ত' বাঘের কমতি ছিল না! তারা সব মরে গেছে নাকি!"

জানালার ওপারে চাপা গলা শোনা গেল—"মিন্সেকে বাজে বকতে বারণ করতো মাধুরি। মাথার ঠিক আছে কি—দইটে রোজ আনে কে?"

কর্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শুনলেন,—আচ্ছা আপনিই বলুন, যদি দই-ই না খেলুম ত' বৈদ্যনাথে কি করতে আসা! বলুন?"

আমাকে আর বলিতে হইল না,—নেপথ্যে শোনা গেল—"ছেলেটার সারাদিন খাওয়া নেই, সে চিন্তা চুলোয় গেল,—ওঁর গুরুপুত্তুর দই খাবেন কি দুধ খাবেন তারি ঘোঁট চললো!—আয়—চলে আয় মাধুরি।"

"সে কি কথা,—খাবেন বই কি; কে বলেছে খাবেন না। কি খাবেন বলুন ত' জয়হরি বাবু!"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আজ আর ওঁর জলস্পর্শ নয়। এই সন্ধ্যার

মুখে ওঝার হোটেলে দশ আনার চিঁড়ের বোঝা নিয়েছেন, এক একটি সাঁওতালী-চিঁড়ে ফুলুরির মত ফুল্‌বে। এক-কাপ্ চা খেয়ে শুয়ে পড়ুক।"

তা কি হয়,—সে কি হয়,—রাত-উপোসে হাতী মারা যায়"—;

জয়হরি নিজেই বলিল—"না—উপোসই দি।—গা-গতোর ব্যথা হলে দাদামশাইও উপোস করতে বলতেন আর দাওয়াই দিতেন গরম গরম লুচি আর হালুয়া। তা'তে খুব উপকার হোতো কিন্তু।"

"ঠিক্-ঠিক্—ঠিকই ত'। ওর দাওয়াই-ই ত' ওই। ও যে ভারি ওস্তাদ।—নাঃ, আর বেশী দিন নয়,—সব ভুল হতে আরম্ভ হয়েছে! ওটা যে আমারও জানা জিনিস,—ঠিকই ত'। সেই ভালো,—আজ উপোসই দিন।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি চুপচাপ বিরক্তিটা গায়ে মারিয়া জয়হরিকে বলিলাম—"ফেরবার ইচ্ছা নেই বুঝি!"

সে বলিল, "কাশী যাই চলুন।"

কর্তা আসিয়া পড়িয়াছিলেন,—বলিলেন—"কি—কি,—কাশী? কেন? আচ্ছা সে কথা পরে হবে। হরিরলুট হয়ে গেছে,—প্রসাদ আর চা-টা আগে চলুকতো। জয়হরিবাবু দু কাপ খান।"

* * *

হ্যাঁ—এইবার বলুন ত' কাশী যাবার কথাটা হঠাৎ উঠ্‌লো যে! বাইরে বেরুলে অনেক কষ্ট, বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেটা বুঝেছি—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"না—না, রামঃ, ও আপনি কি বলছেন। জয়হরি ওই দেশপ্রাণদের ভদ্রবেশী বেদের-দল বলে ঠাউরেছে! কেন জানিনা ওদের সম্বন্ধে ওর একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক এসে গেছে। ঐ U. G. দফাদারটি নাকি দফা-রফার ফাদার বা সর্দার! ওর ভয়—ওরা খুঁজে এসে ধরবে! পূর্ণিয়ার ঠিকানাও জেনেছে, তাই কাশী যেতে চাচ্ছে। ওর ধারণা—চোখোচোখি হলে,—তাদের প্রভাব ও এড়াতে পারবেনা। ওর রাশি নাকি ভারি পাতলা;—আজ শুনলুম—মেষরাশি! আমার ধারণা ছিল—কুম্ভ।"

কর্তা হাসিয়া বলিলেন, "আমার সিংহরাশি হে জয়হরি বাবু! তাই

বনের দিকেই ঝোঁক বেশী। কি বলবো, একটু গাফিলিতে—এক গোধূলিলগ্নে গোয়ালে পুরে ফেলেছে,—প্রজাপতির নির্বন্ধ! যাক,—এদিকে কেউ ঘেঁষবেনা সে ভার আমার।—"

—"এই ভয়ে কাশী যেতে চান! এমন ভুল করবেন না, বরং বাগেরহাটে বেফিকির পড়ে থাকতে পারেন। গত বৎসর পূজার পর ভারি অরুচি ধোরলো, মুখ বদলাতে কাশী গিয়ে এক বন্ধুর বাসায় ডেরা ডালি। বাসাটি তাঁর ভেলুপুরে। গা-ঘেঁষে থানা আর জলের কল সর্বদাই সজাগ ;—বেশ সশঙ্ক করে রাখে,—সতর্ক থাকতে হয়। কাশী ব'লে ভ্রম হবার যো নেই। ভদ্র লোকের ভিড় না থাকায়—মৌখিকতার মজা, কি বাঘ মারার কাহিনী—একদম বন্ধ। মিছে-কথার নম্বর ক্রমেই কমে আসতে লাগলো। জুতো জোড়াটা যে মন্টিথের সিনিয়ার মিস্ত্রীর স্বপাক,—অনেকদিনের কষ্টমার বলেই সতেরো টাকায় পেয়েছি,—এ কথাটা জানিয়ে দি, এমন লোকও জোটেনা। রোজই মনে হয়—দশাশ্বমেধ ঘেঁষে গঙ্গার ঘাটে না বসতে পারলে, এ সব ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, সে যাত্রা সে সুযোগ আর হল না। যাক—"

"হরিশ্চন্দ্র ঘাটটাই আমার দিকে এগিয়েছিল,—সাহস বাড়াবার জন্যেই হোক বা গা-সওয়া করে রাখবার জন্যেই হোক, সেই ঘাটেই ঝুঁকলুম। সে-দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে,—অন্ধকার পক্ষ। শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু বলেছেন—অন্ধকারের রূপ আছে, তাই বোধহয় রাস্তার আলোগুলো—অন্ধকার দেখবার জন্যে দূরে দূরে গা ঢাকা হয়ে উঁকি মারছে। আমি প্র্যাক্‌টিস্ বজায় করে ফিরছি। সহসা খুব একটা চেনা গলা—কাণে যেন শলার মত আঘাত করলে—'হিন্দু পাঁউরুটি বিস্কুট'—

—"নাঃ—তা কি সম্ভব,"—চাল্ বজায় রেখেই চললুম। আরব্ধ রোখে না,—একটা পানের দোকানের বেশ প্রদীপ্ত আলোর সামনে দু'জনের চোখোচোখি! একদম বাঘের দেখা,—দু'জনেই অপলক! মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"কি—কেশব নাকি! চাকরি করছিলে না?"

সে একটু নীরস হাসি টেনে, সপ্রতিভ ভাবেই বললে—"চাকরিও করি।"

"তবে?—সংসার বেড়েছে নাকি,—না ডবল প্রোমোশন নিয়েছো? দ্বিতীয় পক্ষ....”

“না—Life Insure (জীবন-বীমা) করেছি, অর্থাৎ করতেই হয়েছে। উকিলের কাছে মামলা পড়ে; ডাক্তার-বদ্দির হাতে জান্ পড়ে; মাস্টার প্রফেসারের হাতে ছেলে পড়ে; বেকারের হাতে অন্ধকারের সুযোগ পড়ে; U. G. দের হাতে ছেলের টিউসনী পড়ে; অফিসের বাবুদের হাতে চাকরি ত' পড়েই আছে; দোকানে ধার পড়ে;—এখানে সবাই এজেন্ট, এড়াই কাকে!—”

—যিনি অসময়ের রসময়—ধার দেন, উঠ্‌নো পাই,—তাঁর সদুপদেশ অগ্রাহ্য করতে সাহস হ'লনা। মাসে মাসে সাড়ে সাত টাকা দেবার কড়ারে—গিন্নির আঁচলে তিন হাজার টাকা বেঁধে দিলুম। আমি মলেই মিলবে! এটা সেই সাড়ে সাতের উপায়!—

"মা ধান ভেনে চাল বার করেন। পুত্রাধম হরে রাসকেলের মাস্টার আবার মুকিয়ে রয়েছে,—আমেরিকা থেকে মঞ্জুরি এলেই তিনি মা'র পা দু'খানা ইনসিওর করে দেবেন। পায়ে পক্ষাঘাত হলে, ঢেঁকি ছেড়ে নাকি ঘরে বসে দেড় হাজার মিলবে! খরচ নামমাত্র—মাসে মাসে পাঁচ সিকে ছাড়লেই বাস্!—”

"প্যায়দায় পথ বাতলে দিলে। চক্কোত্তি মশার দোকানে গিয়ে এই রেতো রোজগার—night duty নিয়েছি। এতে দু'দুটো prospect (প্রত্যাশা) রয়েছে,—গাড়ী চাপা, না হয়, heart fail (হার্ট-ফেল),—দু'টোতেই তিন হাজার plus Bonus.—উপরি-লাভ। কাজে ঢুকে same feather-এর (এক জাতের) বহুৎ বন্ধু মিলে গেল, অর্থাৎ—যে দিকে ফিরাই আঁখি—”

"এই দু'হপ্তা আগে বিশু মুকুয্যে বললে—'মার দিয়া!' জিজ্ঞাসা করলুম,—অর্থাৎ?”

"অর্থাৎ—রক্ত উঠ্‌ছে,—অর্থাৎ—সাড়ে এক হাজার!”

মাধুরী আসিয়া সংবাদ দিল,—"দাওয়াই পেকেছে,—গরম গরম খাওয়া চাই ত'! আসুন,—জায়গা হয়েছে।"

তথাস্তু।

জয়হরিকে দাওয়াই যোগাইতে ডাক বসিয়া গেল! তাহার ওপর আবার কর্তার তাড়া! বলিলাম—"আপনি করছেন কি,—আগন্তুকরা যেখানে ঢুকছে, সেটা ত' ভাঁড়ার ঘর নয়—মানুষের পেট।" কে শোনে!

বাণেশ্বর টোয়ালে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্তা তাহাকে পাইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "ব্যাটা চারবার করে নাকি ভাত নেওয়া হয়, স্বরাজ পেয়েছ হারামজাদা!" পরে জনান্তিকে,—"খবরদার,—বেটাকে আর ভাত দিওনা,—লুচি খেয়ে থাকতে পারে—থাক,—এই বলে দিলুম—বুঝলে! এ মগের মুল্লুক নয় যে, যে যা ইচ্ছে করবেন তাই করবেন—"

এ rhetoric (গয়না-পরা বক্তৃতা) এখন রাতভোর চলিতে পারে ভাবিয়া, আমি আর দাঁড়াইলাম না। অপর দিক হইতে কাণে আসিল—"ছাই দেবো!"

বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখি,—জয়হরির নাক ডাকিতেছে! অন্য দিন নাকও ডাকে,—কথার উত্তরও পাই; আজ আর সে ভাব পাইলাম না। আমাকেও হরিরলুট মানতে হবে নাকি! তাহার গাভী-মর্দন লম্ফন প্রবল পতন,—দশ আনার "চূড়াকরণ" ও দমভোর দাওয়াই ভক্ষণ,—এই স্বকৃত চতুর্বিধ ফাঁড়া সৃজন, প্রভৃতি চিন্তায় মাথাটা ভরাট ছিল।—এ জখমি জিনিস মোকামে জমা দিতে পারিলে যে বাঁচি!

আবার সিগারেটের শরণ লইলাম। টানে টানে রাজ্যের চিন্তায় টান ধরিল। জীবন-বীমাই অগ্রদূত হইয়া দেখা দিল।

বীমাটা ত' ভাল বলিয়াই জানি, আজ তবে 'এসব কি শুনিলাম! বোধহয় বহু দায়িত্বজ্ঞানহীন বেকার দালাল দাঁড়াইয়াছে, তাহারা অসমর্থকেও মিথ্যা-

প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া হালাল করে, আর কোম্পানীর কাছে বাহাদুরী লয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। কেহ দু'টি কিস্তি দিয়াই ইস্তফার স্বস্তি লাভ করে, কেহ পাঁউরুটি পর্যন্ত পৌঁছায়,—কেহ রক্ত উঠিলেই রেহাই পায়!

সিগারেট শেষ হইল। দূর করো—রাতটাও শেষ হবে নাকি! আলোটা না নিবাইয়াই লেপ মুড়ি দিলাম। মনে পড়িল—মাতুলকে অনেক দিন দেখি নাই। বেইয়ের সঙ্গে বেশ বনিয়া গিয়া থাকিবে,—বেয়াড়া মারিলে সাড়া পাওয়া যাইত। কাল একবার খবর লইতে হইবে।

একলা একখানা আস্তো লেপের মধ্যে যে এত আরাম তা বড় একটা জানা ছিল না,—সুযোগ ঘটে নাই। দেখি যতদূর হাত-পা ছড়াই—ততদূর রাজত্তি! কেহ আপত্তি করে না,—বাঃ!

লেপের মধ্যে হাত দু'খানা কখনো বুকের আশ্রয়ে কখনো পাঁজরার পাশে, কখনো বা কাঁধচাপা (অবশ্য নিজের)—থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের বাড় (growth) মরিয়া গিয়াছিল। পদও নিরাপদ ছিলনা।

আজ রাত্রে ঠাণ্ডাটা খুবই ছিল, তাই লেপ-খানা লইয়া কতকটা পাছতলায় মুড়িয়া দিলাম, আর দু'ধার টানিয়া গুটাইয়া খোল বানাইয়া ফেলিলাম। বাঃ, বেশ ত'! এতদিন এ আরাম-শিল্পটা শিক্ষার সুযোগই হয় নাই। হাত-পার অবস্থা ত' পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। তাহার উপর ব্রাহ্মণী পাশ ফিরিলে লেপের আশ আর থাকিত না,—"নিয়ে নড়্তেন।"

সব্সে উপভোগ্য ছিল,—প্রণয়ের প্রভাতী পালাটা। নিদ্রান্তে আমাকে শয্যাপ্রান্তে, এই অবস্থায় দেখিয়া যখন সরোষে বলিতেন,—"সারা নেপখানা যে বড় আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে! কেন,—এত গরম কিসের। একটা শক্ত কিছু না পাকিয়ে ছাড়বেনা বুঝি! আমার আর সে গতোর নেই।"

ওই সুমধুর "সে" শব্দটার অর্থ যদি জিজ্ঞাসা করি ত' অনর্থ অনিবার্য!

একদিন বলিয়াছিলাম, "ও কিছু নয়, তুমি ভেবনা, ও একটা সাধনা। গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'হায় রে হৃদয়,

তোমার সঞ্চয়—

দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

—তাই লেপখানা থেকে আরম্ভ করে দেখছি।"

তিনি স্থির চক্ষে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া বলেন—"বটে!—বারেন্দর' বললে না? তিনি ত' হরিমতিদের গুরু, তোমার আবার গুরু হলেন কবে! না—না, ও সব হবেনা, রোগ হলে তিনি দেখতে আসবেন কিনা! —যত সব অলুক্ষুণে মোন্তোর! ফ্যালা ফেলি আবার কি!"

বৈকালে গায়ের কাপড় খুঁজিয়া পাইনা,—সব সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে!

বলিলেন—"হ্যাঁ—দিলুম আর কি,—তারপর "পথপ্রান্তে" হয়ে যাক!"

কি মুস্কিল! জগৎটা এইরূপ বোঝাবুঝি লইয়া বেশ চলিয়াছে।

যাক,—বহুদিন পরে আজ লেপখানা ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিতে পাইয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতি বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার সেইসব চিন্তাতুষ্ট ফরমাজ-পুষ্ট প্রগাঢ় প্রণয়বার্তা,—দূরাগত সুমধুর সুরে প্রাণে পৌছিতে লাগিল। তাহার মদির-মিষ্টতায় কখন যে গাঢ় নিদ্রার গর্ভে তলাইয়া গেলাম,—বুঝিতেই পারিলাম না।

৪৪

স্বপ্ন দেখিলাম—ব্রাহ্মণী বেশ ভদ্রলোকের মত ভূমিকা আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—"তোমাকে আর কত ভোগাবো, অথণ্ড পেরমাই নিয়ে এসেছি,—আবার "ঢিস্‌পিয়া" (অনুমান—"ডিস্‌পেপ্‌সিয়া") ধরলো, যা খাই তাই জীর্ণ হয়না। এ আবার কি হ'ল বল দিকি!"

বলিলাম—"একটা কিছু হয়েছে বই কি;—তা সেটা ত' তাদৃশ মন্দ ঠেকছেনা! আমার এ রোজগারে সব-কিছু জীর্ণ হওয়াটাই ত' মারাত্মক।

তবে জীর্ণ হচ্ছে বইকি,—এই দেখনা যেমন হাতীতে খাওয়া বেল, এই যেমন আমার শরীর, বাইরে কি টের পাওয়া যায়। তুমি ও-ভেবে শীর্ণ হয়োনা। ও জীর্ণ শীর্ণ কথাগুলো জোড় বেঁধে কবিদের কাছেই থাকে। তোমার ভাই কিশলয় ত' একজন, বড় কবি,—টেঁপির বে'তে টপাটপ্ পদ্য লিখে দিলে।—চেহারাখানা দেখেছ ত',—যেন নাটমন্দিরের দেয়্‌কো! ওরা এক সঙ্গে থাকলে ওই রকমই হয়। ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও।

এততেও তিনি তাতলেন না; কেবল বললেন—"ও সব তামাসার কথা নয়;—শেষ কি আমাকে নিয়ে ভুগবে। এমন অদেষ্টও করেছিলুম, কেবল জ্বালাতেই জম্মালুম! ওরা সব,—ছিঃ বলতে লজ্জা করে, তার চেয়ে মরে গেলেই ভাল ছিল—"

বলিলাম—"তবে ত' আমার জন্যে তোমার ভারি ভাবনা দেখছি।"

"ওরা বলে কিনা—ছিঃ, কি ঘেন্নার কথা,—মেয়ে-মানুষের আবার, আমরা ত' বড়মানুষ নই—হালুয়া, রাবড়ী, রসগোল্লা নয় নাই হোলো,—তা পেট ত' আছে, দু'টি মুড়ি কড়াইও ত' তাকে দিতে হয়। এই নতুন বুটভাজা উঠেছে—এক একটি যেন টোপোর,—সময়ের জিনিস, রাক্কুসীরে সব মড়মড় করে খাচ্ছে—মস্‌মস্ করে চিবুচ্চে! কি অভাগ্যি বল দিকি! ওরা সব বলছিল,—মরণ আর কি,—দাঁত বাঁধানো!—তা মিছেও নয়, ঐ মল্লিকদের মোক্ষদা, জান ত',—সময়ে ম'লে তিনবার জন্মাতো! গুরুঠাকুরের পাদকজল টুকু পর্যন্ত হজম হ'তনা,—মাগী দাঁত বাঁধিয়ে—মহাপ্রেসাদের জাঁতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! মরেও না,—ইচ্ছে ও করে! তা আমার ত' আর সখ নয়,—রোগের জ্বালায়......"

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তা ত' বটেই, এর তরে তোমার এত কুণ্ঠা কেন! আর তুমি ত' জান—জাতের গোঁড়ামী আমার একদম নেই। ঔষধার্থে আমাদের শাস্ত্রও মহাপ্রসাদের প্রপিতামহ পর্যন্ত পৌছেচেন,—তোমাকে বাঁচ্‌তে বলে কে! তুমি "জাত-বাঁচানো"—জাত-বাঁচানো" করে মোরচো কেন;—আমাদের জাত নেবার মত জাত আজো জন্মায় নি। স্বামী· দেবতা—আমি অনুমতি দিচ্চি—তুমি অনায়াসে ধরে ফ্যালো—"

সরোষে বলিলেন—

"কাণের মাথাও খেয়েছ! আমি কি 'জাত বাঁচানো' বললুম! মরণ হ'লেই বাঁচি!

বিস্ফারিত নেত্রে, নির্বাক্,—ভাবিলাম—"কার?"

চক্ষে বিদ্যুৎবহ্নি আর অঞ্চল তাড়নে জটায়ুর ঝাপ্টাটাই মনে আছে। নিষ্ক্রমণ বেগের দাপটে দোরটা সভয়ে ও সশব্দে যেন—'দোহাই বাবা বলিয়া ধাক্কা খাইল—

এই দুর্য্যোগে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বুকটা ঢিপ ঢিপ্ করিতেছে, এক-গা ঘামিয়াছি! তাড়াতাড়ি মুখের ঢাকাটা খুলিয়া বিমূঢ়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। তবে কি স্বপ্ন!—কি স্বস্তি!

কই—জয়হরি কোথায়;—বিছানায় ত' নাই,—লেপখানাও ত' নাই! ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম,—অবশ্য শয্যাতেই।

ল্যাম্পটা জ্বলিতেছিল। দেখি—তাহার লেপখানা বিছানার বাহিরে দ্বার পর্যন্ত প্রলম্ব অবস্থায় পড়িয়া! ভাবিলাম—রাত্রে যেরূপ দাওয়ায়ের ডোজ্ লইয়াছিল, নিশ্চয়ই গাত্রদাহে গড়াইয়া গিয়া শীতল ভূমিশয্যা লইয়াছে। কিন্তু সে ত' নীরব-কবি নহে,—আওয়াজ কই? তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

লেপ টিপিয়া মাল পাই না! খুলিয়া ফেলিলাম—পাইলাম—চটি আর গেঞ্জি! মানুষ কই! দেখি দোরও একটু ফাঁক! হৃদ্‌পিণ্ডটা নড়িয়া উঠিল! দ্বার বন্ধ করিতে কি ভুলিয়া গিয়াছিলাম! কি কুক্ষণেই পাঁজির পরিবর্তে "টাইম্-টেব্‌ল" দেখিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। তা—আমার অপরাধ কি? দু'দিন আগেও ত' পাঁজির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। আমার দরকার ঋণ গ্রহণের দিনটা, পাত ওল্‌টালেই পাই—মেহ, প্রমেহ, প্রপিতামেহ! দূর করো! তাইনা অস্পৃশ্য বোধ হইয়াছিল। এখন উপায়! তারা সত্যি 'বেদে' নাকি! মাথা ঘুরে গেল!

দেখি বাণেশ্বর অতি সন্তর্পণে দোরটা খুলিতেছে। আমি চমকিয়া "কি র‍্যা"

বলিতেই সে বলিল,—"বাবু এই যে উঠেছেন ;—ছোটবাবুর টোয়ালেখানা নিতে এসেছি, তিনি"—

—আর বলেনা।

চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কোথায় ?"

—"আজ্ঞে,—গাড়ু-কর্ম্মে গেছেন"—

কি পাপ ! যাক—ভগবান রক্ষা করলেন। দাওয়ায়ের দেওট্‌টা মনে পড়িল। এখন, শুধু গাড়ু-যাত্রায় থামিলে যে বাঁচি !

বাণেশ্বর টোয়ালে লইয়া চলিয়া গেল। আমি ল্যাম্পটা নিবাইয়া পূর্ব্বস্থানে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। নিদ্রার আশায় নহে,—মাথাটা ঠাণ্ডা করিবার জন্য।

কিন্তু fertile brains-এর (উর্বর মস্তিষ্কের) কি কখনো স্বস্তি আছে ! পেটের খোরাক না জুটিলেও,—তার খোরাকের কম্‌তি নেই !

ভাবিলাম;—ভোরের স্বপ্ন শুনিয়াছি সত্য হয়। তবে কি এই কয়দিনে সাতটাই সাফ্‌,—গোটা সাতেকই ত' ছিল ! আশ্চর্য কি,—শজনে থাড়াও ত' বেশ পল্‌তুলে পেকেছে !

এখনো বচর ফেরেনি, শোনালেন—"আমি থাকতেই তোমাকে ধানসুদ্ধ খই খাওয়াতে হচ্ছে, একি আমার কম কষ্ট—কত পাপই করেছিলুম ! ডাল বাচতে পারিনা,—চোক গেলো ত' জগৎ গেল ! এ বচর তপ্পোণের তরে তিল না দিয়ে ক'দিনই তিসি দিয়েছি। তা তোমারও ত' ধরা উচিত ছিল ! বালিসের ওয়াড় সেলায়ের জন্যে এখন কিনা দরজীর দোরে ঘুরতে হচ্ছে, আর আগে পাড়ার যত সুক্ষ্ম কাজ এই শিবানী না করে দিলে কারুর মনে ধরতো না। মুয়ে-আগুন চোক গেলে আর বাঁচা কেন ! কোন্‌দিন পথে ঘাটে কার ঘাড়ে পোড়বো দেখচি।"

শেষ কথাটা শুনে সে বেচারার জন্যে চমকে উঠেছিলুম।—যাহা হউক, ইত্যাদি ইত্যাদি—শুভ ও অশুভ শুনিয়ে চশমা চড়িয়ে ফ্যালেন। আবার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহ'লে আমার আর মিথ্যা ফেরা ! দু'পাটি দন্ত যোগাতে আমাকে ত'— 'কৌপীনবন্ত' হতেই হবে !

নাঃ—বিদ্যাসাগর মশাই মহাপুরুষ ছিলেন,—তিনি বলে গেছেন—"স্বপ্ন সত্য নহে।"

একটু চাঙ্গা বোধ করিলাম।

এমন সময় হি হি শব্দে জয়হরির প্রবেশ। দেখি—একদম আদুড়-গা। বলিলাম,—"একি,—কোথায় গিছলে?"

"—আজ্ঞে, এই—সকলে যেথায়"—

বলিলাম,—সেটা ত' যমের বাড়ী—"

"—আর একটা যে ভুলে যাচ্ছেন"—

"—তা গেঞ্জীটে গায়ে দিয়ে যাওনি কেন?"

—"আজ্ঞে, তা হ'লে আর বাইরে যেতে হোতোনা!"

—"তা লেপখানা অমর করে"—

এইবার জয়হরি বেশ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "দুনিয়া দেখা হয়ে গেল মশাই,—কারুকে চেনবার যো নেই,—তা যতই ভাল-ভাল করুন আর আপনার-আপনার বলুন,—অসময়ে কেউ কারো নয়! প্রাণ সব জিনিসের আছে মশাই—সব জিনিসের। আর তার সঙ্গে ভেতরে ভেতরে বজ্জাতিও! উঃ!—হুঁঃ, বোসজা মশাই কেবল গাছের প্রাণটি দেখতে পেয়েছেন,—আর নেপের বুঝি নেই! পড়তেন পাল্লায়! উঃ—কি বজ্‌জাতি! যত ছাড়াতে চাই—ততই জড়ায়! শেষ দোর পর্যন্ত ধাওয়া! এই দেখুন না,—এখন টের পাচ্ছি, তখন কি হুঁস্‌ ছিল,—তেমন অবস্থায় পড়লে"—

দেখিলাম তাহার ডান দিকের রগটা আশ্বিনের নতুন আলুর আধখানার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে—কাটিয়াও গিয়াছে।

—"ঠাকুরদের নাম ভুলিয়ে দেয় মশাই! ভাগ্যিস্‌ মনে পড়ে গেল,—'দোহাই বাবা' বলে দড়াম্‌ করে দোরটা দিয়ে ফেলতে, তবে পাপ ছাড়ে! বজ্জাৎ বেটা কি কম! ওতে আর আমি নেই মশাই,—আদুড়-গায়ে পড়ে থাকবো—সো ভি আচ্ছা।"

বলিলাম—"তার পর একটা কাণ্ড ঘটাও আর কি!"

—"তা হোক—কোন কাণ্ডই তেমনটি হবে না মশাই,—যে রকম ঘটা করে ঘটনোন্মুখ হয়েছিল, কুটুমবাড়ী আজ আর মুখ দেখাতে হ'ত না। বাবাই রক্ষা করেছেন।" এই বলিয়া তাঁর উদ্দেশে দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। পরে বলিল—

"সে আপনি বুঝতে পারবেন না। গাছের বুঝেছেন বোসজা—বোধহয় পড়ে-টড়ে গিছলেন ; আর আজ নেপের বুঝলেন—জয়হরি। বলে আবার প্রাণ নেই!"

একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম,—"জয়হরি—আর নয়,—অনেকদিন হল ; এখন ফেরাই উচিত! যে-সব দুল'ক্ষণ দেখা দিচ্ছে, কোনদিন কি অনর্থ ঘটে যাবে।"

সে বলিল—"রোজ আর কে লুচি খাওয়াচ্ছে মশাই,—আপনি সে ভয় করবেন না। আর নেপ্ তো ছেড়েই দিলুম"—

বলিলাম—"আমি সে কথা বলছি না। হাওয়াটা আর ভাল বলে বোধ হচ্ছে না"—

"আপনি ত' পাগড়ি বাঁধেন।—তবে আপনার ও কম্পোট্টা কুচ্ কাম্কা নেই। আমার ত' দরকারই হয় না, লাগান দিকি আমারটা। দেখতে কালো হলে কি হয়—জিনিসটি খাস্ লালিমলির। লোম বোধহয় African Lion-এর —মরুভূমের সিঙ্গ কিনা—একদম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! আপনি হাওয়ার ভয় করবেন না —ওতে হাওয়া ঠেকেছে কি—লু!"

বলিলাম—"সে কথা নয় জয়হরি। দেখচ না—দুর্য্যোগ দুর্বিপাক দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কুটুমবাড়ী—জান মান নিয়ে ফেরাটাই ভাল না?

বলে—"আপনাকে কেউ অসম্মান করুক না দেখি, শুধু নিজেদের কেন— তার জান্ও নিয়ে ফিরবো! আপনি নির্ভয়ে থাকুন!"

জয়হরির উৎসাহ বাক্যে ভরসার যথেষ্ট আশ্বাস থাকিলেও আমাকে ভীত করিয়া তুলিল, কারণ সে-বাক্যের মধ্যে বিপদের বুদ্বুদই বেশী পাইলাম। এখন কি উপায়ে ইহাকে বুঝাই!

নিজেই সে কথা কহিল,—একটু চিন্তাকাতর মুখে বলিল,—"লোকে এখানে শরীর সারতে আসে,—আমাদের লাভের রক্ত পঞ্চগ্রাসী হয়েঃছারপোকায় শুষলে, ব্লাড্-মিক্শ্চার বোন্‌লো, কতক লাফ্ মেরে সাফ্ হোলো, শেষ দাওয়ায়ের ছু'ফোঁটা দরজায়-নমঃ হয়ে গেল! হাতে রইলো কপাল কাটা! যাক গো! তা আপনার কেন ভাল লাগছেনা কে-জানে,—পোলাও পাকাতে বলবো?"

কি পাপ! 'চুপ্ চুপ্,'—হাসিয়া ফেলিলাম। ইস্টুপিড্ বলে কি! একে কি করিয়া ফিরাই? আমাকে চিন্তায় ফেলিয়া দিল। এই সব সরল লোকই বোধহয় সুখী, ইহাকে ক্ষুণ্ণ করিতেও কষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম "বলতো জয়হরি—আর ক'দিন থাকলে ক্ষতিপূরণ হয়ে লাভে দাঁড়ায়?"

সে একগাল হাসিয়া বলিল—"সেটা ভোজনের আয়োজনের ওপর নির্ভর করে মশাই,—ওজন নিয়ে কথা কিনা।—আচ্ছা বলছি" বলিয়াই বিলিতি কম্বলখানা মুড়ি দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"এ আবার কি, গেল কোথায়? যাহা হউক, আর থাকা নয়। সুচনাগুলা রগ ঘেঁষিয়া, যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে, মম শঙ্কা-চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে,—সিগারেটের আগুনও নেবেনা!

"ছু'টো কাজই সেরে এলুম মশাই" বলিতে বলিতে জয়হরি ভিতর দিক দিয়া বৈঠকে প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে আসিতে দেখিয়া, আর কাজের সংখ্যা শুনিয়া আশঙ্কা হইল,—আবার গাড়ু-যাত্রা নাকি! জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইলনা, মাত্র বলিলাম,—"ভিতরে গেলে কখন!"

"খিড়কি যে খোলা ছিল,—কর্তা ভোরেই বেরিয়েছেন কিনা। আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে বলে—'এদিক দিয়ে যাননি। জানেন না ত' যাক। ইস্টিশনে ওজন হয়ে এলুম মশাই। আর পাঁচটা-পো হলেই হয়, তারপর যেমন বলবেন"—

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"এ ত' হ'ল একটা,—দ্বিতীয় কাজটা কি?"

সে চিন্তা ও সন্দেহ মিশ্রিত মুখে বলিল—"তাও ত' নয় মশাই,—কোথাও মাটি খোঁড়া ত' দেখলুম না!"

"মাটি খোঁড়া হবে কেন,—কিসের জন্তে ?"

—"না তাই বলছি—সন্দেহ ছিল কিনা! বেকায়দা অত জায়গা পড়ে রয়েছে, যদি গাছ পুতেই থাকেন। কিছু না—কিছু না। সে ঠিক আছে —বাড়ীতেই আছে।"

—"কি পাগলের মত বোকচো,—কি ঠিক আছে ?"

—"আপনি বড্ডো ভুলে যান,—সেই Red P !"

এত' ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে, এমন কি এত' দুর্য্যোগের মধ্যে, আজ পনেরো দিন পূর্বের "রাঙা" আলুর কথা—ইস্টুপিডের মাথা হইতে নড়ে নাই! কি জানি ও কি ঠাওরাইয়াছে। মনে মনে ভারি চটিয়া গেলাম,—সহানুভূতি সরিয়া গেল। বলিলাম—চুলোয় যাক তোমার রাঙা আলু আমি আর থাকচি না!" এই বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া রহিলাম।

তিন চার মিনিট নীরবে কাটিবার পর সে সম্পূর্ণ অন্য সুরে, অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে—থামিয়া থামিয়া, ধীরে ধীরে বলিল—"আমি একবার বাজারটা হয়ে আসি, মা বলেছিলেন—বৈদ্যনাথ থেকে ফেরবার সময় যা ভাল দেখতে পাবে, ছেলেদের তরে নিয়ে এসো। আর হাতোল্ - দেওয়া একখানা চাটু,—আর যদি কিছু সস্তা পাওয়া যায়"—

তাহার দিকে তাকাই নাই। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখি—কিছু পূর্বের সে উৎসাহপূর্ণ উৎফুল্ল মুখে সহসা কি একটা হতাশকাতর প্রলেপ আর অপরাধ-মলিন দীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

উঃ—কি আঘাতই দিয়াছি! প্রাণটা ছি ছি করিয়া ধিক্কার দিয়া উঠিল। সভ্যতার সান্ আর পান্ দেওয়া শেল,—আজ সরলতায় ঠেকিয়া আমারি বুকে ফিরিয়া আসিল! নিজেরা আনন্দের অধিকারী হই নাই, আনন্দ উপভোগ করিতে জানি না,—কঠিন আঘাতে অন্যের আনন্দ নষ্ট করিতেই পারি!

জয়হরি সরল প্রকৃতির মানুষ,—উচ্চশিক্ষার সাত-প্যাঁচ তার মধ্যে ঢোকে নাই;—তাহাকে তার পূর্ব-প্রফুল্লতা দিতে দেরী হইল না। শেষ,—রফা হইল —পাঁচ পো পেরিয়ে আমরা গাড়ি ধরিব। তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

পরে বলিলাম—"তাড়াতাড়ির কোন কারণই ছিলনা, Constipation (কষাণ্) না ধরলে,—এমন জায়গা ছেড়ে—যাবার কথা মুখেই আসতো না। এমন স্থান কি আছে,—একাধারে—বৈদ্যনাথ, দেওঘর, পেঁড়া, দধি, সবই দেবভোগ্য !".

আমি অসাবধানে ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়া বসিলে, জয়হরিও ইংরাজি ধরিত। তাহার পূর্ব-প্রফুল্লতা ফিরিয়াও আসিয়াছিল। আমি Constipation কথাটা উল্লেখ করিয়া, সে বেশ সহজ ভাবেই সুরু করিল—

"ওটা আপনার Self-hypnotisation (মনগড়া) মশাই! বেশ করে ভোজেtion (আহার) লাগান দিকি; নস্যির মত নাকেtion-এ কি Constipation তাড়ানো যায়। মোহনভোগেtion-এর সঙ্গে লুচি ঠেশন্ দিন কেমন না Constipation-এর transportation (দ্বীপান্তর) হয়! তা হলে কিন্তু ঐ নেপের মধ্যে sleepation (নিদ্রা) ছাড়তে হবে। ও বজ্জাৎকে আর বিশ্বাস নেই মশাই" !

অসময়ে বাধা পড়িল।

বাহির হইতে কে ডাকিল—"জয়হরিবাবু উঠেছেন কি ?"

গলাটা আধ্চেনা,—কতকটা মাতুলের মত, কিঞ্চিৎ চাপা !

"আসুন" বলিয়া দোর খুলতেই,—রুমাল মুখে মাতুলের প্রবেশ !

৪৫

অত সকালেও মাতুল জুতা জোড়াটিতে ব্রুশ না লাগাইয়া এবং চুলের পাট না সারিয়া বাহিরে পা বাড়াননি। এ কয় দিনে চেহারার চাকচিক্যও বাড়িয়াছে। কিন্তু কুশল জিজ্ঞাসা করিলেই কাঁদুনি শুনিতে হইবে। এইটিও তাঁর বনেদি-বৈশিষ্ট্য।

বলিলাম—"ব্যাপার কি,—দেখতে পাই না যে! বে'ই মশার কুশল ত',—আর marble statue (পাতুরে কার্তিক) মারেননি ত' ?"

মাতুল রুমাল মুখে চাপিয়া, নাকিসুরে বলিলেন—"আর মশাই, একা মানুষ, —হাজারো ফয়ড়া। আনলুম তাঁর মাথা সারাতে,—গেলো আমারই মাথাটা! কেবল বাজারই করছি! এ ত' আর হরিনাম করা নয়,—এটি ত' আর শুধু গাতে হয় না মশাই। গৌরীসেন ত' আর বেঁচে নেই,—আমরা মাটিতে পা না দিতেই অমন লোকটা কেন যে পা বাড়িয়ে বসলেন! কি যে তাঁর তাড়াতাড়ি ছিল তাতো বুঝলুম না। কি সময়টাই গেছে! আমরা পেলুম কেশবসেন! তিনি খুলে দিলেন ধর্মের ঢালা দান ছত্তোর। ওইটেরই যেন বড় অভাব হয়েছিল,—বাংলা দেশ কাংলা হয়ে বেড়াচ্ছিল! অদেষ্টো মশাই অদেষ্টো। (ওয়াক্)"

এই সময়ে বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া, দুইবার চাপা 'ওয়াক' শব্দের পর বামহস্তের দুইটি অঙ্গুলি তুলিয়া জানাইলেন—"দু'টো পান—আর দু'টি জরদা। (ওয়াক্)"

—"বাজার যদি করতে হয় ত' চাকর বনে'। গেলুম বাজার করতে,—ফিরলুম পয়সা ট্যাঁকে! ডাক্তাদের ফোড়া কাটা আর কি,—রক্তপাতটা পরের,—পয়সাটা নিজের।" (ওয়াক্) নাকিসুরে—"বাণেশ্বর"—

"এই যে বাবু" বলিয়া সে দুইটা পান ও জরদা দিয়া গেল।

"দাঁড়া বাবা—শোন, মাধুরীকে জিজ্ঞেস কর—এসেন্স টেসেন্স আছে কি?" —আছে বই কি।"

ব্যাপার কি! জিজ্ঞাসা করিলাম—"সকালে এ ভাব? রাত্রে বেইয়ের সঙ্গে গুরুরাহার কিছু ছিল বুঝি?"

"আর আহার! চেহারা দেখচেন না! বেই খেতেন রাবড়ী, উনি খান—উনি আর কি খান, ওঁকে রোগে খাওয়ায়—লুচি, ওইটেই ওঁর 'খাদনীয়' কিনা; আর আমার ঘুরাহার,—ঘুরপাক খাওয়া। দেহ আর থাকচে না মশাই।" (ওয়াক্)

জয়হরি তাঁর পেঁড়া খাওয়ার কথা ভোলে নাই, ভিতরে ভিতরে বোধহয় রাগও ছিল। বলিল—"নাঃ, দেহ আর থাকচে কই, দেখতে দেখতে বপু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!"

জয়হরির ইঙ্গিতটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম—"তোমাদের ওসব ঠাট্টা তামাসা এখন থাক। এখন বলুন ত' মাতুল এ উপসর্গটা বাগালেন কোথা থেকে? গ্রাণ্ড গোছের ভোজ-টোজ ছিল বুঝি,—বোঝ্‌টা বেয়ান্দাজ পৌঁছে গেছে।"

"ভোজ! আপনি কোন খোঁজই রাখেন না। আর কি সেকাল আছে মশাই, —কি কালই ছিল! বাপ মাই ছিল কতো, বারো মাসই মরছে—লুচির লুট—মোণ্ডার মইমাড়ান। এখন কি জানি মশাই আর তেমন অগুণতি বাপ-মাও জন্মায় না,—" (ওয়াক্)

জানি—মাতুলের নিকট কোন কথারই সদুত্তর সহজপ্রাপ্য নয়, শাখা সৃষ্টি করিবেনই। তাই তাঁর 'ওয়াকে'র ফাঁকে বলিলাম—"ঠিক কথাই বলেছেন,—তবে এ অস্বস্তিটা কি গৃহজাত,—সোপার্জিত?"

"ঠিক স্বোপার্জিতও নয়, দৈব বলাই উচিত। শুধু দৈবই বা বলি কেন—দৈব 'কিউব'। ছেলেরা আজকাল লেখাপড়া ছেড়ে লেখক হয়; আমার ভোমলা লেখাপড়া ছেড়ে—বিবাহিত—হ'ল! তার পর দু' বছর চুপ চাপ,—বেটা নড়েও না চড়েও না! জানতুম—সে বরাবরই বেজায় জিদ্দি বাচ্ছা—একটা কিছু এঁচেছে। ঠিক তাই বটে. পুত্রলাভ না করে চাকরি লাভ করলেই না! ছেলেও হ'ল—আমারও পাঁচটাকা বেতন বৃদ্ধি। তদুপরি—ভার্য্যার ভোজনে অরুচি! নবকুমার একদম্ তেহাই মেরে এলো। দৈব বলবো না ত' কি মশাই!" (ওয়াক্)

– "ভোজনে অরুচিটাও কি"—

—"আজ্ঞে আলবৎ! তা না ত'—দিনো মুদীর দেনা এ জন্মে যেতো,—নিধনে অপি—মোলেও বেটা follow করতো (পেছু নিতো)। যাক—সেই 'লম্বচাঁদা' ছেলের অন্নপ্রাশন! চারদিন হ'ল হঠাৎ ভোমলা এসে হাজির—সস্ত্রিক এবং সহ মিত্র।—শুনলুম—"মানত ছিল বাবা বৈদ্যনাথের দরবারে, এই শুভ কাজটি করা হবে। বললুম—'পুরোহিত'?"

ভোমলা বললে,—"তাইতো পিসুকে পাকড়াও করে আনলুম। এক স্কন্ধে

পড়েছিলুম। ও এখন স্যাংস্কৃটে এম-এ। পুরো নাম পিণাকী ভূষণ ভট্টাচার্য—"

—"খোস্ নাম কিছু আছে?"

—"ওর উপাধি—বিদ্যাসুন্দর। গেঁড়াতলায় থাকে। সে-পল্লীর পুরুতই ওই! বেশ দশকর্মান্বিত, হরিরলুটেও না নেই। ভারি simple (সাদাসিদে), —ও-পাড়ার ইস্কুলে পণ্ডিতি করে, আবার 'মাসিকে' গল্পও লেখে। কি প্রাণস্পর্শী লেখা! পড়ে দু'টি তরুণী তৎক্ষণাৎ গলায় দড়ি দিলে!"

"বলিস কি রে,—সে লেখা সঙ্গে নেই ত'।"

—ভোমলা হেসে বললে—"না বাবা, আমার বলবার উদ্দেশ্য—লেখা খুব ধারালো। পত্রিকাধিকারীরা বিজ্ঞাপনে 'করুণরসের' কৌশল্যা' বলে ছেপে দেছেন।"

—"টিকি আছে কি? কই দেখতে পেলুম না ত'!"

"ভোমলা বললে—সংস্কারে ও-যে সেকালের ওপোর. জাবালিযুগের চালে চলে। কলকেতা থেকে আসবার সময়,—চুল ছাঁটা হলনা বলে খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। শেষ, পোস্তা থেকে বেছে বেছে মনের মত একটা বাঁধাকপি কিনে নিয়ে তবে আসে। কত সাবধানে যে এনেছে!"

—"জিজ্ঞাসা করলুম—কেন?

—"ঐ sample (নমুনো) দেখিয়ে চুল ছাঁটাবে ব'লে। মাথার ব্যাপার—বেহারী barbar-এর (নাপিতের) বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে নারাজ। বলে—চুল বড় সূক্ষ্ম জিনিস, ওর যে কতটুকুতে পতন—"

বাধা দিয়ে বললুম—"কিন্তু টিকি? সেটা ত' উত্থান। সে ত' এসব দেশের শীর্ষ-শিল্প রে। কেঁদো কুণ্ডুলি তেড়ে বেরোয় টুপিতে ধরে না!"

বললে—"আপনি ভুল করেছেন বাবা; ও sample-এর সবটাই টিকি বলে নিন না। সামনেটাকে পেছন বুঝতে হবে, বাকি সাড়ে তিনদিক—বেড়ী কামানোর হিসেব; যা হাতে রইল (I mean মাথায় রইল) তা টীকি। ওর নাম "খোপ্-টিকি"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (Improved Edition) উন্নত সংস্করণ।"

। পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর শেষ করিয়া মাতুল বলিলেন—"এ সব যোগাযোগকে দৈব বলব না ত' কি বলব বলুন! সবই সেই পিতৃপুরুষদের পুণ্যে। বৃদ্ধ পিতামহ গোকুল গোঁসাই ছিলেন ডাকসাইটে দেবতা। Moral class Book (নীতি বোধ) পড়েই লায়েক হয়ে পড়েন। Forest Department (বন বিভাগে) চট্ চাকরি জুটে গেল। পুণ্যের শরীর—দরখাস্ত হাতে করে—ডগ্ ব্রাদার্স', কি হগ্সন্ কোম্পানীর চৌকাটে চোট্ খেয়ে বেড়াতে হয়নি। Pappa's back alternate Pappa-কে (বৃদ্ধ পিতামহকে) বন্দুক দেওয়া হয়। দেশে তখন ও দেবতার পুরুত ছিল না। ধর্মের সংসার—বাড়ীতে কান্না পড়ে গেল। কি করেন—রাখাল তপস্বী মশার বিধান নিয়ে, ঐ জাগ্রত দেবতার চোখের ওপর সাড়ে-চুয়াত্তোর-দাগা সিল্ মেরে, গোপীচন্দনের ফোঁটা তিলক চড়িয়ে, পূজার ঘরে রাখেন।

"বনে জঙ্গলে ঘোরা কিনা,—ঘোড়াও পেয়েছিলেন। তার গলায়ও তুলসীর মালা চড়িয়ে দিলেন! নিজে চড়তেন না, সওয়ার হোতো—চিঁড়ে, গুড়, লোটা আর পিতলের দু'খানা কানা-উঁচু থাল। নিজে চিঁড়ের ফলার করতেন, ঘোঁড়াও প্রসাদ পেতো। ঘোড়াটি শেষ ফলারে-ঘোড়া দাঁড়িয়ে যায়। নামাবলীর দু'খানা বালাপোষ বানিয়ে, একখানি নিজে গায়ে দিতেন, একখানি ঘোড়ার গায়ে চোড়েতা। জীবে দয়া একেই বলে! আর—সেই বংশধর মোরা,—শীতে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে মরি, কেউ একখানা বোম্বাই চাদর দিয়েও পোছে না! এ দেশের ভাল হবে ভাবছেন! উচ্ছন্ন যাবে—দেখে নেবেন।

"বনেই থাকতেন—পরম ভাগবত দাঁড়িয়ে যান। পরিপক্ক অবস্থায় পেন্সেন্ নিয়ে,—নিত্যানন্দের বংশধর খুঁজে—ঘোড়াটি দান করেন। উদ্দেশ্য ছিল মহান্,—ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত হরিনাম প্রচারটা চলবে। সে সব লোক কি আর জন্মায় মশাই! তিনি কি মানুষ ছিলেন! পেণ্টুলেনেও তাঁর কাছা ছিল!

সেই বংশে জন্মে—হতভাগ্য আমি কিছুই পারলুম না। তবে তাঁদের one of the পুত্রবধূs—এই হতভাগ্যের পত্নী, যথাসাধ্য কিছু করেছে। বুদ্ধি-গাইটে বেন্

বন্ধ করে বসে বসে খাচ্ছিল, ছাড়লেই থানায় ছ'গণ্ডা। সেই জ্যান্তো গো-হাড় পুরুত-ঠাকুরকে ঝাঁ করে দান করে ফেললে। কি নাড়ী-জ্ঞান মশাই—তাঁর বাড়ী থেকে তিন দিনের মধ্যেই সে ভাগাড়ে পৌঁছে গেল, আর পুরুত মশাই ঋণ পরিশোধ করলেন ন-'সিকে! গো-দান মহাপুণ্য,—গরু ত' বটে, গাধা ত' কেউ বলবে না। কিছু আমাতে অর্শাবেই। কি বলেন?" (ওয়াক্)

কি আর মাথামুণ্ড বলিব,—মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম। তিনি তখনো প্রত্যাশাপন্ন। বলিলাম—"মাতুল, আজ কি কথাই শোনাচ্ছেন, যেন কাশীরাম দাসের মুখে শুনছি;—সবই অমৃত সমান।"

তিনি নমস্কার করিয়া বলিলেন—"কিছু না মশাই—কিছু না। সবই তাঁদের পুণ্যে। সেই বংশে জন্মে—হতভাগ্য আমি, কিছুই পারলুম না। তবে, পারি না পারি তবু বংশানুক্রমে থোড়া থোড়া এসেই যায়। ধর্ম কর্ম নেই নেই—তবু হিঁদুর বংশগত অভ্যাস যাবে কোথা। সে-যে মজ্জাগত মশাই। এই দেখুন না—একাদশী অমাবস্যা, পূর্ণিমায় বরাবর লুচি টেনে আসছি। জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, রামনবমী, দোল, শিবরাত্রী কি শ্রীপঞ্চমীতেও ওই "ডিটো"। অন্নাহার নেই। কোজাগরের রাত্রে উপরন্তু নারকোল আর চিঁড়ে চিবুই; অরন্ধে পান্তা আর ইলিস্ মাছেই আনন্দ; শীতল ষষ্ঠিতে গোটা বেগুন গোটা সীমটা খেতেই হয়,—ধর্মের টানে লাগেও ভাল। পৌষ মাসটা পিটে খেয়েই পাচার করি; জ্যৈষ্ঠে জামাই ষষ্ঠী বরাবরই রক্ষা করে আসছি। তাছাড়া—বড়দিন ছোটদিন দুইই করি. কারুর ধর্ম ফেলি না মশাই—লুচি পাঁটা চালাই,—কি করি—রাজধর্ম। তার ওপর আজ রথ কাল কলসী উৎসর্গ, পরশু চড়ক, তরশু রাস প্রভৃতি ত' রয়েইছে,—ঐ লুচি। এ কি হিঁদুর ছেলেকে শেখাতে হয়! ভাত খাই আর ক'দিন,—উপবাসে উপবাসে বচর কাবার! তাঁদের পুণ্যের জোরে—এই শরীরে সবই সয়ে আসছে। তা না ত' আমার ভাগ্যে এ সুযোগ হবে—স্বপ্নেও ভাবিনি মশাই একে দৈব বলবো না ত' কি!" (ওয়াক্)

মাধুরি দু'খানা রেকাবিতে—বেসম'দে আলু-ভাজা আর মরিচ'দে কড়াইশুঁটি-সিদ্ধ, আনিয়া উপস্থিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাণেশ্বর চা লইয়া হাজির।

মাতুল বলিলেন—"মায়ি,—একটা পাতি নেবু দু'খানা করে কেটে আনতো মা।" (ওয়াক্)

সে চলিয়া গেল। "বাঃ, বেশ গন্ধ বেরিয়েছে ত'!" বলিয়া মাতুল এক থাবা কড়াইশুঁটি তুলিতেই, জয়হরির মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি এক ডিস্ তুলিয়া লইয়া—আলাদা হইয়া পড়িল।

মাতুলের মুখ চলিল। বলিলেন—"হাঁ—এই সব হলেই passage পায় (চলে) তোফা হয়েছে। বাসায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত গলায় গলছে না।"

বলিলাম—"নেবু কি হবে?"

"রসটা চা-য়ে দিলে তবে চলবে; এটা পিনুবাবুর প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন। তিনি চায়ের 'গালব' কিনা—ছ'বার চা খান! সরঞ্জাম সমেত এসেছেন, মায় স্টোভ্‌টি, তাই রক্ষে! গেস্টের মান রাখতে আমাকেও খেতে হচ্ছে। বলেন—'চা জিনিসটি চীনের তুলসী পাতা,—পারমার্থিক জ্ঞানেই পাত্র গ্রহণ করা। শরীরের অণুপরমাণু পর্যন্ত হরি-সুধায় saturated (সিক্ত) হয়ে থাকবে।' ঐটুকু বাচ্ছা,—বিদ্যের জাহাজ মশাই!—

"গবেষণা নিয়েই থাকেন; সম্প্রতি মুসুর ডালে মগ্ন! বলেন—'মশাই, এম্-এ তে থেমে থাকতে পারচি না—কোন কদর নেই। Ph. D. (পি-এইচ্-ডি) হতেই হবে, তাই মুসুর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। শ্বশুর বলেন, success (সাফল্য) দেখলেই, বিলেতের ব্যয়-ভারও বহন করবেন।

পিনু পণ্ডিতের গবেষণা-পর্ব শেষ করে, মাতুল বললেন—"দৈব বলবো নাতো কি বলবো মশাই। তা না ত' এই যোগাযোগটি ঘটে! সবই সেই তাঁদের পুণ্যে। এরাই আসল চিনিবাস।"

বলিলাম—"তার মানে?"

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, আপনি জানেন না?—প্রতিভাবান।"

"ওঃ—জিনিয়াস।"

মাতুল—"ওই হোলো।"

পুনশ্চ,—"পরশু অন্নপ্রাশনের আগে ভোমলাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করালেন কি না। তিন পুরুষের ত' চাই, কাজেই আমাদেরও ডাক পড়লো। বলে দিলেন,—আপানাদের এখন কিছুই করতে হবে না, চুপ-চাপ্ চোক বুজে বসে ভাবুন—যেন স্বর্গে বেড়াচ্ছেন।"

"বিপদ দেখুন! ছেলে-ছুলে হয়ে তবু নরকের খোঁজ খবর মিলছে,— স্বর্গের ত' কোনো idea-ই (ধারণাই) নেই। ভারি মুস্কিলে ফেলে দিলে। ভাগ্যি মশাই থিয়েটরে যাওয়াটা রপ্ত ছিল,—কাজে লেগে গেল। অমরাবতীর ছেঁড়া পটখানা চট্ মনে পড়ে গেল। কিন্তু কতক্ষণ তা মনে ধরে মশাই! তখন নিজের চোখে দেখা স্বর্গে নেবে পড়লুম,—পট ছেড়ে ঘটে। চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, সারকুলার রোড সেরে, মল্লিক মহল, কাসেল্, বর্ধমান প্যালেস্ ঘুরে বেড়াচ্ছি। শ্রাদ্ধের মন্তর তখন পঞ্চমে চড়ে পাড়া তোলপাড় করছে। পিনু ঠাকুরের pronunciation (উচ্চারণ) কি সুস্পষ্ট! Accent after accent (গমকের পর গমক) যেন হাতুড়ি পিটছে,—স্যাংস্কৃটগুলো যেন ইংরেজি হয়ে বেরুচ্ছে!" (ওয়াক্)

বলিলাম—"কই—এ অস্বস্তিটার কারণ ত' শুনতে পেলুম না মাতুল।"

"এই যে নিন না,— এইবার হাঁ করলেই হয়," বলিয়া সুরু করিলেন।

"আমি সেই মাত্র প্যালেস্ (প্রাসাদ) ছেড়ে 'পেলেটিতে' ঢুকেছি—সপ্তম স্বর্গ কিনা,—কি বলেন? এমন সময় ভোমলা-বেটা বলে কিনা—"ধরুন।"

চেয়ে দেখি, তার হাতে এক থাবা পিণ্ডি! "ও কি রে" বলতেই পিনু-পুরোহিত বল্লেন—"হ্যাঁ—ওটা খেয়ে ফেলুন,—ওঁকেও দেওয়া হচ্ছে। এ আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে,—সৌভাগ্যসাপেক্ষ। ছেলেরও জন্ম সার্থক,—হাতে হাতে দিতে পারলে! বিলম্ব করবেন না। দেখছেন না—পিতামহ, প্রপিতামহ লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছেন।"

"প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল, প্রাণটাও বিগড়ে গেল ;—এ কি, পেলেটি থেকে একদম পিণ্ডে পতন! পিন্নু কিন্তু বাপ্‌ বলতেও দিলে না—মা বলতেও দিলে না, স্যাংস্কৃট কলেজের এম-এ তায় পি এইচ-ডি'তে পৌছুলো বলে,—ছাড়বে কেন! উদিকে আবার বেটার-ছেলের হাত ত' নয়, যেন সেকেলে জামবাটী, —পাক্কা তিনপো তুলেছে!"

পিন্নু বললেন—"আজ ওই খেয়েই থাকতে হয়।"

পাশেই ছিলেন,—শুনতে পেয়েই পতিপ্রাণা বললেন—'ভোমলা—আমার থেকেও অর্ধেকটা দে,—আর কিছু ত' খাবেন না!' মাতৃভক্ত হারামজাদাও কিনা তাই শুনলে!"

"পিন্নুর কমা-ফুলিস্টপ্‌ নেই,—তাড়া কি! বললেন—"শাস্ত্রীয় আগার, খুব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করুন,—ইতস্ততঃ করতে নেই। উরির তরেই পুত্র-কামনা। আজ আপনাদের জন্ম সার্থক।"

"তা ত' বুঝলুম। কিন্তু পেলেটীর প্লেটের গন্ধ তখনো মগজ মস্‌গুল্‌ করে রেখেছিল,—তার এ কি উপসংহার!

পশ্চাৎ হতে পত্নী অঙ্গুলির অগ্রভাগ'দে পৃষ্ঠদেশে ইলেকটিক্ shock (বৈদ্যুতিক ঠ্যালা) হেনে, রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"ও কি ন্যাকামো, অকল্যেণ হবে যে। নাও—বেলা হয়েছে—ও আর কত-ক'টি!'

"অকল্যাণ,—তাও ত' বটে। তখন মরিয়া হয়ে—mine plus তাঁর অর্ধেকটা নাবিয়ে দিয়ে মুখ টিপে রইলুম,—ভোমলার-মার পিণ্ডি ভক্ষণটা দেখবার লোভে। তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঘোমটার মধ্যে চালান দিলেন। তাঁর তাৎকালীক মুখশ্রীটা দেখতে পেলুম না। বোধহয় ভালই হয়েছে!" (ওয়াক্ ওয়াক্)

"যাক,—আমরা ছুটি পেলুম। কিন্তু ঘরে ঢুকতে তর সইল না। শ্রুত ছিলাম,—'পাপ আর পারা চাপা থাকেনা,'—একটি বাড়লো। দু'জনের জোর competition-এ (পাল্লায়) নাড়ী টাটিয়ে উঠলো।"

"কাজ সেরে এসে—ঘরের আর আমাদের অবস্থা দেখে ভোমলা ভেবড়ে

গেল। পিন্নু ঠাকুর দম্‌বার লোক নন, বললেন—"ইয়াঃ। পাক্‌টি ঠিক নেবেছিল। শাস্ত্রীয়-অন্ন দেবতাদের জন্যে;—একবার পেটে পড়লে আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না,—তার লক্ষণই এই। ওর কণিকা মাত্র তলালেই যথেষ্ট। শোনেননি;—মহাপুরুষ গর্ভে এলে—মর্তের গর্ভধারিণীরা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। ধারণ করা বড় কঠিন। এও তাই। ভাববেন না,—মন্ত্রপূত হয়েছে, কিছু থাকবেই। ক্ষুধায় আর হাহা করে বেড়াতে হবে না। অমৃত লাভ করলেন,—অমৃতস্য পুত্রা হলেন।"

"এ সব,—দৈব বলবো না ত' কি মশাই! তার পর দু' এক বোতোল লাইম্‌ যুস্‌ আর ল্যাভেণ্ডার লাগলো সামলাতে। বাস,—আর ক্ষুধাও নেই—তৃষ্ণাও নেই,—দু'জনে দেব-দেবী বনে বসে আছি। কিন্তু ওই—(ওয়াক্‌)—

"কালই কলকেতায় রওনা হচ্ছি।"

বলিলাম—"কাল?—কেন?"

মাতুল কপালে ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন,—"কেন?—হার ছড়াটা আর বিদেশে যায় কেন,—দেশের লোকের গর্ভে দিই গে! তা নাতো কি আর ভোমলার মাকে বাঁচাতে পারবো। চিঁ-চিঁ করছে,—পান-জর্দায় পর্যন্ত অরুচি! আর কি বাঁচবে মশাই,—" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বলিলাম—"ভাববেন না, সত্বরই সামলে উঠবেন।"

"তাই বলুন মশাই; আমার মত অসহায় কেউ নেই, রাত্রে একলা উঠতে পর্যন্ত পারি না।"

আমি জোর অভয় দিলাম, ও ভাবিতে লাগিলাম—মাতুল সত্যই বিচলিত হইয়াছেন, নচেৎ এতবড় সত্য কথাটা সহসা প্রকাশ করিতেন না। বিপদই সত্য বলায়।

মাতুলের কথা কিন্তু থামিল না। তাঁর ধাতটাই উচ্ছ্বাসপ্রিয়। বলিয়া চলিলেন—

"হুঁঃ—লোকে হিঁদু-শাস্তোর মানে না; এমন complete work (চৌকোস্‌ পুঁথি) কিন্তু কারুর নেই। হাঁচি টিক্‌টিকি পর্যন্ত বাদ পড়েনি। এখনকার সব—হেসে উড়িয়ে দেন,—আমাকেও সেই গেরোয় ধরেছিল,—তা না ত' এমন হবে কেন।—

"আসবার দিন চৌকাট থেকে পা বাড়িয়েছি, আর গেঁটে ঝি হারামজাদি সেঁটে এমন এক হাব্‌সি-হাঁচি হাঁচলে, দালানের এক চাপড়া বালি ঝড়াস্‌ করে খসে পড়লো, বাড়ী 'সুদ্ধু' টিকটিকিগুলো টউরে ডেকে উঠল। বিলিসী বেরালটা ম্যাও ম্যাও শব্দে বেড়া টোপ্‌কে বক্সিদের বাগানে পড়ে একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করে ফেললে! ভোমলার বাগানে মা আড়ষ্ট হয়ে আমার দিকে সভয়ে চেয়ে বললেন—"ঝি হারামজাদির আক্কেলখানা দেখলে! কি বল,—আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই।" মনটা দমিয়ে দিলেও, পুরুষ-বাচ্চার মত হেসে বললুম—"পাগল নাকি, এ যুগে ও-সব 'হাম্‌বাগ' হয়ে গেছে। চল,—দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।" তিনি তখন ঘাড় বেঁকিয়ে ঝির ওপর একটি তক্ষকের কটাক্ষ হেনে, দাঁতে দাঁত চেপে "হারামজাদি,—বাবা ভালয় ভালয় ফিরতে দিন আগে" ব'লে পা বাড়ালেন;—দুর্গা নামটা আর বেরুল না। যাক,—এখন হলত' মশাই! যতক্ষণ ল্যাজে পা পড়ে না, ততক্ষণই "হাম্‌বাগ্‌!" এখন হারছড়া যে যায়,—বাঁচান না! কই, মিস্টার 'গুডাডাডে'রা এগোন্‌ না!"

জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি আবার কে? তেলেগু নাকি?"

"না মশাই—তেলেগু হবে কেন; আমাদেরি পাড়ার সনাতন দাসদের নাতী,—গুরুদাস দাস দে।' বিলেত থেকে বাঁউড়ে এসে এখন "গুডাডাডে" বনেছেন।—"

"তা যা হোক মশাই,—এই শুভ কাজটিতে খুসি আছি। স্যাংস্কটে এম-এ, ওদের কাছে ত' চালাকি চলে না,—শাস্তোর শুষে খেয়েছে। এতো আর শিবু পুরুত নয় যে—এক মোস্তোর আউড়ে রাজ্যের লোকের শ্রাদ্ধ সারবে। হুঁঃ—মরা মানুষকে সবাই পিণ্ডি চড়াতে পারে! এদের কর্তব্যজ্ঞান কত,—তেমনি moral courage (সৎসাহস) মশাই! আমাদের অবর্তমানে ও ভোমলা ইস্টুপিড্‌ কি পিণ্ডি চড়াতো? বাস্‌—এখন পরকাল পাকা হয়ে ত' রইলো, (ওয়াক্‌)। ওর মার কাছে শুনলুম, পাজী এখুনি নাকি স্বাস্থ্য-ব্যপদেশে শ্বশুরবাড়ী থাকতে চায়! ব্যপদেশে কি গণ্ডদেশে সেটা এখনো বাতলাইনি।" (ওয়াক্‌)

"তাই বলছিলুম,—সবই তাঁদের পুণ্যে;—দৈব বলবো না ত' কি মশাই! বাংলা দেশের যে বরাত, পিন্নু'এখন বাঁচলে হয়।—"

"আচ্ছা মশাই, —এত' থাকতেও আমাদের এ দুর্দশা কেন? মহা-পুরুষেরা কোনো কিছুর ত' কমতি রেখে যান নি। (ওয়াক্)

মাতুল আজ ক্রমাগতই পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিলেন। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র নয়, সকলেই সমান মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। শ্রোতা কিন্তু সমজদার হওয়া চাই। আমাতে তিনি সে গুণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রশ্ন করিলে কিছু বলাই চাই; বলিলাম,—"বোধহয় ঐ-সব বিপুল সম্পত্তির চাপে আমাদের দাবিয়ে দিয়েছে, সব দিকেই যেন কাট্‌ছাঁট দরকার হয়েছে।"

"ঠিক ঠাউরেছেন মশাই। তাঁরা যা করেছিলেন—সব "অজরামরবত্"! প্রাজ্ঞ ছিলেন কিনা। পিঁড়েখানা চাগাতে মজুর ডাকতে হয়,—

"খুনে আসবাব মশাই—খুনে আসবাব! আবার এমন সিন্দুক ছেড়ে গেছেন—সে একটি Continent (মহাদেশ)—অবশ্য আরশোলার। দোর বসিয়ে আঁতুর-ঘর বানিয়ে নিয়েছি মশাই। কি করি কাজ নেওয়া চাই ত'।—"

এই সময়,—পায় নাগরা, মাথায় পাগড়ী, গায়ে খদ্দরের চাদর, নাকে সোনার চশমা, হাতে ব্যাগ, বগলে কম্বল, দু'টি যুবক, বাঙ্গলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"সাম্‌নের এই ধর্মশালায় বাঙ্গালীদের থাকতে দেয় মশাই?"

বলিলাম—"তিন দিন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন।"

আরো দু'চারটি প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হওয়ায়, মাতুলের মুখ বন্ধ হইল। তিনি অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন!

৪৭

যুবকদ্বয় চলিয়া গেলেন।

মাতুল বলিলেন—"নিন এইবার সামলান। যখন ধর্মশালা ধরলে তখন ধর্মকর্ম কিছু না করিয়ে ছাড়ছে না। যা ভাল বোঝেন করুন। আমার সখ শুকিয়ে গেছে, বিদায় নিতে এসেছিলুম;—কালই যাচ্ছি! কত অপরাধ হয়ে থাকবে—ক্ষমা করবেন।"

"সে কি,—সত্যি সত্যি আমাদের ফেলে"—

"আজ্ঞে—তা না ত' ওঁকে ফেলতে হয়! তা' ছাড়া শুভাকাঙ্ক্ষী বেই মশাই কখন হুড়্‌মুড়্‌ করে সস্ত্রীক এসে পড়েন বলে। ট্রেণের সাড়া পেলে ব্রেন্ (মস্তিষ্কটা) বোঁ বোঁ করতে থাকে। বাঙ্গালী জাতটি কি, মশাই! যেই আমার স্ত্রীর মাথার অসুখ একটু কমেছে,—অমনি তাঁর স্ত্রীর মাথার অসুখ বাড়লো! রোজই বলতেন,—"বেশ জায়গা ত' —বে'নের অত-বড় শিরঃপীড়াটা সেরে গেলো! আর সেখানে তিনি কি কষ্টটাই পাচ্ছেন! তেলে তেলে বাড়ী কলুর বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ লক্ষ্মীবিলাস, কাল শচীবিলাস, পরশু কৌমুদী, তরশু রঞ্জন, তারপর মন্দার, মকরন্দ, আকন্দ, মকরধ্বজ, মালতী,—কিছুতে মানছে না। যাক, "নেই ফেলি, দু' বে'নে দিব্যি থাকবেন। সুবিধে যখন রয়েছে—ইনি একা'টি কেন কষ্ট পান। তখন দেখবে—কেমন ওস্তাদ,—রসগোল্লা, লেডিকেনি, সরপুরিয়া, বাদশাভোগ,—বেবাক জানে হে! আর ওই-সব করতেই ভালবাসে! রোজ খাওয়াবে,—ওই তাঁর সখ। তিনি বলে বলে দেবেন—ইনি বানিয়ে ফেলবেন,—চটু হয়ে যাবে, —এঁর শেখাও হবে।

দেড়মাস নিত্য এই বয়ান শুনিয়ে—রোজ কাঁচ্চা হিসেবে ধরলেও, আমার সাড়ে পঁয়তাল্লিশ কাঁচ্চা রক্ত শুষে,—বাকিটুকুর ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছেন। কাল ক্লাইভ্‌স্ট্রীটে মা রণচণ্ডীর পূজো আছে, ১০৮ পাঁঠা পড়বে। ভারি ধুম—মা যুদ্ধেশ্বরীকে জাগানো চাই—যাতে আবার যুদ্ধ চাগে! গুদামে মাল ডাঁই মেরে গেছে। তার পরই তিনি এখানে রওনা হবেন,—আর তার আগেই শর্মা সরবেন। কি করি,—বালা ত' আর চারগাছা ছিল না মশাই।"

বলিলাম—"তিনি নাও আসতে পারেন ত'?

মাতুল বলিলেন—"মাপ করবেন,—আপনি জাতটিকে চেনেন নি। আমার পরিবারের শিরঃপীড়া সেরেছে যে! সেটাকে পূর্বাবস্থায় ঠেলে তোলা চাই ত'!"

"এখনো মাসখানেক ছুটি রয়েছে না মাতুল?"

"বলেন কেনো,—গেরো যখন ধরে—আটঘাট বেঁধেই ধরে। এতদিন দুখে সুখে

চলছিলো ; পরশু রাত্রে তামাক সাজতে বসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আপিসের টেবিলের দেরাজ দু'টো সাফ্ করে আসা হয়নি। ছোট সাহেব বেটা বেজায় বিচ্ছ্ ;—টানলেই চাকরি পর্যন্ত টান ধরাবে !"

"কেনো ?"

"আর কেনো ! গ্রেটব্ল্যাগার্ড ঐ ভোমলা বেটা মশাই সখ করে দু' দু'টো গেরোবাজ পুষলে—হরগিজ কথা শুনলে না। আর কি রক্ষে আছে,—চাকরি চার-পা তুলে বসে আছে ! চণ্ডে ত' জীওনোই রয়েছে ! বেটা জন্মাষ্টমীতে এসেছে,—জানটা ও-ই নেবে। 'হাঁ' দেখেই শিউরে ছিলুম—দৌড় কি,—এ-কাণ থেকে ও-কাণ ! তিনটে পানও তাঁর গালে টিলে মারে ! বরাবর যুগিয়ে এসেছি মশাই।"

"কে সে ?"

"আর কে ! রাঘব-বোয়ালের brother-in-law (বড় বাবুর শ্যালক)—আমার যম ! বালাও gone (গেল) চাকরিও going (চুকে যাচ্ছে), এদিকে পিণ্ডিও eaten (গেলা হয়েছে) ! বাকী যা রইলেন—তা অনাহারেই এসে যাবে !"

"অতো ভাবচেন কেন মাতুল। দেরাজে কি কোনো দরকারী কাগজ ফেলে এসেছেন ?"

তা হলে ত' বাঁচতুম মশাই। অমন ঢের কাগজ কলকেয় দি'ছি !—দু'টি দেরাজ ঠাশা টিকে আর তামাক—ফজতুরি-বালাখানার ব্রাঞ্চ বানিয়ে রেখে এসেছি মশাই ! কাজের সময় আর পেতুম কতটুকু। বেটাদের উচ্ছন্ন দিতে আর তামাক খেতেই দিন কাবার ! তা বেইমানি করবনা মশাই,—তাইতেই বচর বচর পাঁচটাকা করে বেড়ে এসেছে। আর সেই পুণ্যেই ওদেরও রাজ্যটা আছে, শেকোড়ও সন্‌সন্ পাতালে পৌছে যাচ্ছে,—মা বাসুকীর মাথায় ঠ্যাকে বলে। তাও বলি—তিনি একবার নাথা নাড়লেই—হুঁ হুঁ ! তবে তদ্দিনে আমি আরামসে কাটিয়ে পাড়ি মারবো।—

—"আর আরামসে ! এখন মা মঙ্গলচণ্ডী চোর বেটাদের চোখে ধুলোপড়া

দেন—তবেই রক্ষে! এই পঁয়তাল্লিশ চলেছে, এ বয়সে কি আর চাকরি মিলবে মশাই,—কিন্তু পাঁচগণ্ডা ভোমলা—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"ওসব কেন বলচেন মাতুল। আপনি এসেছেন দেড়মাস,—এর মধ্যে—সে টিকে তামাক কে রেখেছে তার প্রমাণ কি! সেগুলি ত' আপনার দস্তখৎ করা জিনিস নয়। মিছে মাথা খারাপ করবেন না।"

মাতুল মুখ'দে হাউইয়ের শব্দে হাওয়া ছেড়ে "উঃ thank god,— বাঁচালেন মশাই!" বলেই পায়ের ধূলো নিলেন। পরে,—"তাইত—কোন ব্যাটা রেখেছে! কেন, আর কেউ রাখতে পারে না নাকি? তিনকড়ি বাবু তামাক খান না? যদু চৌধুরী ত' গুড়ুকের গুবরেপোকা—কাঁচা খায়। বেটাদের জন্যে কখনো একছিলিম্ আখণ্ড খেতে পাইনা মশাই। আমি হুঁকো হাতে করলেই—বীরবাহুদের হাত বেড়ে আসে,—চোখ সামলানো দায়! বেটারা সবাই খায়—আর নাম করবার বেলায় আমার! বলুক না দেখি একবার!"

মাতুল গত দু'রাত্রে যে সব কল্পিত চার্জে নিজেকে ফেলে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন—এখন—জোরসে counter-charge (উল্টো চাপ) ভেঁজে, খোলসা হয়ে হাঁপ ছাড়লেন। এইবার re-action (উজান বাওয়া) সুরু হল।

"আহা,—কি তামাকই ছিল—যেন মধু! বললে বিশ্বাস করবেন না,—সুগন্ধই বা কি,—কাণে দিয়ে মজলিস্ মারা যায়। টিকেগুলোও কি তেমনি মিলেছিল,—দেশালাই ছোঁয়াতে হয় না—দেখালেই চন্দ্রকলা! একদম চতুর্থীর চাঁদ! পাঁচ ভূতের পেটে গেল মশাই,—পাঁচ বেটায় খেলে!"

বলিলাম—তা যাক মাতুল, আপনারো ত' একটা চিন্তা গেল। এখন হপ্তাখানেক পরেও যেতে পারেন।"

মাতুল একটু বিমর্ষভাবে বলিলেন—আপনাদের সঙ্গ ছাড়তে বড়ই কষ্ট বোধ করছি; কি করি—আপনাদের কাছে আর গোপন করব কি,—পুঁজিও পনেরোটি টাকায় ঠেকেছে। বে'ই in pair (জোড়ে) এসে পড়লেই—বেহাল! পিনু পণ্ডিতের পাল্লায় পাঁচজনের Return Pass (ফিরতি-পাস) আছে"—

বলিলাম—"না মাতুল, আমি এ সুবিধে ছাড়তে বলিনা। তবে আপনাকে পেয়ে বড় আনন্দেই কাটছিল,—তাই"—

দেখি—মাতুলের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিতেছে। জয়হরিরও বোধহয় পেঁড়ার রাগ পড়িয়া গিয়াছে, তারও মুখটা বেদনার আভাস দিতেছে।

মাতুল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"নানা কারণে এখানে থাকা আর উচিত নয়,—সুখও নেই। বিপত্তি ক্রমেই বাড়তে সুরু হয়েছে। পোস্ট আফিসে যাবার সুখ গেছে; কে এক মাগি বঙ্গালী ঝি, দেখলেই পা জড়িয়ে ধরে,—বলে—'আমার মেয়ের চিঠিখানা দিতে বলনা বাবা,—আমি যে গেলুম! পোড়ারমুখোরা আমাকে তা দেবেনা,—আমি কি করি গো!' ইত্যাদি—নিত্য। সে পাগলিকে ছাড়ানো দায়, পথ বাজার বন্ধ। এমন পাপ দেখিনি। দেখে কষ্টও হয়—রাগও হয়। আমাদের মাথা হেঁট করাতে এখানে মরতে আসে কেন!—

"আবার নম্বর টু'ও হাজির। এটি সাংঘাতিকও যেমনি, সম্মান-হানিকরও তেমনি। আমরা এসেছি—ঝঞ্ঝাটের বাইরে শরীরটে সুধরে নিতে,—একটু স্ফূর্তিতে কাটাতে; তার ওপর এসব চাল কেন বাবা! পয়সা নেইতো বাইরে পা বাড়ানোর সখ কেন,—গাঁয়ে বসে গুড়ুক খাওনা। না হয় 'বালা' ছাড়ো। দেখতে ত' মশাই দিব্যি ধপধপে, নাকটি বাঁশীর মতো, চোখেও চশমা, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেহটি বটে—মেডিকেল কলেজের ছেলেদের,—নরকঙ্কাল বলে' ঝেড়ে দেওয়া চলে,—অ্যানাটমির জ্যান্তো মমি (mummy)।—এক গুণ্ডাগোছের ষণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন, সে বাসা দিয়েছিল,—বাবুর পয়সা নেই। সে কম্বল টম্বল কেড়ে নিয়ে—বটতলায় বসিয়ে দিয়েছে। মাথা হেঁট করে কাটখোট্টার কেটো-সম্ভাষণ শুনতে হচ্ছে। হবেই ত'!

—ছি ছি—এরাই তাড়ালে। সে-দিক মাড়াতে পারলুম না মশাই,—ভদ্রলোকের মত সাঁ-করে সরে পড়তে হ'ল। পাণ্ডারা আমাদের বাবু বলে নমস্কার করে, দশ বিশ টাকা দরকার হলে পাওয়া যায়। আর সে সম্মান থাকবে? সরে পড়াই সুযুক্তি মশাই। মনে যদি সুখই না রইলো, রাস্তা বদলে বেড়াতেই হল, তবে আর থেকে কোন সুখ। পয়সা খরচ করে পালিয়ে বেড়াই

কেন? কি বলেন? এক বাঁচোয়া—নড়ে চড়ে চাঁদা চেয়ে বেড়াবার মত দেখলুম না। তা হ'লেও মনটায় ত' ময়লা লেগে রইল। বিদেশে আমাদের বেইজ্জৎ বাড়িয়ে জাতের শত্রুতা সাধা কেন মশাই।"

আজ মাতুলই আসর লইয়াছিলেন। কথা কহিবার সব ভারটাই তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যে শিবের গীত পর্যন্ত না শুনাইয়া নিরস্ত হইবেন না ও বক্তব্য শেষ করিবেন না, এটা তাঁহার শ্রোতাদের জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া গিয়াছিল এবং অন্য অনেক কিছুও। যেমন,—নিজের দুঃখের কাহিনী শুনাইতে তিনি অদ্বিতীয় tragedy-র Thomas Hardy। আবার তাঁহার মত ফিটফাট লোকও কম দেখা যায়। এই যে বাঙ্গালী ঝি আর বাঙ্গালী বাবুটির কথার উল্লেখ করিলেন,—তাহারা যে তাঁহার কোন্‌খানটায় সত্য সত্য আঘাত করিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট করিতে হইলে পাঠকদের একটু কষ্ট দিতে হয়;—

—জনৈক বাঙ্গালী ভবঘুরের (globe-trotter) মুখে শুনিয়াছিলাম—য়ুরোপে এ বিষয়ে নাকি ভারি কড়াকড়ি। কাহারো মন খারাপ করিবার অধিকার কাহারো নাই। কারো প্রাণে অশান্তির আঁচ লাগাইলে আর রক্ষা থাকে না; তাহার আইন ও সাজা দুই-ই শক্ত। যতটা স্মরণ আছে—তাঁহার কথাতেই বলিব—

"আমি মশাই সে-দিন সারাদিন ঘুরে ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত—তখন একটু জল পেলে বাঁচি;—সন্ধ্যা হতেও বড় বিলম্ব নেই। স্থানটা সহরতলী। দেখি একটি বৃদ্ধা—আশির কোটায় না পড়িলেও—খুব গা ঘেঁসে গেছেন,—গোলাপী রংয়ের গাউনের কাঁধে নীল রংয়ের cape (কাঁধঘোম্‌টা) চড়িয়ে, শোন নুটির মত চুলের ওপর রক্ত-রাঙা (Turkey-red) টুপি লাগিয়ে, ছোট একটি টেবিলের সামনে—বারাণ্ডায় বেতের চেয়ারে বসেছেন। সেখানে সাবিত্রী-শাঁখার রেওয়াজ নেই—হাতে কিছু দেখলুম না। পল্লীটায় লোক চলাচল কম। বাড়ীর বাইরে কি জানালায় কারুর সাক্ষাৎ নেই। তেষ্টায় তখন আমার তিষ্ঠানো দায়। অনেকক্ষণ থেকে ভাবতে ভাবতে আসছিলুম—কোন বাড়ীতে কোন বর্ষিয়সীকে দেখতে পেলে, সেলাম ঠুকে এক গেলাস জলের আবেদন—

জানাই ;—মায়ের জাত—দেবেনই। ঐ বৃদ্ধাটিকে দেখে—ভারি ভরসা পেলুম। পথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনি আমার দিকে চাইলেন। চোখের ভাব বোঝবার মত চোখ তাঁর নয় বা ছিল না। আমি কাতর কণ্ঠে জানালুম—"মা আমি বড় তৃষ্ণার্ত, দয়া করে এক গ্লাস্ জল যদি দেন।" তিনি তাড়াতাড়ি তড়াক করে উঠে চেয়ারখানা পা' দে' ঠেলে দিয়ে দুড়দুড় করে নেবে গেলেন।

"আঃ বাঁচলুম,—কি দয়া, তা না ত' কি এরা এত বড় হয়! সাক্ষাৎ—সেকেলে ভগবতী। ভগবানকে ধন্যবাদ। জল এলো বলে।—মিনিট তিনেক পরেই একজন বেশ হাতে-বহরে কনেস্টবল এসে,—জলের গেলাসের জন্যে আমার বাগানো উৎসুক হাতটি বেশ কড়া টিপুনি দিয়ে টাইট্ করে ধরলে! বললুম—"আমি চোর নই,—একটু জল চেয়েছি হে! মেম সাহেব আনতে গেছেন,—এখুনি দেখতে পাবে।" সে-সব কথায় কাণ না দিয়ে চোখ পাকিয়ে সে বললে—"you are more than a thief (তুমি চোরের বাবা)! রহস্যটা মন্দ নয়,—বেটার মন্দামী এই মাটি হয় ভেবে আমার মুখে একটু হাসিও ফুটলো!—হেনকালে সেই করুণাময়ী বৃদ্ধা-বিবির ভৈরবী-মূর্তিতে বারাণ্ডায় আবির্ভাব! মেয়ে-মানুষের এমন কর্কশ কণ্ঠ কখন শুনিনি মশাই! হাত পা নেড়ে, কেঁপে, দাঁতেতে মাড়িতে মিশিয়ে, যা মুখে এল 'সুরু করে দিলে। সৌভাগ্য এই যে তাদের ভাষা বুঝলুম না, সেটা ইংরিজি নয়! অবাক হয়ে হাসিমুখে উপভোগ করতে লাগলুম! তার লাফালাফি আর চীৎকারে লোক জমে গেল।—

—"দুনিয়া ঘুরে অনেক দেখলুম মশাই, কিন্তু ভগবানের মত রহস্যপ্রিয় লোক কোথাও মেলেনি! তার পর ডিডিমেরে কুঁদুনীর climax-এ কুণ্ডলিনী জাগিয়ে কণ্ঠ ছেড়ে কনেস্টবলকে যেই সে বলেছে—'এই blacky-কে (কেলেকে) এখ্খুনি—'

ঐ "এখ্খুনি"র সঙ্গে সঙ্গে তথ্খুনি—কি একটা ফেনার মত তার মুখ থেকে ঝড়াস্ করে রাস্তায় এসে পড়লো! কি সর্বনাশ—এ যে মড়ার দাঁত—মাড়ি ছেড়ে হাজির! লেলিয়ে দিলে নাকি! চেয়ে দেখি—মেমের লাল মুখ চুপসে মনেক্কা মেরে গেছে,—কথা বেরুচ্ছে না। কনেস্টবল সাহেব জমায়েতকে take care

please (মাল সামলাবেন) বলেই তাড়াতাড়ি আমার হাতে এক হ্যাঁচকা মেরে তাঁর হুকুম তামিল করে লম্বা-ছে ধরলেন। ভাবতে ভাবতে চললুম—"একেই কি বলে Tragi-comedy (মিঠে-কড়া) না Divina (লীলা) !

"যাক,—নমস্কার বাবা সভ্যতার পায়, আর যাঁরা তার তারিফ করে বাঙ্গলায় সে-টার তরজমা করাতে তৎপর—তাঁদেরও শতকোটী ! আশী ঘেঁষেই এত দয়া,—বিশে বোধহয় স্বহস্তে গো-বেড়েন গাঁট্টা চালায় ! বাপ্—জল চেয়ে জেল ! ভাবলুম—ভালই হল, নাকুর বদলে—রাত কাটাবার একটু স্থান আর একখানা কম্বল মিলতে পারে। কিন্তু অপরাধটা ত' আক্কেলে আসছে না।—কনেস্টবল সাহেব আমাকে থানায় নে'গে একজন ভদ্রবেশী যুবা কর্মচারীর কাছে মাল জমা করে, বয়ান বাতলে বেরিয়ে গেল। কর্মচারীটি বয়ান শুনতে শুনতে বারদুই চোখ কপালে তুলে চমকে উঠেছিলেন—সেটা লক্ষ্য করেছিলুম ! তাইতে আমার মুখটেপা হাসিটুকু হটে গিছলো। এইবার তিনি আমার দিকে শুভদৃষ্টি ফেলে সবিস্ময়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখে নিলেন। তার পর এক নিঃশ্বাসে তিনটি ভাষায় একই প্রশ্ন করলেন—তুমি য়ুরোপের কোন ভাষা জানো ! যখন শুনলেন ইংরাজিটে জানি, তখন নাম, ধাম বিষয়কর্ম (অবশ্য পিতৃপুরুষ বাদ) বার করে নিয়ে খাতাবান্দি করতে বসলেন। ছোকরার চেহারাটা তারিফের না হলেও তাড়সের নয়। তাই কৌতূহলীর মত জিজ্ঞাসা করলুম—"মাপ্ করবেন, ব্যাপারটা কি ? আমাকে চোরের মত' ধরে আনা হল, কেন,—আমার অপরাধ ?"

"তিনি সাঁ করে মুখ তুলে আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে বললেন—"আশ্চর্য ! তুমি এখনো তোমার অপরাধ বুঝতে পারনি ! তুমি অসভ্য ইণ্ডিয়ান্ হলেও, তোমরা এখনো যে এতটা backward (বর্বর) তা ভাবতে পারিনি। এই যোগ্যতার জোরে তোমরাই না দলবেঁধে self-determination-এর (কর্তামীর) দাবী করো !" এই বলে তিনি একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। পরে বললেন-"তোমার (Crime) অপরাধটি একদম ভয়ঙ্কর বহরের !"

"Crime !" (অপরাধ) !

"Yes sir (হাঁ মহাপুরুষ)। জাননা—কিরূপ আরামের মুখে, একটি মহিলার মনের উপর তুমি কিরূপ অমানুষিক উৎপাত করে, তাঁর আজকের দিনটাই মাটি করে দিয়েছ!"

"আমি?"

"হাঁ তুমি।"

"আমি ত' বুঝতে পারছি না মশাই।"

"কাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিন মাস ঘানি ঘোরাবার আদেশ পেলেই বুঝবে!"

আমার ভাগ্যে ত' মহাশয় কোন মহিলার দর্শনলাভই মেলেনি। একটি বৃদ্ধার কাছে এক গ্লাস তৃষ্ণার-জল চেয়েছিলাম মাত্র।"

"আর অপরাধ বাড়িও না,—তিনিই ত' মহিলা। ওঁরা respectable (সম্ভ্রান্ত),—ওঁর ছেলের মত' রুটি ত'য়ের করতে আসপাশের পাঁচখানা পল্লীতে কেউ পারে না। তার খোশনাম কত! Duke (তালুকদার) তার রুটী খান। এখানকার রুটী আর পিটে প্রদর্শনীতে তার তথ্‌মা (মেডেল) মেলবার ষোল-আনা সম্ভাবনা।"

"তা রুটীওয়ালার মা এতো চটলেন কেন মশাই?"

"তিনি প্রসাধনান্তে আরাম-চা খাবেন বলে, আধঘণ্টা ধরে মনের মত সরঞ্জাম সাজিয়ে, খুব সম্ভব একটি love song (প্রণয়-সঙ্গীত) গুন্ গুন্ করতে করতে, কিরূপ উৎফুল্ল মনে—কত সাধের বৈকালিক চায়ে চুমুক দেবেন, সেই সময় কিনা ব্যাঘাতের বেয়াড়া মূর্তির মতো এক গেলাস্ জল চেয়ে—তুমি তাঁর অঙ্গ জল করে দিলে, তিনি চমকে গেলেন! Milton (কবি মিলটন) এই রকম কোন একটি অবস্থা লক্ষ্য করেই বোধহয় তাঁর Paradise lost (স্বর্গচ্যুতি) লিখে থাকবেন। তুমিও একটি মহিলার উৎফুল্ল চিত্তের সামনে সহসা ফাঁশিকাটের মত উদয় হয়ে তাঁকে স্বর্গচ্যুত করেছ। তিনি ত' বালিকা নন"—

"তা স্বীকার করছি মশাই, তিনি বারো তেরটি বালিকার যোগসমষ্টি হবেন।"

—"সাবধান হয়ে কথা ক'য়ো। ওরূপ অবস্থায়, তোমাদের শনির দৃষ্টিতে একজনের মানস স্বর্গ যে সহসা কতটা শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা তোমার idea (ধারণাই) নেই। তুমি কি জাননা,—বড় লোকেদের সামনে দীনদুঃখী কি ভিক্ষুক উপস্থিত হলে, তাঁদের সমস্ত সুখশান্তি মুহূর্তে মুষ্ড়ে মাটি হয়ে যায়। তাঁদের মনোরাজ্যের আশাদিপ্ত শোভা-সৌন্দর্য তোমার মত cad-এর (হা-ঘোরের) বদ্‌চেহারা দেখলেই বিগড়ে বেয়াড়া মেরে যায়। Comfort (আরামের) জন্য তাঁদের বিপুল ব্যয়টা বৃথা হয়ে যায়। এই লজ্জাকর কুদৃশ্যটা তাঁদের আভিজাত্যকে আঘাত করে, মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। তা হলে সুখশান্তির জন্য এতটা ব্যয়ের সার্থকতা রইলো কোথায়! তাই কারুর মনের সুখ মাটি করবার,—আয়েসে আঘাত দেবার অধিকার কারো নাই,—বুঝলে। তুমি এই ভয়ঙ্কর অপরাধটি করেছ। কাল তার বহর বুঝতে পারবে।—

—"তবে,—তোমার বাঁচোয়ার দু'টি পথ আছে। প্রথম নম্বর,—নিজেকে পাগল প্রমাণ করে পাগলা গারদে যাওয়া। দ্বিতীয়,—তুমি অসভ্য ইণ্ডিয়ান,—ভাগ্যগুণে বিশ্বের Blue-book-এ (দাগী-খতে) বর্বর শ্রেণীভুক্ত। এটিও তোমাকে সাহায্য করতে পারে।"

"ধন্যবাদ দিতেই হল। যাক,—আমাকে কিন্তু তিন দিনের বেশী গারদে থাকতে হয়নি। Blackey-এর (কেলোর) সঙ্গে সভ্য দেশের শ্রীমানদের চোরও থাকতে চাইলে না,—নরহন্তাও নারাজ! আমার তরে নূতন ব্যবস্থার সুবিধে হ'ল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চৌহুদ্দি ছেড়ে চলে যেতে হুকুম হল।—তথাস্তু।"

ভবঘুরে ভদ্রলোকটির কথা আমি অবাক হইয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সবটা বিশ্বাস করি নাই। তবে তাঁহার কাহিনীর শেষাংশে পুলিশ কর্মচারিটি তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে যে সুন্দর ও সুস্পষ্ট কারণগুলি শুনাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বেশ ওস্তাদী-রসিকতা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আমাদের মাতুলের mentality-র (মনোভাবের) মালমশলা তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান বলিয়াই,—তাঁহার কথাগুলি যথাযথ ভাবে পুনরাবৃত্তি করিলাম। মাতুল মধ্যবিত্ত লোক হইলেও (অবশ্য পূর্ব আভিজাত্যের আঁচ থাকিতে পারে) বিদেশে জাতীয় সম্মান রক্ষায় মেজাজটা

তাঁর খুব সজাগ। সেটা জাতের জন্য, কি আত্মতৃপ্তির জন্য—বোঝা কঠিন। যাহা হউক,—সেই লজ্জাটা তাঁহাকে তাহাদের উপর অক্ষম রোষে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত,—তিনি সহিতে পারিতেন না। অর্থাৎ—বেশ স্ফূর্তিতে, মানুষের মত বেশে শিস্ দিয়ে বেড়াবার—তারাই যেন অন্তরায়।

তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম—"মাতুল আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। ঘর নয়, বাড়ী নয়, বিদেশে পড়ে পড়ে বেইজ্জৎ হওয়া কেন। আপনি রওনা হলে—আমাদের আর এখানে রইতে সত্যই মন সরবে না! বড় জোর আর এক হপ্তা—"

হঠাৎ জয়হরির আওয়াজ পাইলাম, সে বলিতেছে—"হ্যাঁ আর নয়!"

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম—মাতুল চলিলেন শুনিয়া সে কতটা ব্যথা বোধ করিতেছে! সে মাতুলকে বলল—"আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়, বলতে একটুও সঙ্কোচ রাখবেন না,—বাঙ্গালী বলে আমাকে "বাবুর" কোটায় ফেলবেন না,—মোটমাট ত' আছে—"

মাতুল গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমার বহু সৌভাগ্যে আপনাদের মত মানুষের সঙ্গ-সুখ পেয়েছিলুম। আমার অসচ্ছল জীবনে এই ক'টা দিনই সুখের হয়ে রইলো। যাই, ভেতরে একবার দেখা করে আসি।"

মাতুল যেন নির্জীবের মত চলিলেন। মনটা সত্যই অবসাদগ্রস্ত হইয়া গেল। জয়হরি নীরবে উঠিয়া উদাসভাবে বাহিরের রকটায় গিয়া দাঁড়াইল। আমি অন্যমনস্কে একটা সিগারেট ভস্ম করিয়া ফেলিলাম। অভ্যাস।

মাতুল মিনিট পনেরো পরে—পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বলিলেন,—কিছু না খাইয়ে ছাড়লেন না। আবার চারটে রসগোল্লা, দু'টো কমলালেবু খেতে হ'ল। মাধুরীও রুমালখানা ল্যাভেণ্ডারে ভিজিয়ে দিলে। এই সব ছেড়ে যেতে হবে। বাড়ীতে কেউ ডেকে একগাল মুড়িও দেবে না,—আর ল্যাভেণ্ডার—সেই নেউকী-পুকুরের পানাপচা জল!" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বলিলাম—"তবু দেশ—মাতুল।"

"আজ্ঞে তা বটে, যদি জ্ঞাতিরা দয়া করে না থাকতেন !"

আবার branch line (ফ্যাকড়া) বাহির হইবার উপক্রম দেখিয়া বলিলাম,—"আমার একটা কথা স্মরণ রাখবেন মাতুল। পূর্বপুরুষের পুণ্যে—ঐ যা লাভটা করেছেন, ও-কথাটি দেশে কা'কেও বলবেন না, বাড়ীর লোককেও না। ওঁকেও নিষেধ করে দেবেন।"

"বুঝেছি,—হিংসে,—ঠিক ধরেছেন,—পায়ের ধুলো দিন। ঐ যে জ্ঞাতির কথা বলছিলুম না, বাপ্—বাঘ ভাল্লুক ঢের ভালো মশাই। একদম "উদয়কাল"—উদয় থেকেই ছোবল সুরু করেন। শুনলে কি আর রক্ষে আছে, ঘর ঘর পাল্লা মেরে পিণ্ডি খাবে। পিণ্ডির পোষোড়া পড়ে যাবে। আমি পিণ্ডি খেয়েছি, তা সইবে !"

তাড়াতাড়ি বলিলাম—"সে ত' বটেই, তা ছাড়া—গোপন কথাটা হচ্ছে,—এ সব ভাগ্যলব্ধ পুণ্যকর্ম—দৈবাধীন। প্রকাশ করলে কেবল যে নিষ্ফল হয়ে যায় তাই নয়, অধিকন্তু প্রত্যবায় আছে। এ শাস্ত্রীয় অনুশাসনটি অমান্য করবেন না।"

"বাপ্‌রে—আর বলি ! কিন্তু ওঁকে বাঁচাতে হবে ত' ! যে-ভাব নিয়েছেন সে ত' অভাবেরই আয়োজন। ডাক্তারকে ত' বলা চাই।"

বলিলাম—"তীর্থে ক্রিয়াদি উপলক্ষে "চরু" খেতে হয়েছিল,—তার পরই সুরু।"

"বাঁচালেন মশাই,—বাস্। দুর্ভাগা আমি, তাই আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে ! এ সব উপদেশ কে ছাড়তো। সব বেটা গেঁটে পাপী—ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসে গুড়ুক মারছে। কি করি শিরে সংক্রান্তি,—বেই যোড়ে আসছেন ! তা না ত'—"

"না না,—ও সব আর ভাববেন না। যা মনস্থ করেছেন তার ব্যবস্থা করুন গে;—সময় নষ্ট করে কাজ নেই, আবার ত' দেখা হবে।"

"কর্তার সঙ্গে দেখা হল না ;—আপনি একটু বলে দেবেন।" বলিয়া পদধূলি গ্রহণান্তর মাতুল ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া গিয়া জয়হরির হাত ধরিয়া

দু'এক কথার বেশী বলিতে পারিলেন না। জয়হরি কোন কথাই কহিতে পারিল না,—মাথা নীচু করিয়া রহিল।

ঘরে ঢুকিলে দেখি,—সে যেন তার সমস্ত উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৪৮

স্বভাব-সরল সদা-প্রফুল্ল জয়হরির বিষণ্ণ ভাব আমি আদৌ সহিতে পারিতাম না,—আমাকে বড় বাজিত। স্বস্তি থাকিত না—মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। তাহার মনটাকে অন্যদিকে মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলাম—

"জয়হরি,—আমার একটা কাজ করবে,—আমি আজ আর বেরুতে পারছি না।"

সে সচকিত হইয়া বলিল—"বলুন না, আমি ত' কাজই খুঁজছি! মামা চললেন—"

আমি আর ও-প্রসঙ্গ বাড়িতে না দিয়া বলিলাম—"সে ত' জানা কথা জয়হরি, —আমরা কেহই ত' এখানে থাকতে আসিনি। আমরাও ত' যাব। কাচ্চা-বাচ্চাওলা গৃহস্থলোক বাড়ী ছেড়ে কতদিন থাকতে পারে।"

"তা বটে,—সেটা ঠিকও নয়। তবে এক সঙ্গে—যাক,—কষ্ট হয়ই। হ্যাঁ— কি করতে হবে বলুন,—এই ত' সবে পউনে ন'টা।"

বলিলাম—"আমাকে একখানি—তোমার পছন্দ মতো, খুব ভালো—দেশী কালাপেড়ে ধুতি এনে দিতে হবে। ধোয়া দশহাতি। তোমার মনের মতো হওয়া চাই কিন্তু। ১১ হাত × ৪৮" পেলে—তাই নিও।"

জয়হরি উৎফুল্ল উৎসাহে বলিল—"ওঃ—বুঝেছি, মাতুলের জন্যে। আপনি দেখে নেবেন—কি রকম কাপড় আনি! আমি নিজে কুঁচিয়ে দেব'।"

"তা দিও, তোমার মনের মত হলেই—আমার পচন্দ হবে।" এই বলিয়া দশ টাকার একখানি নোট্ তার হাতে দিলাম। সে আগ্রহের সহিত লইয়া—আনন্দে বাহির হইয়া গেল।

জয়হরির ধাতে বাবুর গন্ধ না থাকিলেও আমি বরাবরই দুইটি বস্তুতে তাহার সখ ও যত্ন লক্ষ্য করিতাম। তাহার দিশি কালাপেড়ে কাপড়খানি নিমন্ত্রণাদি রক্ষাক্ষেত্রে বাহির হইত। ব্যবহারান্তে ময়লা না হইলেও, বেশী পয়সা দিয়া সেখানি কাচাইয়া ও স্বয়ং কোঁচাইয়া, ভবিষ্যৎ ভোজের জন্য প্রস্তুত রাখিত। আর তাহার নামাঙ্কিত শীল-আংটী। সেটি সে অর্ডার দিয়া কলিকাতা হইতে তৈয়ার করাইয়া আনায়। তাহার ধারণা—অন্যত্র তেমন হাই-পালিস্ সম্ভবই নয়। আংটীটি বরাবরই velvet lined case-এ (মখমল্ বসানো বাক্সে) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিত। এখানে আসা অবধি তাহার আলোক দর্শন ঘটিয়াছে,—আঙুলে উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহার উপর খড়ি-পালিসও চলিতেছে।

বীমা-দুর্য্যোগে তার সেই সখের কালপেড়েখানির দুর্দশা ঘটায়, সেই ক্ষতিপূরণের জন্যই তাহাকে কাপড় কিনিতে পাঠানো।

জয়হরি চলিয়া যাইবার পর কত কি কথা—এলো-মেলো অগ্রথিত-ভাবে মনটাকে ভাগাভাগি আরম্ভ করিয়া দিল। কোনটাই ধরা দেয় না;—"এলুম" বলিয়া আসে,—"দাঁড়াও" বলিলেই সরিয়া যায়!

ফল কথা,—এখানে আর বসিয়া থাকা কেন,—কোন্ কাজে? আবার, যেখানে যাইব—যাওয়া ছাড়া সেখানেই বা কোন্ কাজটা আমার প্রতীক্ষায় আছে! কোন্ ক্ষতিটা বা কাহার ক্ষতিটা নিবারণ হইবে!

বৈরাগ্য নয়,—এ এক অদ্ভুত অবস্থা। কোথাও একটা বড় রকমের টান নাই,—কোনটাতেই জোর পড়ে না! জগতে—পাওয়ার দাবী ফুরাইলে, শুধু থাকার দাবীটা বোধহয় বিড়ম্বনা।

যাক,—উঠিয়া পড়িলাম। একটু নড়াচড়া না করিলে—এ জড়তাও নড়িবে না। শরীর বা মন কোনটাই দূরে যাইবার মত ছিল না! ইস্কুলটি নিকটেই—কম্পাউণ্ড বড়। এক কোণে বৃদ্ধ-বটবৃক্ষ কয়টি—প্রস্তরাসন ও ছায়া দুই-ই

পাতিয়া রাখিয়াছে। এক-পাক ঘুরিতেই—সেইখানেই যেন ডাক পড়িল,—আমি আসন লইলাম। একদিন এই বটকুঞ্জের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া—মাতুলকে দেবতার ভয় দেখানো হইয়াছিল। অন্ধকার রাত হইলে আমাকেও আজ দূর হইতেই নমস্কার করিতে হইত।

সম্মুখেই রাজপথ,—রাজ-রজ-রঞ্জিত যাত্রীর কোলাহল ;—নিকটেই বালকদের বাণী-ভবন—কল্লোল-কুঞ্জ। তবুও স্থানটি বেশ নিভৃত আর নির্জন,—বড় আরাম বোধ করিলাম। ভাবিলাম সর্ব-বন্ধন-শূন্য দ্রষ্টার মত বসিয়া থাকি। কিন্তু জো কি! গত রাত্রের স্বপ্ন-বিভিষিকা,—জাগরণ,—জয়হরি-হরণ, এই ত্র্যহস্পর্শে বাতিক বৃদ্ধি ত' ঘটিয়াই ছিল,—সহসা মনে পড়িল—ফিরিবার দিন নিকট হইয়া আসিল,—কই স্থানটা সম্বন্ধে মনে যে সমস্যাটা উঠেছিল—এর কতটাই বা বৈদ্যনাথ আর কতখানিই বা দেওঘর,—তাহা ত' মিটে নাই—অপূর্ণই রহিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?

এ সম্বন্ধে যে আমার চিন্তা ছিল না তাহা নয়; যেহেতু—নিষ্কর্মা বাজে লোকেও বাঁচে, এবং বাঁচিতে হইলে—মাথাটা বাদ দিয়া বাঁচা চলে না। চিন্তা আসিত ;—স্থানাভাব দেখিয়া সরিয়া যাইত।

বিদ্যালয়ের বাউণ্ড্রির (গণ্ডীর) মধ্যে থাকায়,—স্থান-মাহাত্ম্যেই হউক বা যে-কারণেই হউক,—ছাত্রাবস্থার একটা স্মৃতি সহসা উদয় হইল। সে-বৎসর এণ্ট্রেন্স দিব,—পরীক্ষা আসন্ন,—গণিতের একটা জটিল অঙ্ক—নানা পন্থা অবলম্বনে কসিয়াও ঠিক উত্তর পাইতেছি না। দূর কর—বলিয়া হতাশ হইয়া হলের (hall-এর) পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখি—ফোর্থ-ইয়ারের (4th year-এর) একটি দাঁড়িগোঁফধারী চেয়ারজোড়া স্থূলকায় ছাত্র, টেবিলের উপর political Economy এবং তদুপরি মাথা রাখিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছেন। তাঁহাকে সকলেই চিনিত, কারণ তিনি নাকি knowledge (জ্ঞান) অর্জনের জন্য ক্লাসে তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন, এবং ফোর্থ ইয়ারেও এইটা তাঁর তৃতীয় বৎসর! বহু আয়াসে এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। প্রফেসার পীর্রি সাহেব তাঁহাকে wide (wise) man (দিগ্‌গজ) বলিতেন।—

এ-হেন পাকা লোক পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি সশব্দে "হলে" ঢুকিলাম। কোন প্রফেসার ভাবিয়া তিনি সচকিত ভাবে মাথা তুলিলেন। তিনি যেমন মাংসল, তাঁহার মেজাজটিও তেমনি মোলায়েম ছিল। তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাইয়া—অঙ্কটি একবার কসিয়া দেখাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি অঙ্কটি দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"এটা পারো নি! খুব সোজা যে হে—তখন এক মিনিটও লাগতো না;—দেখি" বলিয়া—আমার খাতা আর পেন্‌সিল্‌টি লইয়া—লাগিয়া গেলেন।

—দুর্ভাগ্যক্রমে আমার খাতায়—পাঁচখানি পৃষ্ঠা মাত্র ব্যবহার্য হিসাবে বাকি ছিল। তাহা খতম করিয়া বলিলেন,—"কাগজ কই?—আচ্ছা থাক। কেনই বা এত' গোলমালে যাওয়া,—এক্স্ (X) লাগালে এতক্ষণ কবে হয়ে যেতো! তুমি এক কাজ কর—একটা এক্স্ (X) লাগিও,—ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না, আপ্‌সে বেরিয়ে আসবে। কথাটা—বুঝেছে কি না—সর্বদা মনে রেখো difficulty (মুস্কিল) দেখলেই—এক্স্ (X] লাগাবে বুঝলে?" বলিতে বলিতে বেশ সপ্রতিভ ভাবে সটান্ চলিয়া গেলেন! যাক—

এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার সেই উপদেশটি হঠাৎ যেন দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল। মনটা বল পাইল।

এক্সের শক্তির কথা যাঁহাতক মনে পড়া, সঙ্গে সঙ্গেই—এই ইস্কুলের সহিত একদিন যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সেই—শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের—"সেকাল আর একাল," যেন পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সম্মুখে আসিয়া হাজির! তখন বক্সুর মিঞা লিখিতে হইলে—"ক্সু" না দিয়া এক্স্ লিখিয়া তাহাতে উকার যোগ করা হইত—যথা—বXূর! কি সোজা ব্যবস্থা!

মনে পড়িল—ক্রিশ্চানেরা—উপাসনায় বা সঙ্কটে—হাত দু'টি বুকে এক্সের আকারে স্থাপন করেন। ওইটি তাঁহাদের যিশু স্মরণ ও বিপদবারণ মুদ্রা।—ধরম ও চরম ক্ষেত্রে ওই এক্স্ই নিরুপায়ের উপায়,—মুস্কিলাসান।

এই সব প্রমাণ থাকায় বুঝিলাম এক্সের মত অমন ইংরাজি "মধুসূদন" আর দ্বিতীয় নাই। Victoria Cross-এর প্রভাব সকলেই জানেন। আর X'mas ত' ঠাকুরদের কথা—বার দিন ছুটি!

তাই—পাঠ্যজীবনের সেই পাকা wide man-এর (বিদ্যা-দিগ্‌গজের) কথাই শিরোধার্য করিয়া স্থির করিলাম,—সময় মত' একটা এক্স্ (X) লাগাইয়া কার্যোদ্ধার করিয়া লইব।

যাক্, দুশ্চিন্তা গেল,—নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

ফলকথা ও-গবেষণায় আর গা ছিলনা—জয়হরিকে লইয়া ফিরিতে পারিলেই বাঁচি।

৪৯

বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি,—কর্তা বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া বাণেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন। আমি তাঁহার সামনে দিয়া বৈঠকে গিয়া ঢুকিলাম।

বাণেশ্বর বলিতেছে—"মাটির মানুষ ছিলেন"—

কর্তা,—"এই না বললি—রসগোল্লা খেয়ে গেলেন। তুই বেটা আমাকে জানোয়ার পেয়েছিস, যা বলবি তাই বিশ্বাস করতে হবে! মাটির মানুষে রসগোল্লা খায় রে হারামজাদা?"

বাণেশ্বর,—"না হুজুর—সত্যিই বড় ভাল লোক—"

কর্তা,—"কিসে ভাল লোক?"

বাণেশ্বর,—আজ্ঞে—কথাবার্তা কেমন মিষ্টি।"

কর্তা,—"বটে। আর আমাদের পকেটটা কেবল মিষ্টি! যে যার খায়—তার কথা কি কারুর ভাল লাগে রে বেইমান!"

সত্বর বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্নান আহ্নিক সারা হয়ে গেছে নাকি?"

"এই যে! কখন এলেন? ঘরেই ছিলেন বুঝি?"

"আপনার সামনে'দেই ত' এলুম"।

"কই আমি ত' দেখতে পাইনি! এ বেটার জন্যে কি কিছু দেখবার শোনবার জো আছে! বেরো বেটা—আবার কে আসবে দেখতে পাব না।"

অবস্থা সুবিধার নয় দেখিয়া, স্নানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া বাণেশ্বরকে সরাইয়া দিলাম।

এইবার কর্তার চমক ভাঙিল,—আমাকে যেন এই দেখিলেন।

বলিলেন—"হাঁ্যা,—শুনছি নাকি যাবার চক্রান্ত চলছে? ওটার কথা ছেড়ে দিন, (অর্থাৎ মাতুলের কথা,—মাতুল ছিলেন কর্তার কি-এক সম্পর্কের শ্যালক)—পরিবারের মাথার অসুখ বলে দেড়মাসে এক ক্যানেস্তারা ঘি শুষেছে,—পরিবার দেড় পো পেয়ে থাকেন ত' ঢের। রাবড়ী কিনে রাস্তায় সাবাড় করে বাড়ী ঢোকে। ও কেবল নিজের পেট আর পোষাক বোঝে। পরিবারের মাথা ঘুরেছে কি অমনি,—ওই ঘুরিয়েছে। ওর যাওয়াই ভাল। তা বলে আপনাদের ও খেয়াল আসছে কেন! এই এইটাই ত' এখানে ভাল সময়। না—না—না, ও সব মতলব করবেন না।"

বলিলাম—"জয়হরিকে এখানে রাখতে আর সাহস পাচ্ছি না,—বড় হালকা বুদ্ধি, কোন্ দিন কি—"

তিনি সহাস্যে বলিলেন—"ওঃ—বুদ্ধির কথা বলছেন? সকলে আমাকে ভারি বুদ্ধিমান বলতো। ভারি-বুদ্ধি নিয়ে জারির কাজটা কি করা হয়েছে! বুদ্ধিমানে—বিবাহ করে? সেটি আমি করেছি। বুদ্ধিমানে—ভেজাল বাড়ায়? সেটি আমি বাড়িয়েছি,—এক ছিলুম—এগারো হয়েছি! বহু হওয়াটা ভগবানেরি পোষায়। বুদ্ধিমানে—গীতা পড়ে,—যাতে বলে—সেরেফ খেটে যাও,—পয়সার পিত্তেস্ রেখো না? আমি তা পড়ি।"

"কেন পড়েন?"

"পড়ি কি সাধে,—ওর মাহাত্ম্যে যে মেহর রেখেছে মশাই। নিত্য পড়লে আর গীতা দান করলে নাকি,—দানও যে করিনি তা নয়; যদিও তাঁর বাঁধাতে বার আনা লাগবে,—ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হন। তা এই সতেরো বচর ত—

পড়ছি, কিন্তু যাক,—বুদ্ধির কথা আর বলবেন না,—বড় ঠকেছি। এখনো একটু কমে ত' বাঁচি!"

বলিলাম—"অন্ততঃ—ছেলে মেয়েদের।"

"আঃ—সেইটে আশীর্বাদ করুন। এর ওপর কি আর কথা আছে! আপনি দেখছি অন্তর্যামী। আপনারা থাকায় বেশ আছি, বাড়ীতে সব—আরো বেশ আছেন, যাবার কথা আর নয়। ভাল কথা জয়হরি বাবুকে যে দেখতে পাচ্ছি না বড়!"

"এই নিকটেই গেছেন।"

তিনি চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"বলেন কি! সবার চেয়ে নিকট যে ইস্টেশন। যদি খালি গাড়ী দেখে উঠে বসতে সখ্ হয়,—তার পর—ছাড়লেই ত' লাফ"—

হাসিতে গিয়া প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল,—কথাটা আদৌ অসম্ভব নয়।

তিনি চঞ্চল ভাবে—"এই বাণীকুঞ্জ—ওরে বাণীকুঞ্জ" হাঁকিতে হাঁকিতে অন্দরের দিকে ছুটিলেন। আমিও শিরস্থ-রক্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত র‍্যাপারখানা লইতে বৈঠকের মধ্যে ঢুকিলাম।—সত্যই ত', বাজার ত' দূর নহে,—সে গিয়াছে নয়টার পূর্বে—এখন এগারোটা অতীত।

অন্দর হইতে কর্তার আওয়াজ পাইলাম—"এই যে জয়হরিবাবু—এখানে এ-কি হচ্ছে!"

"এই সাবুটো মা'কে দিয়ে ত'য়ের করিয়ে নিচ্ছি।"

"বেলা হয়েছে—ক্ষিদে পাবারই কথা।—"

আর শোনা গেল না। একটা আরামের নিঃশ্বাস পড়িল। কিন্তু শয্যাগত অজ্ঞান অবস্থার পূর্বে জয়হরি সাবু খাইবে,—এরূপ একটা অসম্ভব কথা—মানুষের মাথা খারাপ না হইলে সেখানে ঘেঁসিতেই পারে না। দুর্মতিকে—এ সুমতি দিল কে? বিশেষ বাড়াবাড়ি সুরু হয় নাই ত'? কাপড় কিনিতে গিয়াছিল,—কাপড়ই বা কই! ঘরটা ভাল করিয়া দেখিলাম। কই—কাপড় কোথায়!

বাণেশ্বর স্নানের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"জয়হরিবাবু সাবু খাচ্ছেন কেন র‍্যা,—কেমন আছেন?"

"তিনি ত' ভালই আছেন বাবু,—তিনি সাবু খাবেন কেন ? ও আর-কারু তরে ত'য়ের করিয়ে নে-গেলেন।"

"সে আবার কি ! তাঁর নিজের নাওয়া-খাওয়া নেই ?"

বাণেশ্বর বলিল—"বলে গেলেন—তাঁর একটু দেরি হবে,—আপনারা খেয়ে নেবেন। তিনি মা'দের সঙ্গে খাবেন।"

কথাটায় আশ্চর্য বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। জয়হরির মধ্যে এমন কিছু আছে—যাহার সহজ শক্তি দু'এক দিনের পরিচয়েই স্ত্রীলোকদের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া সঙ্কোচশূন্য করিয়া লয়। তাঁহারা তাহার চিরদিনের পরমাত্মীয়া হইয়া যান,—এবং তাহাকে পাইলে একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ও আনন্দ অনুভব করেন,—কেহ তাহার মা, কেহ মাসীমা, কেহ দিদি—কেহ ভগ্নী হইতে বাধ্য। আবার একদণ্ডের মধ্যে বালক-বালিকাদের কাছে সে সমবয়স্ক খেলার-সাথী বনিয়া যায় ! পরিচিত স্ত্রীলোকদের ও বালকের নিকট সে শিশু ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ছেলেধরায় তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে !

তাই মেয়েদের সঙ্গে খাবে শুনিয়া আমি আদৌ আশ্চর্য হই নাই। কিন্তু—এ আবার কি ! সাবু কাহার জন্য,—সে গেল কোথায়,—আমার সঙ্গে দেখা করিল না কেন ? আবার কি কিছু ঘটাইল নাকি !

ভাল জল-হাওয়া ত' সকলেই খোঁজেন, গ্রহেরাও ত' সকলের বাহিরে নহেন,—তাঁহাদেরও এখানে গতিবিধি—ভবন নিকেতন থাকা সম্ভব। কর্তা বলিলেন—এখানে এই সময়টাই ভাল সময়,—এখন যাবার নাম করবেন না। না,—সে হতেই পারে না।

আহারটা আজ যেন কর্তব্য সমাধা করিবার অস্বস্তি লইয়া আরম্ভ হইল। কর্তার মুখে যেন অস্বাচ্ছন্দ্য মাখানো। তিনি চটিবার একটা অবলম্বনের অনুসন্ধানে ছিলেন। বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই বেটা বীণাপানি—জয়হরি বাবুকে চট্ করে ডেকে আন।—দাঁড়িয়ে রইলি যে ?"

"—আজ্ঞে তিনি কোথায় গেছেন তা ত' জানিনে বাবু।"

"জানতে কেউ মানা করেছিল রে হারামজাদা।"

এই সময় খিড়কি দিয়া জয়হরি ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাণেশ্বর নিষ্কৃতি পাইল,—আমিও কম নয়।

কর্তা বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের এঁরা বললেন বসতে,—দেখ দেখি—কি বিচ্ছিরি কাজটা হ'ল! দাও—জয়হরি বাবুকেও দাও"—

জয়হরি বিনম্র স্বরে বলিল—"আপনারা খেয়ে নিন,—তাতে কি হয়েছে! আজ যে আমি মায়ের সঙ্গে খাব।"

"ওঃ—আপনারো অম্বল চাগিয়েছে বুঝি, তবে সেই ভাল,—সেই ভাল, ওই হেঁসেল-ঘরে বসাই ভাল,—ওটি অম্বলের ভৈষজ্য-রত্নাকর। হাতের কাছে সব রকম পাবেন।"

জয়হরির কথার সুরটা যেন বৈরাগ্য-মিশ্রিত-বিনয়ের মত বাজিল। সে আমার দিকে না তাকাইয়া সরিয়া যাইতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় বলিলাম—"আহারান্তে আমার কাছে এসো,—কথা আছে।"

সে নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ব্যাপার কি!

সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মনটাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কূল না পাইয়া শূন্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বেড়াইতেছিল। জয়হরি কখন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে লক্ষ্যই করি নাই। ফিরিয়া দেখি সে বিষণ্ণমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া! চুল আঁচড়ায় নাই, গায়ে মাথা-গলানো একটা ময়লা গেঞ্জী। গাঁদা ফুলের মালা আর সিঁদুরের টিপ্ থাকিলে—পাড়াগেঁয়ে যাত্রী বলিয়া ভ্রম হইত।

বলিলাম—"ব্যাপারটা কি,—শরীর কি খুব খারাপ?—সকালে এত উৎসাহ করে নোট নিয়ে কাপড় কিনতে গেলে,—এনেছ?"

সে মুখখানা আরো নীচু করিয়া মাথা নাড়িল মাত্র। বুঝিলাম—আনা হয় নাই।

"নোটখানা হারিয়েছ?"—কারণ সেটা তাহার পক্ষে খুব সোজা কাজ।

আবার পূর্ববৎ মাথা নাড়িল! হঠাৎ একটা সন্দেহ মনে জাগায়, চাহিয়া দেখি—তাহার সাধের আংটীও আঙুলে নাই! কি সর্বনাশ! নিশ্চয়ই কোনো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়িয়াছিল দেখিতেছি। গায়ের কাপড়ই বা কোথায়? গায়ে নাই,—এ ঘরেও ত' দেখিতেছি না!

বলিলাম, "জয়হরি—কি হয়েছে ঠিক করে বলো,—আমাকে আর ভাবিও না। আংটী দেখছি না,—গায়ের র‍্যাপারটাই বা কোথায়,—নোটখানাও নেই!"

মুখ না তুলিয়াই সে ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি গেলেও আপনার থাকতো না,—সে আপনি দেখলে থাকতে পারতেন না। গায়ের কাপড় আমার দরকারই হয় না—আংটীর সখও আমার মিটে গেছে।—যাই, মামাকে বলে আসিগে—কাপড় পাঠিয়ে দেব।"

বলিলাম—"খবরদার, এমন কাজ কোরো না, সে কাপড় মামার জন্যে নয়। কিন্তু যা সুন্দর হিসেব দিলে, তাতে ত' কিছুই খোলসা হল না।"

সে একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—"হিসেব কি করে হবে মশাই! কাপড় কিনতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কোথায় বটতলায় সেই অসহায় বাঙালীটি বসে আছেন, তাঁর খবরটাও ত' নিতে হবে,—আর সেই বদমাইস পাষণ্ড বেটাকে"—

সভয়ে বলিলাম—"মারামারি করনি ত' !"

"না,—তা আর হল কই।—এখনো ইচ্ছে আছে;—চোর বেটা! দেখি—ভিড় জমে রয়েছে। পাষণ্ড বেটা সব কেড়ে নিয়েছে। ব্যায়রামী মানুষ—এই শীতে একখানি কম্বল জড়িয়ে হেঁট হয়ে বসে আছেন,—সেখানাও চায়! বেটার গলা যেন কাটের তয়েরি,—একটু রস নেই। যেমন আওয়াজ তেমনি ভাষা! বেটা কথা কইছে যেন গণ্ডারের চামড়ায় লাঠি পিঠছে! বাঙ্গালী যেন চিরকাল মাছের-ঝোল ভাত আর লাউচিংড়ি খায়,—সরস থাকবে মশাই।—

"বাবুটি দেখি ধীরে ধীরে কম্বলখানি গা থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। তাঁর গায়ে রইলো—টুইলের একটি ছেঁড়া সার্ট, আর তাঁর পাঁজরা ক'খানি। পাপিষ্ঠ বেটা—কম্বলখানা তুলে নিতে যেই হাত বাড়ালে,—আমার সব রক্তটা চন্ করে মাথায় পৌঁছে গেল,—মুখ থেকে বেরুলো—"খবরদার" আমি সেই অবস্থায় নিজের গায়ের কাপড়খানা তাড়াতাড়ি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে,—বটের একটা ঝুরি একটানে ছিড়ে নিয়ে বললুম—"পাষণ্ড তোম একজন অসহায় ব্যায়রামি বেক্তির কম্বল—এই শীতকা দিনে গায়েমে-থেকে উতরে লেকে বাড়ী যাবে,—আও—লেও! হামারা শরীরমে জান্ থাকতে—তোমরা সাধ্যি নেই হোগা,—আও;—কেত্না শক্তি হায় একবার দেখি!"

বলিতে বলিতে জয়হরি—স্থানকাল ভুলিয়া—ফুলিয়া উঠিল,—মালকোঁচা মারিয়া ফেলিল! আজ সে চুল আঁচড়ায় নাই—তাহার অধিকাংশই উৎক্ষিপ্ত ছিল। সবটার সমাবেশে—দুঃশাসনের রক্তপানের অব্যবহিত পূর্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া গেল! আমি ভীত হইলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—"জয়হরি করছ কি,—এঁরা এখনি ছুটে আসবেন। যাক—মারোটারোনি ত' ?"

অনাবশ্যক উত্তেজনাটা কতক সম্বরণ করিয়া সে বলিল—"মারা-মারি?—ইচ্ছেটা কেবল হয়। দুর্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার দেখলে চুপ করে সভ্যতার

পরিচয় দেবার মত উচ্চ শিক্ষা হয়নি বলেই হয়। অসহায় দুর্বল ভাইকে কি মা-বোনকে পশুর হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত হ'তে দেখলে, শিস দিতে দিতে সোজা বাড়ী এসে, চা খেতে খেতে গ্রামোফোন ঘুরিয়ে—"মানুষ আমরা নহি ত' মেষ" শোনবার মত' সুবুদ্ধি আসেনা মশাই! বরং ইচ্ছা হয়—ঐ মিথ্যাভাষী চাকায় (প্লেট্) ভেঙে আকায় দি!"

অবাক হইয়া শুনিতেছি আর ভাবিতেছি—এ আবার কি! এ আবার কবে এমন বক্তা হ'ল! যাহার যাহা প্রিয়, কোন এক শুভ বা অশুভ লগ্নে তাহার সাড়া মানুষকে বোধহয় শক্তি যোগায়। সে বস্তুটি হৃদয়ের কোনো গভীর গুহায় গোপন থাকে এবং সহসা একদিন বাহির হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেয়!

বলিলাম—"তার পর?"

"তার পর আর কি! তিনি কিছুই করতে দিলেন না! জোড়হাত করে বললেন—'ভাই—আমার জন্যে নিজেকে বিপন্ন কোরো না। আমার যদি কোনো আশা ভরসা থাকতো—তোমার এ সব সার্থক হ'ত। আমার শেষ হয়ে এসেছে,—গায়ের কাপড় আর আমাকে রক্ষা করতে পারবে না,—উনি নিয়ে যান। আমি ঋণী।"—

—"সে সব অনেক ভাল ভাল কথা,—সে আমার আসে না,—মনেও নেই। অমন মানুষের এত কষ্ট,—উঃ!"

দেখি—জয়হরি অন্য দিকে ফিরিয়া চোখের জল সামলাইতেছে। পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে সব শুনে কি হবে!" অর্থাৎ সে আর বলিতে পারিতেছিল না।

বলিলাম—"চিন্তা কি জয়হরি—যিনি এত বড় বিশ্ব সামলাচ্ছেন, সেই ভগবান তাঁরও উপায় করে দেবেন।"

সে একটু স্থির হইয়া বলিল—"আপনারা ওই যে সাধু ভাষায় প্রভু প্রভু, ভগবান ভগবান বলেন;—উনিও বলছিলেন,—আপনাদের ও সত্য-ঠাকুরটি কিন্তু নেই! কোথাও চেহারা দেখেছেন কি? তা না থাকলে লোক কোথায় দুখু-ধু-

জানাবে! ঐ ভুল করেই উনি এত' কষ্ট পেয়েছেন দেখছি! আমাদের মা-কালীকে ডাকলে কথ্‌খনো এমন হ'ত না। কি জাগ্রত মশাই,—তারক তেলির ছেলে কলেরায় গিয়েইছিল,—মা-কালীর এক-ফোঁটা চরণামৃত গলায় যেতেই বেঁচে উঠলো। চক্ষে দেখেছি। তবে,—তার না বাঁচাই ভাল ছিল,—বেটা এখন চোর হয়েছে।"

এতক্ষণে জয়হরিকে ফিরিয়া পাইলাম। মনে মনে হাসিয়া, বলিলাম "শেষটা কি হ'ল?"

"শেষ আর কি—তেমন শীত নেই যে র‍্যাপার চাই, বে-পৈতে নয় যে—আংটীর দরকার। কেবল অকেজো আসবাব ব'য়ে বেড়ানো আর খবরদারী করা। সে দিন নাকটা ছ'ড়ে রক্তারক্তি! অর্ধেক রাতে সন্দেহ হ'ল আংটী বুঝি নেই,—তাড়াতাড়ি আঙুলটো নাকে ঘোষে দেখতে গিয়ে ওই কাণ্ড! যাক—ভালই হয়েছে,—আমার ত' মশাই বেশ ঝাড়া-হাত-পা বোধ হচ্ছে।"

"তা যেন হচ্ছে, কিন্তু শেষটা হ'ল কি? সে সব গেল কোথায়?"

"আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না,—ও র‍্যাপার থাকত না মশাই,—ছিঁড়ে যেতই—না হয় কেউ গা' থেকে খুলে নিতো—আর আংটী আমি হারাতুমই। ছাতা, ছড়ি, ছুরি—সবই ত' হাতের জিনিস,—কই, একটাও রইলো কি।"

"কি পাপ! বলই না কি করেছ, আমি ত' কিছু বলছি না।"

"আপনি ত' লাভটা দেখছেনই না। আপনি থাকলে কিন্তু অনেক পোড়তো,—সে দুশ্‌মন-বেটা পেয়ে বোসতো! বেটা আমার কাছেই ঠারা টাকা চায়! আপনি হলে দিয়ে বসতেন। বেটা আমার কাছে ঠারা টাকা নেবে—আমায় এমনই মুখ্‌খু পেয়েছে! আমি সেই ছ'গণ্ডা টাকার আংটী দিয়ে সেরে দিয়েছি।—বললুম—"তোমরা কেত্তা টাকা চাই?" বেটা থতমত খেয়ে বলে ফেললে—বাবুকে ঠারা রোজ ঘরমে রেখেসে—সাবু খিসিয়েসে,—ঠারা টাকা চাই।" বললুম—"ঠারা ফারা বুঝি না—এই আংটী লেও—এর বেশী দিতে প্যারেগাও নেই,—মাথা মুখ খুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করলেও মিলেগা নেই,—এবং

পত্রপাঠ বাবুকা সব জিনিস পত্তোর শুড়্ শুড়্ করকে নিয়েস্‌কে দেও।" বেটা ভয়ে ভয়ে আর কথাটি কইতে পারলে না। তিনখানা কম্বোল, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, একটা টিনের মগ, আধখানা সানলাইট সাবান, একখানা ছেঁড়া কাপড়, আর এক খানা বোধহয় Word Book (ওয়ার্ড বুক) বার করে দিলে। "Worth" মানে কি মশাই ?

"মূল্য"।

হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

"বাবুটি বলিলেন—'ভাই—তুমি কার জন্যে এ সব করছ,—হাতের আংটী দিও না—আমার বেদনা বাড়িও না। আমার শক্তি নাই যে বাধা দি,—অশ্রু নাই যে কাঁদি, স্থানও নেই, প্রাণও থাকছে না,—রাস্তার ধারেই ও-গুলো পড়ে থাকবে। উনি নিয়ে যান,—আংটী নষ্ট করোনা ভাই। ঐ ব্যাগে দু' তিনখানা কাগজ আছে—তা যদি দেন,—থাকগে। আর কি হবে! তুমি কিছু মনে কেরোনা ভাই,—আংটী ফিরিয়ে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ—তাই আমার যাত্রা-পথের যথেষ্ট পাথেয়,—জগতে অসহায়দের দেখবার মানুষ আছে,—এ দুর্লভ দান তোমারি!" তার মানে কি মশাই ? থাকগে।

"ওই বলে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে—ওপর দিকে চেয়ে বুকে হাত ঘসতে ঘসতে—'জল দাও—প্রভু জল দাও, এত করুণার মাঝে, এ মরু রেখো না! অন্ধকেও এ কৃপা করেছ—এক বিন্দু দাও,—আমি, আমি তোমাকে নিবেদন কোরবো, বলতে বলতে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। চেয়ে দেখি লোকজন সরে গেছে। সেই সকাল-বেলায় যে দু'টি ছোকরা ধর্মশালার খোঁজ নিচ্ছিল—তাদের একজন আমার পাশে!—

"আমি জলের জন্য ব্যস্ত হতে সে ছোকরা বললে—"জল চাই না, একখানা গাড়ী দেখুন।"

* * * * *

—"তাঁকে এখন ধর্মশালায় এনে রেখেছি। সে ছোকরা দু'টিও আছে। কিন্তু তিন-চার দিনের বেশী ওঃ,থাকতে দেবে না! একটু সেবা-যত্ন পেলে বোধ-

হয় বাঁচতে পারেন। নিশ্চয় স্ত্রীপুত্র আছে,—উঃ—ভাবা যায় না মশাই! বেশ বাংলা জানেন—আমি সে সব বুঝতে পারি না। বোধহয় মাইনার ইস্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, উন্নতির আশায় ইংরিজিও শিখছিলেন,—Word Book-ও কিনেছিলেন,—আহা! রোগে এগুতে দেয় নি,—পৈতে রয়েছে দেখলুম। এ বাসায় ত' স্থান নেই,—আর এ অবস্থায় ওঁকে একলা ফেলেও ত' যাওয়া যায় না। আপনি কি বলেন?"

আমি যতই শুনিতেছিলাম ততই চিন্তার চাপ বাড়িতে ছিল। শেষটা কি এইখানেই থাকিতে হইবে—না একেই খোয়াইতে হইবে! দেখিতেছি—ব্রাহ্মণী আমার গলায় একটি প্রবল গ্রহ বাঁধিয়া দিয়াছেন! বলিলাম—"তোমার বলাটাই আগে শেষ হোক।"

জয়হরির মুখখানা চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল—"আপনি কি একা পূর্ণিয়ায় যেতে পারবেন! না, তাহ'লে মা কি মনে করবেন! চলুন কাল আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে। আপনি ত' ফেরবার তরে ব্যস্ত হয়েছেন?"

বলে কি! আমি যেন আমার জন্য ব্যস্ত হয়েছি! এর মতলবটা কি! বলিলাম—"তার পর?"

সে কাতর ভাবে বলিল—"ভদ্রলোক এই বিদেশে বড়ই অসহায়। তা না ত' মারাই যাবেন। দেখে শুনে—আপনি আর গোটা কতক টাকা যদি দেন,—সে দশ টাকা—এক জোড়া কাপড়, দুটো জামা, আধসের বেদানা আর গাড়ী ভাড়াতেই হয়ে গেছে। আমি মাইনে পেলেই"—

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"দেখ জয়হরি—দুনিয়ায় রোগ শোক দুঃখ কষ্টের কম্‌তি নেই,—তুমি কয়জন লোকের কতটুকু অভাব দূর করতে পার। সাধ্যমত যা করেছ ভালই করেছ, আর বাড়াবাড়ীতে যেও না। বাকিটা অপরকে করতে দাও। কেউ না কেউ দেখবে, ভগবান দেখবেন।"

"আবার ওই ভগবান বলছেন, মা কালী বলুন না। তা তিনি ত আমাদের গাঁয়েই আছেন,—তাই ত' সেখানে—। সেখানে চাষের যা হয় আছে, পুকুরে মাছ আছে, গরুর দুধ আছে,—মা আছেন, আর সে,—তার আ

কাজ কি আছে। রান্না, বাসন মাজা, জল তোলা আর গরুর সেবা—এই। সেও দেখতে পারবে। যদি বাড়ী যেতে পারেন আর চান ত' পৌঁছে দিয়ে আসি। বিদেশে ভদ্রলোককে এ অবস্থায় ছেড়ে,—আপনি মাপ করবেন"—

তাহার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিল, চক্ষু দেখি—অশ্রুসিক্ত! সস্নেহে বলিলাম—"জয়হরি তার কোন পরিচয় নিয়েছ! পরিচয়টা খুব পাওয়া দরকার। অপরিচিত"—

"অপরিচিত কি মশাই! তিনি কতটা অসহায়,—সাহায্য তাঁর কতটা দরকার,—সে পরিচয় ত' তাঁর শরীর, তাঁর চোখ মুখ, তাঁর অবস্থা—দিয়েই দিচ্ছে। তাঁর মুখের কথা শুনে আর কি লাভ মশাই। আমাদের যেটুকু দরকার তা ত' পেয়েছি।"

শেষ সে কাতর ভাবে বলিল—"আপনি একবার দেখবেন না!"

লজ্জায় অন্তরটা ছি ছি করিয়া উঠিল। সংসারে আজন্ম হিসাবের পথে চলার অভ্যাস সম্মুখের সহজ পথটা মুছিয়া দেয়! কথায় কাহার কতটুকু পরিচয় আমরা পাই। কিছু পূর্বে জয়হরির কতটুকু জানিতাম! লোকের পরিচয় ত' কেবল কথায় আবদ্ধ নয়,—বরং কথাই তাহা গোপন রাখে।

এই চরম পরাজয়ে বড়ই মানসিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম।

"চল জয়হরি," বলিয়া,—উঠিলাম।

৫১

ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম। মাতুলের বর্ণনাটাকে মূর্ত রূপে সম্মুখে পাইয়া, বিস্মিত ভাবে দ্বারের বাহিরে থামিয়া পড়িলাম। সকালের সেই যুবকদ্বয় বেদানা ছাড়াইতেছিল। বাবুটি আমার দিকে চাহিয়া যেন সঙ্কোচ-চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

"সঙ্কোচের কোন কারণ নাই—আমি আপনারি মত একজন বলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"আমি বড় দুর্বল, সহসা দাঁড়িয়ে উঠতে পারি না" বলিতে বলিতে বাবুটি

দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন ও বসিতে দিবার একটা-কিছুর জন্য—ঘরের এদিক ওদিক চাহিতেই, আমি তাঁর শয্যায় বসিয়া পড়িলাম।

মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া তিনি বলিলেন—"দেখুন দিকি—এঁরা আমাকে গাছতলা থেকে তুলে এনে বেদানা খাওয়াবার তরে ব্যস্ত;—আমি কি করে মুখে তুলবো! আমার তরে এ ঐশ্বর্য্যের আয়োজন করবেন না,—আমার"—এই পর্যন্ত বলিয়াই সহসা তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নত নয়নে বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বুঝিলাম—কোনো গোপন স্থানে তাহা আঘাত করিতেছে, বলিলাম,—"আপনাকে দেখে কে না বুঝবে আপনি পীড়িত, ওটা এখন-ত' ঐশ্বর্য নয়—আপনার ঔষধ। ওর সঙ্গে এখন ত' অন্য কোনো ভাব মিশতেই পারে না। ঐশ্বর্য হ'লে কি মৃৎপাত্রে উপস্থিত হ'ত,—ও যে ওর সব অহঙ্কার ছেড়ে—মায়ের বুক থেকে স্নেহ-সরস হয়ে আসছে।"

তিনি মিনিট খানেক অবাক হয়ে আমার মুখের ওপর চেয়ে থেকে, শেষ একটি নিঃশ্বাস ফেলে যেন আবিষ্ট ভাবে বললেন—"দয়াময় তাঁর কৃপার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে চলেছেন। রোগ না হ'লে কত বড় অভাগ্য নিয়েই আমাকে যেতে হ'ত!—ক্ষমা করবেন,—আপনি কে?"

"আমি একজন অতি সাধারণ লোক,—অল্প কয়েক দিনের জন্য এখানে এসেছি। জয়হরির কাছে আপনার অসুখের কথা শুনে দেখতে এলাম।"

আবার তিনি আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে সিক্ত কণ্ঠে বললেন—"আমাকে দেখতে এসেছেন! পথের জিনিস ছিলাম,—ঘর পেয়ে,—হৃদয় পেয়ে—আজ আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয়!" এই বলে একটা হতাশের নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বুকে হাত ঘষ্‌তে লাগলেন,—যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন।

বলিলাম—"এত হতাশ হচ্ছেন কেন,—আপনি সত্বরই ভাল হয়ে উঠবেন। আজ আর বেশী কথা কয়ে কাজ নেই,—একটু বিশ্রাম করুন।"

তিনি একটু সামলে বললেন—"এখন আমি ভাল আছি, এই সময় যতটুকু পারি

বলি। আপনারা আমার শেষ সহায়—আপনাদের আর কবে পাব! বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু আমি একটু আরাম পাব; ক্ষমা করবেন—"

তিনি বাধার অবকাশ না দিয়া বলিয়া চলিলেন,—"প্রায় তিন বৎসর আমি ভয়ানক অজীর্ণে দিন দিন জীর্ণ হচ্ছিলাম। এখানে আসার তৃতীয় দিনেই আমি নিজেকে রোগমুক্ত অনুভব করলাম। অতবড় অজীর্ণ—যা আমাকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে এই অবস্থায় এনেছে, তা যে কোন্ অলৌকিক শক্তি-সংঘাতে সরে গেল বলতে পারি না! পাণ্ডাজি—যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে আমি বারবার বলেছিলাম,—'আমি একেবারেই নিঃস্ব, বাবার মন্দিরে পড়ে থাকতে এসেছি।'—বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে স্থান দেন; আর আমার রুগ্নাবস্থায় যা আহার ছিল—এক পয়সার সাবু আর এক পয়সার মিছরি, জলে সিদ্ধ করে দুইবারে খাওয়া—তাও তিনি দেন। এখন জানছি—তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি—আমি যে আশাহীন নিঃস্ব তা বুঝতে পারেন নি;—আমার যে ভবিষ্যৎ নেই তা তিনি কি করে বুঝবেন! ভেবেছিলেন—পত্র লিখে টাকা আনিয়ে নেবে,—তীর্থের ঋণ কোনো বাঙ্গালী ভদ্রলোক রাখেন না।—'যাক,—পূর্বে জল সাবুও আমার হজম হচ্ছিল না, ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। এখানে আসার পর রোগমুক্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ক্ষুধা—আমার মস্ত বিপদ হয়ে দেখা দিলে। আমি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হ'তে লাগলুম,—পাথর খেলেও বোধ করি হজম হ'ত! কিন্তু সেই এক পয়সার সাবু খেয়েই থাকতে লাগলুম। আমি নিজে ত' জানি আমি কপর্দকশূন্য নিরুপায়,—যা পাচ্ছি তা আমার ভিক্ষান্ন। নিঃস্বের ক্ষুধা যে উপদ্রবেরই নামান্তর! আমি ক্ষুধার কথা কি করে বলবো,—কা'কে বলবো, আমার কোন অধিকার আছে! কি করি ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তিন দিন ছট্‌ফট্ করেছি,—নিকটে একটা নদী নাই যে অঞ্জলি পূরে আকণ্ঠ জল খাই। —একটা কুকুর সেই গলিতে ঘুরে বেড়ায়, আমারি মত কঙ্কাল ব'য়ে। যাত্রীদের খাদ্যাবশিষ্ট সামনে পড়লেও খেতে পায় না, সে-যে রুগ্ন, দুর্বল! ক্ষুধার জ্বালায় সে ছুটে যায় কিন্তু অন্য কুকুর দেখলে এগুতে পারে না! তার সামর্থ্যের সঙ্গে সব দাবীই সে হারিয়েছে! তখন সে হতাশ বিষণ্ণ-মুখে কুয়াতলায় গিয়ে কাদাজল

খেয়ে, আমারি দেলের পাশে এসে শুয়ে পড়ে। সে রূপও হারিয়েছে—কেউ তার দিকে চেয়েও দেখে না। এমনি করেই কি মারতে হয় প্রভু!—

"চতুর্থ দিনের বৈকাল পর্যন্ত সে-ই আমার মনটাকে দখল করে অন্যমনস্ক করে রাখলে। কিন্তু আর ত' পারি না! প্রাণ বলে উঠলো—"বাবা, তিন চারখানা দেলের পরেই তুমি রয়েছ, এই দেল ক'খানা কি তোমারো দৃষ্টির অন্তরায় হ'ল! তবে আর কে দেখবে! আমি—পেলে খাই, ও যে পেয়েও খেতে পাচ্ছে না ঠাকুর!"

"সামনের বট গাছটায় দু'তিনটে চিলের বাসা ছিল,—বাচ্ছা হয়েছিল। তাদের মায়েরা এক একবার এসে বাচ্ছাদের কিছু খাইয়ে যাচ্ছে,—দেখতে লাগলুম। মনে হল,—আজ চারদিন ক্ষুধায় মরছি—মা তুমি কোথায়! আকাশের দিকে চাইলুম। শূন্য হ'তে একটা চিলের পা থেকে একটা কি খসে কুকুরের মুখের কাছে পড়লো। চেয়ে দেখি—দু'খানা লুচি! নিমেষে চারদিক দেখে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খেতে লাগল। ঠিক অনুভব করতে লাগলুম—যেন আমিই খাচ্ছি; ভারি তৃপ্তি বোধ হচ্ছিল! এখন আর ত' আমি মানুষ নই,—আমি তার মতই ক্ষুধা-পীড়িত প্রাণী। আমার কাছে আর তফাৎ ছিল না,—শেষ পর্যন্ত যেন না থাকে। এই মানুষের খোলটাই আমাকে অভিমান দিয়ে বড় কষ্ট দিয়েছে, বড় বঞ্চনা করেছে। ভদ্র মধ্যবিত্তের মত দুঃখী আর সহিষ্ণু দুনিয়ায় নেই,—তার বেশ, তার শিক্ষা, তার ব্যবহার—তার সত্যকে চেপে মেরেছে। এই আবরণ সে আমরণ বহন করে আত্মসম্মানের দাসত্ব করে চলেছে—তার কাছে সে জোড়হাত। সে আত্মমর্য্যাদার মুখচেয়ে মৃত্যু স্বীকার করে,—সত্যের মর্য্যাদা রাখতে পারে না!—

"তখন ঘুমের আমার বড় দরকার, তাহ'লে ক্ষুধার জ্বালাকে কিছুক্ষণ ফাঁকি দিতে পারি—কিন্তু তা দরকার হয় না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, ভাবলুম এই তৃপ্তিটা নিয়ে শুয়ে পড়িগে—ঘুম আসতে পারে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুম; পেছন থেকে কে আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে সামলে শুইয়ে দিলে।—"

"চেয়ে দেখি স্ত্রীলোক,—এদের বাড়ী দুধ দেয়;—আমার দিকে বিস্ময়-করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বললে 'তোমার শরীরে যে কিছু নেই! তোমার হাতটা ধরতে আমার মনে হ'ল এ কি মানুষের হাত! বড় ভয়ও হ'ল। তুমি দুধ খাওনা কেন! তোমাকে দুধ খেতে হবে!" আমার মর্মে যেন মায়ের কথার সাড়া এল,—আমার চোখের সামনে মাতৃমূর্তি দেখলুম—আমাকে দুধ খেতে আদেশ করছেন। কোথায় গেল আত্মাভিমান! সত্য সহজেই বুক ছেড়ে মুখে বেরিয়ে এল—"মা, দুধ আমি কোথায় পাব,—আমার ত' পয়সা নেই!" এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের আত্মাভিমানের মরচে-ধরা বর্মটা খস্ করে খসে পড়ে গেল—আমি যেন তার দম্ভ-কর্কশ ধ্বনিটা পর্যন্ত শুনতে পেলুম।—

"তিনি কেবল বললেন (ক্ষমা করবেন, আমি তাঁকে তিনিই বলব) 'আমার ছেলেরা দুধ খেয়ে যা বাঁচে তাই আমি বেচি। এখন একটু খাও,—খেতে হবে।' এই বলে আমাকে আধসেরটাক দুধ খাইয়ে বললেন, 'আমি এই সময় রোজ খাইয়ে যাব'।"—

তিনিই আমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমার ক্ষুধার পক্ষে তা কিছুই নয়—ক্ষুধা ছিল তার সাতগুণ। দু'বেলা দু'টি ভাত পাবার তরে ছট্‌ফট্ করেছি। গত দু'দিন থেকে prostration এসেছে। আর দাঁড়াতে বসতে পারছি না। আমার বোধ হয়—"

জয়হরি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল—সহসা দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া বেদানার খুরিখানা লইয়া "আগে এই ক'টা খেয়ে ফেলুন ত' " বলিয়া নিজে হাতে করিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। "সবগুলো খাওয়া চাই" বলিয়া একটি ছোকরার হাতে খুরিখানা দিয়া আবার দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

—"যদি আঠার দিন আগে এই ভাইটি দিতেন!" বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে বলিলেন "ওঁর কথা রক্ষা না করলে আমার ওপারেও রক্ষা নাই। আমি এখন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সকালে গাছতলায় অসহায় প্রাণটা যখন 'গেলুম গো' করে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই ভাইটির প্রাণও 'গেলুম গো' বলে প্রতিধ্বনি পাঠিয়েছিল!"

বলিলাম "আপনাকে বড় বেশী কথা কওয়াচ্ছি—নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে,—আরও অবসন্ন হয়ে পড়বেন,—এখন থাক।"

"নীরবে বৎসর চলে গেছে, কতকাল কথা কইনি। নিঃস্বকে দেখলে সবাই সরে যায়, আলাপে ভয় পায়। কারুর দোষ নেই, অভাব যে বড় ভয়ের জিনিস। তার উপর আমি পীড়িত। মানুষ আনন্দ চায়—শান্তি খোঁজে, অভাবের স্মৃতিটাও যে ও-দু'টিকে নষ্ট করে! তাই কথার পথ বন্ধ করে—দেখার-পথ খুলে রেখেছিলুম। প্রকৃতি আমাকে তাঁর সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। আজ আমার চারদিকে উন্মুক্ত হৃদয়—আমাকে কথা কইতে দিন।"

৫২

সিঁড়িতে লোক উঠিবার শব্দ হইল। কাণে আসিল জয়হরি বলিতেছে—"এই ঘর।" দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখি হ্যাট-কোট পরা সৌম্যদর্শন একটি ভদ্রলোক —প্রায় প্রবীণ। পূর্বেও দেখিয়াছি—ইনি এখানকার নামী ডাক্তার।—পশ্চাতে জয়হরি।

ঘরে ঢুকিয়া জয়হরি মুস্কিলে পড়িয়া গেল—কোথায় তাঁহাকে বসাইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, এটা ত' তোমার বাড়ী নয়,——আর আমিও ত' বাঙ্গালী'—রোগীর বিছানাই আমাদের বরাসন।"

রোগীকে আর নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইল না! তিনি স্বয়ং গিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। মিনিট কয়েক রোগীর দিকে নির্বাক নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যাহা যাহা জানিবার তাহা শুনিয়া লইলেন।

জয়হরি চুপচাপ দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হাতটা ভাল করে দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। উনি বলছিলেন prostration set in করেছে। আপনার ত' এই সবে পনের মিনিট হয়েছে!"

আমি অবাক হইয়া বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিলাম,—তার এই অভদ্র ইঙ্গিতটায় সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু সেটা বোধকরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "পরীক্ষা করব বই কি! আমাকে ত' এক ঘণ্টা থাকতেই হবে—তুমি ত' তার আগে ছেড়ে দেবে না।"

শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিলাম মাত্র।

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া জয়হরিকে বলিলেন, "ওটা prostration নয়। বেশী রকমের weakness বটে—অন্য কোনও গোলমাল নেই। উনি যখন নিজেই বলেছেন আর অনুভবও করছেন ওঁর আসল অসুখ সেরে গেছে খুব সম্ভবও তাই! এখন ওঁকে দেখবার ভার তোমার রইল। আমি কেবল সুবিধামত এক একবার খবর নিয়ে যাব।"

জয়হরি বলিল, "আমি কি দেখব! আপনি ওষুধ দেবেন না?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "ওষুধের আবশ্যক নেই। ওঁকে দেওয়া চাই—সকালে আধসের দুধ, বেলা এগারটার মধ্যে মাছের ঝোল আর ভাত, বৈকালে আধসের দুধ আর রাত ন'টার মধ্যে মাছের ঝোল ভাত। এখন এক সপ্তাহ নিয়মিত এই চলবে। এ সপ্তাহটা উঠে হেঁটে বেড়ান নয়—পড়ে গেলে ভয়ের কারণ আছে। এই সব তুমি দেখবে—তোমার ভার,—কেমন!"

জয়হরি বলিল "যে আজ্ঞে, সে আমি পারব! কিন্তু আপনারও রোজ আসা চাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "সেত' বলেছি,—কিন্তু আমার কাজ করবে কখন?"

জয়হরি হাত জোড় করিয়া খুব বিনয়ের সহিত বলিল, "আপনি যখন বলেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "কিন্তু এঁকে দেখবার ভার নিলে যে!"

জয়হরি চিন্তিত ভাবে বলিল, "ভোরে গেলে হয় না? আপনি যা বলেন!"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তবে এ কয়টা দিন থাক—ইনি সেরে উঠুন। তারপর কিন্তু—"

সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "যে আজ্ঞে—সে আর বলতে হবে না,—এখানে আমার ত' আর অন্য কোনও কাজ নেই।"

"বেশ—সেই কথাই ভাল, এখন ওর জন্যে যে একটু গরম গরম দুগ্ধ দরকার।"

"এই যে" বলিয়াই জয়হরি দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

আমি বিমূঢ়বৎ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলাম; কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল উৎকণ্ঠা বাড়িতেছিল।

ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছোকরাটি কে মশাই,—আপনার কেউ?"

"কেন বলুন দেখি, আমি ওঁর দাদাবাবু।"

"নাঃ—বেশ লোক! খাড়া warrant (ওয়ারেণ্ট্) কথাটা শোনাই ছিল—এই দেখলুম। বলে—'দাদার বড় অসুখ, আপনাকে এখুনি যেতে হবে, তা না ত' অসহায় ব্রাহ্মণ বিদেশে মারা যাবেন—তাঁর স্ত্রীপুত্রও আছে।' বললুম—'দু'জন লোক অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন, আগে ওঁদের রুগী দেখে আসি। সন্ধ্যার পূর্বে ফিরতে পারি ত' যাব—ঠিকানা রেখে যান;—তানাত' কাল সকালে।—

—"বলে—'সে হবে না ডাক্তারবাবু—আমাদের দরকার আপনি বুঝতে পারছেন না!' বললুম—'ওঁদেরও ত' দরকার—তানাত' কেউ কি আসে,—না পয়সা দেয়!' তাতে বলে—'আপনার সে ভয় নেই ডাক্তারবাবু—আমি এক পয়সাও দেব না। ওদের পয়সা আছে—ওরা অন্য ডাক্তার নিয়ে যেতে পারবে।"—

—"যুক্তিটা যেমন সুন্দর তেমনই লাভের! ভাবলুম—মাথার গোলমাল আছে, —কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে এসে বসেছিলুম—উঠতে ইচ্ছা করছিল না,—কথাগুলো মন্দও লাগছিল না,—একটু চলুক না—এই হিসেবে বললুম, 'পয়সা দেবে না, যারা পয়সা দেবে তাদের অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাবে—তুমি খুব লোক ত'?'—

তখন কাতর হয়ে বললে, 'আমি মুখ্খু লোক—তাই আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না ডাক্তারবাবু, আমি কি বললে আপনি বুঝবেন তা যে আমি জানি না। যে পয়সা দিতে পারে না সে কি কিছুই দেয় না ডাক্তারবাবু!" এই বলে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেললে।—

"এইবার আমি মুস্কিলে পড়লুম। বললুম 'ও কি হে, তুমি জোয়ান পুরুষ মানুষ, তুমি—'আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হাত জোড় করে বললে, "হ্যাঁ', তা আমি খুব পারি,—রাঁধতে, জল তুলতে বাসন মাজতে, যা বলবেন আমি রোজ এসে করে যাব—আপনি কিন্তু দয়া করে চলুন।'—

আমার পরিবার বোধকরি পাশের কামরা থেকে সব শুনেছিলেন, তিনি দোরটা খুলতেই তাঁর দিকে চেয়ে বললে, 'আপনি একবার বলুন ত' মা, আমাদের বড় বিপদ—তা উনি বুঝতে পারছেন না।' তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'উনি যাবেন বই কি—এক্ষুনি যাবেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে রেখো।'

'আমি এক ঘণ্টার বেশী রাখব না মা।'

'তাই রেখো, কিন্তু কাল আমাকে ডেকে খবর দিয়ে যেও—তোমার দাদা কেমন থাকেন!' একথাও বলে দিলেন, 'ওঁর সব কথাই বুঝতে একটু দেরী হয়—তুমি কিছু মনে করো না বাবা!' তারপর অনেক কথা!—

"আমার আটচল্লিশ বছর বয়সে এমন একটি লোক দেখিনি—এরা সব-কিছু করতে পারে, আবার অপরকেও সব-কিছু করাতে পারে,—পাগলের সঙ্গে এদের এই প্রভেদ। ভাল কথা—(রোগীর দিকে চাহিয়া) উনি আপনার কি রকম ভাই,—সহোদর?"

বাবুটি চক্ষু বুজিয়া বুকে হাত ঘষিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "সহোদর ভায়ের স্নেহের সঙ্গে অজ্ঞাতে দেনা-পাওনার একটা দাবী থাকে,—এর কেবল সেইটে নেই, অন্ততঃ পাওনার পরওয়া নেই। দীনেন্দ্র ছিলেন আমার সহোদর ভাই—ভগবান আমার বই-পড়া ধারণাগুলোর ব্যর্থতা বুঝিয়ে দিতে তাকেই আবার মিলিয়ে দিলেন!"

ডাক্তারবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তা হ'তে পারে, কিন্তু বুকে অত' হাত বোলাচ্ছেন কেন? আমি কয়েকবার লক্ষ্য করলুম,—এটা কি অভ্যাস?"

"না ডাক্তারবাবু—অভ্যাস নয়। তিন বৎসরের ভাবনা চিন্তার তপ্তশ্বাসে আশা-আকাঙ্খাগুলো, পুড়ে, জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে। চোখে জল এলে একটু শান্তি পাই,—শুকিয়ে গেছে, সে আর আসে না! হৃদয়টা কিন্তু

বাইরে এসে আত্মপ্রকাশ করতে চায়,—পারে না, আমাকে যন্ত্রণা দেয়। এই রকম করে সামলাই।”

ডাক্তারবাবু তন্ময়বৎ শুনিতেছিলেন,—তাঁর একটা নিঃশ্বাস পড়িল। বলিলেন—“আপনার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আপনার কিছু কিছু আমার শোনা দরকার বলে মনে হয়। আপনি দেখছি শিক্ষিত লোক, ডাক্তারকে সাহায্য করবার মত' যেটুকু দরকার আপনি তা বোঝেন—”

বাবুটি বলিলেন—“বোঝাবুঝির শক্তি বোধ হয়না যে আর আমার আছে। যারা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কাছে আমার কোন সঙ্কোচ বা বাধা করবার মত' কিছুই নেই। তিন বৎসর প্রকাশের পথ না পেয়ে যারা আমাকে জীর্ণ করেছে আর আমার মধ্যেই জীর্ণ হয়েছে, তারা মুক্ত হলে, আমি একটু হালকা হয়ে আরাম পেতে পারি।”

জয়হরি এক বাটি গরম দুধ লইয়া আসিল; এবং ডাক্তারবাবুকে বলিল—“এক ঘণ্টা হয়েছে—তা জানেন? আর দেরী করবেন না।”

“হ্যাঁ—এই উঠলুম বলে। একটা দরকারী কথা শুনে নিয়েই যাচ্ছি।”

“মাকে কিন্তু বলবেন—আমি এক ঘণ্টার বেশী থাকতে বলিনি, আপনিই দেরী করছেন।”

আমি কেবল দেখিতে আর শুনিতেছিলাম। সবটাই আমার কাছে আশ্চর্যবৎ ঠেকিতেছিল। রোগীর শয্যায় একখানা Wordsworth পড়িয়াছিল, তাহাই নাড়াচাড়া করিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম—এই Words-worth-ই জয়হরির কাছে মাইনর স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় স্বরূপে Word book হইয়া থাকিবে! রোগীর সম্বন্ধে কিছু জানিবার ঔৎসুক্য যেন্সা বোধ করিতেছিলাম এমন নহে। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসার লজ্জাকর পরাজয়ে, সে প্রলোভন—আপনার মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গটা তুলিয়া আমাকে উৎকর্ণ করিয়া দিলেন।

ডাক্তার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জয়হরি বলিল,—"তবে তামাক সাজি।"

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বলিলেন—"ও কাজটার কথা ত' হয়নি;—আমি তামাক খাইনা।"

জয়হরি আশ্চর্য হইয়া বলিল—"আপনি তামাক খান না! তবে আপনার call (ডাক) কি করে হয়! যে ডাক্তার তামাক খান—তাঁকেই ত' লোক খোঁজে.—নাড়ী টিপেই গাড়ীতে পা বাড়াতে পারেন না। দু'দণ্ড পাওয়া যায়।"

ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"জয়হরির যুক্তিগুলি যেমন নূতন তেমনি অকাট্য! দেখছি ওঁদের গ্রামে আমার অন্ন হ'ত না!"

জয়হরি ছিল গুড়ুকের যম; তবে মাতুলের মত তোয়াজী ছিল না, ভালমন্দ বাছিত না। তার টানে টানে ধূমাবতী মূর্তিমতী হইতেন, কুয়াশার সৃষ্টি হইত! চাকরটা খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইত না, ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিত,—"বাবু ঘরে নাই!" সে আমার সামনে তামাক খাইত না, অথচ কি করিয়া যে বাঁচিয়া ছিল, সেটাও আমার একটা চিন্তার বিষয় ছিল। তাই দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার সিগারেটের টিনটা আমাকে বৈঠকখানায় ভুলিয়া যাইতে হইত।

ডাক্তারবাবু যেন একটু ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—এইবার সংক্ষেপে বলে ফেলুন ত'—রোগটা দেখা দেবার কিছু পূর্ব থেকে;—যা আপনি নিজে উল্লেখযোগ্য মনে করেন।"

তিনি বলিলেন—"না ডাক্তারবাবু, আমার সে সব আর আসবে না। আপনারা আমার দৈবলব্ধ শেষ আশ্রয়, আপনাদের কাছে আমি যতটুকু পারি বলে যাই—তাতে আমি শান্তি পাব। তবে আমার জীবনের কোনো কথাটার মূল্য আর আমার কাছে নাই। তারা কেবল—নিদ্রার দুঃস্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় সাজা। যা আমার জীবনটাকে সংক্ষেপ করে দিলে,—তা আমি সংক্ষেপেই বলে যাব। তার অনেক কথাই ডাক্তারবাবুর কাজে আসবে না, কিন্তু না বললেও আপনাদের রহস্যের মধ্যে রেখে যেতে হবে,—তাই বলা।—

"—আমাদের বাড়ী ছিল খিদিরপুরে। বাবা সামান্য চাকরি করতেন।

তাঁর জীবনের একমাত্র প্রয়াস ছিল আমাদের দুই ভাইকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া। মায়ের দেখা দিলে—রক্তপিত্ত।—তিনি দ্রুত অপটু হয়ে পড়ায়, আমি বি-এ পাস করার পরই আমার বিবাহ দেওয়া হয়; এম্-এ পড়তে পড়তে ল-য়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। এই আমার অতিরিক্ত পরিশ্রমের আরম্ভ।

"আমিও এম্-এ পাস্ হলাম, মাও দেহত্যাগ করে রোগমুক্ত হলেন। বাবা এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না,—তিন মাসের মধ্যেই হৃদ-রোগে মারা গেলেন। আমাকে বল সঞ্চয় করতে হল। দুইটি প্রাইভেট্ টিউসনি স্বীকার করে ল-টা দিলুম,—পাস হলুম। আমার 'অনাথ' তখন হয়েছে, মাস সাতেক পরে 'মলিনা'ও হল। পত্নীর খাটুনির অন্ত নাই। ছোট ভাই দীনেন কিন্তু দিন দিন কেমন নীরব হয়ে এল,—নিভৃত খুঁজে বেড়ায়,—একান্তে থাকে! আমার পথদে' হাঁটে না—কি বাইরে কি অন্তরে!

"অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্তনেও আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঠেলে নিয়ে ছুটছিল,—দীনেন কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে! উৎসাহের মধ্যে তার রইলো—তার বৌদিদিকে সাহায্য করাটা। দু'বছর সম্পূর্ণ করে বি-এ আর দিলে না,—পড়া ছেড়ে দিলে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—'কি হবে, পড়া ত' হয়েছে, সবই এক কথা! তার চেয়ে ফি'র (fee) টাকায় আপনি একটা ঝি রেখে দিন—অনাথের বড় অযত্ন হচ্ছে!'—

—"এখন তাদের কে দেখছে ভাই! কেউ আছে কি নেই তাও ত' জানিনা!" উদাস মৃদু কণ্ঠে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামলাইয়া বলিলেন—দীনেন্দ্রকে অনেক বোঝালুম,—কিছুতে উৎসাহিত করতে পারলুম না। সে বললে—'আচ্ছা—একবার দিনকতক ঘুরে আসি,—বাংলা দেশটা দেখে নি। শুধু ব'য়ের মধ্যে দিয়ে দেখলে, আর তারপর জীবনটা টাকা রোজগারে উৎসর্গ করলে কেবল পেছিয়েই পড়া হয়,—জন্মটা বিফল হয়ে যায়।' ফল কথা—তরুণ হৃদয়ে কঠিন আঘাতগুলা তাকে উৎসাহহীন করে দিয়েছিল,—সে ভগবানের মধ্যে আশ্রয় বা আরাম খুঁজছিল। আমি মনে মনে

হাসলুম—কারণ দুর্বলেরাই ওই আশ্রয় খোঁজে ;—ব্যথাও বোধ করলুম,—বাধা দিলুম না।

মাস-চারেক পরে সে জ্বর নিয়ে ফিরে এলো। আমার প্রাণটা দমে গেল। সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়, পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়েছে। কষ্টে ক্লান্তিতে বিপদে তাঁর কৃপা চাক্ষুষ করেছি, তার বাড়া লাভ আর কি আছে,—শান্তি বোধ করেছি।" ইত্যাদি।—

—"এ সব বকে কি! শুনে আমার ভয় হল—মাথা খারাপ হ'ল নাকি! যাক, আমি ল-টা পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলুম, সেও শয্যা নিলে। ডাক্তারেরা বললেন—থাইসিসের সূচনা। তাঁরা যা যা বললেন তাই করলুম,—শেষ বাড়ী বাঁধা দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে রইলুম। যা ঘটবার তাই ঘটলো। ভাই গেল, বাড়ী গেল,—সর্বস্বান্ত হয়ে আবার প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলুম। তাতে চলে যাচ্ছিল। এইবার নিজের অজীর্ণ দেখা দিলে, অল্পদিনেই অপটু করে ফেললে। ডাক্তারেরা বললেন—সত্বর পশ্চিমে গিয়ে কোনো ভাল জায়গায় থাকা চাই—অন্ততঃ তিন মাস। হাতে মাত্র তিনশত টাকা জমে ছিল। অর্ধেক স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে অর্ধেক নিজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম,—সে প্রায় তিন বছর পূর্বের কথা। সে টাকায় কোনো প্রকারে পাঁচ মাস চালিয়ে ছিলাম ;—তার পর আমাকে যে অবস্থায় পেয়েছেন সেই অবস্থায় কেটেছে। কোথাও রোগের উপশম হয় নাই। কি কি ভাবে কেটেছে—সে অনেক কথা। দু'টি পয়সার অভাবে আজ নয় মাস কারুর সংবাদ নিতে পারিনি! এ শরীর নিয়ে ফিরেই বা ফল কি, যাবই বা কোথায়? শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। তখন আমি বহুদূরেও—টুণ্ডুলায়। তারপর—'এখানে এসেছি' বললে ঠিক বলা হ'ল না,—'এখানে আনলেন।'

"কোথায় কি ভাবে আর কেমন করে যে এই দীর্ঘ দিন কেটেছে, সেটা আমার নিজের কাছেই রহস্যময়। এত বড় অসম্ভব সম্ভব হওয়া আমি এখন নিজেই বিশ্বাস করতে বা মান্‌ করতে পারি না। এই মাত্র স্মরণ আছে—

চিন্তা, দৈন্য, অনশন, অনিয়ম, অনিদ্রা, অনিশ্চিতের উপর নির্ভর ও নির্বাহ, যথা তথা যাপন, শরীর নিগ্রহ,—এরা আমাকে রোগের যন্ত্রণা আর স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা থেকে কোথায় সরিয়ে আড়াল করে রেখেছিল!—সকলকেই বন্ধুভাবে পেয়েছিলাম!—

"আমার শিক্ষাই আমাকে সব চেয়ে ভুগিয়েছে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে অস্বীকার করে, সহজে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিতে পারিনি! দীনেন্দ্র বলেছিল—"একটা ভুল না হয় করলেন,—তাতে বড় বেশী ঠকতে হবে না।" আমার অহঙ্কার কিন্তু তাতে সায় দেয়নি,—শিক্ষিতের কাছে সেটা যে আত্মপ্রবঞ্চনা,—সে যে প্রমাণ চায় কিন্তু আড়াই বছরের বৈচিত্র্যময় অবস্থা আমাকে কতই দুরূহ সমস্যা আর সঙ্কটের ভেতর দিয়ে টেনে এনেছে—বিচার বুদ্ধির মধ্যে যার সমাধান নেই! কাঁহাতকই বা তাদের accident বলে মন শান্তি পায়! কিছু বুঝতে না পেরে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি শেষ লজ্জায় মাথা নুইয়েছে! দেখুন,—কি অবস্থায় যে মৃত্যু বলে জিনিসটাকে পাওয়া যায় বলিতে পারি না। আমি কতবারই সে সীমা অতিক্রম করে গিয়েছি বলে মনে হয়!"

ডাক্তার বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার নামটি শোনা হয় নি।"

"গণেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—দেখুন গণেন বাবু, আমি ডাক্তার, আমার উচিত আপনাকে বিশ্রাম দেওয়া। আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কপর্দকশূন্য অবস্থায় ও রুগ্ন শরীরে, অপরিচিত-অবলম্বনে প্রবাসে আড়াই বছর কাটানই একটা অত্যাশ্চার্য ব্যাপার! সে শোনবার ইচ্ছা আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু আজ নয়—আগে আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ কেবল একটি মাত্র কথা শুনে উঠবো—টুণ্ডুলা থেকে বৈদ্যনাথ অল্প পথ নয়—এলেন কি উপায়ে? সেখানে ছিলেনই বা কোথায়—কি-ভাবে?"

গণেনবাবু বলিলেন, "এ ব্যাপারটার মধ্যে তেমন বিস্ময়কর কিছুই নেই। আর উপায় বা উপায়-চিন্তা আমাকে কোনো দিনই নিজেকে করতে হয়নি,—

কারণ সেটা সেই পারে যার কোনো একটা কিছুর উপর দাঁড়িয়ে ভাববার ভিত্ আছে।—

"একটু আগে থেকেই বলতে হয়। এটোয়া খুব স্বাস্থ্যকর স্থান ; কেবল স্থান আর আমাকে কতটুকু সাহায্য করবে! কোন প্রকারে কিছুদিন কাটিয়ে কোনো ফল পেলুম না। কি করি,—কোথায় যাই! নিত্য ইস্টেশনে এসে উদাস ভাবে ট্রেণের যাতায়াত দেখি, আর কত-কি ভাবি। গার্ডেরা বোধহয় লক্ষ্য করতো! সম-অবস্থাই সমবেদনা আনে। একজন গার্ড একদিন নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন,—খুব মধুর ও করুণ তাঁর কথাগুলি! একজন খাঁটি ইংরেজ—আমাকে ডেকে এমন ভাবে কথা কচ্ছেন! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। —আমি কেন নিত্য উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি,—এর পশ্চাতে কোনো কঠিন আঘাত আছে কি? তাঁর দ্বারা যদি সামান্য সাহায্যও সম্ভব হয় ত' তা বলতে আমি যেন সঙ্কোচ বোধ না করি।" ইত্যাদি। এ কি!—

"বহুদিন পরে আমার বেদনাতুর হৃদয়ে সহসা কে যেন শীতল প্রলেপ দিলে। আমি আমার তখনকার অবস্থা ও মনোভাব তাঁর কাছে একটুও গোপন করতে পারলুম না,—তারা সহজ পথ পেয়ে বেরিয়ে গেল,—সে যেন আত্মায় আত্মায় কোলাকুলি! তিনি বললেন—"টুণ্ডুলায় অনেক বাঙ্গালী বাবু থাকেন—রেলে কাজ করেন ; চল সেখানে তোমাকে পৌছে দি। কষ্ট হবে না,—স্থানও স্বাস্থ্যকর।" তাঁর সঙ্গে টুণ্ডুলায় চলে এলুম। ইস্টেশনে পৌছে—তিনি আমাকে সঙ্গে করে কেলনার কোম্পানীর হোটেলে ঢুকে আমার জল-সাবুর ও আর যা যা দরকার হবে তার ব্যবস্থা করে—তাঁর নিজের নামে বিল করতে বলে দিলেন। তারপর আমার করমর্দন করে বললেন—"তুমি কেন হতাশ হচ্ছ বন্ধু—তোমার ত' সবই রয়েছে,—তুমি সেরে যাবে। আচ্ছা—আবার দেখা হবে," -বলেই ট্রেণে উঠে ফ্ল্যাগ্ দেখালেন। ট্রেণ চলে গেল। আমার যেন স্বপ্ন ভাঙলো! ট্রেণখানা চলার সঙ্গে আমার হৃদয়টাতে টান পড়তে লাগলো,—আমার যে কতখানি ওর সঙ্গে চলেছে— !

—সবে তিন সপ্তাহ হ'ল—গার্ড সাহেবের পত্নী-বিয়োগ হয়েছিল। হৃদয়ের

শূন্য স্থানটা কিছু দিয়েই তিনি পূর্ণ করতে পারছিলেন না, বেদনা-ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলেন,—কোনো কিছুই তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। নিজের দুঃখকষ্ট—অপরের দুঃখকষ্ট মোচন করে,—ত্যাগের মাধুরী তৃপ্তি দেয়। তাঁর শোকার্ত হৃদয় আমার মুখে প্রতিচ্ছবি পেয়ে সমবেদনায় আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তা-ছাড়া আমি ত' এই আকস্মিক ঘটনার অন্য কারণ খুঁজে পাই না।

* * * *

"অনেকগুলি বাঙালী বাবু সেখানকার রেলে কাজ করেন। অনেকেরি দিনরাত পালা করে খাটুনি। কোম্পানীর দেওয়া কোয়াটারে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন। যাঁরা একক তাঁরা তিনচার জনে মেস্ করে একটি কোয়ার্টারে কাটান। শুধু খাটুনি আর খাওয়া নিয়ে মানুষের থাকা কঠিন, যদি আনন্দের অবকাশ না থাকে। সেটা তাঁরা করে নিয়েছেন। তাঁদের থিয়েটার, কন্‌সার্ট দুই-ই আছে আর তাতে খুব উৎসাহও আছে।—

"যাঁরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন—তাঁদের কোয়ার্টারে স্থান পাওয়া সম্ভবই ছিল না। আর মেসে গান বাজনা অভিনয়ের মধ্যে আমার মত পীড়িত অকর্মণ্যের থাকা কোনো পক্ষেরই সুবিধার নয়। ওয়েটিং-রুমে রাত্রে রেলের ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের অবিরাম আসা যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, ইত্যাদি। যাই কোথা! শীতবস্ত্র নেই,—হাওয়ায় একটু আড়ালও পাই না। কখনো প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে শুই, আবার উঠে এদিক ওদিক বেড়াই—না নিদ্রা, না স্বস্তি এই ভাবে তিন দিন কাটলো, আরো দুর্বল হয়ে পড়লুম, মাথা ঘুরতে লাগলো যা একটু আশার আলো ধরে যুঝছিলুম সেটুকু নিবে গেল। সেই দিন ভগবানের স্মরণ নিলুম—মানুষের শেষ অবলম্বন! দীনেন বলেছিল—'বড় বেশী ঠকতে হবে না।—'

—"শরীর মন তখন চিন্তা-চেষ্টার বাইরে গিয়ে পড়েছে, আমি পরের জিনিসের মত একখানা বেঞ্চে পড়ে রইলুম। ক্লান্ত দুর্বলদেহে সংজ্ঞা ছিল না। ঘণ্টার শব্দে আর লোকের গোলমালে ঘুম ভাঙলো। দেখি চার ঘণ্টা কেটে গেছে একটু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। এক্সপ্রেস্ আগের ইষ্টেশন ছেড়েছে, তাই যাত্রীদের

এত চাঞ্চল্য। আমি যে বেঞ্চিখানিতে ছিলুম—তার আশে পাশে আর সামনে সস্ত্রীক একটি বাঙ্গলী বাবু ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে আর অনেকগুলি পোটলা পুঁটলি ট্রঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত,—কুলিরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটি তিনচার বছরের ছেলে—বেঞ্চির ওপর, আমার পাশেই বসে একটা বল আর একটা কমলালেবু নিয়ে এক মনে খেলছে। এত গোলমালে তার কোনো দিকেই নজর নেই। গাড়ী যত নিকটে হ'তে লাগলো চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগলো। কুলীরা বাবুটিকে বললে—"বাবুজী গাড়ী আজ বহুত লেট্ হায়—আধা ঘণ্টাসে উপর,—জাস্তি ঠ্যারেগা নেহি, জল্‌দি ঠিক্ ঠাক্ কর্‌লেনা।" বাবুটি আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গাড়ী ইস্টেশনে না দাঁড়াতেই চারজন কুলি মোট নিয়ে ছুট্‌লো, বাবুটি স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে অনুসরণ করলেন।

"আমি সেইদিকেই চেয়েছিলুম। দু' তিনবার ঘোরা-ঘুরির পর কুলিদের তাড়ায় একখানা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে তাঁরা উঠে পড়লেন, প্রথম ঘণ্টার ঘাও পড়লো। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলুম। তখন চোখ ফিরিয়ে দেখি সেই তিনচার বছরের ছেলেটি তখনো তার বল্ আর কমলালেবু নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলছে! কি সর্বনাশ! গাড়ী যে এখনি ছাড়বে! বললুম, "খোকা তুমি যাবে না?" তার চট্‌কা ভাঙ্‌লো, এদিক ওদিক দেখে, নেবে পড়ে "বাবা বাবা" করে উঠলো। আমার সামর্থ্য নেই—তাকে কোলে করে ছুটে গিয়ে দিয়ে আসি। তবু উঠে পড়লুম—তার হাত ধরে গাড়ীর দিকে চললুম,—দ্বিতীয় ঘণ্টাও দিলে। প্রাণটা শিউরে উঠলো। যতটা পারি দ্রুত চললুম। আমার ডাক সে গোলমালে তাঁদের কাছে পৌঁচচ্ছিলনা। আমরা যখন দু' হাত তফাতে তখন গাড়ীতে মোশন দিলে!—

—"আমি এখনো জানিনা কি করে সেই ছেলেকে তুলে নিয়ে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম। দোরের সামনে মাত্র একহাত স্থান ছিল—আর সব মোটঘাটে ভরা। তাঁরা তখনো তাই নিয়ে বিব্রত। আমি থর্ থর্ করে কাঁপছিলুম—অন্ধকার দেখে সেই মোটের উপরেই ঘুরে পড়ি। আশ্চর্য—বাইরে পড়িনি! যখন কথা কইতে পারলুম—তখন এক ইস্টেশন পার হয়ে এসেছি। তার পর যা,

স্বাভাবিক,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি। আমি বললাম,—এখন আমাকে আগের ইস্টেশনে নাবিয়ে দিন, আমার টিকিট নেই ;—একটু সাহায্য করলেই হবে—বড় দুর্বল বোধ করছি

"তবে! এ অবস্থায়—সেখানে কি আপনার কেউ আছেন, না,—টুণ্ডুলায় ফিরে যাবেন ?"

একটু হেসে বললুম—"আমার সব ইস্টেশনই সমান,—সব লোকই আপনার লোক।

ভদ্রলোকটি আমার অবস্থাটা বোধহয় কতকটা অনুমান করে সহানুভূতির স্বরে বললেন—"যদি বাধা না থাকে ত' জানতে পারি কি—কোথায় গেলে আপনার সুবিধা হয়, বা কোথায় যাবার আপনার ইচ্ছা!"

"না,—কোনো বাধাই আর আমার নাই ; সুবিধার চিন্তাও আমি ত্যাগ করেছি। তবে আজ দু'দিন মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—শেষটা বৈদ্যনাথের আশ্রমে গিয়ে পড়তে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হই,—তিনি যা হয় করুন। আর পারছিনা!"

বাবুটী বাধা দিয়ে সাগ্রহে বলে উঠলেন—"মাপ্ করবেন, আমি রেলওয়ে এজেন্ট আপিসে কাজ করি, পাস নিয়ে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম, বাড়ী ফিরছি। আরো দু'জনের আসবার কথা ছিল—তাঁরা আসতে পারেন নি। এতে আমার এক পয়সার খরচ নেই। আপনি অমত না করলে আমরা বড় শান্তি অনুভব করবো। তবে আপনার শীতবস্ত্রাদি বোধহয় টুণ্ডুলায়"-

"না,—যা আমার গায়ে আছে এই আমার সব। তবে ছোট একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে সামান্য দু' একটা জিনিস ছিল,—সে গেলে কোনো ক্ষতিই নেই।" বাবু তার স্ত্রীর দিকে চাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁদের মোটগুলির পাশ থেকে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ তুলে তাঁর স্বামীর হাতে দিতেই—তিনি সেটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এইটি-ই আপনার নয় ত'? কুলিরা আমাদের পুঁটলি পোটলার সঙ্গে এটিও এনে ফেলেছে—ট্রেণ ছাড়বার পর দেখতে পেলুম! তা আলাদা করে রাখা হয়েছে।"

আমি একটু হাসলুম, বললুম—"হ্যাঁ—আমারি বটে। ভগবানের ব্যবস্থা এগিয়ে চলে, তিনি এখনো আমার খবর রাখছেন।" একটা নিঃশ্বাসও পড়লো। যাক —তারপর তিনি আমাকে যশেডি ইস্টেশনে নাবিয়ে দিলেন ! পাণ্ডারা যাত্রী ভেবে ঘিরেছিল, তাদের একজনকে বললেন—"তুমি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিও—কষ্ট না হয়, ওঁকে কোন বিষয়ে পেড়াপিড়ি কোরো না—একটু দেখো।" তার পর আমার নিষেধ সত্ত্বেও তার হাতে কিছু দেন,—কত তা জানি না। তার নামটিও জেনে নেন। কম্বল কয়খানি কখন দিয়েছিলেন তা আমি জানতে পারি নি।

"এই ভাবে আমার বৈদ্যনাথের আশ্রমে আসা বা আমাকে তাঁর নিয়ে আসা।"

আমরা নির্বাক-বিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। তেমনি অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, কাহারো মুখে কথা ফুটিল না।

গণেন বাবুই বলিলেন—"যাক,—এখন কেবল একটি কথা নিবিড় হয়ে আজ ক'দিন প্রাণের মধ্যে জেগেছে, সেই আমাকে স্ত্রীপুত্রের কাছে অপরাধী করে রেখে,—নিয়ে চলল। সে ব্যথার ত' রূপ নেই যে রেখে যাব।"

একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়ল ; তিনি চোখ বুজলেন। মিনিট-খানেক নীরবে কাটাবার পর তিনি বললেন, "আর আমার বলবার কিছু নেই ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বাবু নির্বাক শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "কিন্তু আমার যে কিছু বলবার আছে গণেন বাবু।"

তিনি ধীরে ধীরে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আপনি নিজেই অনুভব করছেন—আপনার রোগ সেরে গেছে। তার চেয়ে বড় প্রমাণ ডাক্তারের হাতে নেই। এখন কেবল স্ত্রী পুত্রের কাছে অপরাধী থেকে যাওয়াটাই আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে, এটাও রোগ-মুক্তির অন্যতম লক্ষণ,—আপনি সেরে গেছেন। আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনি ও বৃথা-চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিন,—ওইটাই আপনার prostration-এর কারণ। আমি আশা করি এক সপ্তাহেই আপনি বল পাবেন।

পরে জয়হরির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন এঁকে দেখা-শোনা আর সময় মত খাওয়াবার ভার তোমার।"

জয়হরি সোৎসাহে বলিল—"সে আপনি দেখবেন আমি কি রকম খাওয়াই। আমি যেমন করে পারি—"

এইবার আমাকে বাধ্য হইয়া কথা কহিতে হইল। বলিলাম, "ডাক্তার বাবু আহারের ওজন বোধটা জয়হরির খুবই কম। উনি যা করবেন ভাল ভেবেই করবেন বটে কিন্তু গণেন বাবুতা সইতে পারবেন কি না সন্দেহ।"

"তাই নাকি হে!"

"আজ্ঞে বিদেশে তেমন সুবিধে নেই, তাও ভাল, যা পাব যেমন করে হোক—তা দেখে নেবেন, ওঁর কাছেই শুনবেন।"

"সর্বনাশ!—তবে আর কাকে—?" বলিয়া ডাক্তার বাবু সেই যুবকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন।

জয়হরি কাতরভাবে বলিল, "আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন ডাক্তারবাবু—আমি আপনার ওখান থেকেও ত' আনতে পারি—কম খাওয়াব কেন? উনি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল পান—মাংস, হালুয়া······"

গণেন বাবুর মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন, "ওঁর কথা আমি ঠেলতে পারব না ডাক্তার বাবু, ওঁকে আপনি ঠিক করে বুঝিয়ে বলে দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এখন এক সপ্তাহ মাগুর মাছের ঝোল আর পুরাতন চালের ভাত দু'বার খাবেন, আর দু'বার আধসের করে দুধ।

সুবিধা হয় ত' ফলের মধ্যে বেদানা আর নেবু—ব্যাস্। বুঝলে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বুঝেছি, কিন্তু—"

"এখন এক সপ্তাহ কিন্তু টিস্তু নয়।"

সেই যুবকদ্বয় বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমরা তিনজন রইলুম, কোন রকম অনিয়ম কি অসুবিধা হবে না।"

"বেশ, তবে এখন উঠতে পারি জয়হরি!"

"আমি ত' আপনাকে কখন উঠতে বলেছিলুম! আপনি তামাকের স্বাদ পেলে দেখছি ভোর হয়ে যেত! আমি কিন্তু মার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।"

"না না—কাল তোমার যাওয়াই চাই। গণেনবাবুকে খাইয়েই যেও। আমি অপেক্ষা করিব। ওইখানেই কাল খাবে, আর যদি কিছু কাজ থাকে,—বুঝলে!"

পরে দু' এক কথার পর ডাক্তারবাবু উঠিলেন, আমিও উঠিলাম।

নামিয়া দেখি জয়হরি আমাদের পূর্বেই নীচে নামিয়া অপেক্ষা করিতেছে! ডাক্তারবাবুকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক করে বলুন, কোনও ভয় নেই ত', ওঁর ছেলে মেয়ে আছে ডাক্তারবাবু!"

"রোগের জন্যে ত' ভয় নেই, ভয় কেবল তোমার জন্যে। মঙ্গল ইচ্ছা আর পেট এ দু'টো যে এক জিনিস নয় সেইটে মনে রাখলে ভয়ের কোন কারণই নেই।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি গাড়ীতে উঠিলেন!

রাস্তার ওপারেই আমাদের আস্তানা; আমরাও বাসায় পৌছিলাম।

জয়হরি জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবু কি বললেন বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম, "গণেনবাবুকে খাওয়ানো সম্বন্ধে খুব সাবধান হতে বললেন। যা ব্যবস্থা করে গেলেন ঠিক সেইটেই করা চাই। অন্য কিছু দেওয়া না হয়।"

বাণেশ্বর আসিয়া জয়হরিকে সংবাদ দিল, "সব হয়ে গেছে—মা ডাকছেন।" সে ভিতরে চলিয়া গেল।

দেখিতেছি ক্রমে আমি মাত্র দ্রষ্টায় দাড়াইয়া গেলাম। জগতে অনেক জিনিসই দিন রাতের মত আসে—চাহিতে হয় না,—ভাবনাটাও তাহাদেরই একজন। আজ কিন্তু শরীর মন দুই-ই অবসন্ন হইয়াছিল! আমার অজ্ঞাতেই ভাবনার বাহিরে গিয়া পড়িল। ইতিপূর্বে ভাবিতাম আমার ভবিষ্যৎ বলিয়া যাহা ছিল তাহা চুকাইয়া ফেলিয়াছি, এখন কেবল স্রোতাধীন থাকা,—"রয়েছে দীপ না আছে শিখা",—আজ তাহাতে সন্দেহ আসিয়া গেল।

প্রাতে চা পানান্তে ভবিষ্যতের মন্ত্রে মন দিলাম। সন্ধান করিয়া গণেনবাবুর পূর্ব আশ্রয়দাতার নিকট উপস্থিত হইলাম! লোকটিকে যণ্ডা বলা যায়,—পাণ্ডা সে নয়,—পাণ্ডাদের পরিজন। তাহাদের দালালী করে, নিজের বাড়ীতে যাত্রীও তোলে। তাহাকে ভাল কথায় বুঝাইয়া দশ টাকা দিয়া শিল-আংটিটি আদায় করিলাম এবং জয়হরির জন্য একখানা দিশি কালোপেড়ে ধুতি লইয়া ফিরিলাম। গণেনবাবুকেও দেখিয়া আসিলাম।

চা পানের সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া জয়হরির হাতে দিয়া বলি—"তোমার কাছে রাখ—আবশ্যক মত খরচ কোরো। দরকারের সময় আমার দেখা না পেলে অসুবিধায় পড়তে হবে না।"

সে সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলে,—"আপনার দেখা পাব না কেন? আপনি কি একা বেরুবেন নাকি? তবে আর আমি এলুম কেন? না না, সে হবে না—আপনি টাকা রাখুন—দরকার হলে আমি চেয়ে নেব।" পরে কাতর ভাবে বলিল—"একটি অসহায় ভদ্রলোকের বিদেশে এই সঙ্কট অবস্থা—ভাই। এই ত' এ-ঘর ও-ঘর বই ত' নয়। আপনাকে ছেড়ে আমি নিজেই কি নিশ্চিন্ত থাকি!"

কি পাগল! সে আমার ভাবনা ভাবিতেছে। আমি তার কাজটা অনুমোদন করিতেছি কি না, এমন সন্দেহ থাকিতে পারে,—তাই তাহাকে উৎসাহ দিয়া পথ্যাদি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া বিদায় দিলাম। টাকা কয়টি কাছে রাখিতে বলিলাম। আর কোন কাজে লাগুক বা না লাগুক এখন তাহার নিজের আহার সম্বন্ধে সময়ের স্থিরতা থাকিবে না—অথচ সে ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না,—সুবিধা মত কিছু কিনিয়া খাইয়া লইতে পারিবে।

পাঁচ সাত দিন পূর্বের কথা—বৈকালে একা বাহির হইয়াছিল। একস্থানে বেগুনি ফুলুরি ভাজিতেছে দেখিয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। পকেটে পয়সা ছিল না—আটখানা পোস্ট-কার্ড ছিল, সবগুলি দিয়া দু' আনার বেগুনী খাইয়া আসিয়া বলে,—

সরকার কত বুঝে পোস্ট-কার্ডের দাম দু' পয়সা করে দিয়েছেন,—সময়ে অসময়ে গরীব দুঃখীর কাজে লাগবে বলে। ওকি শুধু চিঠি লেখবার জন্যে!—তা কেউ তলিয়ে বুঝবে না! পয়সা ছিল না—আটখানা সামনে ধরতেই গরম গরম বেগুনী এসে গেল—ব্যাটা কথাটি কইলে না। কে দেয় মশাই। বাবুরা এই সব সুবিধেগুলি নষ্ট করতেই আছেন। যাঁদের রাজ্যি তাঁরা বোঝেন না—ওঁরা বোঝেন! আরো দুঃক্ষু-কষ্ট বাড়ুক, দেখবেন একখানা পোস্টকার্ডে এক আনার বেগুনী মিলবে। লোকের দুঃক্ষু বোঝা চাই মশাই,—সবচেয়ে বড় কাজ সেইটেই।"

শুনিয়া আমি ত' নির্বাক! সেইদিন হইতেই তাহার পকেটের খোঁজ আমাকে রাখিতে হয়।

আজ মাতুল বাড়ী রওয়ানা হইলেন। জয়হরি নিজের কথা রক্ষা করিয়াছে—তাঁহার বিছানা বাসন ট্রাঙ্ক নিজে বহিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। আমিও স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। বিদায়টা সত্যই বেদনার আদান-প্রদানে সমাধা হইল। জয়হরি তাঁহাদের সঙ্গে জশিডি পর্যন্ত যাইতে পারিল না বলিয়া যেন অপরাধীর মত হইয়া পড়িল! নীরবেই বাসায় ফিরিলাম। জয়হরি বিমর্ষ মুখেই ধর্মশালায় ঢুকিল। আজ দুই দিন তাহার আহার নিদ্রার কোন আগ্রহই দেখি না। সে জন্য বাড়ীর মেয়েদের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। কর্তা অরুচির অষুধ—নেবুর আচার, লাইম-জুস্, আলু বখরা, খোবানীর মোরব্বা প্রভৃতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মায়েদের বিশ্বাস—নজর লাগিয়াছে। কর্তা জলপড়াও জানেন—তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে।

৫৪

দিন দিন চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্বে পূর্বে দেওঘরের হিমশীতল উজ্জ্বল প্রভাতগুলি ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিত, সর্বাঙ্গে শক্তি-সঞ্চয় করিত, হিম-স্নাত ঝক্‌ঝকে পাতাগুলি ঝিরঝিরে প্রভাতী বাতাসে—'এস এস' বলিয়া ডাকিয়া লইত,—পথে বাহির হইয়া বাঁচিতাম। স্ফূর্তিই গতি যোগাইত।

আর আজ মুড়ি দিয়া গুঁড়ি মারিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বৈকার

বোকার মত বসিয়া আছি! সিগারেটের রেট বাড়িয়াই চলিয়াছে, ঠোঁট দু'খানি সিগারেট-ধরা সাঁড়াসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রংটিও পাইয়াছে লোহারই। বসিয়া বসিয়া পাছু হটিয়া গিয়া শুইতে পারিলেই বোধহয় আরাম পাই। শরীর মন উৎসাহ-শূন্য।

জয়হরি আবার কবে কি আবিষ্কার করিয়া আনিবে;—কর্তার বাধাসৃষ্টির নিপুণতার অন্ত নাই;—গণেন বাবুর রোগ-মুক্তি ও শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়—সময়-সাপেক্ষ,—প্রভৃতি চিন্তা মাথার মধ্যে যাঁতা ঘুরাইতেছিল। সর্বোপরি অতিথিভাবে এরূপ গাঢ় স্থিতিটাও ভদ্রনীতিবিরুদ্ধ, এই সপ্ততাল ভেদ করিয়া বাহির হইবার কোন ভব্য উপায়ও মাথায় আসিতেছিল না।

ভাবিতে ভাবিতে শেষ 'পুরাণে' আসিয়া পৌছিলাম। যাত্রাটা অগস্ত্য-যাত্রার যোগে বা দুর্যোগে করা হয় নাই ত'! অগস্ত্য সেই যে কাশী ছাড়িয়া বিন্ধ্যাচলকে সাষ্টাঙ্গ-নত বাঙালী বানাইয়া চলিয়া গেলেন,—কই ফিরিতে পারিলেন কি? আমিও ত' কাশী ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছি!

চিন্তার জন্য টিকিট কিনিতে হয় না, তারা বেশ অবাধে মাথাটাকে পাইয়া বসিয়াছে—নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিতেছে!

* * * * *

আমরা আসিয়া উপস্থিত—একদম ঘরের মধ্যে। আমি অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই, সে ধুল পায়েই রুষ্ট-কণ্ঠে আরম্ভ করিল—"দেখ দেখি বেইয়ের বেইমানিটে—সে সরে পড়েছে! আমি কিনা তার ভালর তরে সস্ত্রীক এলুম,—বেয়ান একলাটি থাকেন—এঁকে পেলে, তিনি রাঁধলেন বাড়লেন, ইনি কুটনো কুটে দিলেন; বিকেলে তিনি বাটনাটা বেটে ফেললেন,—লুচি ভাজলেন, ইনি চুল বেঁধে দিলেন, দু'টো গল্প করলেন,—এই রকমে দু'জনে ভাগাভাগি করে খাটলে চট্ কাজ হয়ে যেত, দু'টিতে বেড়াবার ফুরসৎও পেতেন,—কতটা আনন্দে থাকতে পারতেন! কলিকাল বটে! এখন আমার কি আতন্তর বল দেখি! চালটি পর্যন্ত—"

বলিলাম "তাইত অমর, এই খরচ করে আসা—"

"তুমি তাই ঠাউরেছ বুঝি, রেলে পয়সা দেব সে বান্দা আমি নই। কুম্ভমেলা গেল—টিকিট বাবুদের অনেকেই বাড়ী ফেঁদেছেন। লোহার কড়িগুলো সস্তায় সাতাশের জায়গায় সাঁইত্রিশে ঝাড়ছি—সবাই খুসি—ও-সব পয়সার কেউ হিসেব করে কি! পাসের ভাবনা কি? হাতে আল্‌পো কিছু এলে—ছোটো নজর চলে যায়,—কেউ টেনে চলে না। হরিরামের 'পাসে' সস্ত্রীক চারিধাম সেরে বসে আছি,—তীর্থ আর বাকী রাখিনি ভায়া! যাক—ছট্টু সর্দার বেটার জানলার গরাদে চাই,—ভগবানই জুটিয়ে দেন—সেই বেটার পাসেই চলে এলুম। চক্ষুলজ্জায় সস্তায় দিতেই হ'ল। কেবল তেরটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজ্‌লুম! পাসের ভাবনা! সে যেন হ'ল, কিন্তু বেই-বেটা ভারী ফস্‌কালো! আচ্ছা—"

ওই "আচ্ছাটার" মধ্যে এনন একটা নির্মম সুর বেজে উঠল যে তার ভেতর রেহাই-এর এতটুকু রাস্তা নেই।

বলিলাম, "তাঁর দোষ নেই অমর—তাঁর না গেলে নয়—আপিসে কি একটা ভুল করে এসেছেন—যদি সামলাবার উপায় করতে পারেন—তাই। কাচ্চা-বাচ্চাওলা কেরাণী, বড় চঞ্চল হয়েই গেছেন। তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল না।"

"ও সব চাল আমি খুব বুঝি হে—খুব বুঝি। কাণই গেছে, চোক্ দু'টো ত' যায় নি, অনেক দেখলুম—"

ভাবিলাম—অমরকে বুঝাবার চেষ্টা করা কেবল বৃথা নয়, নিজের গলাটাকেও মিথ্যা পীড়িত করা,—চীৎকার করিয়া ফল নাই। স্বল্প কথায় বলিলাম, "তা তিনি গেলেনই বা—তোমার ভাবনাটা কি। হাতের কাছেই সব,—বাড়ীও এখন বহুত খালি।"

অমর আমার মুখের উপর স্থির-নেত্রে চাহিয়া বলিল, "ওই বুদ্ধিতেই ত' কলাপোড়া খেয়েছ,—তবে আছ বেশ,—কোনও বখেড়া নেই। আরে—রাবড়ী নয়, রসগোল্লা নয়—সেরেফ হাওয়া খাবার জন্যে বিদেশে পয়সা খরচ করে থাকবার ছেলে আমি নই। সে ব্যবস্থা বাগিয়ে ফেলেছি। বাবার পিসীর এক জামাই উইলিয়ামস্ টাউনে থাকেন—মুন্সেফ্ ছিলেন, দিব্যি বাড়ী করেছেন।

দিন কতক আগে বাজারে আলাপ হওয়ায় সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ল। তিনিও বুঝলেন লাখের উপর উঠেছি,—ব্যস্। ওইটিই মানুষের মৃত্যুবাণ—ওইতেই মেরে রেখেছি। লক্ষ্মীমন্তের ঝক্কি পোয়াতে সবাই লালায়িত—সেটা বোঝ ত'! আমার সিকি পয়সা কেউ পাক বা না পাক,—পাবে আবার কি।—আমাকে পাওয়াটাই যে তার অতিবড় ভাগ্য—তার দাম নেই কি? কথাটা বুঝলেনা?"

"না—একটু খুলে বল ভাই।"

"আঃ, তোমার ত' চোক্ কাণ দুই-ই রয়েছে,—এই সোজা কথাটা বুঝলেনা, —সে কি হে! কি করে যে এই লম্বা পাড়ি মেরে চলেছ—ভেবে পাইনা। বেশ আছ কিন্তু। আরে—কোন্ বড়-লোক কাকে ক'টাকা দেয়—তাদের দিতে হয়না—দিতে হয়না,—দিতে হলে বড় লোক হয়ে তাদের লাভ? তাদের সঙ্গ পাওয়াটায়, তাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে পাওয়াটায় একটা গৌরব-বোধ নেই কি? সেইটাই তাদের প্রাপ্য। তারও ত' একটা মূল্য আছে। নেই কি? যাক—মুন্সেফ্ তাঁদের best room (বাবু ঘর) আমাদের ছেড়ে দেছেন, গুরুর আদরে আহার—মায় মেওয়া। আবার লোহার কড়ি-বরগা নেবেন—বাড়ী বাড়াচ্ছেন। যখন বার-টাকা মাইনের চাকরি করতুম, বার দোর ঘুরেও একটা পয়সা ধার পেতুমনা, এখন সব সেধে গচ্ছিত রেখে যায়—তাও তের হাজারের উপর উঠেছে। আমি আর কদ্দিন—ছেলেগুলো মানুষ হয় ত—"

তাড়াতাড়ি বলিলাম—"অমর আর কেন ভাই, এখন ওসব চিন্তা একদম্ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম কর, ভগবানের নাম কর, সাধুসন্তের জীবন-চরিত পড়—"

সে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি যেমন পাগল,—সব করে দেখা হয়েছে বন্ধু,—পয়সা ছাড়া কিছুতে সুখ নেই। জান ত' "বোধোদয়" আমার ফাইন্যাল final (মৌরস্ত)—চতুর্বেদের বালাখান্না, বিদ্যেসাগরের ওই বইখানি,—তিনিই লোহার খবরটা দেন,—তারপর আর বই ছুঁইনি। তবে বাকী কিছু রাখিনি, ধর্মচর্চারও চূড়োন্ত করে ফেলেছি;—পাঞ্জাবী গুরু—ঝাড়া সাতফিট তিন ক'।

আসন করে একটু চোখ বুঁজে বসলেই স্বযুম্না থেকে আধ্যাত্মিক আওয়াজ পাই--'বৌবাজারের পুরোনো লোহালক্কড় মাটির দরে এনে গুদোম ঠেশে ফ্যাল,—সোনা ফলবে।' যুদ্ধের সময় ফলে গেলও তাই। লোহাই আমার তুলসীদাসের দোহা, লোহার রস যে স্বর্ণাসব সেটা তোমরা বুঝবে না। এ কেমিস্ট্রীর মিস্ট্রী—রস-রহস্য, ইউরোপই বুঝেছে।"

ধর্মের কাহিনী আমারও রুচি-বিরুদ্ধ। 'সার্মন্' (বিজ্ঞবুলি) কার মনই বা শুনতে চায়! তবে "nothing like leather"—(পাঁচকাহনটা) থামাইমার জন্য বলিলাম, "মাতুল থাকলে ত' মুন্সেফবাবুর এই সব আদর আপ্যায়ন কি আত্মীয়তার স্বাদই পেতে না,—এতটা স্থবিধা আর আরাম থেকে বঞ্চিত হ'তে,—কতবড় লোকসানটা হ'ত! মাতুল গিয়ে ত' ভালই হয়েছে ভাই!"

"তা বটে,—তবে তার ব্যাভারটা দেখলে ত'! আমি কোথায় তার আরো দু'মাসের ছুটীর কথা পেড়ে এলুম—একখানা দরখাস্ত পাঠালেই মঞ্জুর হ'ত,—সব বেটাই খাতির করে ত'। আর বেইমান কি না সরে পড়ল! উনি আঁব দুধটা ভালবাসেন তাই সঙ্গে নিয়েলুম, আর আমাকে কি রকম খেলো করলে বল দিকিন! ওখানে ছেলের বে দিয়ে ঝকমারী করেছি—জলের দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দম্ দিলে—ওদের আপীসের অর্ডারগুলো আর যায় কোথা! বড় ঠকিয়েছে! ও ছেলেটা বেফায়দা গেছে হে—কোনও কাজ দিলে না। ব্রাহ্মণীর দশ দশ মাস কেবল কষ্ট ভোগ ছিল,—যাক।"

একটু অন্যমনস্ক থেকে বললে—"তুমি ত' কাগজ-টাগজ পড়,—লড়াইয়ের সাড়া শব্দ পাচ্ছ কি?"

বলিলাম, "জগতের civilisation-টা (মুখোসটা) যে রকম চার পায়ে চলেছে তাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—অল্পে তুষ্ট থাকাটাই অসভ্যতার লক্ষণ। কাজেই কারুর সঙ্গেই কারুর সত্যের সদ্ভাব থাকবার কথা নয় অমর; মৌখিক মলম মাখানো আর মানুষমারার উপায় বাড়ানোই চলেছে। এতটা ব্যয় আর বড় বড়দের মাথা ঘামানো কি মিথ্যা হবে!"

"তাই বলো ভাই, আর একটা লড়াই যেন দেখে যেতে পারি। আচ্ছা—

হ্যাঁ, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিলটে দাও ত'।"

কাগজ লইয়া দ্বিখণ্ড করিয়া প্রত্যেকখানিতে কি লিখিল। খণ্ড দুইখানি সমান ভাবে মুড়িয়া ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিল। ভূমে পড়িবার পর আমাকে বলিল, "মা কালীকে স্মরণ করে ওর একখানা তুলে আমার হাতে দাও।"

মা কালীকে এই ফ্যাসাদের মধ্যে না টানিয়া একটি মোড়ক তুলিয়া অমরকে দিলাম।

খুলিয়াই—'ব্যস্‌' মার দিয়া' বলিয়া লাফাইয়া উঠিল! "এই দেখ না—লড়াই লাগবেই লাগবে। তবে সাত বছরের মধ্যে। তা "মধ্যে" মানে এক বছরেও লাগতে পারে—তিন মাসও তর সইতে না পেরে। তোমার হাতে তোলা—মিথ্যা হবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে। কিছু করলে না এই যা দুঃক্ষু—কিন্তু আছ ভাল! আমার ঠিকুজি খোদ্‌ শিবু আচায্যির তৈরী, এখনো সতের বছর ত' বাঁচবই। কুছ্‌পরোয়া নেই—সাত বছরই সই; তবে "মধ্যে" যখন রয়েছে—সাত মাস হ'তে কতক্ষণ,—অতদিন কখনই নেবে না; অ্যাঁ—কি বলো,—মা সবই পারেন। ওই সঙ্গে কাণ দু'টোর ওপরেও কৃপা কোরো মা।—"

—"বড় মন-মরা হয়ে পড়েছিলুম, ভারী উপকার করলে ভায়া। আচ্ছা—এখন "প্যালেসে (রাজবাড়ী) চললুম। ওদের আবার ঘণ্টা ধরে খাওয়া,—চাকরি করে মরেছে কিনা!"

আমি সহিষ্ণু শ্রোতা হইলেও সর্বক্ষণ বিষয়ের কথা বড়ই বদ্‌হজম। তথাপি আবশ্যক বোধে একটা কথা না বলিয়া বিদায় দিতে পারিলাম না।

বলিলাম, "শুনে থাকবে এখানে মাঝে মাঝে চোরের উপদ্রব আছে;—daring ডাকাতির কথাও কাণে আসে। তারা নবাগতদের খবর রাখে—বিশেষ কেউ সস্ত্রীক এলে। তুমি সস্ত্রীক এসেছ। খোলা জায়গায় আছ, খুবই ভাল হাওয়াটা খ্যালে বটে, কিন্তু চোর ডাকাতের ধাওয়াটাও সেই দিকেই বেশী। একটু সাবধান থেক ভাই।"

অমর আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"আমার চেয়ে যারা হুঁসিয়ার তারা কেউ বাইরে নেই—সব জেলে। অভ্যাস বিরুদ্ধ হ'লেও কি জানি কেন তোমাকে কোন কথা গোপন করি না। তোমাকে বলি,—সম্ভ্রম বজায় রাখতে স্ত্রীকে এক-গা গয়না পরিয়ে আনতে হয়েছে বটে। কেউ আসেন—সব খুলে দিতে বলব। তাতে তের টাকা দশ আনার বেশী যাবে না। খাঁটি কেমিকেল হে—খাঁটি কেমিকেল ;—আচ্ছা এখন চললুম,—বেই বেটা কিন্তু—"

আর শুনিতে পাইলাম না।

৫৫

দেখিতে দেখিতে আরও দশ-বার দিন কাটিল। ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। ওই সঙ্গে ঘৃণা লজ্জা ভয়ও ফিকে মারিয়া আসিতেছে। সপ্রতিভ ভাবেই খাই শুই বেড়াই আর সিগারেট টানি। বেশ আছি সবাই ভাল।

আমার এই উদাসীন ভাবটা বোধ করি জয়হরির লক্ষ্য এড়ায় নি। সে মধ্যে মধ্যে কাছে আসিয়া—বড় কিন্তুর মত বসে, আর বলে,—"বড় দেরী হয়ে গেল, আপনার কষ্ট হচ্ছে, সেবা যত্ন হচ্ছে না, কি করি,—গণেনদা এই সেরে উঠলেন বলে !" তার পরেই মাথা চুলকোয়।

বলি—"তাড়াতাড়ি নেই, তিনি ভাল করে সেরে উঠুন না !"

তখন সে প্রফুল্ল মুখে—"আমি জানি আপনি—"ইত্যাদি বলিতে বলিতে ধর্ম-শালায় চলিয়া যায়।

মনে মনে ভাবি—'তুমি ছাই জান'! আমার বয়স পাও আগে—তখন জানবে,—আমারো একদিন যৌবন এসেছিল, তখন বাড়ীর কথা ভাবতেন বাপ খুড়ো, আমি ভাবতাম অন্যের কথা—দেশের কথা। সে কি আমি ভাবতুম,—যে ভাবতো সে ঐ যৌবন, যে চিরকাল এই জগৎটাকে পুরোনো হতে দেয়নি। বার্দ্ধক্য—শরীর নিয়ে আর "নিজের" নিয়ে ব্যস্ত, তার বাইরে তার দৃষ্টি স্মৃতি

ক্ষীণ। নিজের ষোল-আনা সেরে ফাউ দেবার মত তার কিছু আর থাকে না।—সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে একখানি পাই-পয়সা হিসেবের খাতা বানিয়ে দেয়! সে বলে কেবল পেছু হট্‌তে!—

আবার বলে কিনা—"আমার সেবা যত্ন হচ্ছেনা!" সেইটাই যেন আমার চাঞ্চল্যের কারণ! বাড়ী গেলেই যেন সবাই মিলে আমার ডলাই মলাই সুরু করে দেবে,—এমন তেল মাখাবে যমে ধরলে যেন পিছলে পড়ি! পাকা চুল তুলে বসন্তরায় বানিয়ে দেবে! কি পাগল! দেখছি আমার কাছে তার কুণ্ঠা সঙ্কোচ দেখা দিচ্ছে, নিজেকে সে অপরাধী ভাবছে।

আজও তার ডাক্তারবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। তবে এ-বাটীর রান্নাঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের কাছে হাত পাতিয়া কিছু খাইয়া যাওয়া তার চাই,—সেটা সে ভোলে নাই। ফিরিলে আজ তাহাকে বুঝাইয়া নিঃসঙ্কোচ করিয়া দিতে পারিলে আমি স্বস্তি পাই।

৫৬

ডাক্তার বাবুর ব্যবস্থায় ও সহৃদয় ব্যবহারে এবং জয়হরির সেবাযত্নে গণেনবাবু সত্বরই সারিয়া উঠিলেন। আগন্তুক যুবক দুইটির কর্ম-বিমুখ উদাসীন ভাবটা আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহারা উভয়েই শিক্ষিত ও সাহায্যতৎপর। তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় গণেন বাবুর চিন্তা-পীড়িত দুর্বহ দিনগুলি সহজেই অতিবাহিত হইতেছিল ও তাহা তাহার স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছিল।

গণেন বাবুর জন্য ডাক্তার বাবুর ঔষধের ব্যবস্থা না করাটা জয়হরির মনঃপুত হয় নাই। তিনি ঔষধ না দিলেও জয়হরি সে কাজটা নিজের বিশ্বাসমত করিয়া চলিয়াছিল। শিব-গঙ্গায় স্নান করিয়া প্রত্যহই বাবা বৈদ্যনাথের চরণামৃত আনিয়া গণেনবাবুকে খাওয়াইত। এখন সে তাঁহাকে লইয়া সকাল-সন্ধ্যা একটু বেড়ায়।

আমার ভয় হয়,—কোন্‌দিন না মাড়োয়ারিদের মোটার-লরিতে হাওয়া

খাওয়াইবার সখ্ চাপে ও গণেনবাবুকে ডুমকায় চালান দিয়া বসে! তাই নিত্যই তাহাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি।

সে বলে—"আমি কি এমনি মুখ্খু! উনি না পারেন লাফাতে, না পারেন ঝুলতে।" অর্থাৎ এই দুইটি গুণ না থাকিলে মোটর-লরি চাপা চলে না, ইহাই তাহার ধারণা। তাহার এই ধারণাটা দৃঢ় থাকিলেই বাঁচি!

* * * * *

আমি আজ কয়েকদিন লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেন বাবু যে পরিমাণে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতেছিলেন, আহারাদি সম্বন্ধে বাধামুক্ত হইতেছিলেন, এবং ডাক্তার বাবু ও আমরা—তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য খাওয়াইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম,—তিনি সেই পরিমাণে স্ফূর্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন! শয্যাগত দুর্বল ও চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তাহা দিন দিন যেন মৃদুমন্থর হইয়া আসিতেছে। হীনভাবে মাথা নীচু করিয়া আসেন যান, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে দু'একটি কথায় উত্তর দেন। সে ভাবটা এতই সুস্পষ্ট যে জয়হরি পর্যন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এবং সেজন্য চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ভাবিলাম—ইহাই ত' স্বাভাবিক। শিক্ষিত ভদ্রলোক—পীড়া-কাতর অক্ষম অবস্থায় অপরের সেবা যত্ন বাধ্য হইয়া সহজেই লইতে পারেন,—এমন কি প্রার্থী হইতেও পারেন, কিন্তু সুস্থ সবল অবস্থায় তাহা কৃপার ভারের মত তাহাকে চাপিতে থাকে। দয়া গ্রহণ করার একটা দারুণ পীড়াও আছে; সক্ষম অবস্থায় সেটা বেশীদিন সহিতে হইলে মানুষের মনুষত্ব আঘাত পায়, সে হীন ও অপমানিত বোধ করিতে থাকে। সক্ষমের অক্ষমতার পরিচয় লজ্জা সঙ্কোচই বাড়ায়,—তাহাকে নত করিতে থাকে।

ডাক্তার বাবু অভয় দিলে, তাঁহাকে এখন দেশে পাঠানই উচিত। গণেনবাবু বোধহয় ভদ্রতার সঙ্কোচ ভেদ করিয়া কথাটা পাড়িতে পারিতেছেন না! খুব সম্ভব—সেই না-পারাটাই তাঁহাকে পীড়া দিতেছে।

* * * * *

সকাল সাতটা আন্দাজ গণেন বাবুকে দেখিতে গেলাম।

দেখি যুবক দুইটি "মুলার্স-সিস্টেমে" (Muller's System-এ) কসরৎ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বন্ধ করিল। আমি নিষেধ করিলে বলিল—"পনের মিনিট হয়ে গেছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"গণেনবাবু কোথায় ?" শুনিলাম জয়হরি বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন, রোজই যান—ফিরতে ন'টা হয়।

আমাকে বসিতে বলিল। তাহাদের সহিত কথা কহিতে আমার ভালও লাগে,—দশের ও দেশের দুঃখদারিদ্রের কথাই তাহাদের প্রধান কথা।

কথার ফাঁকে বীরেশ সহসা বলিয়া উঠিল—"দেখুন—গণেনবাবু সত্বর সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রফুল্লতা ফুট্‌তে দেখলুম না। জোর করে হাল্‌কা হাসি হাসলেও তার মাঝে একটা চিন্তা যেন অনুস্যূত রয়েছে বলে মনে হয়।"

বলিলাম—"আমার চুলই পেকেছে, বুদ্ধি কি অভিজ্ঞতাটা তোমাদের বয়সের নীচে যে স্থানে ছিল তার চেয়ে বড় বেশী নড়েনি,—নড়তে চায়ওনি—সুতরাং আমার অনুমানটায় ভুল থাকাই সম্ভব। আমিও ওটা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়—গণেনবাবু ঠিকই সেরে উঠেছেন। আর, সেরেছেন বলেই—মাথাটায় অন্য চিন্তাকে স্থান দিতে পেরেছেন। সঙ্কট পীড়ার অবস্থায়—জীবনের আশা যখন অল্পই ছিল বা ছিলই না,—ছিল কেবল যন্ত্রণা আর অনিশ্চিত অবস্থার অস্পষ্ট বিক্ষেপ,—ধারাবাহিক কিছু ছিল না, তখন—থাকে ত', একমাত্র নিজের চিন্তাই প্রধান ছিল। যে নিজেই যেতে বসেছে,—স্ত্রীপুত্রের চিন্তা তার কাছে কতক্ষণ স্থায়ী হয়! সেটা এলেও—এক মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাসেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু—সামর্থ এলে—আশা উৎসাহ দুই-ই আসে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্রের চিন্তাই তখন প্রবলতর হয়,—নিজের ভাবনা পেছিয়ে পড়ে।"

বীরেশ সঙ্গীটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বললে—"আপনি ঠিক ঠাউরেছেন।"

বলিলাম—"কিসে বুঝলে! তো' কি বলা যায়—অনুমান বইতো নয়। জীবনে হতাশ হ'লে কেউ কেউ তা রামধন তেলির জমিটের কথাই ভাবে; কেউ বাঁড়ুয্যেদের খৎখানা বদলে নিতে তাড়া দেয়;—এই রকম কত কি। বড় বড়

সম্পত্তিশালী নৈষ্ঠিক জাপকেরা নায়েবকে ডেকে মৃদু-মন্দ জপ্ ক্রত চাগান,—বিধবা বড়-বধূ ঠাকুরাণীর পুত্রটির অকাল বৈরাগ্যের ব্যবস্থা করেন—যাতে সত্বর তার ধর্মে মতি হয়। যাক,—ঠিক কিছু কি বলা যায়! তবে—ঠিকটা আর দিনকতক পরে স্বয়ং জানতে পারব বলে আশা করছি বটে।”—

যুবকদ্বয় হাসিয়া বলিল,—“না—আপনি ঠিকই ঠাউরেছেন,—এই দেখুন না।”

এই বলিয়া রোল্ করা এক-সীট্ ফুলিস্কেপ্ আমার হাতে দিল।

খুলিয়া দেখি—পেন্সিলে আঁকা একখানি চিত্র; ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষাদিতে পরিবেষ্টিত বাঙ্গলার একটি পল্লী। কয়েকখানি কোটা আর চালাঘর। একটি রোগজীর্ণা হৃতযৌবনশ্রী যুবতী পুকুরঘাটে বসিয়া একবোঝা বাসন মাজিতেছেন, যেন—

“ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,—
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার!”

ছোট একটি মেয়ে—মায়ের সাহায্যার্থে একখানি থালা মাথায় লইয়া বাড়ীতে রাখিতে চলিয়াছে। রুগ্ন একটি বালক একবোঝা বিচালি মাথায় করিয়া, আর এক হাতে গরুর দড়ি ধরিয়া—গরুটি লইয়া বাড়ী ঢুকিতেছে। সকলেরি ম্লান মুখ, ছিন্নবস্ত্র,—কোথাও কাহারো আশার আনন্দটুকুও নাই! বন, নদী, গিরি, প্রান্তর ভেদ করিয়া একটি অস্পষ্ট আত্মার উন্মাদ দৃষ্টি সুদূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছে।

সমাবেশগুলি—অবসান সূচনা করিতেছে, দেখিলেই প্রাণের মধ্যে বিষাদ-ঘন সন্ধ্যারাগিনী সাড়া দিয়া উঠে; বুকভাঙ্গা গভীর শ্বাস বাহির হইয়া আসে।

চিত্রের নিম্নে নামকরণ ছিল—“আমার সাধের সংসার”, পরে “সাধের” স্থলে “সুখের” করা হইয়াছিল। শেষ, সবটা কাটিয়া লেখা হইয়াছে—“দুর্ভাগার সংসার!”

শিহরিয়া উঠিলাম। গণেনবাবু বলিয়াছিলেন—“পেন্সিল দিয়ে ছবি এঁকেও সময় কাটাতুম।”

তাঁর প্রথম দিনের সকল কথা মনে পড়িয়া আমার চক্ষে চিত্রখানি এতই

সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া দেখা দিল যে, আমি আর সে দৃশ্য সহিতে পারিলাম না। প্রাণটা ব্যথা-চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাগজখানি রোল্ করিয়া বীরেশের হাতে দিয়া বলিলাম—"এ তাঁর ব্যথার রূপ,—যেখানে ছিল সেই খানে রেখে দাও!—"

"এখন চললুম" বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

অনিশ্চিত চলা! মনটা পথ খুঁজিতেছে—পথ পাইতেছে না। বাহিরে পা ফেলিতেছে—ভিতরে ঘুরিয়া মরিতেছে!

ডাক্তার বাবু কোথা হইতে ফিরিতেছিলেন। মোটার থামাইতে থামাইতে বলিলেন—"আমি আপনাকেই চাইছিলুম,—আসুন, কথা আছে।"

বলিলাম—"আজ বেড়ানো হয়নি—আমি হেঁটেই যাচ্ছি বিলম্ব হবে না!"

তিনি চলিয়া গেলেন।

এই ত' খুঁজিতেছিলাম! বিচলিত ভাবটা কাটিয়া গেল!

দু'চার কথার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন—"গণেন বাবুর শারীরিক পীড়া সম্বন্ধে চিন্তার আর কোন কারণ নেই—তিনি ভাল হ'য়ে গেছেন, আর নিজেই সেটা আমাদের চেয়ে বেশী বুঝচেন। এখন আটকে রাখলে বোধহয় তাঁর মানসীক পীড়া বাড়ানো হবে। নয় কি?"

"আমারো তাই মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব—ভদ্রতা আর অবস্থা তাঁকে নীরব থাকতে বাধ্য করছে। কিন্তু কর্তব্যের ওপর গেলেই সেটা বোধহয় মানুষকে অপমানই করতে থাকে।"

"বোধহয়' বলছেন কেন,—ঠিকই তাই!"

গণেন বাবুর মানসিক পরিবর্তন ও চিত্রখানির কথা ডাক্তার বাবুকে বলিলাম। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"এ অবস্থায় কিন্তু একজন কেহ সঙ্গে যাওয়া উচিত,—জয়হরি বাবু"—

বাধা দিয়া বলিলাম,—"মাপ করবেন, তাকে আমি বোধহয় বেশী জানি।

ভাবের আতিশয্যে একটা অভাবনীয় কিছু ঘটাইয়া বসা তার পক্ষে খুব অসম্ভব নয়! না হয়, যদি ফেরে ত'—ছয়মাস কি বছর খানেক পরে!"

ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমিও ওই রূপই কিছু বলতে যাচ্ছিলুম,—আপনি বাধা দিয়ে আমার মনোভাবটাই প্রকাশ করেছেন! যাক কিন্তু চাই একজন,—সে সম্বন্ধে ভাববেন। কাল দেখা হবে কি? সময়টা জানলে আমিই আপনার কাছে যেতে পারি।"

"সময়ের কথা বলছেন? দেখুন—কোনো কিছুকে প্রচুর পরিমাণে পেতে হ'লে তাকে—চাইনা বলে ত্যাগ করাটাই তার সহজ উপায়। সময়টাকে তাই ছেলেবেলা থেকেই ত্যাগ করেছিলুম—ঘেঁসতে দিইনি! কখন যে 'দিন যায় রাত্তি আসে,' সে খোঁজ কোনো দিনই ছিলনা। এখন তাই সে নিজেই এসে—'আমি তোমারি' বলে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সে আমার অধীন—সব সময়টাই আমার। আপনি যখন ইচ্ছা আসতে পারেন। তবে—আপনাকে আর আসতে হবে না,—আমিই আসব'খন।"

ডাক্তার বাবু নির্বাক শুনিতেছিলেন,—এইবার সশব্দ হাস্যে বলিলেন,—"সেই ভালো,—কিন্তু আমি যে এখনো সময়ের অধীন!"

"বেশ বারাণ্ডায় একখানা 'ইজিচেয়ার' রাখিয়ে দেবেন,—আপনাকে সারাদিন না পেলেও আমি uneasy হ'ব না। 'কাল দেখা হবে,' " বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় লইলাম।"

৫৭

ধর্মশালা হইতে যে অস্বস্তি লইয়া বাহির হইয়াছিলাম—চিকিৎসাশালায় তাহার প্রতিকারের আশা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিলাম।

পথেই পোস্ট-আপিস। একখানি পত্রের আশা করিতেছিলাম! দেখিয়াই যাই।

পোস্ট আপিসে তখন 'ওভার-কোটের' হাট ভাঙ্গিয়াছে, কেবল 'জার্সি' আঁটা, চুল ফেরানো বাবু-চাকরের দল—কে একজনকে ঘিরিয়া, বারাণ্ডার বাহিরে গোলমাল করিতেছিল।

বারাণ্ডায় উঠিবার সময় কাণে আসিল,—"ইনি মস্ত লোক, এঁকে ধরলেই কাজ হবে।"

এত বড় সুমধুর অপবাদটা শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিতেই হইল।—একটি স্ত্রীলোক ঝড়ের মত আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিল, বিধবা—বয়স্থা। কি আপদ—পাগল নাকি! "ব্যাপার কি—ছাড়ো, ছাড়ো।"

বলিল,—"বাবা—বিম্‌লির চিঠিখানা আমাকে দিতে বলনা—এ পোড়ারমুখোরা আমায় দেবেনা। পাঁচ মাস তার খবর পাইনি। আমি কেন মরতে এসেছিলুম গো!"—চীৎকার—কান্না!

কি বিপদেই পড়িলাম! পা ছাড়েনা, বলে,—"আমি মন্দ জাত নই গো—সদ্‌গোপের মেয়ে, তোমাকে নাইতে হবে না।"

সেটা ম্যাথরে ধরিলেও হইতনা। কিন্তু এ কি বন্ধন! বলিলাম,—"তুমি কে বাছা?"

"ওগো আমি ব্যাঁটরার বিমলির মা,—সে যে এই পেরথম পোয়াতী গো! আমি কেন মরতে এসেছিলুম গো!" আবার চীৎকার—কান্না!

কি মুস্কিলেই পড়িলাম! জার্সি-জমায়েৎ হাসিমুখে মজা দেখিতেছিল। তাহাদের দিকে চাহিলাম—জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিছু জানো?"

শুনিলাম,—ও ওই বোমপাস টউনের * * বাবুদের বাড়ীর কাজ করে। পাঁচ মাস এসেছে, না পায় মেয়ের চিটি, না পায় মাইনে। ও বলে,—চিটি আসে—ওকে কেউ দেয় না।"

"মিছে কথা বলিনি বাবা—তীথি স্থান। সে যে নেকা-পড়া জানা মেয়ে, পাড়ার মেয়েদের চিটি নিকে দেয়, আর আমাকে নেখেনা!"

পোস্ট অফিসের একটি বাবু বারাণ্ডায় আসিয়া মজা উপভোগ করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাই নাকি?"

"কি করে জানবো মশাই। বাবুদের চিটি আর তাঁদের 'কেয়ারে' যে চিটি আসে,—সবই তাঁদের লোক নিয়ে যায়,—'কেয়ারে'র চিটি স্বতন্ত্র কারুকে দিতে তাঁদের মানা আছে।"

বললুম,—"এ স্ত্রীলোকটি যখন—পায়না বলছে, তখন ওর নামের চিটিখানা ওকে দিতে আপত্তি আছে কি ?"

"আপনি ত' বেশ লোক! কার চিটি কাকে দেব মশাই! ওই যে বিমলির মা তার ঠিক কি,—চেনে কে idontify (সনাক্ত) করবে কে!" ইত্যাদি।

আমি অবাক হইয়া লোকটিকে দেখিতে লাগিলাম—বাঙ্গালী কি? খুব কড়া কর্তব্যপরায়ণ ত'! যে আজ পাঁচ মাস পত্রের জন্য পাগল হইয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে তার নামের পোস্টকার্ডখানা দিতে identification চায়! হুকুম তামিলের অভ্যাসও আছে। সত্বর উন্নতি করবে দেখ্‌ছি।

স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিল,—"শুনলে কথা! বিমলিকে বিউলুম—আজ আমি তার মা নই! এরা দিনকে রাত করে গো, আমার কি হবে গো!" (কান্না)

যা হবে তা ত' বুঝিতেই পারিতেছি, এখন আমাকে ছাড়িলে যে বাঁচি। আর কিছুক্ষণ থাকিলে আমাকেও না—ওই বলিয়া চীৎকার করিতে হয়!

নিমক-নিষ্ঠ বাবুটির মাথায় টুপি না থাকায়—আপিস ঘরে ঢুকিবার সময় আমাকে সন্দেহ-মুক্ত করিয়া গেলেন।

"যখন ধানের গোলা ভরা ছিল, তখন রাখাল সামন্তও পিসি পিসি করতো। বিরাজ মিছে কথা কবার মেয়ে নয় বাবা—এখনো বেঁচে আছে—"

কি জ্বালা, বাধা দিয়া বলিলাম,—"সে সব ত' ঠিক কথা, তা একবার দেশে যাওনা!"

"আ—আমার পোড়া-কপাল,—সব বুদ্ধিমানই সমান! তবে আমি কার কাছে যাব গো—" (কান্না)

"কি হ'ল ?"

"আমার মাথা হল—কোনো পোড়ারমুখোই আমার কথা বুঝবেনা গো!—আমায় যেতে দেবে কে,—দিচ্ছে কই! এখানে চোর ডাকাতের ভয় বলে—

গেঁটের কুড়ি টাকা আর উনিশ গণ্ডার হারছড়াটাও নিয়ে রেখেছে,—দেয়না। দিলে ত' চলে যাই,—আমার মাইনেয় কাজ নেই।—"

"বিমলি বলেছিল গো—'হারছড়াতো সেই আমাকেই দিবি—কোথায় কে কবে নিয়ে নেবে—রেখে যা মা।'—"

"ভাবলুম—মাসখানেক পরেই তিখ্‌খি করে ফিরে আসছি,—এমন ভদ্দোর নোকের সঙ্গ আমার আর কবে মিলবে।—"

—"ওগো কেনো মরতে তার কথা শুনিনি গো! আমায় খুব তিখ্‌খি করিয়েছে। এখানে এসে ডেরা গাড়লে, আর নোড়লো না। গিন্নি বলে—খাসির-মাস পর্যন্ত হজম হয়—এমন তিখ্‌খি আর আছে নাকি! তোকে খাওয়া-পরা আর সাতটাকা মাইনে দেবো—থাক।—

—"যাবার নাম করলে বলে—'যা দিকিন দেখি,—জানিস ত' আমার ছেলে টিপিটি—লাটসায়েব কথা শোনে। যাবার নাম করবি ত' রাস্তায় ন্যাংটো করে বেত মারবে,—তোর কোনো বাবা রক্ষে করতে পারবে না!—

"ওগো তোমরা দেখনি,—সে সত্যিকার টিপিটি গো—সত্যিকার টিপিটি,—যেন হাওড়ার পুলের বয়া, ভ্যাঁটার মতো চোক। দেখলে ভয় করে।—"

—"খাসির মাস খেয়ে খেয়ে মাগীর মুখখানাও যেন বাগের মুখ দাঁড়িয়ে গেছে,—কথা কয় যেন খেতে আসে! আমাকে দিয়ে সেই সব অখাদ্যির এঁটো নেওয়ায়! ওগো আমি কি তিখ্‌খি করতে এলুম গো,—আমার কপালে এই ছিল গো!" (চীৎকার কান্না)

তাই ত', বিদেশে এনে গরীব স্ত্রীলোকের উপর এ কি জুলুম!

বিমলির মা থামেও না—পাও ছাড়েনা। বলে,—"ওরা আবার আমায় যেতে দেবে,—আমার টাকা দেবে,—মাইনে দেবে? হারছড়া দিলে যে বাঁচি! শীতে মরচি, একখানা পুরুনো চাদরও দিলেনা,—যে করে কাটাচ্চি, মা কালীই জানেন। একটু কাঁদতেও দেয়না গো, বলে অকল্যাণ করছিস! তাই—রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াই। কোনো পোড়ারমুকোর দয়া হলনা! বিমলিকে আর দেখতে পেলুম না,—আমি কেনো মরতে এসেছিলুম গো!" (কাতর ক্রন্দন)

বন্ধন ভুলিয়ে দিলে। তীর্থের লোভ দেখিয়ে এনে—অসহায়া স্ত্রীলোককে এই অবস্থায় ফেলেছে! এর আর পাগল হ'তে বাকী কি!

শেষে বিমলির ঠিকানাটা লিখিয়া লইয়া বলিলাম, "ভেবনা, এক সপ্তাহ মধ্যে মেয়ের চিঠি পাবে। তার পর অন্য উপায়।"

অনেক আতঙ্কপ্রদ শুভ-কামনা লাভের সহিত, অর্থাৎ—সোনার দোত-কলম, দীর্ঘজীবন, রাজা হওন,—পা দু'খানাও ফিরিয়া পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। যে পত্রের আশায় আসিয়াছিলাম তাহার জন্য কর্তব্য-নিষ্ঠ কর্মচারীটিকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না। বাসা-মুখে রওনা হইলাম।

মাতুলের কথা মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন—"এখানে আর সুখ নেই, এক মাগীর জালায় নিশ্চিন্তে পথে পা বাড়াবার জো নেই। ঘরের পয়সা ফেলে—সখের হাওয়া খেতে এসে, ফ্যাঁসাদ পোয়ানো কেন রে বাবা!"

এখন দেখিতেছি—এই বিমলির মাই ছিল তাঁর নম্বর টু অন্তরায়।

ফিরিবার সময় দেখি বম্পাস্ টাউনের পথে,—বিমলির মার সহিত কথা কহিতে কহিতে ধর্মশালার বীরেশ চলিয়াছে—সে আবার কোথা হইতে জুটিল! পরিচিত না কি?

দূর করো,—আর মাথা খারাপ করা নয়—সকাল থেকে অনেক হয়েছে। বাসায় ঢুকিয়া পড়িলাম।

৫৮

বৈকালে গণেন বাবুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক কথাই হইল,—দেশ, বর্তমান যুগ, বাঙ্গালীর জটিল ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে বটে—কিন্তু এখনো এলোমেলো; ইত্যাদি।

শেষ গণেন বাবু বলিলেন—"মানুষ থাকলেই সব আপনি গড়ে উঠবে—উঠতে বাধ্য। মানুষের ভেতর দিয়েই মনুষ্যত্ব বলুন, মানবতা বলুন, সময়ে আপনি দেখা

দেয়,—সব তার মধ্যেই আছে। শিক্ষা কি অনুশীলন তাকে কেবল এগিয়ে দেয়—শ্রী দেয়। আত্মার মধ্যে এমন একটা বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তা আছে যা অজান্তেও সম-বেদনাশীল। সেখানে দেশ জাতি বা চেনা অচেনা বিচার নেই। দুঃখে কষ্টেই তার পরিচয়টা ভালো মেলে। গত তিন বৎসরে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়টা ভালো মেলে। গত তিন বৎসরে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি।"

"একটা বলুন না শুনি।"

"শুনবেন?" বলিয়া গণেন বাবু মিনিটখানেক অন্যমনস্ক থাকিবার পর বলিলেন—"একবার পৌষের শেষে আলমোড়া চলেছি—যদি উপকার পাই। শীতবস্ত্রের মধ্যে একটি ফ্লানাল্ শার্ট্ আর একখানি পুরাতন র‍্যাপার। কন্‌কনে ঠাণ্ডা—আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ফি ইস্টেশনেই লোক নাবছে উঠছে,—অধিকাংশ দোর-জানলা খোলাই থাকে—গাড়ি ছাড়লেই হু হু করে হাওয়া ঢোকে। রাত এগারোটার মধ্যেই আমার হাত পা অসাড় হয়ে এল,—হাত পায়েব কাজ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল,—উঠে দোর-জান্‌লা বন্ধ করতে পারি না। হতাশ হয়ে ভাবলুম—রাত একটার মধ্যে নিশ্চই heart-এর action(হৃদ-যন্ত্রের কাজ) বন্ধ হয়ে যাবে।.........

"একখানা ছেঁড়া কম্বল পেলে তখন যেন রাজত্ব পাই! কোথায় পাব!..."

"আমার সামনেই একটি পাহাড়ী যুবক বসে ছিল,—দু'সুতির ময়লা মের্জাই, পাজামা আর টুপি পরা। পায়ে জুতার পরিবর্তে এক-পা ধুলো, গায়ে একখানা মোটা কম্বল—যার ধূসর রংয়ের ওপরও ময়লার প্রলেপ সুস্পষ্ট। এই সবগুলি একত্র হয়ে এমন একটা দুঃসহ দুর্গন্ধ ছাড়ছিল যা আমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল,—শক্তি থাকলে আর স্থান পেলে আমি অন্যত্র সরে যেতুম।—"

"রাত বারোটার পর আমার হৃদ্‌কম্প সুরু হল, ঠিক বুঝলুম এইবার সহসা সব থেমে যাবে। বুকে হাত দু'খানা চেপে রাখবার চেষ্টা করছি—পারছি না।"

"যুবকটি বোধহয় আমার অবস্থা লক্ষ্য করছিল;—বেঞ্চির ওপর-নীচে দেখলে, যদি আমার আর কিছু আসবাব থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের

সেই কম্বলখানা খুলে, বলা নেই কওয়া নেই আমার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলে! অন্য সময় হ'লে সেই ছোটলোকের এই ইতর ব্যবহারটা কি ভাবে নেওয়া হ'ত তা বলাই অনাবশ্যক। আমি কেবল মাত্র কোন প্রকারে বললুম— 'তোমাকে ঠাণ্ডা লাগবে!'—

"সে মৃদু হেসে বললে—'আমি পাহাড়ী চাষী-মজুর লোক—ঠাণ্ডা আমার সওয়া আছে!'—

"আগের ইস্টেশনে গাড়ী থামতেই, খুব গরম এক ভাঁড় চা এনে আমাকে খাওয়ালে, আর কম্বলখানা টেনে আমার নাকমুখ ঢেকে দিলে। বললে— 'কিছুক্ষণ ঢাকা থাক।'

"না হল তায় কষ্ট, না পেলুম কোন গন্ধ,—আরামই বোধ করলুম! আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচলুম। কী প্রতিশোধ!...

"আমি সেই ঢাকা অবস্থাতেই বেশ আরামে ছিলুম! সে যে কখন অন্য ইস্টেশনে নেবে চলে গেছে—জানতে পারিনি,—সেও জানতে দেয়নি!"

গণেন বাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করায় চেয়ে দেখি—কোঁচার-কাপড়ে চোখ মুছচেন।

এখন গণেন বাবুর চোখে জল পড়ে।

বললেন—"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।"

এতক্ষণ এত কথা হইল—বাদ পড়িল কেবল পারিবারিক প্রসঙ্গ। না গণেন বাবু সে বিষয় উত্থাপন করিলেন,—না আমার সাহসে কুলাইল! সেটা ঠিক এড়ানই হইল!

দেখি—বম্পাস্ টাউনে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিকালটা না আবার সকাল হইয়া দাঁড়ায়! কি জানি কখন কোন এক 'সদন' হইতে বিমলির-মা বাহির হইয়া পড়িবে! প্রত্যেক ভবন, সদন বা নিকেতন আমাকে সচকিত করিয়া তুলিতে লাগিল,—যেহেতু, কোনো সৌধই "টিপিটির" (ডিপুটির) অযোগ্য নয়! অস্বাচ্ছন্দ্য আসিয়া গেল।

বলিলাম,—"এইবার ফেরা যাক,—আপনার অতিরিক্ত হয়ে যাবে।"

"এখন আমি বেশ সেরে উঠেছি—শরীরে বলও পেয়েছি, একটুও কষ্ট হচ্ছে না ত'। তবে—ফিরতে ত' এতটাই, ফেরাই ভালো। আপনার পক্ষেও বেশী হচ্ছে।"

"সে ভয় পাবেন না,—ঘোরাতেই আমার স্থিতি,—উটি বন্ধ হলেই পতন,—গ্রহের সামিল কিনা! তাঁরা গতি নিয়ে আছেন—দুর্গতিটা নেবারও ত' কেউ চাই। এই দেখুননা—তাঁরা শূন্যে ঘোরেন—পাশ কাটাবার যথেষ্ট জায়গা পান, আমাকে মাটির ওপর ভিড় ঠেলে ঘুরতে হয় জুতোও ছেঁড়ে কম নয়—পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তাঁদের সঙ্গে এই-যা প্রভেদ।"

গণেন বাবুকে আজ সশব্দে হাসিতে শুনিলাম। বলিলেন—"জীবনটাকে গায়ে মাখেন নি দেখছি—বেশ উড়িয়ে দিয়ে চলেছেন!"

"তা কি হয় গণেনবাবু। যা মাখা হয়েছে তা মুছতেই কয়েক জন্ম নেবে। যিনি যখন দয়া করে ঘাড়ে এসে পড়েন—তাঁকে চিনতে পারাই যথেষ্ট। তাহ'লেই তাঁর রংটা কামড়ে ধরতে পারে না—ফিকে হয়ে যায়, দু'এক ধোপেই সাফ্। সেই টুকুই যথালাভ। এড়াতে কি পারা যায়, তার যে ওই পেসা!"

গণেনবাবু একটু নীরব থাকিবার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মনে হচ্ছে তিন বচরে রোগ আর দুঃখ-কষ্টটা আমাকে কত সত্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলে—কত অজানারে আপন করে পাওয়ালে, যা—তিন জন্মের সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে মিলতনা! কিন্তু তাতে হ'ল কি! যেখানে ছেড়েছিলুম—আবার ত' সেইখান থেকেই সুরু করতে হবে! এক পা'ও ত' এগুলুম না!"

মুখে বিষণ্ণতার ছায়া লইয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক হইতে দেখিয়া বলিলাম—"সে কি গণেনবাবু, মানুষের বাইরের এগুনোটা ত' মোটারের মোশন্ আর মূল্যের মাপ্ ধরে—সেটা গড়ের-মাঠ মুখো! মানুষের সত্যিকার এগুনোর স্থান ভেতরে। কে বললে—আপনি এগোন নি! হ্যাঁ—কাজ চাই বই কি,—পুরুষের পৌরুষই কাজে। যে প্যাহাড়ী চাষী-যুবকটির কথা বললেন—আপনার কষ্ট দেখে তার হৃদয় কাতর হয়ে উঠেছিল, সে মানুষ বলে—সমবেদনায়, আত্মার টানে। কিন্তু কে বলতে পারে,—তার অজ্ঞাতে তার কর্মশক্তি তাকে কম্বলখানি

ত্যাগ করবার সাহস যোগায় নি ! অন্যান্য প্রবৃত্তির পেছনে তার অলক্ষ্যে তার শ্রমনির্ভরতা থাকা অসম্ভব কি !"

"দেখুন—আমি যেন কেমন হয়ে গেছি,—অমন করে ভাবতে পারিনা !" সুস্থ সমর্থ বোধ করলে মানুষের কর্ম-কামনা, কার্য-চাঞ্চল্য, আশা বোধহয় আপনিই আসে। আমি যে বেশ সেরে উঠেছি—এটাও তার একটা প্রমান। এতদিন আত্মীয় স্বজন কি বন্ধুবান্ধব কা'কেও একখানা পত্র লিখতেও ইচ্ছা হ'তনা। সেদিন কিন্তু আপনা আপনিই একটি সহপাঠী বন্ধুকে পত্র লেখবার চাঞ্চল্য এল—না লিখে থাকতে পারলুম না,—এতদিন না লিখে যেন অন্যায় করেছি—সুধাংশু এখন এটর্ণী। এই দেখুননা, সকলেই ঠিক করেছে—আমি বেঁচে নেই ! সত্বর যাবার জন্যে জেদ করেছে। বাড়ীতে তার এখন আর কেউ নেই,—স্ত্রী পুত্রের শরীর ভাল না থাকায়—শ্বশুরের কাছে হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিয়েছে ;—লিখেছে—

"সত্যি বলছি গণেন—তোমার পত্রখানি যেন কৃপার মত পেলুম। বড়ই ফাঁকা বোধ হচ্ছে, তোমাকে পেলে বড়ই সুখী হব। কেবল কাজ আর কাজ,—জীবনটা বড়ই একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সময় তোমাকে পেলে বেঁচে যাই। তোমার তরে না হয়, অন্ততঃ আমার তরে এসো। বঞ্চিত করনা ভাই—সত্বর চলে আসা চাই। হাতে কাজও বিস্তর—আমি তোমার সাহায্য চাই। আমি দিন গুণবো। আশা করি—আমার কথাগুলো পূর্বের মত' অসঙ্কোচে নিতে পারবে।"

পাঠান্তে গণেন বাবু আমার দিকে চাহিলেন। আমি তখন মস্ত একটা তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—যে বিষয়টার উত্থাপন পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সমস্যার মত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনার মধ্যেই সহজ মুক্তি লাভ করিয়াছে !

গণেন বাবু কথা কহিলেন—"ডাক্তার বাবু যদি"—

বলিলাম—"আমিই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর মতামত জানব'খন,—ও কাজ আমার রইল। আপনি নিজে যদি বেশ সুস্থ সবল অনুভব করে থাকেন,

তাহ'লে এ রকম বন্ধুর ওরূপ প্রস্তাব আর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে বলা কারুরই উচিত হবে না।"

"জয়হরি বাবুকেও"—

"সে ডাক্তার বাবু বললেই হবে।"

৫৯

গণেন বাবুকে ধর্মশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর বাসায় চলিলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে,—আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। চাঁদ দেখিয়া হাঁ করিয়া গাড়ি চাপা পড়িবার সখের দিন গিয়াছে,—এখন সে লাণ্ঠানের কাজ করে—তাই তার খোঁজ আর খাতির।

গিয়া দেখি—বারাণ্ডায় 'ইজিচেয়ার' রাখা আছে, পাশেই একটি বেতের টেবিলে সিগারেটের কৌটা আর দেশালায়ের বাক্স! কেবল ডাক্তার বাবু নাই।

যিনি এতটা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার হইয়া আমি না হয় একটু করিলাম। নিজেকে নিজেই 'বসুন' বলিয়া চেয়ারে গা ঢালিলাম। এতটা ঘোরার পর বড়ই আরাম বোধ হইল। সিগারেট সহযোগে সেটা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিয়া—চেয়ার-জোড়া মূর্তি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আবার কি চাও, রাত্রে কোথাও যাবার-টাবার কথা কয়োনা বাপু।"

বলিলাম—আজ্ঞে যাবার কথা আমি মুখেও আনব না'—indoor patient করে নেন ত' বাঁচতেও পারি,—এখানে বড় ঠাণ্ডা।"

তিনি সশব্দ হাস্যে বলিয়া উঠিলেন…"আপনি! অন্ধকার কি না, বুঝতেই পারিনি, মাপ্ করবেন। চাকর ব্যাটারা একটা আলোও দেয়নি! এই ভিখন্ —ভিখন্"…

বলিলাম আমি চুপচাপ এসে বসে পড়েছি, ওরা কেউ টেরও পায়নি, ওদের কোনো দোষ নেই।"

"ঘুরে ঘুরে মাথার ঠিক ছিল না, চলুন চলুন—ভেতরে চলুন। কতক্ষণ এসেছেন ?"

"এই তিনটে সিগারেট তিন দিকে রওনা করেছি মাত্র !"

"ঘরে বসিয়া গণেন-বাবু সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। সুধাংশু বাবুর পত্রের মর্ম শুনিয়া তিনি খুবই খুসী হইলেন, কারণ ওইরূপ একটা কিছু বড়ই প্রার্থনীয় ছিল। বলিলেন—"গণেন বাবু এখন অনায়াসেই যে কোনো কাজ করতে পারেন, কাজ করা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার। তিনি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। একজন সঙ্গী মিললে ভালো হ'ত, না পেলেও শঙ্কার কোন কারণ নেই।"

* * * * *

বাসায় ফিরিলাম—প্রায় নয়টা। ঘরের মধ্যে দুই পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল ! তড়াক করিয়া এক লাফে আবার বাহিরে আসিয়া পড়িলাম !

এ কথা ত' একদিনও ভাবি নাই ! পাহাড়-ঘেরা সাঁওতালের দেশ,—এটা আবার তায় শিব-ভূমি, সাপ ত' থাকবেই, থাকবারই কথা ! বাবাই রক্ষা করেছেন ! একেবারে বিছানার মাঝখানে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ফণা বিস্তার,—বাপ্ ! অভ্যাস মত' সরাসরি গিয়ে বিছানায় বসবারই ত' কথা ! উঃ, গিয়েছিলাম আর কি ! ওর এক ছোবলেই ধ্যাওড়া প্রাপ্তি হ'ত ! বুকটা দুর্‌দুর্ করতে লাগল।

বাইরে থেকে যতই দেখি ততই তার ফণা ফোলে আর দোলে ! ল্যাম্পটা দোরের পাশেই ছিল,—পেসাদার টানিয়ের হাত থেকে হুঁকোটা পাবার প্রত্যাশায় হাত যেমন এগোয়, আর তাঁকে ততই চক্ষু বুজে প্রগাঢ় ধ্যানস্থ হতে দেখে পেছয়,—আলোটা দু-প্যাঁচ বাড়িয়ে দেবার জন্যে আমারো সেই অবস্থা দাঁড়াল ! শেষ বাবাকে স্মরণ করে, কম্পিত হস্তে এক প্যাঁচ বাড়িয়ে ফেললুম। সাপ নড়েনি। শুনেছি—আলো দেখলে স্থির হয়ে থাকে।

এক-পা বাড়াইয়া কাজটা করিয়াছিলাম। পা-টা সট্ করিয়া টানিয়া লইবার সময় একটা কি পায়ে লাগিয়া দোরের মাঝখানে আসিয়া পড়িল! আবার লাফ—একদম রাস্তায়!

কেহই নড়েনা। কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া উঁকি মারিয়া দেখি—জয়হরির এগারো ইঞ্চি জুতোর একপাটি! রক্ষা,—কিন্তু আর একপাটি কোথা!

বিছানায় ফণা বাগানই আছে। জুতো নাকি! তিন-আনা ভয় তিরোহিত। তবু—কি জানি! সাবধানের মার নাই,—অসম্ভব কিছুই নয়! বেহুলার গানে ত' শোনাই আছে—"লোহার বাসরে কাটে বাছা লখিন্দর।"

চশমা মুছিয়া,—সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে এক পা বাড়াইয়া ফোকস্ ফেলিলাম। এ কি,—জুতোই ত'! উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। হাফসোল্ লাগান হইয়াছিল,—তিন ভাগ বাঁধন ছিঁড়িয়া সে বেঁকিয়া ফণা তুলিয়াছে!

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কবির এত বড় কথাটা "এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে" মানুষে শুনলে না—জুতোয় শুনলে!

নিকটে গিয়া দেখি তার চতুষ্পার্শ্ব চাদরখানির দুই বর্গফুট ধূলায় অন্ধকার করিয়া তিনি পড়িয়া আছেন। ব্যাপার কি—সে নিজে গেল কোথায়! সেবার লেপের মধ্যে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার করিয়াছিল,—এবার জুতোর জান্ বাতলাবে নাকি!

যাক, ভাগ্যে গোলমাল করি নাই—কুটুম্বের বাসায় কি কেলেঙ্কারিই করা হইত!

কপালের ঘাম মুছিতেছি,—বাহিরের র'কে দুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি—জয়হরি একলম্ফে রকে উঠিয়া—"এই যে আপনি!" বলিয়া ঝড়ের ঝাপ্টার মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে—

"উঃ, বাঁচলুম,—কি করে এলেন? তারা যে বললে—সকালে এসে চিনে নিয়ে যেও! আচ্ছা সে শুনব'খন। পাঁচটা পয়সা দিন—বাতাসা এনে আগে হরিরলুট দিয়ে ফেলি!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে এতগুলো কথা একটানেই বলিয়া গেল। আমি ত' অবাক। পাগল হ'ল নাকি! বলিলাম—

"বোসো,—একটু শান্ত হও; ব্যাপার কি?"

"আপনি আমার ওপর রাগ করেই এই সব করেছেন। আমি কি মা'র কাছে আর মুখ দেখাতে পারতুম! ফিরতুমই না! সেদিন ত' বললেন—'তাড়াতাড়ি নেই'।"

"হ্যাঁ—তা হয়েছে কি?"

"এই ত' একলা বেরিয়ে কি রকম বিপদে পড়েছিলেন! বিপদটি ত' আপনার একলার নয়। আমাকে ডাকলেই ত' হ'ত। সেদিন কতবার বারণ করে গেলুম—একলা বেরুবেন না। তবে আর কি করে থাকা হয়! কাজ নেই—আপনি চলুন। আমার আজ সব রক্ত শুকিয়ে গেছে!"

আমার জন্য তার দুর্ভাবনা দেখিয়া হাসিও পাইল—দুঃখও হইল,—কারণ তার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ ছিলনা। বলিলাম—

"বিপদটা কি পেলে?"

"সে আমার জানতে বাকী নেই,—খোঁজ না নিয়ে আর ফিরিনি। এবার কর্তাকে নিয়ে যেতুম। আপনি কুপুত্তুরদের হাত থেকে ফিরলেন কি করে বলুন দিকি! অনেকগুলি টাকা গেছে ত'? আমি সঙ্গে থাকলে আর—"

বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিবার জন্য এবং নূতন আবার কি ঘটাইল জানিবার জন্য বলিলাম—

"সবটা খুলেই বলনা শুনি।"

বলিল—"সাতটার পর এসে দেখি—আপনি নেই। বাণেশ্বর বললে—চারটের আগে বেরিয়ে গেছেন। মাথা ঘুরে গেল,—চারটের আগে! ট্রেণের সময়ই ত' ওই! ছুটলুম ইস্টিশনে।—

"বাবুরা বললেন—'না, তাঁকে আজ দেখিনি—ইস্টিশনেই আসেন নি।' তবে! আমি বসে পড়লুম!—

—"কি সব ভালোলোক মশাই—একটা কিনারা করেই দেন! আমার,

অবস্থা দেখে লগেজ-বাবু বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এলে আমার হাতে পড়তেই হবে। ভাববেন না।'

—"সেদিন বললুম—ফোটো তোলানো যাক,—কথা ত' শুনবেন না! আপনার কি! যাকে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা শুনো করতে হয়—ভুগতে হয় তাকে। টিকিট্‌বাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন—করবেনই ত'—'ফোটো আছে?' বোকার মত মাথা নাড়তে মাথা কাটা গেল। কাল আপনার ফোটো তুলিয়ে তবে অন্য কাজ! আর 'না' বলতে দিচ্ছি না।—"

—"তখন ট্রেণের সময় নয়, সকলে এসে ঝুঁকে পড়লেন। তীর্থস্থান কিনা—যদি কারো উপকার করতে পারেন।—

—"ইস্টিশন-মাস্টার কী চিন্তিতই হয়ে পড়লেন! ভেবে ভবে বললেন, 'উঁহু, ভালো বুঝছিনা,—যাই হোক, থানায় খোঁজটা নেওয়া দরকার মনে হচ্ছে। কিন্তু হারালে শেষ তাদের হাতেই পড়ে,—চালান না হয়ে যায়, আপনি চট্ একবার দেখুন। এখানে এমন হামেশা হয়।'—"

—"পুণ্যস্থান—তাই না এমন মতিগতি! কে এতটা করে মশাই!"

—"ছুটে বাসায় আসছিলুম,—যদি এসে থাকেন। কে দেখেছে মশাই—একটা গাধা রাস্তার মাঝে শুয়েছিল; বেটা গাধা কিনা! তার পিটে ঠোকোর লেগে, তাকে ডিঙিয়ে টোপ্‌কে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়লুম। এই দেখুন না"...

দেখি,—ডান হাতের কনুইটা ঘেঁস্‌ড়ে ছাল উঠে রক্তারক্তি হয়েছে!

—"এখনো জলছে মশাই। তখন কি ওসব দেখবার সময় ছিল! তখন—হে মা কালী। এনে দাও।"

—"সঙ্গে সঙ্গে বেটার আবার চীৎকার কি! আর খটাখট্ শব্দ। কামড়াবে নাকি? টেনে ছুটলুম। বেটা গাধা—জুতোটা এমন বিগড়ে দিলে—এগুতে আটকায়—পেছটান ধরে। সবাইকে চেনা হয়ে গেল মশাই!..."

—"এসে দেখি—আপনি আসেন নি! তাড়াতাড়ি আপুদে জুতো দূর করে ফেলে ধুল-পায়েই থানায় ছুটলুম।"

—"আহা—গিয়ে যেন তপোবনে ঢুকলুম! আপনি ত' দেখেইছেন,—গরু,

বাচুর, ছাগল, শূওর, গাধা, টাটু, মানুষ…সব এক ঠাঁই,—যেন রামরাজ্যি! সব উর্ধ্বমুখ, স্থিরনেত্র,—খাই খাই নেই—যে-যার চিন্তায় চুপচাপ। কি শান্ত ভাব মশাই! যমের বাড়ী না গেলে আমাদের আর ও-ভাব আসবেনা—ছুটোছুটি থেকে ছুটি পাবনা। মানুষগুলি যেন সাধনের ধন লাভ করে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছেন। বললেন—

'কেয়া মাংতা?'

বললুম—'এখানে কোইকো নিয়ে আসা হায় কি? কোথাও মিলতা নেই।'

বললেন—'ক্যায়সা রং?'

নিজেকে দেখিয়ে বললুম—'এই হামরা রং।'

বললেন—'তোম্‌কো কোন্ পয়ছান্‌তা;—রাতমে নেহি মিলে গা। সবেরে আস্‌কে পছানকে লে জানা। দশগণ্ডা লাগি'।'

"যাক, পাওয়া ত' যাবে,—বাঁচলুম। কিন্তু এই রাত্রিকালে কি খাবেন, কোথায় শোবেন, সিগারেট সঙ্গে আছে কি না,—ভেবে কান্না পেতে লাগলো।—"

—"ছুটে কর্তাকে নিতে এলুম। তিনি যেরকম গলিঘুঁজি মেরে বেড়ান,—কতবার থানাও গিয়ে থাকবেন, থানার লোকে তাঁকে চেনেই। তিনি গেলে—ছেড়ে দেবেই। দেরি করাও চলে না, কি জানি.—ইস্টেশন্-মাস্টার বাবুতো কোনো কথা রেখেঢেকে ক'ননি,—আপনার লোকের মত' সব কথা খুঁটিয়েই বলে দেছেন। দেরি হলে—চালান দিয়ে বসতে পারে। এতটা কে বলে মশাই!—

—"যাক,—এখন ধড়ে প্রাণ এলো! স্থান মাহাত্ম্য আছেই—তীর্থের প্রভাব! সব ডিপার্টমেণ্টই জেণ্ট্ (gent)—বলতেই ছেড়ে দিয়েছে! তা—আমার আগে এলেন কি করে!"

সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। হাসিব কি শাসিব, কি ব্রাহ্মণীর এই মিনিস্টার নির্বাচনের বাহবা দিব! জয়হরি তার অনুমান্ ও আক্কেল মত' যথাসাধ্যই করিয়াছে দেখিতেছি!

ভূতে-পাওয়া কথাটা শোনাই ছিল, অদৃষ্টেও যে ছিল তাহা আজ জানিলাম।

বাণেশ্বর গরম জলের বালতি লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "হাতমুখ ধুয়ে আসুন—ঠাঁই হয়েছে।" সে চলিয়া গেল।

জয়হরিকে বলিলাম,—"এ বিষয়ের উল্লেখ যেন কাহারো কাছে না-করা হয়।"

"রামঃ, আমাকে কি এমনি মুখ্‌খু পেলেন! ভদ্রলোকের পুলিশে যাওয়া! ও একটা গেরো ছিল—হয়ে গেল। আমি কি এমনি নির্বোধ! ও ওই আপনি গেলেন আর আমি জানলুম—বস্‌।"

"স্টুপিড্‌!"

৬০

"এ কি! আজ এর মধ্যেই ফিরলেন যে?"

কর্তা কোন কথা না কহিয়া, ছাতাটি রাখিয়া যুৎ করিয়া বসিলেন।

বলিলাম,—"সকালে বেড়ানো আপনার অভ্যাস,—এখানকার সকালটা খোয়াতে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে,—ক্ষতি বলে মনে হয়। কাজ আছে বুঝি?"

বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"বেড়াতে আর দিলেন কই! ধর্ম-শালায় গিয়ে ত' সব শুনেই এলুম,—সবারই ত' ফেরবার তাড়া পড়ে গেছে! অকারণ এতো ব্যস্ত হওয়া যে কেনো তাও বুঝি না!—

—"কি কষ্ট হচ্ছে, তাও খুলে বলবেন না। কেউ কি বলেছি যে বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন করতেই হবে! এমন অন্যায় কথা বলবো কেনো! তাঁর চরণামৃত খেতে বলেছি কি!—বলুন? আমি কি জানিনা—আপনারা ভালো লেখাপড়া শিখেছেন,—ওটা যে ব্যাসিলির বাসা, সে-জ্ঞান খাসা আছেই। তবে আমার অপরাধটা কি,—বলুন!"

শুনিয়া আমি ত' অবাক। কি যে বলিব ভাবিয়া পাইনা। বলিলাম—"আপনি ও-সব কি বলছেন?"

"না,—দেশ কাটছিল;—এঁরাও কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকেন,—বদ্-ফরমাজ্ কি দুর্ভাবনা inject করবার (ঢোকাবার) ফুরসৎ পেতেন না। পাঁচ রকমে অম্বলটাও দেবে থাকছিল। আমারো বেড়াবার বহর আর বাহার দুই-ই বেড়েছিল,—বেশ ছিলুম। এইবার সুদে আসলে গুণতে হবে দেখছি।"

বলিলাম,—"আপনার কথায় একবারও 'না' বলতে পারিনি,—হ'লও অনেক দিন। কাশী থেকে"—

বলিলেন—"হ্যাঁ—তা বটে, তা এটিও তীর্থক্ষেত্র। তবে, কাশী 'নির্বাণ' দেন,—এখানে—ধিকি-ধিকি! ইনি রাবণের ঠাকুর কিনা,—নিবতে দেন না,—চিতা বেশ চড়্কো। তাই, মালদারেরাই আসেন,—রোশনাই চাই ত'।"—

আরো কত-কি বলিয়া যাইতেন,—সুরটা পুরবীতে ঝুঁকিয়াছে, সহজে থামিবেনা।

বলিলাম—"এমন আনন্দে আর এত' যত্নের মধ্যে জীবনের অল্প দিনই কেটেছে। আপনার সাহায্যে এখানকার প্রায় সবই ত' দেখা হয়ে গেছে—"

"কই—আপনি ত' আজো মফঃস্বল মাড়ান নি!"

বলিলাম—"পল্লীতে পা না দিয়ে ওর গুণগান আর ওর জন্যে লম্বা-লম্বা আক্ষেপ ত' সহরে বসে কাগজে করাটাই রীতি। এ বয়সে আর রীতিবিরুদ্ধ কাজ করা কেন। জুতোও নারাজ;—তার দোষ নেই।"

"জুতো!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—এখানকার পথে পা দেওয়া, আর তাদের 'বিস্-কাপের' মুখে দেওয়া—একই কথা নয় কি? কাঁকর আর বালির মুখে, তলাটা সাত দিনেই সাফ্! এখানে এলে বেড়াবার বাতিক বাড়ে এবং তা ভালও লাগে—provided শ্বশুরের যদি জুতোর দোকান থাকে।"

এতক্ষণে কর্তার মুখে হাসি ফুটিল, বলিলেন—"তা বটে,—এই দেখুন না"—

কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। জয়হরি দম্কা হাওয়ার মত' ঘরে ঢুকিয়াই কর্তাকে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ মশাই, এবার পোষমাসটা মলমাস ছিল বুঝি? না' ঝম্প-বর্ষ (leap year) পড়ায় টোপ্কে চলে গেল;—চেহারা দেখতে পেলুমনা!"

তাহার পণ্ডিতি-প্রশ্নে আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—"তার তরে তিন মাস পরে হঠাৎ আজ তোমার এতটা মাথাব্যথা কেন ?"

সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, চাহিয়াই—"এই যে আপনি আছেন" বলিয়াই যেন দমিয়া গেল।

কর্তা জয়হরিকে পাইলে ও তাহার কথা শুনিলে খুসি হইতেন,—ফুর্তি দেখা দিত। তাঁহার ম্যাজমেজে ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়া গেল।

এক-গাল হাসি ঠেলিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর মত' মানুষ আছেন বলেই,—মাজাভাঙা সংসারগুলো খাড়া আছে,—মাথা উঁচু করে খোলা-হাওয়া টানতে পায়।—

"আমাদেরই যেন দাঁত পড়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরেছে,—পোষমাসটা মল-মাস দাঁড়িয়ে গেছে,—জয়হরি বাবু চিন্তাশীল লোক, আক্কেলে—সে-কেলে;—ঠিক ধরেছেন। ধর্মচ্যুত হয়েছিলুম আর কি!—সাধু সঙ্গের সুখই এই, চট্ বাঁচিয়ে দিলেন। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে—কিছু ঝুঁকিয়ে মাপলেই খোলসা,—কি বলেন জয়হরি বাবু?"

সে মুস্‌ড়িয়া গিয়াছিল, আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"উনি ওঁদের সব খেতে বলে এলেন কিনা—তাই। সেই Red P—রাঙা-আলুগুলো থাকে ত'—কাজ"—

কর্তা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিকই ত',—আছে বইকি, ঘুঁটের ঘরে—সারের সঙ্গ পেয়ে অঙ্কুর ছাড়চে। উঃ, আপনার লোক না হলে—কে এতটা ভাবে বলুন!"

আবার সেই মাসখানেক পূর্বের Red P (রাঙা-আলু) মাথায় পৌঁছিয়া, আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। বলিলাম,—

"ও দেখছি মরতে এসেছে,—কেউ বাঁচাতে পারবেনা! যেরূপ ঘনিভূত করে আনছে, ও ত' যাবেই,—আপনাকে আমাকেও রেখে যাবেনা—অন্ততঃ জেলে জমা দিয়ে যাবে! ওর ওই Red P-র পাক চড়াবার আগে—ও আগে একখানা 'ডেমি'তে আট আনার টিকিট মেরে লিখে সই করে দিক—'আমি স্বইচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে খাইতেছি,—ইহার পরিণামের জন্য কেহ দায়ী হইবেন না'।—

—"সরকার আটগণ্ডা সেলামী পেলেই ঠাণ্ডা হতে পারেন;—আমাদেরও রক্ষার রাস্তা থাকবে। ও কি জানের তোয়াক্কা রেখে খাবে ভাবছেন।"

সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"ডাক্তার বাবুরও নেমন্তন্ন আছে, তিনি যা বলবেন,—তাঁর পাশেই বসবো। নষ্ট হবে বলেই"—

হাসিও পায়,—রাগও হয়! আমি আর কথা কহিলাম না।

কর্তা বলিলেন—"আচ্ছা—আসুন ত' জয়হরি বাবু,—ও সব শোনেন কেনো, অনেক কাজ, আপনি না হলে হবেনা। কিন্তু—ঐ ছ'সের রাঙা আলুতে হবে কি?"

এই বলিতে বলিতে জয়হরিকে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

মরুক্ গে।

৬১

বাসায় আজ সকলেই ব্যস্ত,—ঘটার আয়োজন!

কর্তা সারাদিনই বাজার করিতেছেন।—একবার ফেরেন, তখনি—ইস্ সা-জিরেটা ভুল হয়ে গেছে—বলিয়া আবার ছোটেন।

বাণেশ্বর উঠানের মাঝখানে বসিয়া মাছ কুটিতেছে—তাহাকে কিছুতেই দেখিতে পান না।

—"বেটা সট্‌কেছে' দেখেছ,—হারামজাদার টিকি দেখবার জো নেই—বেইমান বেটা!"

বলিলাম—"ওর টিকি আছে নাকি?"

"কই—তা ত' দেখিনি! বেটা দেখায়ও না ত'। জাত জন্ম খেলে দেখছি! পেলে বেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন ,ত',—হয়েছে। ওরে বাপঁরে—ধর্ম নিয়ে কথা।—

"আমি চট্‌করে দাল্‌চিনিটে বদ্‌লে আনি,—একদম পেয়রা গাছের ছাল! বেটা দেখবে ?"

বলিলাম—"আপনিই ত' এনেছেন।"

"সঙ্গে থাকলে ত' দেখতো,—তা থাকবে ?"

দ্রুত চলিয়া গেলেন।

প্রাতঃকাল হইতেই এই ভাব চলিয়াছে।

জয়হরির আজ মেল-ডে (mail day); সে মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। গায়ে গেঞ্জী, মাথায় গামছা,—এই যা তফাৎ।—বজায় লুচি-ভাজা বামন! কাপড়ে তেল হলুদ,—পা মেলিয়া রাঙা-আলু-সিদ্ধ চট্‌কাইতেছে। মেয়েরা যা চাকিতে দিতেছেন—তাহাই মুখে ফেলিতেছে বা তাঁহারাই তাহার মুখে ফেলিয়া দিতেছেন, চাখার বিরাম নাই! পান-জরদাও মুহুর্মুহু চলিয়াছে। সে যেন ঠাকুর-ঝি!

বৈঠকের পাশের ঘরেই বাণেশ্বরের আস্থানা। মধ্যে মধ্যে সেখানেও তাহার সাড়া পাইতেছি,—সাড়াটা অবশ্য হুঁকার মার্ফৎ। সে টান রাঢ় ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য কোন ঝাড়ে জন্মায় না। তাহাতে—কমা, সেমিকোলন নাই, দীর্ঘ ব্যবধানে—ড্যাস্ আছে মাত্র, আর শ্রোতাদের কাছে—আড্‌মিরেশন্!

একবার শুনিতে পাইলাম বাণেশ্বর বলিতেছে—"কি করলেন বাবু,—ওটা যে আমার ডাবা!"

"অ্যাঁ তাই ত'—তোমার যে বড় ক্ষেতি করলুম!"

"আজ্ঞে—আমার আর ক্ষতি কি! আপনি—ব্রাহ্মণ—"

"ও—সেই কথা! তোমাদের বাড়ী না মেদিনীপুরে—দেড়হাত তফাতেই ত' শ্রীক্ষেত্র! কোনো দোষ নেই। 'এই—সুবর্ণরেখা পার হলুম" বলিয়া সজোরে একটি টান মারিল,—দপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল।—"যাঃ, অগ্নি-দগ্ধা, সর্বশুচি।"

কর্তা আসেন আর বাহির হইয়া যান, একবারও বসিতে দেখিলাম না। পথে আর বাজারে থাকিতে পারিলেই যেন আরাম পান,—ব্যস্ত থাকিলেই বাঁচেন। খুব নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

বসিতে বলায় বলিলেন—"না,—জয়হরি বাবু আছেন—কিছু দেখতে হবে না। এমন লোক খোয়ানো—"

চলিয়া গেলেন,—"দই আনা হয় নাই!"

*　　*　　*　　*

রাত্রে খাওয়া।

সন্ধ্যার পর গণেন বাবু ও ধর্মশালার যুবকদ্বয় আসিলেন:—অমর পূর্বেই আসিয়াছে।

কর্তা পূর্ববৎ ব্যস্ত, কেবলি বাণেশ্বরকে ডাক পড়িতেছে—

"বেটা আমাকে ডোবাবে। এই—থানেশ্বর,—থানেশ্বর!

—"উঃ, কি দুঃসময়ই পড়েছে—আর একটা মামুদও আসে না,—বেটাকে চেপ্টে টালিশ্বর বানিয়ে দেয়! এই—থানেশ্বর,—এই বেটা বধিরেশ্বর!"

অমর কম্ শোনে.—আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি চাচ্ছেন?"

বলিলাম,—পরে বলিব।

কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

কর্তা হঠাৎ ব্যস্তভাবে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিয়া গেলেন—"বড় দেরি হয়ে গেল ডাক্তার বাবু, কি করব—এই সময় চাকর ব্যাটাও কোথায় সট্‌কেছে! আপনাদের টাইমে খাওয়া—এতো খাওয়া নয়—কষ্ট পাওয়া! এই চাট্‌নিটে নাবলেই—জয়হরি বাবু চাকেন।

চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবু অবশ্য তখনো আসেন নাই।

তিনি রাত আটটার পর আসিলেন। কর্তার সামনে পড়ায়—"এই যে,—আবার ডাক পড়েছিল বুঝি,—উঃ, কি গোঁয়ারতুমি কাজ! মানুষ মারা,—নিজে মরা,—বাপ্‌! একটু স্থির হয়ে বসবার জো নেই। যাক আপনি ত' তবু ফেরেন!"

আমি তাঁহার সম্ভাষণ শুনিয়া সঙ্কুচিত হইতেছিলাম,—করেন কি!

ডাক্তার বাবু চিনিতেন, মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"হ্যাঁ—কেবল খাবার সময়।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"জয়হরির চাট্‌নি চাখা হ'ল কি?"

"উঃ—ভারি মনে করে দিয়েছেন। বসুন ডাক্তার বাবু, আর যেন কোথাও যাবেন না। ছিষ্টিছাড়া হিস্টিরিয়া আজকাল ঘর ঘর.—এখুনি রামও ছুটে আসতে পারেন, শ্যামও ছুটে আসতে পারেন! আমাদের সময় ত' মশাই শুধু "হিস্টিরিই ছিল,—তা সেটাও কম রোগ ছিল না। রাত জেগে মিছে কথা মুখস্থ করা,—সন্ধ্যে নয়, গায়ত্রী নয়,—বাবরশার বাপের নাম! আচ্ছা—এসে বলচি।"

চলিয়া গেলেন।—সকলের মুখেই হাসি।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"বেশ আছেন!"

বলিলাম,—"চাকরটি না থাকলেই —অনাথ!"

গণেনবাবুর সহিত নানা কথা চলিতে লাগিল।

অমর আমাকে বলিল,—"এখন আছ ত' মিছে বসে-বেড়িয়ে কি হবে, আমার সঙ্গে ঘোরো। রোজ পাঁচটা টাকা—গালাগাল! দু'দিনে দশ, তিন দিনে পনেরো, সপ্তায় পঁয়ত্রিশ, মাসে দেড়-শো,—কে দেয় হে,—বুঝলে! দাঁও পেলে পাঁচ-সাত-শো-ও হয়। মিছে বেড়িয়ে আর হবে কি? দিক না কেউ এক পয়সা!—

—"আর তোমাদের এইভুলগুলো ছাড়ো,—সত্যি মিথ্যে, ধর্ম অধর্ম,—রোজগারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? ও সব ভাবতে গেলেই—কলাপোড়া খাবে—তা বলছি।—

—"ধর্ম নয়ই বা কেন,'—সেই টাকায় ধর্ম কর না—যত পারো। এই আমি ত' তিন চারখানা বাড়ী তুললুম, পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না গড়ালুম,—ধর্মকর্ম আর কা'কে বলে!—মিস্ত্রী মজুর, স্যেকরা ছুতোর, ইটওলা কাটওলা চূণওলাকে কত টাকা দিলুম—মুটো মুটো হে! ধর্ম নয়?—"

"বাগান করেছি,—মরসুমে দেড় হাজার টাকার ল্যাংড়া বেচি,—কম্‌সে কম নিজেও তিরিশটে খাই,—দাগি আর খেঁদোগুলো যা মিষ্টি! আত্মার তৃপ্তি—ধর্ম নয়! যাদের বেচি, তাদের আত্মাকেও তৃপ্তি দেওয়া হয়,—ধর্ম নয়! আমি,—ওঁ ঢের ভেবে দেখেছি। আগে রোজগার তারপর ধর্ম আপ্‌সে চলে,—বুঝলে! ধর্মের যোগাড় করে নেও।"

কাহারো কথা শুনিতে দেয় না, কেবলি গা ঠ্যালে আর ফি-হাত্ বলে—"কি বলো ?"

বুঝিলাম একটা কিছু মতলব আঁটিয়াছে—বোধহয় এখানে তাহার একজন বিশ্বাসী অনুচর চাই।

ভগবান রক্ষা করিলেন। কর্তা আসিয়া বলিলেন—"কষ্ট করে উঠতে হবে।"

আমি সর্বাগ্রেই উঠিয়া পড়িলাম।

গিয়া দেখি,—একেবারে সব সাজাইয়া ডাকা হইয়াছে। দালান,—সম্ভারে সুগন্ধে ভরপুর!

কর্তা বলিলেন—"আজ সব একসঙ্গে বসতে হবে। ডাক্তার বাবুর দু'পাশে গণেনবাবু আর জয়হরি বাবুর স্থান। জয়হরি বাবু পোলাওটা নিজের হাতে গরম গরম দেবেন বলেই অপেক্ষা করছেন,—তারপর ঠাকুর আছেন!"

অমর আমার পাশেই বসিল। একগ্রাস মুখে দেয় আর বলে,—"বুঝলে!" কখনো,—"কেমন ?" কভু—"তখন দেখবে কি মজা! রোজ বল বাড়বে।"

আবার বলে—"পৃথিবীটার তিনভাগ লোহা হ'ত—কেয়া মজাই হ'ত! কেন যে হলনা! পুরিতে গিয়ে দেখি—কুলকিনারা নেই, কেবল জল আর জল! কোন কাজে সে আসে! আকাশের দিকে চাইলেও—ঐ অ-কেজো ফাঁকটা দেখে এমন আপশোষ হয়! হয় না ?"

আমার খাওয়া ঘুরিয়া গেল,—কি যে মুখে তুলিতেছি—বুঝিতে পারিনা,—আস্বাদও—পাইনা। সকলের হাস্যালাপ চলিতেছে—কিছুই কাণে আসে না।

বলে—"তুমি ঠিক করে বল দেখি—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রভাব কার? ছুঁচটি থেকে জাহাজ, এয়ারোপ্লেন—লোহার। সাকার দেবতা—নয় কি? কাল থেকেই লেগে যাও,—বুঝলে ?"

একটা হাসি উঠিল। কর্তা বলিতেছেন—"উনি এখন শেফিল্ডে,—লোহা-রামের পাল্লায় পড়েছেন!"

ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর ঘুম নাকি খুব সজাগ;—চোখ বুজলেই গড়ের-বাদ্যি বাজান!"

বুঝিলাম—জয়হরির প্রসঙ্গ পড়িয়াছে। একটু হাসিলাম।

আমাকে কিছু বলিতে হইল না, জয়হরিই বলিল—"ওঁরাই বলেন, আমি ত' মশাই কিছুই জানি না। ঠাকুদ্দা-মশার ছিল বটে,—বংশের কি-ই বা পেয়েছি! ঠাকুমা শীতকালে জলের ঝাপ্টা মেরে তাঁকে পাশ ফেরাতেন।—

"নবাব সরকারে কাজ করতেন, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে বাড়ী আসতেন,—প্রায়ই পুকুরে পড়ে ঘুম ভাঙতো। তাঁর কোনো গুণই পাইনি।"

অমর আমার গা ঠেলিয়া বলিল—"তা হ'লে কাল থেকেই,—কেমন?"

গণেনবাবু জয়হরির কথা অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন,—"না না, একি সম্ভব!"

জয়হরি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"আমি নিজেই দেখেছি,—তখন আমার জ্ঞান হয়েছে যে! তিনি বাড়ীতেই থাকতেন, মাসে দু' একদিন নবাবকে সেলাম দিতে যেতেন। নবাব বড় ভালবাসতেন। তাঁর সব দাঁতগুলি পড়ে যাওয়ায় দিল্লী থেকে দন্তকার আনিয়ে—দাঁত বাঁধিয়ে দেন। অনেক খরচ পড়ে,—সোণার স্প্রিং, সোণার ক্লিপ, সোণার প্লেট্! তখনকার দিনে দাঁত বাঁধানো আর গঙ্গার ঘাট বাঁধানো—সমানই ছিল। এখন ত' দাঁত আর গ্রন্থাবলী একই মশাই—বাঁধালেই হ'ল।"

ডাক্তার বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা পাত হইতে উদাসভাবে বলিলেন,—"এঁদের ছেড়ে,—না:—আর নয়"—

অমর আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিল—"ঠিক রইল,—কেমন? তোমারি জন্যে"—

আমি তাহার কথায় কাণ না দিয়া বলিলাম—"রাজা অশোক থাকলে ঐ দন্ত জোড়াটি স্মরণীয় করে রক্ষার্থে আর এক নম্বর স্তম্ভ বাড়তো। তিনিই কদর বুঝতেন। ও Family relics-টি (বংশ পরিচয়টি) যত্ন করে রেখো।"

আমি কথা কওয়ায়, জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল—"সে আর রইল কই মশাই; ঠাকুদ্দা নিজেই সে দায় থেকে আমাদের রেহাই দিয়ে গেছেন।—

—"শনিবার শনিবার নবাববাড়ী থেকে দু'টি করে প্রৌঢ় পাঁটা পাওয়া যেত। তিনি তার আথও একটি ভোগ লাগাতেন—মন্তটি আমাদের পেটে যেত।

ইদানীং মুড়িটা খেতে তাঁর কষ্ট হত। অনেকে বলেন,—তাহার বদলে আমাদের দু'ভায়ের মাথা খেয়ে গেছেন।—"

হাসি চলিল, তাহার কথাও চলিল।

—"এক শনিবার আহারান্তে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। সেটাকে সাদর আহ্বান ঠাউরে, চোরে সিঁদ-কেটে ঘরে ঢুকে,—তাঁর মুখ ফাঁক করে দাঁত জোড়াটি খুলে নিয়ে যায়,—কিছুই টের পাননি।"

কর্তা বলিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ,—আহা-হা,—ব্রহ্মদন্ত! বেটাকে পাঁটা হয়ে ওঁর পেটেই যেতে হবে!"

—"আর যেতে হবে! সকালে উঠে দেখেন—দাঁত নেই! দুর্ভাবনায় বসে পড়লেন! শেষ সিঁদটা দেখতে পেয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'আঃ-বাঁচলুম, ভাগ্যিস বেটা সিঁদ কেটেছিল,—তা না ত'—পেট কাটতে হত। মা কালী রক্ষা করলেন! না—আর থাকা নয়! ব্রাহ্মণী গেছেন,—পাঁটা খাওয়াও গেল,—আর কোন সুখে থাকা! মালসাভোগ মারতে আর বাঁচা কেনো! আমরা লম্বোদর বাঁড়ুয্যের সন্তান, জনার্দনের জীব, দামোদরের সেবক,—কারুরই মর্য্যাদা রাখতে পারব না,—না—আর পাপ বাড়ানো নয়!'—তিন মাসেই দেহ ছাড়লেন।"

হাসিটা সমানেই চলিতেছিল,—সহসা থামিয়া গেল।

কর্তা বলিলেন—"উঃ, কি ট্রাজিডি!'

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তা বটে, rather tragi-comedy (অম্ল-মধুর)। আমরা জয়হরি বাবুর মুখ থেকে যা পেলুম—"মলিয়ারের মাথা থেকেও তা পাই নি। একদম বিশুদ্ধ।"

জয়হরি হতাশভাবে বলিল—"বংশের কোনো গুণই পেলুমনা!"

অমর বলিল—"কাল দিনটাও খুব ভালো।"

চাটনি আসিয়া সকলের চমক ভাঙাইয়া দিল। এতক্ষণ কেবল খাইয়া যাওয়াই হইতেছিল, কি খাইতেছি তাহার উপর নজর ছিলনা। এইবার,—সত্য-মিথ্যা ভগবানই জানেন, বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে,—রন্ধনের সুখ্যাতি সুরু হইল।

জয়হরি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর,—এইবার সেই—আসল!"

বুঝিলাম—জয়হরির সেই Red-Pর পিণ্ড—(রাঙা-আলুর পিটে)।

সকলের সামনে এক এক রেকাব আসিয়া পড়িল। মুখে দিয়া সকলেই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন,—যেমন মোলায়েম তেমনি মধুর এবং সুস্বাদু—বাঃ!

জয়হরি গর্বোৎফুল্ল নেত্রে সকলের মুখে একবার চাহিয়া, শেষ যেন ফণা তুলিয়া বক্রগ্রীব ভাবে আমাকে বলিল—

"নির্ভয়ে লাগান,—কাঁটা খোঁচা নেই, দাঁতেরও দরকার নেই,—একদম তালব্য! জিব দিয়ে তালুতে তুললেই তলিয়ে যাবে!"

রাসকেল!

ডাক্তার বাবুকে বলিলাম—"ওকে একটু দেখবেন।"

কর্তা বলিয়া উঠিলেন—"সে আমি দেখছি—ও ত' আমার কাজ, ওঁকে কষ্ট করতে হবে কেন।—

—"এই ঠাকুর—ঠাকুর!—"

উঠানের দিকে গলা বাড়াইয়া ডাকের উপর ডাক! ঠাকুর তখন অমরকে দিতেছিল।

—"কোনো বেটা বাড়ী থাকবেনা! আমিই উঠছি।"

কর্তাকে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া ঠাকুর কথা কহিল, "এই যে বাবু, ওঁকেই ত' দিতে যাচ্ছি!"

"ওঁকে—কাকে রে বেটা!—তিনি ত' রান্নাঘরে।"

জানালার পরপার হইতে চাপা আওয়াজ শোনা গেল—"বুড়ো বয়সে মিন্‌সের মতিচ্ছন্ন ঘটেছে!"

"আজ্ঞে—এই দেখুননা" বলিয়া ঠাকুর জয়হরির রেকাবি আবার পূর্ণ করিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ওতে আর ক'টা ধরবে,—পাত-ত' পরিষ্কার—পাতেও দাও।"

ঠাকুর পাতও পূর্ণ করিয়া দিল।

ডাক্তার বাবুকে বলিলাম--"চোখের সামনে ব্রহ্মহত্যা দেখবেন।"

জয়হরি ফি-হাত পাঁচটা করিয়া বদনে দিতেছিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"না—আপনি ভাববেন না, যখন দেখবার ভার দিয়েছেন—অভুক্ত উঠতে দেব কেনো,—বেশ করে খান জয়হরি বাবু,—লজ্জা করবেন না,—ওঁরা আমাকে দুষবেন।"

বলিলাম—"ও বিবাহ করেছে, বউটি ছেলেমানুষ,—সন্তানাদি"—

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তাই ত', কাচ্চাবাচ্চা হলে খাওয়া আপনিই কমে যাবে—তা আমি জানি। সেটা আর বলতে হবে কেন,—এখন না খেলে আর খাবেন কবে,—নিয়েসো ঠাকুর।"

কর্তা বলিলেন—"তাকে আর পাবেন কোথায়! আমার দু'বেটাই সমান জুটেছে—এক ভস্ম আর ছার! সে বেটা বাণলিঙ্গ—ইনি ঠাকুর! কেবল পঞ্চগব্য চড়াও।"

ঠাকুর জয়হরির পাতে গামলিটা উপুড় করিয়া দিল।

জয়হরি বলিল—"কি করলে, সতেরটা হলেই হ'ত,—১০৩ যে হয়ে গেছে।"

ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"মিষ্টান্নটা আমাদের বংশে জপের সংখ্যায় চলে কি না,—১০৮ হইলেই,—না বলতে হয়।"

"বাঃ, কি সুন্দর নিয়ম! মিষ্টান্নের মধ্যেই মুক্তির পথ। সবাই এই নিয়ম রক্ষা করে চললে—দেশের দুখ্‌খু দূর হতে আর ক'দিন লাগে!—

"১৭ হলেই ত' ১০৮ হয়? বেশ আপনি খেয়ে যান,—আমি সংখ্যা রাখছি।"

বলিলাম—"ওকি ডাক্তার বাবু—১০৩ ত' আগেই হয়ে গেছে! দেশে বিধবা বিবাহ নেই,—বউটি বড় ছেলেমানুষ"—

কর্তা কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"আহা—তা থাকলে আর দুখ্‌খু কি মশাই,—নেই বলেই ত' বেঁচে থাকতে হয়। নইলে—ঠাকুর চাকরের সুখ দেখছেন ত'! হুঁঃ—ওঁরা সেটা বুঝবেন! বুঝলে কি আর......

কি সর্বনাশ!

অমর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছে,—ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে চাহি নাই। চাহিয়া দেখি গাঢ় সন্নিবেশ, সেও কম ব্যস্ত নয়!

বলিল—"খাওনা,—বেশ করেছে হে—তোফা।" পরেই,—"বুঝলে, এর গোড়াতেও ওই লোহা,—জমি খোঁড়ে কে!"

লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেনবাবু খাইবার অভিনয়ই করিয়া যাইতেছিলেন। কেহ বলিলে বা কাহারও সহিত চোখাচোখি হইলে—কিছু মুখে দিতেছিলেন মাত্র।

ডাক্তারবাবু জয়হরিকে বলিলেন—"আর ছ'টা হলেই হয়।"

পাতে ছয়টাই ছিল, এবং তাহা হইলেই বাকি ১০৮ হয়,—অর্থাৎ ১৫৮ হয়!

বলিলাম—"ও ঠিক মরবে,—আপনি ওকে সঙ্গে করে ডাক্তার-খানায় নিয়ে যান।"

জয়হরি অবশিষ্ট ছয়টা মুখে ফেলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এই ১০৮ হ'ল।—আর?"

"না,—পংক্তিতে নিয়ম ভঙ্গ করব না,—সকালে খেলেই হবে।"

* • * * *

আহারান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি,—অমর আর দাঁড়ায় নাই, চলিয়া গিয়াছে। পান সে খায় না, তবে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"অমনি পেলে বিষও খাই!"

গণেনবাবুকে ধর্মশালায় পৌছাইয়া দিয়া জয়হরি ফিরিল।

দু'এক কথার পর বীরেশ বলিল—"আমরাও গণেনবাবুর সঙ্গে কাল যাচ্ছি। ওঁকে পৌছে দিয়ে বাড়ী যাব। ডাক্তার বাবুর খাতিরেই এতদিন ধর্মশালায় আশ্রয় পেয়েছিলুম,—গণেনবাবুকে ফেলেও যেতে মন চাইছিল না। আপনাদের সঙ্গ আর আকর্ষণ আমাদের টেনে রেখেছিল। জয়হরি বাবুর মত পরোপকারী লোক দেখিনি,—অনেক লাভ হ'ল। আপনারাও যাবেন শুনচি।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে গণেনবাবুর এমন সঙ্গী মেলায় ভারী একটা স্বস্তি বোধ করিলাম।

বলিলাম—"তোমরা কি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলে,—তীর্থ করতে ত' নয়ই?"

"হ্যাঁ···বেড়ানই বলতে হয়, তা বই আর কি বলবো! দেশের কোনো কাজ করতে গেলেই—সহজে পরিচিত হয়ে পড়তে হয়,—শুনতে হয়—

"গরীবের ছেলেদের কেন পড়াও,—চাষীদের সঙ্গে কেন মেশো, তাদের ভালোকথা কি কৃষি সম্বন্ধে দরকারী কথা শোনাবার ভার তোমাদের কে দিলে, গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার পাঁচন বিলিয়ে বেড়াবার মাথাব্যথা তোমাদের কেনো,—যার গরজ সে চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্‌সারি খুঁজে নিতে পারেনা কি! সরকার বাহাদুর সবই ত' করে রেখেছেন। —"পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করে বেড়ানো কি ভদ্রসন্তানের কাজ? এর ত' একটাতেও এক পয়সা আমদানী নেই,—বিনা রোজগারে লোকের ক'দিন কাটে! তার চেয়ে দেশে ত' কন্যাদায়গ্রস্তের অভাব নেই, তাদের উপকার করলেই ত' হয়।"—ইত্যাদি উপাদেয় কথা আর উপদেশ শুনতে হয়।"

"তাই মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। তবে,—পরিচয় হয়ে গেলে তাঁরা খোঁজ খবরটা রাখেন। সুতরাং যেখানেই থাকি—অসহায় নই!"

—"এখানে দিনকতক থেকে অন্যত্র চলে যাব বলেই এসেছিলুম, কিন্তু গণেনবাবুর অবস্থা দেখে আটকে গেলুম। তাতে আমাদেরই লাভ বেশি হয়েছে। আমাদের করাকর্মার ভেতর—হিসেব থাকে, চতুরতা থাকে, বুদ্ধি খেলানও থাকে,—কিন্তু তা না রেখেও যে কেবল অভিন্ন ভেবে ঐকান্তিক সদিচ্ছায়, ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও—সহজে বেশি কাজ করা যায়, তা দেখে গেলুম। পারব কিনা জানিনা। যাবার সময় পায়ের ধুলোটা যেন পাই।"

আমার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিয়াছিল, বলিলাম—"ভগবান তোমাদের সদিচ্ছায় সহায় হউন,—তোমরা আনন্দে থাক।"

উভয়ে নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের রোয়াকে ডাক্তার বাবুর সাড়া পাইয়া তাঁহাকে সংবাদটা দিবার জন্য গেলাম! দেখি জয়হরি অতি কাতরভাবে হাতজোড় করিয়া বলিতেছে—

"আমাকে সত্যি করে বলুন, ডাক্তার বাবু—আর কোনো ভয় নেই-ত',

ঐ ভাঙা শরীরে পালটে পড়লে আর রক্ষা থাকবেনা। তার চেয়ে দিন কতক থেকে যাওয়া বরং ভাল।"

"ওর জন্যে আর ভাববেন না জয়হরি বাবু। আমি বলছি—উনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন; এখন কর্মহীন বসে থাকাটাই ওঁর পক্ষে খারাপ। ওঁকে আর একদিনও আটকাবেন না।"

"না—তা হ'লে"—

আমি উপস্থিত হইয়া সঙ্গী লাভের সংবাদটা দিলাম। ডাক্তার বাবু খুব খুসি হইলেন।

জয়হরি বলিয়া উঠিল—"জয় বাবা বৈদ্যনাথ!"

মাধুরী আসিয়া জয়হরিকে ডাকিল! বলিল;—"দিদিমা শুয়ে আছেন, উঠছেন না,—খাবেন না। তুমি একবার এসো।"

জয়হরি ছুটিয়া চলিয়া গেল!

৬২

জগতে একটা কিছু লইয়া থাকা। কখন কি যে সেই 'একটা-কিছু' হইয়া দাঁড়ায়—তাহার স্থিরতা নাই।

গণেন বাবু তিন বৎসর নানা অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া—আজ দেশে যাইতেছেন। আমরাও ফিরিবার আসামী;—মনটা সকাল থেকেই উদাস। বুঝিলাম গণেনবাবুই সম্প্রতি আমাদের সেই 'একটা-কিছু' ছিলেন।

আমাদের বাসা আর ধর্মশালা ইস্টেশনের পশ্চাতেই, একটা রাস্তার ব্যবধান মাত্র। ট্রেণ এখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং তাড়া ছিল না।

বাসায় কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলাম না,—ধর্মশালায় গেলাম। দেখি—

তাঁরাও প্রস্তুত। এখনো আধ-ঘণ্টা সময় আছে, কিন্তু সকলেরই ভাব—এখানে আর কেনো, চলুন ইস্টেশনেই যাই।

আজ আর কাহারও কথার আগ্রহ দেখিলাম না। মালের মোটও নাই। নীরবেই সব বাহির হইয়া পড়িলাম।

জয়হরি দুর্গা দুর্গা বলিয়া অগ্রসর হইল। কথার মধ্যে শুনিলাম,—টিকিট্ কিনতে হবে।

ইস্টেশনে গিয়াও সেই ভাব। গণেনবাবু একলা একান্তে অন্যমনস্ক; জয়হরি দূরে দূরে—বগলে ছোট একটি বিছানার বাণ্ডিল, এক হাতে গলায়-দড়িবাঁধা একটি ভাঁড় ঝুলিতেছে, অন্য হাতে—মাঝারি একটি হাঁড়ি।

বীরেশের সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বীরেশ বাবুকে দেখছি না।"

"তিনি একটা কাছে গেছেন—একেবারে ইস্টেশনেই আসবেন বলেছেন।"

জয়হরি ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"বশেডি পর্যন্তই যাই;—গণেন-দাকে কলকেতার গাড়ীতে বসিয়েই দিয়ে আসি,—ওঁরা আবার কি ভুলচুক করে ফেলবেন। কি বলেন?"

মনে মনে হাসিলাম—ওঁদের চেয়ে হুঁসিয়ার লোক বটে! ভাবিলাম কিছুই বিচিত্র নয়—ভাবের ঝোঁকে নিজেও সেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতে পারে।

যাক, একটু বেড়ানও হবে। বলিলাম—"তোমার আমার দু'জনেরই রিটার্ণ-টিকিট নিও।"

প্রসন্ন মুখে,—"আমি জানি—আপনি কি না গিয়ে"—বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া গেল।

ভিড় বাড়িতে লাগিল। একটু তফাতে ছিলাম, দেখি বম্পাস্ টাউনের পার হইতে লাইনের উপর দিয়া—ঝিমলির-মা আসিয়া আমার সম্মুখেই উঠিল!—সর্বনাশ,—আবার কি ঘটায়! আমাকে দেখিয়াই জোড়হাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"রক্ষা করো বাবা—আমি কিছু জানিনা;—আমাকে এরা নিয়ে যাচ্ছে,—আমি চুরি করিনি বাবা, আমার কাছে তারা রাখতে দিয়েছিলো। ঠাকুর তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা।";

পা ধরে আর-কি!

পশ্চাৎ হইতে—খাকি কোট্-হাফপ্যাণ্ট্ পরা, হ্যাট মাথায় এক বলিষ্ঠ মূর্তি ধমক দিয়া উঠিল,—"চুপ কর্, উনি আমাদের আপনার লোক,—ওঁর কাছে"—

মুহূর্তে তার মুখ একদম মেঘ-মুক্ত! তখন তাড়াতাড়ি হাসিমুখে নিম্নকণ্ঠে বলে—"না বাবা—ও-সব মিছে কথা গো,—এখানে ওই রকম বলতে হয় কিনা! আমি যেমন,—হ্যাঃ—তুমি কি আর বোঝোনা! তা—এই এঁর কৃপায়,—প্রাতঃবাক্যে রাজা হোন, চন্দর সূয্যির মত পেরমাই হোক,—সেই খাসিখাগীর মুখ একেবারে আধ পয়সানে তিজেল পারা করে দিয়েছেন! এই দেখনা—এই হার, এই টাকা, এই মাইনে! হুঁঃ—বাপ্ বাপ্ করে বের করে দিতে পথ পায় না।"

গুৎ করে সব পেট কাপড়ে বাঁধা।

আরো নিম্ন স্বরে—"মাগীর বারোগণ্ডা বয়েস, হিঁদুর মেয়ে বলে—ছ'টা করে মোল্লা-পাখীর ডিম খায় গো—থুঃ-থুঃ! আবার—টম টম্ লাগিয়ে চুল বাঁধে,—মরণ আর কি!" (বোধ হয়—পমেটম্ হবে)।

বীরেশের প্রতি,—"আহা বাবা—কি ভুলই করলে! আমার প্রাচিত্তির করবার টাকাটা যদি চাইতে বাবা,—মাগী সুড় সুড় করে বের করে দিত। এখনো"—

বীরেশ বিরক্তভাবে বলিল—"চুপ্ চুপ্।"

—"হাঁ বাবা—তাইতো। যমের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে এনেছ, তাকি আমি এ জম্মে ভুলবো! না—তাই বলছিলুম,—তা থাকগে,—আমার আর কিছু চাইনা বাবা, কেবল গিয়ে যেন বিমলিকে আমার ভালো দেখি।"

এই বলিয়া আমাদের পদধূলি লইল,—অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, কতকটা স্তম্ভিতের মতই বীরেশের দিকে চাহিলাম। সে হাসিমুখে বলিল—"যশেডি পৌঁছে শুনবেন। যাচ্চেন ত'?"

এখানে শুনিবার সুযোগও হইত না।

ক্যাম্বিসের ধূলি ধূসরিত ছেঁড়া জুতা জোড়াটির উপর ক্রুয়েল্‌টি করিতে করিতে দ্রুতবেগে অমর আসিয়া উপস্থিত!—

"বেশ লোক ত'! আমি সাত দেশ খুঁজে মরছি—বাসায় নেই, ধর্মশালায় নেই,—এখানে যে বড়? তোমাদের কোনো কাজের হুঁস থাকে না! কাল অতো বললুম।"

"গণেন বাবু আজ যাচ্ছেন"—

"কে গণেন বাবু?—সেই খয়রাতি-খদ্দের?"

তাড়াতাড়ি অমরকে লইয়া তফাতে গেলাম।

—"কেনো? কে তিনি? বার্ণ-কোম্পানীর ফোর্‌ম্যান্ না জেসপ্ কোম্পানীর বড় সাহেব যে, গাড়ীতে তুলে দিতে আসতে হবে! তোমাদের যে সব বাড়াবাড়ি। মাল্‌দার?"

"না—শিক্ষিত ভদ্রলোক, বাঙ্গালী,—পীড়িতাবস্থায় বিদেশে"—

"আর বলতে হবেনা। অমন কত চাও! ওটা চিরকালই শুনে আসছি। ও পীড়িতাবস্থাটা তাঁর নয়—তোমাদের। বলনা,—অমন অপয়া-আসামী রোজ বিশজন হাজির করে দিচ্ছি,—সামলাবে? কেবল—বনের মোষ তাড়ানো!—দেশে গিয়ে করবেন কি,—চাকরির দরখাস্ত!"

"ওকালতি করবেন।"

"উকিল!"

একটু নীরব থাকিয়া,—"বেশ, ঠিকানাটা নিয়ে রেখ ত',—ভুলনা। আমার ত' মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। উপকৃত লোক ত' বটে। ওরা দু'টো কথা কইলেই—দু'মুঠো চাই,—আমাদের ওপর যায়! আচ্ছা—পরে—হবে, —এখন চলো—মস্ত দাঁও। তোমাকে মাইল্‌ড্-স্টীলের যে দর বাতলে দেবো, তুমি কেবল গম্ভীর ভাবে বলবে—'এখন কলকেতার বাজারে এই দর চলছে।' আর কিছু বলতে হবেনা। বলে এসেছি—দাঁ-মশায়ের ভাই, হওয়া বদলাতে এসেছেন, আমার বিশেষ বন্ধু,—তাঁর মুখেই কলকেতার বাজার ওঠে-বসে। শুনে আলাপ করবার জন্যে সকলেই উৎসুক। তুমি সেই দাঁ-মশায়ের ভাই, —বুঝলে। এসো—তুমি গেলেই ফতে!"

সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটিল! বলে কি!

"ভাবচ কি—শুধু হাতে ফিরতে হবেনা,—বুঝলে? এমন কাজ শর্ম্মা করেন না। হাতে হাতে সাকার-দেবতা!"

একমুখ বীভৎস হাসি—হিঃ হিঃ হিঃ!

বলিতেই হইল—"ভাই—আমাকে মাপ করো,—টিকিট কেনা হয়েছে—যশেডি পর্যন্ত যাচ্ছি।"

মানুষের মুখেই 'বিশ্বরূপ'! পলকে এমন পরিবর্ত্তন বোধহয় মনেরও সম্ভব নয়। চক্ষু নত করিতে হইল।

অমর মিনিট খানেক স্তম্ভিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে বলিল—"আমি তা জানতুম,—আচ্ছা চললুম।"

ওই দু'টি কথাতেই শব্দকল্পদ্রুম ঠাসা!

"কিছু মনে ক'রনা ভাই,"—কথা আর যোগাইল না!

যে কারনেই হউক, সে ফিকে হাসি হাসিয়া—"আমিই ভুল করছিলুম" বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। একবার পিছন ফিরিয়া—বলিল—"উকীলের ঠিকানাটা।"

অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইস্টেশনের গোলমাল কি ফার্স্ট-বেল কাণে পৌঁছে নাই।

সহসা গায়ে হাত পড়ায় চমকিয়া চাহিয়া দেখি ডাক্তারবাবু।

"তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলেন,—গণেনবাবু কোথায়?"

জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"আসুন—গাড়ি যে ছাড়ে।"

ডাক্তারবাবু দোষীর মত বলিলেন—"আমার বড় দেরি হয়ে গেল,—এমন কাজ করি—ইচ্ছা সত্ত্বেও কথা রাখতে পারিনা—গণেনবাবু কই!"

"কি আর বলব,—কথা আর কতটুকু প্রকাশ করতে পারে—নীরবেই চললুম। কোথায় যে যাচ্ছি তাও জানিনা,—বাড়ীতে যাচ্চি কি বাড়ী থেকে যাচ্চি, তাও বুঝতে পারছিনা। একটী ভিক্ষা,—সংসার যদি থাকে,—'অনাথের উপনয়ন দিতে যাবেন—পায়ের ধুলো যেন পাই।"

এইটুকু বলিয়া গণেনবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

"যাব বইকি—নিশ্চয়ই যাব—" বলিতে বলিতে সেকেণ্ড বেল্ পড়িল। তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে ওঠা গেল।

আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনিও নাকি?"

"আজ এই ঘশেডি পর্যন্ত।"

বীরেশ ও বন্ধু নমস্কার করিল।

"তাইত—তোমরাও—"

ট্রেণ ছাড়িল।

"নমস্কার—নমস্কার—"

ট্রেণ প্লাটফরম্ পার হইয়া গেল্।

ডাক্তারবাবু তখনো অন্যমনস্ক দাঁড়াইয়া।

দুনিয়ার ছাড়াছাড়িটে—নিত্য এবং এই রকমই।

৬৩

কেহ যেন কাহারো পরিচিত নহি—এইভাবে গাড়ীর বাহিরে চাহিয়া পথ কাটিল।

খোলা মাঠ, সুনীল আকাশ কি সুদূর পাহাড়ের দৃশ্য যে, কেহ উপভোগ করিতেছিলাম তাহাও নহে। মানুষের মনটা কি দুর্বল!

ঘশেডিতে নামিয়া কথা ফুটিল। বীরেশ বলিল—"এই নিরাভরণ দেশটা এত ভালো লাগে যে কেন—বুঝতে পারিনা।"

বলিলাম—"বাধা কম, ফাঁক বেশী, চোখ কি মন ধাক্কা খায় না। প্রকৃতি এখানে অবাধ ছাড় পত্র দিয়ে রেখেছেন। এই স্থানগুলাই—হাঁপছেড়ে বাঁচবার জায়গা। ভেবনা,—বড়-বড়দের, যখন নেক্-নজর পড়েছে—এও 'বড়বাজার'

বনে যাবে! সিভিলিজেশন্ এ-সব সইতে পারেনা,—এ ফাঁক বুজিয়ে দেবে। এখন যে-হাওয়াটা গায়ে লাগলে এ বয়সেও একটা অব্যক্ত স্ফূর্তি এনে দেয়—বল যোগায়,—প্রকৃতির ঐ উলঙ্গ বালকদের সঙ্গে ছুটে গিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে হয়,—তখন 'সোফায়' শুয়ে যুবকেরা বিজলী-বাতাস খাবে আর ইঞ্জেক্‌শন্ নেবে।"

অনেকক্ষণ কথাবার্তা ছিলনা। মনে হইল—কি কতকগুলা অবান্তর বকিয়া যাইতেছি। চুপ করিলাম।

গণেনবাবু উদাস ভাবে বলিলেন—

"হ্যাঁ—ঠিকই বলেছেন, সহর মানেই তাই—স্বভাবের অভাব!"

"আমি বলছিনা গণেনবাবু,—সিভিলিজেশন্ বলছে।"

গণেনবাবুর মুখে একটু হাসির রং না-ধরতেই মিলিয়ে গেল!

বীরেশের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কই—বিম্‌লির-মার কথাটা যে শোনা হলনা।"

বীরেশ হাসিয়া বসিল—"সে আর কি শুনবেন, আমাকে বিশেষ কিছুই করতে হয়নি,—সব বাহাদুরিটাই ওর নিজের ; যা যা বলে দিয়েছিলুম তার এমন নিখুঁৎ অভিনয় করেছে—দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেছি!—

—"সে বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে গিন্নির এক বিলিতি-ফ্রেম্-আঁটা ব্রাদার থাকেন। তাঁর থাকি হাপ্ প্যাণ্ট—খাকি শার্টের আধখানা গিলে রয়েছে, নীল রংয়ের 'টাই' ঝুলছে, আস্তিন কনুয়ের ওপর গোটানো। কামার মুড়ির আশায় পাঁটার সামনের পা ঘেঁষে কোপ মারে, নাপিত যে কি আশায় ঘাড়ের চুলে ঝেড়ে কোপ্ চালিয়েছে জানিনা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে 'ইংলিস-ম্যান্' দেখছিলেন।

—"বিম্‌লির মা পাশের ঘর পরিষ্কার করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে ঝাঁটা ফেলে—সাহেবের পা দু'টো ধরে—'দাদাবাবু আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমাদের আশ্রিতা,—ভালোমানুষের মেয়ে, দুঃখী বলে'—চোর নই। ওকে বলো এখানে কেউ নেই।' এই বলেই বাড়ীর মধ্যে দ্রুত পলায়ন,—একদম গিন্নীর খাটের নীচে!—"

—"সাহেব হক্‌চকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—ব্যাপার কি! আমিও হাজির। বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনতে পাচ্ছি—"আমাকে রক্ষে করো মা—আমি চুরি করিনি আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলো। ওগো কেনো মরতে রেখেছিলুম, কেন্নো, ভালো করতে গিছলুম! তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচাও,—চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাকবো মা। তুমি ওকে বলে দাও এখানে কেউ নেই।" ইত্যাদি—

"আড়োং ছাঁটা সাহেবের ভ্রাতা ভ্রূ কুঁচকে আমাকে বললেন—"কে আপনি—কাকে খোঁজেন?"—

ভাবটা,—চলা যাও।

বললুম—"ব্যাট্‌রা থেকে আসছি মানদা বলে একটি বিধবা স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ী কাজ করত,—তাকে গ্রামের সবাই বিম্‌লির-মা বলেই ডাকে। সাত মাস হ'ল, সে আমার ভগ্নীর হার ও পঁচিশ টাকা নগদ নিয়ে ফেরার হয়েছে। হার-ছড়াটি ভগ্নীর শ্বশুরদের দেওয়া জিনিস।—

—"খুঁজে হায়রাণ হয়ে শেষ খবর পেলুম—আপনাদের সঙ্গে পালিয়ে এসে এখানে আছে। ধর্মশালায় থেকে—সন্ধান নিচ্ছিলুম। কাল তাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে সঙ্গ নিয়ে—এই 'সদনে' ঢুকতে দেখে যাই।—

—"সে যদি স্বমানে হার আর টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে আসে,—বাবা তাকে মাপ করবেন বলেছেন। নচেৎ আমি পুলিশের মার্ফৎ যা করবার করতে বাধ্য হব। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আপনাদের—সম্ভবতঃ মহিলাদের, কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়। বিম্‌লির-মা আমাকে চেনে,—তার কোনো ভয় নেই। সে যদি আমার সঙ্গে গিয়ে বাবার কাছে মাপ চায়, আমি বলছি—তাকে জেলে যেতে হবে না। এখন আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন।"

"গিন্নি পাশের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—সকল কথাই শুনেছেন। ব্রাদারকে ডেকে বল্‌লেন,—অবশ্য আমি যাতে শুনতে পাই এমন মৃদুকণ্ঠে,—"কবে মরবো—কেবল তাই জানি না! বরাবর বলে আসছি—মাগী চোর, তা না ত' মাইনে দিতে গেলে নেয় না, বলে—থাক, রাজার বাড়ীতে আছি—মাইনের ভাবনা! থাক—

এর পর একপক্ষে দিও—তোমাদের কৃপায় জগবন্ধু দর্শন হয়ে যাবে।” মিচ্‌কেপোড়া মাগি—তোর জগবন্ধু জেলে বসে আছে, দেখে আয়! তাই ত’ বলি,—বলিনি ‘ডিক্’ মেয়েমানুষের এতো চিটি আসে কোথা থেকে! আবার—পড়েই পুড়িয়ে ফেলে! ভালো মানুষে কে কোথায় আবার চিটি পোড়ায়!—

—“আমার মন কিন্তু বলে দিত—কাজ ভালো হচ্ছে না। কর্তা যে আমাকে বলেন—তোমাকে দয়াতেই খেয়েছে, তা ঠিক। এই ত’ সাপ পোষা হচ্ছিলো।

‘আয় ত’ ডিক্, ও পাপ এখুনি বিদেয় করে দে ভাই,—খাটের নীচে কাঁদছে আর কাঁপছে—বেরুবে না। উনি বলেন—নিষ্পাপ মনে সব পষ্ট পষ্ট দেখা দেয়, আমি পষ্টাপষ্টি জেনে শুনেই নিজে মরেছি ভাই—দয়াই আমার শত্তুর। বাবা তাই আমার ‘করুণাময়ী’ নাম রেখেছিলেন—মুখে আগুন করুণাময়ীর! আয় ডিক্—পাপ বিদেয় কর্ ভাই।”

বললুম—“আপনারা যে-রকম ভদ্রলোক দেখছি,—ওর পাই-পয়সা হিসেব করে চুকিয়ে বিদেয় করে দিন,—আমি সাক্ষী রইলুম। মাগী না কোনো ছুতোয় কোর্টে কি কোথাও আপনাদের নাম করতে পারে,—ওদের বিশ্বাস নেই। আমি চাই না—আপনাদের আদালতে টানাটানি হয়। যা দেবেন—ওর হাতেই দিন, আমি বামাল সুদ্ধু নিয়ে যেতে চাই,—তা হ’লেই আমরা খোলসা।”

“এক্ষুনি বাবা এক্ষুনি।”

“তার পর বিমলির-মার কি কান্না আর পায়ে ধরাধরি! কিছুতে আসবেনা—করুণাময়ীর পা ছাড়বে না। অনেক আশ্বাস আর অভয় দিয়ে বার করে আনি।

তখন—“এই হার, এই সাত মাসের মাইনে—সাত-সাতুতে বুঝি উনোপঞ্চাশ হয়,—আমার বাবা এ জন্মে হিসেব এলোনা,—এই পুরো পঞ্চাশই দিলুম,—আর ও যা তেইশ টাকা রেখেছিল। তুমি বলছো পঁচিশ, বল ত’ তাই দি,—পাপ ছাড়লে যে বাঁচি! এ ধর্মের ঘরে আর কতদিন থাকবে!”

বললুম—“তা কেনো দেবেন—ওর ত’ টাকা রয়েছে,—আপনি অত’ হাবা কেনো!”

মৃদুহাস্যে বলিলেন—“উনিও ওই কথাই বলেন। বাবা যে মস্তো মোক্তার

ছিলেন, মথুর বাবুর নাম শোনোনি বাবা,—টাকার ত' হিসেব ছিলনা। ইত্যাদি—

—"বিম্‌লির-মা সে সব আঁচলে বাঁধে আর কাঁদে,—বলে এসব আমার কিচ্ছু কাজ নেই—আমাকে জেলে দিওনা।"

ইত্যাদি অনেক কাণ্ড আর অনেক কথার পর দ্রুত ইস্টেশন মুখে হই। বেরিয়ে এসে একটা মোড় ফিরেই—তার কি হাসি! বলে—"মাগী যেমন কুকুর তেমনি মুগুর তুমি বাবা। হুলো-মুখী আমার হার হজম করবে,—হার ত' আর খাসির মাংস নয়লো রাক্ষুসি!"

—"তার পর পাগলের মত হাসি আর পায়ের ধুলো নেওয়া। এইভাবে ইস্টেশনে এসেছি। এখন ওকে ওর মেয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ছুটি।"

নির্বাক অপলক বীরেশকে দেখিতে লাগিলাম। কত কি ভাব মনের উপর দ্রুত বহিয়া চলিল!

গণেনবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"মানুষই তাঁর চরম সৃষ্টি! একাধারে দেব-দানবের এমন সংমিশ্রণ, এমন স্ফুরণ আর কিছুতে নাই।"

জয়হরি একটু দূরে দূরেই থাকিতেছিল; হঠাৎ নিকটে আসিয়া বলিল—"গাড়ী এসে গেল।"

সত্যইত!' বীরেশ বিম্‌লির-মাকে মেয়েগাড়ীতে বসাইয়া দিতে গেল।

গণেনবাবু প্রণাম করিলেন, বলিলেন—"কোথায় যাচ্ছি জানিনা,—আশীর্বাদ করুন"—

বলিলাম—"সেটা ভগবানের কাছ থেকে এসে গেছে। আপনি তাঁর ইচ্ছাতেই বন্ধুর ডাকে যাচ্ছেন,—সর্বাগ্রে তাঁর কাছেই যাবেন। সেখানে দু-এক দিন থাকলেই—তাঁর মুখ থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে, আপনাকে কিছু করতে হবেনা! কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ রাখবেন না।"

জয়হরির তাড়ায়—নীরবে একখানি ইণ্টার ক্লাস গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

জয়হরি ইতিপূর্বেই বীরেশের বন্ধুর হাতে বৈদ্যনাথের প্রসাদী-পেঁড়ার হাঁড়িটি দিয়া,—গণেনদাদার ছেলে মেয়েকে দেওয়া চাই,—বলিয়া দিয়াছে।

এখন দড়িবাঁধা ভাঁড়টি গণেনবাবুকে দিয়া বলিল,—"বাবার এই চরণামৃত রোজ সকালে খাবেন, ভুলবেন না।"

গণেনবাবুর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

জয়হরির আলিঙ্গন মধ্যে গণেনবাবু আজ অবাধে কাঁদিলেন!

ট্রেণ ছাড়িল। আমি ডাকায় জয়হরির চক্ষু মুছিতে মুছিতে মোশনেই নাবিল। গণেনবাবু আমার দিকে চাহিয়া—দীননেত্রে হাত জোড় করিয়া রহিলেন। তাহার ভাষা—কথায় বা লেখায় ধরা দেয় না।

* * * * *

বৈদ্যনাথে ফিরিবার পথটা নীরবেই কাটিল।

বাসায় ঢুকিবার পূর্বে জয়হরি বলিল—"চলুন আর নয়,—ম'র জন্যে বড় মন কেমন করছে!"

৬৪

আজ যেন আর-কোন-দেশে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিজের প্রাণেরই সাড়া পাইনা! রোগীর মত ম্লান অর্ধনিমীলিত চক্ষে কষ্টে একবার চাহিয়াই পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিতেই ইচ্ছা হয়! জানালার ফাঁক দিয়া রৌদ্র আসিয়া শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত,—পাখীরা ডাক দিতেছে, উঠিবার উৎসাহ নাই, ভ্রমণের আগ্রহ নাই—পথ তার দাবী ছাড়িয়াছে! ঠিক বিজয়ার পরবর্তী প্রভাতের অবস্থাটা যেন সব কাজ—সকল আনন্দের শেষ,—আর কেনো!

কেবল একটা ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্ শব্দে অনবরত কাণে কর্কশ আঘাত করিয়া চলিয়াছে। যেমন একঘেয়ে তেমনি রূঢ় আর বিরক্তিকর। কখন যে আরম্ভ হইয়াছে জানিনা,—এখন, সেটা মাথায় হাতুড়ি পিটিতে আরম্ভ করিল। দুঃ ক্রোঁ, উঠিয়া পড়িলাম।

এ কি,—আওয়াজটার আঁতুড়ঘরটা যে আমাদেরই উঠানে! ব্যাপার কি!

ভিতর দিকের দোরটা একটু ফাঁক করিয়া দেখি—গোটাতিনেক প্যাকিং-কেস্।—তার একটাকে লোহার বেড় দিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

ওঃ—কর্তা তাহ'লে অকাজে এখানে নেই,—চালানি কাজও চলে! তাই মাড়োয়ারিদের এক পাঁচীলে বাসা! শুধু হাওয়া খেতে আসা নয়—মেওয়াও আছে! কিন্তু মানুষ দেখে ত' তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। ডোব্‌বার টান্ ধরেনি ত'!

অমন লোকের দ্বারা কি কারবার সম্ভব? হবেও বা।—যাদের নিয়ে জন্ম কাটলো, তাদেরি বড় বুঝতে পেরেছি! কি মাথা নিয়েই জন্মেছিলুম, একদম্—প্ল্যাটিনম্! যাক, এবার পায় পায় পরলোকটা পৌছুতে পারলেই হয়।

কর্তা দু'হাতে দু'টো বালতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, ঝনাৎ করে একটা খালি প্যাকিং-কেসের মধ্যে ফেলে বললেন—"এইবার এই বাক্সটা। বেটা একটু নড় দিকি আমার মতো,—ও ছুঁকছুঁকের কর্ম নয়।"

সত্যই বাণেশ্বরের কাজে উৎসাহ ছিলনা। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ড্যাস টানিতে টানিতে বলিল—"অতো তাড়াতাড়ি করছেন কেনো বাবু,—মাকে মন্দির থেকে ফিরে আসতে দিন! যাঁর জন্যে আসা তিনি ত' এখনো বেশ সারতে পারেন নি—এই কালই সে কথা বলছিলেন।"

কর্তা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"বলিস কি! বলছিলেন? কাকে সারতে পারেন নি? সারাসারির দৌড় তুই বুঝবি কি! থার্ড-ক্লাসে ফিরতে হবে—তা জানিস! আবার বেশটা কি রকম?"

"কি বলছেন হুজুর?"

"হুজুর ঠিকই বলচেন,—নে, হাত লাগা। এর চেয়ে বেশী সারলে—এসব মাথায় করে হেঁটে ভিটে দেখতে হবেরে হারামজাদা! পারবি?"

"আপনি ত' বুঝবেন না—মায়ের শরীরটে, এখনো বেশ সারেনি, তাই বলছিনু। বাতেও কষ্ট পাচ্ছেন,—এতদিন রইলেন, আর—"

"বাত,—থাম্ থাম্। ও সব দামী জিনিস আর থাকে কোথায়? ওরা

কদমের জায়গা খোঁজে, তাই চড়ক-সংহিতায় আর 'দয়িতায়' ওদের স্থান। ভুল বকিনিরে,—ভুল বকিনি, ওরা না সেরে—সরেনা। নে—হাত চালা।"

ব্যাপার বুঝিতে আর বাকি রহিলনা। আসল কথা—এখানে আর থাকিবেন না। যাক—কারবার নয়,—স্বস্তি বোধ করিলাম।

বাসায় যখন মেয়েরা নাই, ব্যাপারটা দেখাই যাকনা। একটা সাড়া দিতেই বলিলেন—

"এই যে—আসুন আসুন।"

"আজ যে বড় বেড়াতে বেরননি ?"

"না,—আজ ওঁরাই গেছেন। ক'দিন দই আনিনি,—অম্বলটাও চাগিয়েছে নিজেরাই গেলেন। একটু বেড়ানো ভালো।"

"সেটা ভালো বইকি,—তা এ-সব কি হচ্ছে ?"

"অভাবটা সব সময় মন্দ নয় মশাই। এঁরা না থাকায়,—বাসায় দেখি হঠাৎ খানিকটে দরাজ-জায়গা বেরিয়ে এসেছে, হাওয়া খেলছে! সেই ফাঁকে গৃহ-দেবতাদের সেবা সেরে রাখছি। হিঁদুর ছেলে—এঁদের ফেলতে ত' পারিনা,—শেষ পর্যন্ত টানতে হবে। বড় দয়া রাখেন, গুড্‌সে (Goods-এ) চড়তে আপত্তি করেন না।"

কর্তার কথা বরাবরই এই পথ ধরে চলে। বলিলাম—"তবে কি আপনারাও –"

একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কেনো—আমরা কি গাছপাথর! আপনারা থাকবেন না,—জয়হরি বাবুকেও নিয়ে যাচ্ছেন,—এখানে আর কোন সুখ রইলো মশাই! পেন্‌শন্ নেবার পর এই ক'টা দিনই যা বেশ ছিলুম!"—একটু নীরব থাকিয়া—

"—যাক,—এটা দেশও নয়, নিজের ঘরবাড়ীও নয়, লেখাপড়া করেও আসিনি। দশরথের বাচ্চাও নই যে চোদ্দো বচরের বরাদ্দ আছে। আর—এখানে ভালোটাই বা কি—না আছেন গঙ্গা, না কালীঘাট, না গড়ের মাঠ। গ্রিক' পেলেটি নেই যে ছেলেরা কাছে থাকবে,—চুল ছাঁটতে তাদের কলকেতা

ছুটতে হয়,—শেষ া-গুলোকে খোয়াবো! কি সুখে থাকা মশাই—চলুন একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি।"

অভিমানটা যেন আমাদের উপরই। যাহা হউক—তাহার মধ্যে সত্য নাই এমন কথা বলিতে পারিনা। আমরা আরো দিন কতক থাকিলে যে তিনি এখনি উৎসাহের সহিত গৃহদেবতাদের প্যাক-মুক্ত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিলাম—

"যার জন্যে আসা তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন কি?"

অবাক-বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি সংসার করেননি দেখছি, ওঁদের একটা বড় কিছু না থাকিলে রোশনাই থাকেনা মশাই। —যাক, ভাগ্যে—অম্বলের বড়িয়া ওষুধটা মিলে গিয়েছিল—তাতে ওঁর রোগটা দেবে থাকতো—আমারটা চাগাতো।—কুল গাছগুলোও কুল খুইয়ে বংশোজ মেরে গেছে, আর কি সুখে,—যাক…"

—"এখন বাতটার জন্যেই ভয় পাচ্ছি, ওটা ভারী-ওজনের জিনিস কিনা! চারদিক ফুলছে, চুড়ি অনন্ত আর চড়চেনা। আবার এমনি অদৃষ্ট—অমন ফাঁদালো পুষ্প-হার খাটো মারছে মশাই! রোগের ওপর এই সব বোঝা ত' আমারি বাঁচবার ওষুধ হিসেবেই তাঁকে বইতে হয়। তা জানেন ত'! তবে এ-ভাবে উন্নতি হলে আর কি বাড়ী ফেরা সম্ভব হবে মশাই,—শুভস্য শীঘ্রংই ভালো। কি বলেন?"

"আপনি নিজে কি ভাবচেন?"

"আমার ভাবনা অপার! ভাবচি, ফিরে—আগে শরীর কি স্যাকরা নিয়ে পড়ি! স্যাকরার হাতেই যখন আমার প্রাণটা, এবং আমার প্রাণটার ওপর যখন ওঁর টানটা"—

"বস্ বস্—ওর ওপর আর কথা কি! এয়োৎ রক্ষা আগে—"

মুখের একূল ওকূল হাসি ছুটিয়ে বললেন—"এই যে সবই জানেন দেখচি! মাপ করবেন আমি বুঝতে পারিনি! তাই ত' বলি—এখনো এমন টেনে চলেছেন কিসের জোরে—কোষ্ঠী ত' কবে খতম হয়ে গেছে,—টানে কিসে! ও-যে জ্যান্তো

জিনিস মশাই, সজীব দাওয়াই,—অব্যর্থ ও ঘর-ঘর পরীক্ষিত! বচর বচর যোগান দিতে পারলেই অমর।—

"হঠ-যোগী কত কসরতে শ্বাস টানতে শেখে—দীর্ঘায়ু হয়,—এতে আপ্‌সে শ্বাস-টান ধরে! আর কি চান! এখন আপ্‌সে। বাবার কৃপায় শ্বাস-টান ত' পাবো!

জানি এ বক্তৃতা বাধামুক্ত স্রোতের মতই চলিবে, তাই বিষয়ান্তরের প্রত্যাশায় বলিলাম—

"তা বইকি! হ্যাঁ—আজ বুঝি সব বাবাকে দর্শন করতে গেছেন! এঁদের ভক্তি-নিষ্ঠাই আমাদের ধর্মের পরিচয়টা আজো বজায় রেখেছে, আমরা ধর্মের নামটা মুখে আনতে পারছি।"

"এই রোগের বিপুল বোঝাটা নিয়েও,—সেটা বলুন!"

"তা ত' বটেই,—আমরা আর কি করছি বলুন! আমাদের এই মুমূর্ষু ধর্মের ত' ওরাই মকরধ্বজ। তেমন সব গিন্নি-বান্নি ক্রমেই কমে আসছেন, এমন প্রাচীন ধর্মটা রক্ষার পক্ষে সেটা"—

"বড়ই চিন্তার কথা, এই বলচেন! কিছু ভাববেননা, ও সব অমর জিনিস। অন্ন-পিসিরা থাকতে কোনো চিন্তা নেই, তাঁরা বীজ না রেখে যাননা। কঠোর নিয়মী, বিধি নিষেধ খুঁটিয়ে পালন করেন। ষষ্ঠীগুলিতে কি নিষ্ঠার সহিত ময়দা মাথা, 'কুমড়ো-বলি চলে,—দেখলে আপনার হতাশ হবার কোনো কারণই নেই মশাই। দেখে থাকবেন, দাঁত গিয়েছে দাঁত-খোঁটা যায়নি! ধর্মের শরীর, চিরদিন এই ধর্মটা সামলে আসচেন এবং রেখেছেন।

—"স্বর্গে ত' যাবেনই, পাছে সেখানে না মেলে—তাই নবীপিসি শপথ করিয়ে রেখেছেন, সঙ্গে একখানা কুরুণী আর একটা হামানদিস্তে দিতে ভুলিসনি বাবা—ধর্ম না খোয়াই! পাঁড় শশা, শাঁকালু, মূলো, নারকোল, নারকুলে কুল—এ সব কুরে আর থেঁতো করে খেতে হয় কিনা।' এ ধর্ম কি যায় মশাই!"

কি মুস্কিলেই পড়িলাম! শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম সংসারাশ্রমে যিনি যেমন দিয়াছেন ও শিখিয়াছেন—ধর্ম-বিশ্বাসে সেই ধারণা মত তাঁহারা যাহা

নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন, তাহার উপর এত আক্রোশ কেন? তাহার মধ্যে অধর্মটা কোথায়—তা'ই ত' বুঝিতে পারিনা। নিয়ম, সংযম রক্ষা হয় ত'! আর উহাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের আহারাদির ব্যবস্থাই বা তাঁহাদের করিয়া দিতেছে কে!

যাক,—তাঁহার কথাটা আর এগুলো না। দেব-দর্শনান্তে সব ফিরিলেন,—সহজেই রেহাই পাইলাম।

সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু, মুটের মাথায় বহুৎ কিছু, আর জয়হরির হাতে পেঁড়ার হাঁড়ি,—বগলে পাহাড়ী-কাঠের এক-বোঝা ছড়ি,—লেকড়ি বলিলেই সত্যের সম্মান থাকে।

৬৫

দ্রুত পাশ কাটাইতেছিলাম;—কর্তা বাধা দিলেন;—"আপনি যাবেননা—যাবেননা,—উনি ত' এখন রোগরত্নাবলী—সম্প্রতী বাতে * বর্দ্ধিত (enlarged) এইবার "গোল্ডস্-স্মিথ" (Golds Smith) টেনেছে,—"ডেজার্টেড ভিলেজ" (Deserted Village) বানাবেই, বাণেশ্বরের প্রতি—"বেটা দেখছিস কি, চট্‌পট নে।

"এই যে জয়হরি বাবু, দর্শন হ'ল? কি সব সওদা সারলেন? বহুব্রীহির মত ঠেকছে যে।"

জয়হরি বলিল—"এই সব সংসারে এটা ওটা সেটা, সবই ত' দরকার। টাকা ফুরিয়ে গেল—অমন ঘোড়াটা, আর একটা কি চমৎকার ছুঁচো, আহা কি বানিয়েছে মশাই!—মার ভারী ইচ্ছে—তা কাল ত' আবার যাবেন"—

"না না, বানানো ছুঁচোর তরে আর কষ্ট করে যেতে হবে কেনো"—

* বাতে অর্থাৎ দেওঘরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায়।

"ওঃ, সে যদি আপনি দেখতেন !"

"আমাকে আর দেখতে হবে কেনো—পাঁচজনে ত' দেখছেন ! আর কিছু নয় ত' !

"আর সব—কত রকমের খেলনা পুতুল, বাঁশী, ফুটবল, ছোটো ছোটো রঙিন ছাতা, ছাপের কাপড়, এলুমিনমের দু' ডজন গেলাস, বাটী, ডিস, বালতি—এই সব। তীর্থ করে ফিরছেন,—চাই ত' "—

"ঐতেই হয়ে যাবে !"

"না—টাকা ফুরিয়ে গেলো যে, তা না ত'—সে ঘোড়া মা ছেড়ে আসেন ! আর অমন···কাল তাই যাবেন।"

"মুটের মাথায় ?"

"দু'টো ট্রাঙ্ক নেওয়া হল কিনা—একটা ত' ভরেই গেছে, আর একটা খালি-গেলে ত' টোল-খেয়ে যাবে,—তাই ভাবছিলেন—"

মাধুরী দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল—"আ-হা-হা, অত কুলকুটো যাবে কিসে ! তাই ধরলে বাঁচি !"

কর্তা ধীরনেত্রে আমার দিকে একবার চাহিলেন। বলিলাম—"সংসার বলতেই ওঁরা। আমরা আর করি কি বলুন! দেখুননা—ইতিমধ্যে ওই শরীরেই এই সব করে রেখেছেন। ওঁরা না থাকলে—"

মাথা টা কিঞ্চিৎ কাৎ করে বললেন—"হুঁ—সাফ্ ডুবে যেতুম ! আমার-ভালো খুঁজে খুঁজেই জানটা দিলেন—এইটে বড় লাগে !"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তার পর বাণেশ্বরের দিকে চেয়ে বললেন—"আহা—তুমি কিছু কিনবেনা বাপধন !"

তাঁর মুখের ভাব দেখিয়া মাধুরী হাসিয়া ছুট মারিল।

"সংসারের সুখই এরা,—দু-দুটি মধুর ফলই তাঁর কৃপায় আমার লাভ হয়ে গেছে,—এন্তার রসাস্বাদ করে চলেছি।"

এই বলিয়া যুক্ত হস্তে মুদ্রিত নেত্রে ভগবানের উদ্দেশে উর্ধ্বে একটি ভক্তিপূর্ণ নমস্কার নিবেদন করিলেন।

—"আপনি কিছু নিলেন না জয়হরি বাবু ?'

"আমি আর কি নেব। যা ছিল সবই জ্ঞাতিদের সিন্দুকে ত' রয়েছেই। থাকলেই ধুতে-মাজতে হয়, পরমাত্মীয়েরা সে কষ্ট রাখেননি। মাটির হাঁড়িতে আর কলাপাতে বেশ চলে যাচ্চে। কিছু নিলেই—তাঁদের আবার সিন্দুক কিনতে হবে,—থাক।—

"তবে—মা বলে দিছলেন--একখানা হাতোলদার চাটুর কথা—তাই নিয়েছি। এই দেখুননা—ভারি দরকারি জিনিস,—কোদালের কাজ করে,—ঘাস-ছোলা চলে; ভাজা ভাজুন, রুটী করুন,—ইক্‌মিকের ওপর! আবার উঁচু জায়গায় পুঁতে চাঁদ্‌মারি চালান্,—অনেক কাজে লাগে।"

"বটে! তা হবে বইকি,—একা 'চাটু'তেই সব কাজ বেরিয়ে আসে, অধিকন্তু ল্যাজ্ রয়েছে! আর কিছু নিলেননা ?"

জয়হরির পকেট থেকে একটি বেশ গোছালো শেকড় বার করে উৎসাহের সহিত বললে—"এই একটিই ছিল, অনেক করে এক সাঁওতাল-বুড়ীর কাছে আদায় করেছি। মাগী দেবেইনা—"

"গুণ ?"

জয়হরি খুব নীচু আওয়াজে ফিস্‌ফিস্ করে জানালে—"তিনবার শোঁকাতে পারলেই ভূত ছেড়ে যায়, সঙ্গে থাকলে—সে দিক ছেড়ে ভূতপ্রেত পালায়। আবার ঘষে কপালে লাগালে উন্মাদ পাগলও সারে।"

কর্তা বলিলেন—"ভাগ্য দেখুন—আজই বেরুইনি! তাই ত',—আপনি"—

জয়হরির সব উৎসাহ যেন এক ফুঁয়েই নিবে গেলো!

যেখানে ফিস্‌ফিস্ সেইখানেই সকলের কাণ। মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দিদিমা বলে দিলেন,—ছেলেকে বোল্‌-গে উটি আমার চাই-ই।"

জয়হরির বাক-রোধ!

কর্তা বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে,—"অ্যাঁ—ওঁরও অবস্থা এমন নাকি!"

বলিলাম—"ওষুধ যখন হাতে এসেছে তখন আর ভাবনাটা কি! একদিন উনি শুঁক্‌বেন—একদিন আপনি, বাড়িতে একটা থাকলেই হবে। জয়হরিকে

আমারটা দিয়ে দেবো, সে আমার পরীক্ষা করা জিনিস,—উভয়েই উপকার পেয়েছি। জব্বলপুরে থাকতে গোঁড়েদের এক মুরুব্বির কাছে পাই,—তাকে বন্দুকের পাস্ দিইয়ে দিয়েছিলুম।"

জয়হরির কথা ফুটিল—"আমি মার হাতেই দিয়ে দেবো।—আর এই ছড়ি পাঁচগাছাও নিয়েছি।"

কর্তা এক এক করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ—একে বলে মিল,—এক জাত এক ধাত, এক পচন্দ! তা না ত' আর কালই এ স্থান ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি! থাকতে আর মন চাইবে কেনো!—

"ছড়ির সখ্ আমার বরাবরই, জয়হরি বাবুরও দেখছি তাই, —তা' না হলে এ পচন্দটি আসতেই পারেনা,—পাঁচগাছার মধ্যে একগাছাও সোজা নিতেন। আমার ত' সতেরো গাছা রয়েছে,—ওর এক-গাছা সিদে বার করুন দিকি,—জো কি! ছড়ির কাজই সিদে করা,—সিদে হওয়া ত' নয়! বাঃ, চমৎকার selection (বাচাই) হয়েছে। এর ভালোমন্দের পরিচয় যে আমাদের সেই পাঠশালা থেকে পাওয়া।"

বলিলাম—"আজ্ঞে ঠিক্ বলছেন, তখন ভালো লাগতো না,—এতদিনে মতি-মাস্টারের সদুদ্দেশ্য খোলসা হচ্ছে। এখন আবার ধাড়ির তালিম (Teachers Training) খুলেছে। এবার আর তার আস্বাদটা মিললোনা। আচ্ছা—ছেলেরা পাবে,—তাদের জুটবে ত'।"

"তাহ'লেই বড় সুখের হয় মশাই।—আর দেখুন, এ ছড়ির প্রধান গুণ—চুরি-যেতে জানে না। শেষ—ফকিরী পর্যন্ত চলে। ও ব্যাক নয়, এক এক স্বর্গ!"

পেঁড়ার হাঁড়িটায় উঁকি মারিয়াই আনন্দোচ্ছ্বাস ছাড়লেন। "হুঁ সাধে কি বলেছি,—শুধু একটাতেই কি মিল! এই দেখুন,—যেটি পছন্দ করি—তাই। যেমন ধপধপে তেমনি খট্‌খটে! ওর পরীক্ষাই হচ্ছে বাজিয়ে আওয়াজ শুনে নেওয়া;—এই না?"

জয়হরির মনটা আজ যেন কিছুতেই দাঁড়াচ্ছিল না, সে বললে,—"তাজা দেখে নরম জিনিস নিলেই ঠকতে হয় মশাই! এখন ওরা রস-মরে আসলে দাঁড়িয়েছে,

—ওজনে খান পনেরো বেশীও চাপলো ! দোকানী বেটা ধরে ফেললে, মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"আপনি দেখছি সমঝদার লোক—জল না শুকুলে নেন না। আগে জানলে—ও-দরে দিতুম না।"

জয়হরি একটু উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিল,—"এতে আর এক লাভ—গাড়ীতে, পথে, বিদেশে বড় কাজ দেয় মশাই, তিন মাস রাখুন না—পচবেনা বরং পোক্তাই হবে। আবার একখানাতে তিন কাপ্ চা,—ওতে দুধ ত' আছেই, অধিকন্তু চিনি।"

ইস্টুপিডের ব্যাখ্যা শুনে মৌন রক্ষা কঠিন, বলিলাম—"বলনা কলকেতা সহরে এ জিনিসের জন্ম হ'লে এত দিনে "ভগবতীর ডিম্" বলে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যেতো।"

"বাঃ, আপনার মাথা ত' খাসা।"

"হ্যাঁ,—তাই অনেকেরই ইচ্ছা—মুণ্ডনান্তে যৌগিক প্রসাধনে অভিনন্দিত করবার। বহু চেষ্টায় বাঁচিয়ে চলেছি,…"

"না না—রহস্য নয় !"

জয়হরির দিকে ফিরিয়া—"ইঃ, চা খাবার এত বড় সুবিধে থাকতে, কলকেতায় বসে বসে দুধের জন্যে কি কষ্টটাই ভোগ করেছি !"

হঠাৎ বাণেশ্বরের প্রতি—"ওরে হারামজাদা—যাবার সময়ে কি জাত খুইয়ে যেতে হবে,—চা কইরে পাজি !"

জিভ কাটিয়া—"এই যে বাবু" বলিয়াই বাণেশ্বর ছুটিল।

জয়হরি ম্লানমুখে বলিল,—আপনারা সত্যিই কি কাল চলে যাবেন ?"

"আপনারাও ত' কাল মিথ্যে যাচ্ছেন না জয়হরি বাবু ! আপনারা থাকলে আমার কি সাধ। সত্যই যে এখানে থাকতে আর ভালো লাগবেনা।"

জয়হরি অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।

জয়হরি—বাজারে বাজারে।

অবস্থা দেখিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া দিবার ভার আমিই লইয়াছি। সেই উদ্দেশ্যে বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে স্টেশনেই গেলাম।

স্টেশন অনেকটা ঠাণ্ডা,—তখন কাজকর্ম কম। বৈকালের প্যাসেঞ্জার চলিয়া গিয়াছে।

একটি লম্বা ছন্দের ছিপ্ ছিপে যুবা, প্রসাধনান্তে মাঠ-মুখো চেয়ার টানিয়া—নিশ্চিন্ত মনে এক এক চুমুক চা খাইতেছেন। সামনে একখানি খাতা খোলা। দেখিলেই বোঝা যায়,—আপিসেরও নয়, ধোপার হিসেবেরও নয়,—সখের। হাতে ফাউণ্টেন-পেন্। মুখে—হুঁ হুঁ হুঁ।

আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—এখন কাজের সময় নয়—আমি off duty (কাজের-বার)—নিজের কাজে আছি। আপনি অন্যত্র বসুন-গে বা বেড়ান-গে।"

"আপনার কথাগুলিতে রেলের সুর পেলুমনা, সে আওয়াজও নয়, সে তাতও নেই, সে বেগও নেই। দু'টো কথা কইতে যে ইচ্ছে হয় ভাই,—কাজ নাই বা হ'ল। তবে আপনাকে যদি বিরক্ত করা হয়—তা হ'লে থাক। একটু আরাম করচেন—করুন।"

ছোকরাটি এক-আঁচ অপ্রতিভ ভাবে—"না, আরাম ঠিক নয়,—একটা নেশা আছে,—তা যে চাকরি—সময় ত' পাইনা,—এই, এই সময়ে যা দু'লাইন। তাও বেরুতে কি চায়,—রেলের আওয়াজেই মগজ ভরা! মিলের তরে মাথা খুঁড়চি—"

অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা দেখা দিলে।

"ওঃ—আপনার কবিতা লেখার ঝোঁক আছে বুঝি! ও যে জোঁকের মত ধরে, আর একটা না পেলে ছাড়ে কে! ওর আনন্দ যে একবার পেয়েছে তার কি ইহকাল পরকাল থাকে ভাই,—সে বাপের সঙ্গে সাপ, ধর্মের সঙ্গে চর্ম, না হ

'অধর্ম' পর্যন্ত জুটিয়ে দেয়! ও ঢের ভুগেছি দাদা! একটু ফাঁক পাবার জন্যে সর্বদাই প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, কিছু ভালো লাগেনা। না—আমাকে মাপ করবেন, —আপনি লিখুন!"

"না না—আপনি বসুন। এই জুম্মন—কুর্‌সি দেও।—

—"রোজ কি আর বেরয়। অভ্যাস,—খাতা নিয়ে না বসলেও স্বস্তি নেই—তাই বসতে হয়।—এক-কাপ চা আনতে বলি।",

"না—থাক। তবে প্রথম আলাপ—প্রণয় পাকা করতে ওর আর জোড়া নেই;—ওর ছোপ একবার ধরলে আর ছাড়েনা,—দিন।—"

"—হ্যাঁ—ঐ যা বললেন—খাতা না নিয়ে বসলেও স্বস্তি নেই, উটি পাকা কথা। বঙ্কিম বাবুরও ঠিক ওই নিয়ম ছিল, লেখা আসুক না-আসুক—বসতেই হবে। সে-সময় ঘরে আগুন লাগলেও উঠতেন না।"

"এমনি রোগই বটে! আমারো মশাই ঠিক তাই।"

"ও-যে হতেই হবে। একটু না লিখলে—নিদেন দু'লাইন,—স্বস্তি পেতেই পারেননা। হেমবাবুর কোনো কোনো রাত—মাথার চুল ছিঁড়ে কেটে যেতো।"

"এই দেখুন না।"—

দেখিলাম—বাঁ কাণের এক ইঞ্চি ওপরে—টাক পড়ে আসছে!

—"না করেও ত' পারা যায় না মশাই!"

—কি করবেন! এটা হল' আপনার সত্যিকার আনন্দের কাজ, মর্ম-কোষের কাছাকছি জিনিস,—এর মাধুর্যই আলাদা। টাকার কাজ ত' পেটের জন্যে দাদা,—আর এর মধ্যে যে আপনার সমগ্র প্রকৃতি আর প্রকৃতি প্রবৃত্তির সার্থকতা অপেক্ষা করে রয়েছে। তা আপনি রেলে ঢুকলেন কেনো? দেখছি" -

আর মশাই! শ্বশুর 'ভাগ্য-বেঁড়ের' স্টেশন-মাস্টার, তিনিই"—

"দেশের এই সবই দুর্ভাগ্য! লাইন্-ময় কত merit-ই (প্রতিভাই) মাটি-চাপা পড়ে আছে! গোরস্থান আর শ্মশান একই কথা,—সেখানে বসে গ্রে সাহেব যা লিখে গেছেন—সেটা বান্ধবেরই বাণী। আর সাহিত্য যাঁকে পাকা রকম

পেয়েছে তাঁর আর মার্ নেই, তিনি রেলে থাকায় বরং নানা স্থানের নূতন নূতন নানা আমদানী থেকে যথেষ্ট গুছিয়ে নেন। আপনার যে রকম নিষ্ঠা দেখছি'...

"আমি মশাই সেই লোভেই"—

"তা বুঝতে পেরেছি। ছাড়বেন না, সরস্বতীর অন্তঃশীলা বেগ—আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলবে। যা হোক্—আলাপ হয়ে গেল,—পাঁচটা দিন আগে হলে বড় সুখেরি হত,—সাহিত্যালোচনায় বেশ কাটতো।"

"আপনার কথা শুনেই বুঝেছি—আপনিও"—

এক সময় সখ্ ছিল বটে, তখন মিলের মাধুর্যও ছিল। এখন গরমিল বাঁচিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট,"......

"আমার আবার একটা বদ্-রোগ আছে—মুস্কিলেও পড়ি তাই। শুধু মিললেই হবেনা—মিলের কথা দু'টি—এক ওজন আর এক আওয়াজ দেওয়া চাই। না হলে মন ওঠেনা।"

"উঠতে পারেনা,—এই বাড়ন্ত যুগে তার কমে কি মানায়?—ছাগলের সঙ্গে পাগলকে এক খোঁটায় বাঁধা বরং চলে, কিন্তু 'জল'-এর সঙ্গে অচল। সে সব দিবসা গতা।—"

—"চণ্ডীর স্তব লিখতে আমারি একবার প্রথম লাইনের শেষে 'উপচিকীর্ষা' রূপ উৎপাত এসে পড়ে, শেষ—"শুঁপো-নাদীরশা" বসিয়ে সে যাত্রা বাঁচি। 'দিলিরশা' দিলে একদিক বজায় হয় বটে, কিন্তু ওই ওজনে আর আওয়াজে যেন ঘিমে মারে। তাই পচন্দ হ'লনা। স্তব শুনে লোক শুদ্ধ হবেনা।—

—"ধরুন—লিখতে লিখতে আপনি "আফগানিস্থান"এ এসে পড়েছেন,—উপায়? সেকালে "ধান" দিলে মিল্‌তো, আজকাল আপনাকে শ্রেষ্ঠ মিলন খুঁজতে হবে, না হয় বানাতে হবে—যা, বহরে, বলে, আওয়াজে ফিট্ করে। সুতরাং "দাদখানী ধান" বা "আমদানী ধান" ঝাড়তে হবে।"

"আপনার খুব রপ্তো ত'! আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে মশাই।"

"আমাদের যে খারাপ করবার মত আর কিছু নেই।"

"এখন, আছেন ত' ?"

"না ভাই,– একখানা ইণ্টার রিজার্ভ্ করবার জন্তেই এসেছি, কালই চলে যাচ্ছি। আপনাকে পেয়ে এখন আপশোষ হচ্ছে—"

"কাল-ই! ইস্–কিছু জানতুম না,—আর এই কাছেই ছিলেন! আপনি থাকলে আমার "রজনীগন্ধা" খানা জামাইষষ্ঠীর আগেই"........

"যাচ্চি ত' হয়েছে কি ভাই, ঠিকনা দিয়ে ত' যাবই,—আবশ্যক হলেই লিখবেন—তাতে সুখিই হব। আমরা এক নেশার লোক যে'–

—"আচ্ছা—এখন আর যশেডি যাবার উপায় নেই কি ?

"কেনো—যশেডি-কেনো ?"

"ঐ রিজার্ভের জন্তেই। মেয়েছেলে সঙ্গে,—হাওড়া পর্যন্ত একটানা যেতে হবে কিনা।"

"ও রিজার্ভের ভার আমার রইলো, ওর জন্তে আপনাকে কষ্ট পেতে হবেনা,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সকালে টাকা জমা করে—পাস্ নিয়ে যাবেন। আমি টেলিগ্রাফে সব ঠিক করে রাখচি।"

শেষ—চা, পান, সিগারেট ও নানা কথা। পরে বঙ্কিমবাবুর চেহারা—নাক, চোখ, ভ্রূ, রং প্রভৃতি শুনাইয়া ছুটি।

৬৭

প্রত্যাবর্ত্তনের পরোয়ানা লইয়া প্রভাত দেখা দিল। প্রভাতের আলোক-উজ্জ্বল প্রকাশ, দেহমন জুড়ান বাতাস, আজ আর আমাদের লক্ষ্যের বস্তু নহে। সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—বন্ধন বা দ্বিধা-সঙ্কোচশূন্য। কেহ কাহারো অপেক্ষায় নাই।

আবার—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম—কর্তা আজ ভৃত্য বণেশ্বরকে—'বাণেশ্বর' বলিয়াই ডাকিতেছেন। সে আজ আর বাণভট্টও নয় বাণলিঙ্গও নয়!

বাড়ীতে আত্মীয়ের বা প্রিয়জনের যখন সঙ্কট পীড়া, কেহ রোগীর শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণ উপস্থিত; কেহ সেবা-শুশ্রূষারত; ঔষধ পথ্য আর থারমামেটর লইয়া ঘড়ির হুকুম মত কেহ চলিতেছে, আর ডাক্তারের হুকুমমত রোগীর অবস্থা আর টেম্পারেচর টুকিতেছে; কক্ষ মধ্যে ঘড়ির শব্দ ছাড়া কাহারো টুঁ শব্দের অধিকার নাই,—সকলের মুখই মেঘগম্ভীর; তখন এমন কেহও থাকেন যাঁহার কেবলি চেষ্টা বাহিরে বাহিরে থাকা। ঔষধ আনিবার বা ডাক্তার ডাকিবার ভারটা পাইলেই তিনি বাঁচেন! কতকটা সময় ভাবনা-চিন্তার বাহিরে কাটাইতে পারেন;

ডিসপেনসরিতে বসিয়া দু'চার জনের সহিত বাজে কথাবার্তা বাড়াইয়া যতটা সময় কাটে ততটাই তাঁর লাভ। এটা বোধ করি দুর্বলচিত্তের লোকের স্বভাব।

আমি তাঁদেরই একজন, তাই আজ এই আনন্দ-বিরল আবহাওয়ার মধ্যে না থাকিয়া, আমার প্রধান কাজটা হ'ল—বৈদ্যনাথ দর্শন।

এখানে আশা অবধি বরাবরই অলক্ষ্যে কোথায় একটা ক্ষোভের খোঁচা ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেই সেটা চোখে পড়িয়া গেল। আগে এত খুঁজিয়াছি পাই নাই।

আজ বিদায়ের দিনে আমার সেই প্রথম রাত্রির অসহায় অবস্থার অবলম্বন মুস্কিল-আসান নন্দকিশোর-পাণ্ডাকে দেখিতে পাইলাম। দেব-দর্শন ভুলিয়া গেলাম। সরাসরি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, পরিচয় দিয়া ধরা দিলাম। তাঁহার আনন্দ ও বিনয়ের সীমা রহিল না। দোষীকে এতটা সম্মান কেবল গরীবেই দিতে পারে!

সে সহজেই সুন্দর ভাবে দর্শনাদি করাইয়া চরণামৃতে ও প্রসাদে,—একটি ছোটখাটো লগেজ বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। রস মরিয়া আসিয়াছিল,—মাত্র দুইটি টাকা তাহার হাতে দিতে লজ্জা বোধ করিলাম! সে তাহাকে লক্ষ টাকার আদর দিয়া গ্রহণ করিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত থাকিতে প্রস্তুত;—অনেক করিয়া বিদায় করিলাম।

বাসায় আজ সকলেরই মধ্য হইতে সোজা-মানুষটি সরিয়া গিয়াছে, কতক

ট্রাকে কতক বাক্সে-বেডিংয়ে—সোজা মানুষটি কখন সহজেই বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সৌখীন কাচের বাটিতে জবাকুসুমের পরিবর্তে আজ মাটির খুরিতে সনাতন সর্ষপ তৈলই সহজ ব্যবহার্য; স্নান আহ্নিকে গামছাই পট্টবস্ত্র! জলযোগের মিহিদানা—পাতার ঠোঙা হইতে অনায়াসে হাতে আসিয়া পড়িতেছে! আর্শির বদলে সার্সি কাজ দিতেছে,—ইত্যাকার।

আসিয়া পর্যন্ত নিত্যই চোখে পড়িত, একটা পরিত্যক্ত ফুটো বাল্‌তি কুল-তলায় কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে; এখনো তাহার কর্মভোগ কাটে নাই, বানর তাড়াইতে তাহারই পৃষ্ঠে প্রহার চলে,—কাজ ফুরায় নাই,—আওয়াজ দিতে হয়! জলদানে বিস্তর সাহায্য করিয়াছে, ফল যাবে কোথায়! জলেও গলেনা—উইয়েও খায় না!

আহারে বসিলেই সেটা নজরে পড়িত—শিহরিয়া উঠিতাম! অমর হওয়ার সুখ কম নয়! ভাবিতাম—তাই বোধহয় মানুষ নিজের জন্য চিতার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে,—ফুঁকে দিলেই ফর্সা! কিন্তু অতি-মানুষে যে আবার জন্মান্তরের ভয় দেখায়!

যাক, আজ দেখি সেটাকে ধুইয়া, আবার কাজে লাগানো হইয়াছে। আজ আর জল ধরিবার আবশ্যক নাই, যে-যার জল তুলিয়া কাজ সারিতেছে।

বার বার কাণে আসিল—"দেখো সে সময় তাড়াতাড়িতে দড়িগাছটা না থেকে যায়!"

দড়ির দরকার শেষ পর্যন্ত! কেরোসিনের ডিপেগুলো এত জ্বলিয়াও রেহাই পাইলনা,—তাহারাও একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল।

কখনো শুনিলাম, "উনুনগুলো যেন আস্তো না থাকে—ভেঙে দিয়ে যেতে ভুল না হয়।" শাস্ত্রবাক্য,—হিঁদুর যে ধর্ম ছাড়া কাজ নাই!

ডাক্তার বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি। জয়হরি সেইখানেই খাইবে। কিন্তু—এ বাড়ীতেও না খাইলে নয়। সে বলিয়াছে ও-আবার শক্তটা কি মশাই,—পৌষপার্বণে একাই সাতবাড়ী সামলাই।

ভরসার কথা বটে! এখন যে আস্তো ফেরাতে পারিলে বাঁচি! ওর জন্যেই এমন জল-হাওয়াটা কাছে ঘেঁষতে পেলেনা!

কেবল অমরের সঙ্গেই সাক্ষাৎটা হইল না। সে গিধোড়ের রাজবাটীতে বড় একটা দাঁওয়ের ফিকিরে ফিরিতেছে। সত্তর হাজার টাকার "সাপ্লাই",—হাত লাগলেই—চল্লিশ হাজার নিজের! বাবার মাথায় বিল্বপত্র চড়াইবার জন্য,—নিয়ম ভঙ্গ করিয়া,—পাণ্ডাকে আগাম বারো আনা পয়সা দিয়া গিয়াছে। আগাম দেওয়ার কথা এই প্রথম শুনিলাম! কাজ হাসিল হইলে, মায় দক্ষিণা—পূজায় পাঁচসিকা খরচ করিবে, এ কথাও বলিয়া গিয়াছে।

পরিচিতের নিকট এ একটি puzzle,—আগাম দেওয়া বারো আনা—পূজার পাঁচসিকার মধ্যে উহ্য আছে কি না এ গুহ্য কথা বাবারও সাধ্য নাই যে বুঝেন।

পাণ্ডা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"অমরবাবুটি কি সাঁচ্চা বাঙালী আছে মোশাই? বড়া হিসাবী লোক। মোহরলাল-ভেল্কী বোলতেছিলেন—"উনি হামারা পরদাদাকে ভাতিজা আছে; বহুৎ রোজ বাংলা দেশমে আছেন—মিশিয়ে-ঘুসিয়ে গেছেন। হামারা হক একিশ হাজার এমন সাফ্ উড়িয়ে নিলেন, মাড়োয়াড়ি-বাচ্চা হামি—তাকতেই রয়ে গেলুম! বড়া কামের লোক আছেন—মাড়োয়াড়ির ভি জোঁক আছেন! খুন পিয়ে লেন।"

৬৮

বাসার পাশেই ইস্টেশন। বাঁশী বাজিলেই কর্তার কাণ খাড়া হয়,—ঘণ্টা দিলেই মনটা চঞ্চল, অস্থির হয়ে পড়েন—"ছেড়ে গেলো নাকি!"

মাল-গাড়ির মাল ইস্টেশনে হাজির হইয়া গিয়াছে, জয়হরি খবরদারিতে আছে।

বাসার কর্তা লগেজ লইয়া ব্যস্ত! গণিয়া কখনো দাঁড়ায় তের, মিনিট পাঁচেক পরে সতের, পরক্ষণেই উনিশ, পশ্চাৎ ফিরিতেই একুশ। আবার গোণেন। ফের গরমিল!

বিব্রতভাবে ইস্টেশনে গিয়া জয়হরিকে গুণিতে পাঠাইলেন। সে গিয়া রিপোর্ট দিল—আটাশ!

"Puzzled! পাগল করলে!"—বাসায় ছুটিলেন।

রোয়াকে একখানা টালির উপর বসিয়া নানা চিন্তা সহযোগে সিগারেট টানিতেছিলেন। সে চিন্তার মাথামুণ্ডু নাই, ধোঁয়ার সঙ্গে বেশ মেশে।

হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"একবার উঠতে হবে,—অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর একটু। লগেজগুলো গুণে একবার ঠিক ক'রে দিন! যতবার গুণি রকম রকম পাই, কারণ বুঝতে পারছি না।"

বলিলাম"—ব্যস্ত হবেন না,—কারণ আমার জানা আছে। গাড়ি না-ছাড়া পর্যন্ত ও জিনিসটি বাড়ে"—

"তাই নাকি! তা একবার উঠুন।"

গণিয়া বলিলাম—একত্রিশ।

"আমাকে ডোবালে!"

"চিন্তিত হবেন না, এখনো অনেক বাকি দেখছি। পানের প্যাট্‌রা, চূণের ভাঁড়, জরদার বোতল, জলের কুঁজো, ঘটি, গেলাস, গামছা, প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্রের পুঁটলি, স্টোভ্‌ প্রভৃতি চায়ের চব্বিশ পরগণা—দেখছি না। অন্ততঃ উনোপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌছুনো চাই।"

"কাকে,—আমাকে? বলেন কি!"

"এই নিয়ম! ওঁরা গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত বাড়ের মুখ। দেখছেন না—ঐ-দিকে ওঁরা কত ব্যস্ত, দেল থেকে পেরেক খুলছেন। রাতের গাড়িতে যাচ্ছেন—এইটুকুই আশার কথা, রাস্তায় বাড়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম,—তবে বর্ধমানে আরো দু' নম্বর বাড়বে। হাওড়ায় ছেলেদের গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে বলে পাঠিয়েছেন ত'?"

"অনেক ভুগেছি মশাই,—আর নয়। সোণার-চাঁদেরা নিদেন দু'খানা সিঙ্গ্‌-সিলিণ্ডার "সন্‌-বীম্‌" নিয়ে বাপের মুখোজ্জল ও অঙ্গ হিম করতে আসবেন! কাজ

নেই মশাই আমার স্টেটএনট্রিতে, ঢের ঘোড়ার গাড়ি মিলবে, একখানা নিলেই হবে! আর ওই চোর-বেটা গরুর গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যাবে।"

"তবে আর কি,—আচ্ছা আপনার অনেক কাজ, লগেজের ভার আমার রইলো।"

"আঃ—বাঁচালেন মশাই।"

দু'পা গিয়াই ফিরিলেন;—"জানি ও-দড়িগাছটা থেকেই যাবে! সে হারাম-জাদা গেল কোথায়?"

"ও আমি খুলিয়ে নিচ্ছি, আপনি অন্য কাজ দেখুন গে।"

"হ্যাঁ—স্টেশনের ও-ছোকরাটি আপনার কেউ হন বুঝি! আমাদের কিছুই করতে হচ্ছে না, তিনি খুব ইণ্টারেস্ট নিচ্ছেন।"

"উনি আমার সতীর্থ—বন্ধু।"

"বয়স ত'—"

"আজ-কালের ছেলেরা বয়সের মাপে ছোট বড় হয় না।"

"ওঃ,—তাই বুঝি বাবাজীবনরা প্রায়ই বলেন—'আপনি বুঝতে পারবেন না বাবা'।"

চলিয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

ক্রমে সময় হইয়া আসিল। বাড়ির ভিতর আর চাওয়া যায় না। কয় ঘণ্টার মধ্যে এত-বড় পরিবর্তন বিধাতাও পরিকল্পনা করিতে পারেন না।

ঘরের মেঝে আর উঠান—টুকরা কাগজে, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর ন্যাতায়, শূন্য দধিভাণ্ড খুরি শালপাতার ঠোঙ্গা, ভাঙা চেঙারি, মুড়োঝাঁটা, ফুটো-কলসী, পরিত্যক্ত পোলতে, পোড়া-কাট, কয়লার গুড়ো, ছেঁড়া মোজা প্রভৃতি সযত্ন-সঞ্চিত এবং অধুনা সদ্যবিক্ষিপ্ত সম্পত্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে! সে কি বীভৎস দৃশ্য,—'মহা-শ্মশানের মডেল!

"পণ্ডিত আর পুরোহিত মহাশয়েরা আক্ষেপ করেন,—ইংরাজি লেখাপড়ায় দেশের সর্বনাশ করিল,—সব গেল!' আমি তাঁহাদের শান্তির জন্য শপথ করিয়া

বলিতে পারি,—তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, কিছুই যায় নাই, সব বজায় আছে। শহরের দশবিশ ঘরের কথা ধর্তব্য নহে ;—শিক্ষিত সাধারণে সনাতন-অভ্যাস সযত্নে পালন করিয়া থাকেন।

এর মধ্যে ত' আর তিষ্ঠান যায় না। ট্রেণ ছাড়িতেও বিশেষ বিলম্ব নাই।

সকলকে লইয়া—সহ বালতির সেই দড়ি, দুর্গা বলিলাম। পথে পা দিয়া প্রাণটা যেন ফিরিয়া পাইলাম।

ইস্টেশনে কর্তা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন "খুব সময়ে এসে গেছেন! দড়িটে দেখছি রয়েই গেল, যাক, আর সময়ও নেই, যার কপালে আছে—এই যে এনেছেন দেখছি। আপনার কি স্মরণশক্তি,—কত কষ্টই দিলুম। আপনারা ছিলেন তাই—"

"নিন,—এখন দেখে-শুনে গাড়িতে বসিয়ে দিন, আমি একবার—" বলিতে বলিতে সরিয়া গিয়া অদূরেই কবি-বন্ধুর সহিত সময়োচিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

মিনিট তিনেক পরেই জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"কর্তার জুতা জোড়াটি দালানেই পড়ে আছে—এখন উপায়? আর ত' সময় নেই।"

বন্ধু বলিলেন—"এই ত' বাসা, আমি পাঁচ মিনিট গাড়ি ডিটেন্ করিয়ে রাখবো"—

কর্তাও অস্থিরভাবে আসিয়া উপস্থিত,—"একটা কিছু ফেলে যাওয়া আমার চিরকেলে রোগ,—অমন 'নিসনের' বাড়ির প্যানেলা জোড়াটা রয়ে গেল মশাই ;—দু'বচরও পায় দিইনি! দালানে ছেড়ে খেতে বসেছিলুম,—কাজে কর্মে খেয়াল ছিল না, সেইখানেই রয়ে গেল। বেটারা দালানও বানিয়েছে—এমুড়ো ওমুড়ো! তার ভেতর উনি আবার ওই কাহিল শরীর নিয়ে হরদম্ আড়াল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন,—রথ থাকলেও রয়ে যেতো। যাক—লোকসেনে কপাল। ও হারামজাদা বেটাও সেই যে ইস্টেশন্ কামড়ে রইলো—ন'ড়লো কি! যাক, সেই বাপ্ মলে যা খালি পা হয়েছিল মশাই,—আর এই হ'ল।"

বলিলাম—"এমনটা ত' হতে পারে না, আমরা ভুললেও ও জিনিসটি আমাদের ভুলবে না। আপনার পায়ে তবে কি ?"

সকলে তাঁর পায়ের দিকে চাহিয়া অবাক।

"তাই ত'! মনটা একদম বসে্ গিয়েছিল,—এক-ছটাক রক্ত শুকিয়ে দিয়েছে! এতক্ষণ কিছু টের পাইনি মশাই। সাধে কি ঐ চীনে বেটার দোকানের জুতো কিনি,—পায়ে আছে কিনা জানতে দেয় না। উঃ, আপনি না বলে দিলে আজ পথেই পেড়ে ফেলতো।"

কবি-বন্ধু হেসেই খুন।

জয়হরি বলিল—"ও আমার হামেশা হয় মশাই,—ওটা আমাদের পৈতৃক প্রপার্টি। বাবা আমাকে না পেয়ে সারা গাঁ-খানা খুঁজে বেড়িয়েছেন, শেষ থানায় লিখিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে এসে বাড়ী ঢুকতেই,—তাঁর কোল থেকে মা যখন আমাকে কোলে করে নিলেন,—তখন হরির-লুট!"

"তা না ত' আজ জয়হরি বাবুকে ছাড়তে আমার প্রাণ এমন করে! Things which are equal to"—বলিয়া—বলিয়া কর্তা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল।

বন্ধু বলিলেন—"নিন—সব উঠে পড়ুন!"

আমাকে বলিলেন—"মাঝে মাঝে কষ্ট দেবো কিন্তু! নামটা মনে আছে ত'—নিভৃত নিবাস রায়।"

"বলতে হবেনা বন্ধু, আমিও ওই 'মিলের' মধ্যেই মরে আছি, আমাদের নিভৃত নিবাস ছাড়া চলে না।"

বন্ধুর বদনে এক পোঁচ্ হাসি।

সেকেণ্ড-বেল্ দিতেই গাড়ি ছাড়িল।

"আচ্ছা—আমি যশেডিতে টেলিগ্রাফ্ করে দিচ্ছি—তারা আমাদের ঠিক করে গাড়িতে বসিয়ে দেবে।"

চাকা দশ-পাক না ঘুরিতেই বন্ধু ছুটিয়া গাড়ী পা'দানে উপস্থিত—

—"একটা কথা, 'পরন্তপে'র মিলটা—যশেডিতে যাকে বলবেন—সেই আমাকে টেলিগ্রাফ্ করে দেবে। নমস্কার।"

লাফিয়ে পড়লেন।

আমি মুখ বাড়াইয়াই ছিলাম, একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিলাম—

"মর্টন-চপ্"—চলবে না ?"

"বাঃ—Splendid,—চমৎকার! খুব চলবে—খুব চলবে, many thanks—"

চলুক না চলুক—গাড়ি ছুটিয়া চলিল।

৬৯

ট্রেন যশেডি উপস্থিত হইতেই একটি যুবক রেল-কর্মচারী আমাদের অনুসন্ধান করিয়া নামাইয়া লইলেন। মেয়েদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন,—

—গাড়ি এলেই আমি উপস্থিত হয়ে তুলে দেব, কুলি ডাকবার আবশ্যক নেই। ইত্যাদি।

কলিকাতা-যাত্রী গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিলে, তিনি সযত্নে কামরা খালি ও পরিষ্কার করাইয়া—লগেজ্ সহ সকলকে তুলিয়া দিয়া, গার্ডকে বলিয়া কহিয়া গেলেন। দুধ, জল প্রভৃতি আবশ্যক আছে কিনা—বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ কয়েক দোনা পান গাড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

কবি-বন্ধুর সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম,—মনে মনে লজ্জিতও হইলাম,—মনের অগোচর পাপ নাই! দেখছি সাহিত্যের মত বর্ণচোরা জিনিস কমই আছে!

জয়হরির মনের অবস্থা আজ শোচনীয়। এ যেন—সে জয়হরি নয়, উদাসী অনাথ!

একটি বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া গাড়ি হইতে নামিলেন, ট্রাঙ্ক্, বেডিং প্রভৃতি নামে না! কুলিরা পুরো এক টাকার কমে হাত লাগাইবে না। এদিকে বৈদ্যনাথের গাড়ি ছাড়িবার বড় বিলম্বও নাই!

বাবুটি কাতর ভাবে বলিলেন—বাবা, তীর্থে চলেছি, কাচ্চা-বাচ্চা সঙ্গে, কেনো কষ্ট দাও! একটা ট্রঙ্ক্ একটা বিছানার বাণ্ডিল আর দু' একটা কুচো জিনিস বই ত' নয়! আমার কাছে খুচরো যা ভাঙ্গানো আছে সব দিচ্ছি, নাবিয়ে নিয়ে দেওঘরের গাড়িতে তুলে দাও। এই দেখ একটাকা সাড়ে ছ' আনা মাত্র আছে। সেখানে পৌঁছেও কুলিদের পাওনা, গাড়িভাড়া প্রভৃতি খরচ আছে,—টাকাটি তাই রইল; এই সাড়ে ছ' আনা নিয়েই খুসী হও বাবা।"

একটা অতি কুদর্শন চেহারার লোক—"আরে ছোড়্কে চলে আও" বলিয়া কুলিদের লইয়া অগ্রসর হইতেই, জয়হরি দ্রুত গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বাবুটির জিনিস পত্র নামাইয়া আনিল এবং "আর কিছু আছে কি" বলিয়া ট্রঙ্কটি মাথায় লইয়া বেডিংটা তাহার উপর তুলিয়া দিতে বলিল।

ভদ্রসন্তান দেখিয়া বাবুটি বলিয়া উঠিলেন—"আহা আপনি কেন"—

"ওই বদ্মাইস্ বেটারা যা চাইবে তাই দিতে হবে নাকি! নিন—তুলে দিন, ও-সব ভদ্রতা রাখুন,—আমার কাজই এই—'

—"চট্ চলে আসুন, এ-গাড়ি এখুনি ছাড়বে,—আমার অন্য কাজ আছে।"

জয়হরি অগ্রসর হইতেই কুলিরা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দিন, —আমরাই দিয়ে আসছি, তীর্থ করতে এসেছেন,—দিতে না পারেন, যা ইচ্ছে হয় দেবেন।"

"তবে দিয়ে দিন মশাই"—

জয়হরি সে কথায় কর্ণপাতও করিল না, কেবল বলিল—"জাতটা বাবু হয়ে এদের পায়েও মান-ইজ্জৎ ধরে দিলে!"

কর্তার দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল—"এখুনি আসছি!"

"আর কি এমন মানুষ দেখতে পাবো!"—একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

আমার দিকে চাহিয়া বিষাদ-ঢাকা হাসির মধ্যে বিজেতার সুরে বলিলেন— "ভেবেছিলেন আমাকে ফেলে যাবেন!"

এই তাঁর শেষ কথা।

দেখা আর হইল না। জয়হরি যখন দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল,—ট্রেণ তখন ডিস্টেণ্ট্ সিগ্নেল্ পার হইয়া গেল।

জয়হরি সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষ একটা সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বড় অপরাধ হয়ে গেল!"

কিচ্ছু হয়নি, ভালই হয়েছে। এখানে আর কাজ ছিল কি। ও কাজটা এর চেয়ে ঢের বড় ছিল।"

সে চুপ করিয়া ধীরে ধীরে ইস্টেশনের একপ্রান্তে চলিয়া গেল,—লক্ষ্যহীন, উদাস!

আমারও মনটা কেমন হইয়া গেল! গাড়ি আসিতে বিলম্ব আছে। বন্ধুর সেই কর্মচারী বাবুটির সহিত বাক্যালাপে সময় কাটাইবার জন্য ইস্টেশন-ঘরের দিকেই চলিলাম।

* * * * *

ট্রেণ পশ্চাৎ ফিরিতেই ইস্টেশনের বাড়্তিবাতিগুলি সযত্নে নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ তার বড় আবশ্যকও ছিল না, প্লাট্ফর্মে জ্যোৎস্নার প্লাবন আসিয়াছে!

হঠাৎ একটা মৃদু সুমিষ্ট গন্ধ পাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে হইল। দেখি—একটি মহিলা, যুবতীই হইবেন বা যৌবনের প্রান্ত-সীমায় ইতস্ততঃ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও—অধিকার রক্ষায় যত্নবতী। নব-প্রচলিত প্রথায় পরিহিত সহজ সুন্দর বেশ-ভূষা; অর্ধ-বিমুক্ত অবগুণ্ঠন। প্ল্যাট্ফর্মের অনাবৃত অংশে পদচারণ-পরায়ণা।

সৌষ্ঠব-শোভন শারীরিক গঠন দেখিয়া মনে হইল,—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য!

আচ্ছাদন (Shade-এর) মধ্যে আসিয়া পড়িলাম! দেখি একটি বাঙ্গালী—(ভদ্রলোকই হইবেন) দুই গণ্ডে দুই হাত ঠেকো দিয়া একটি বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া আছেন। এটা অবশ্য আমি দেখিলাম,—কিন্তু তিনি যে কোথায় আছেন তাহা তিনিই জানেন,—বোধকরি ত্রিভুবনের ত্রিসীমায় নয়!

প্রাণটা ত' খারাপ ছিলই, আরো যেন সেই দিকেই এগিয়ে পড়লো। চলিয়া যাইতেছিলাম,—ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। কি জানি কেনো মন চাহিল—লোকটির সহিত কথা কহিতে! ল্যাম্পের আলোটা তাঁহার মুখের উপরই পড়িয়াছিল—

"এ কি! দয়াল না?"

চমকিয়া মাথা তুলিলেন,—"হাঁ ভাই,—কিন্তু আমি যে চিনতে পারছি না!"

"তাতে ত' অপরাধ নেই,—বিশ-বচরের ওপর দেখা-সাক্ষাৎ নেই যে"—

"ওঃ—তুমি! আরে এসো এসো ভাই—একবার প্রাণটা জুড়ুই।"

উঠিয়াই বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন—দু' তিন মিনিট।

বোধ হইল—বুকটা তাঁর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল—কয়েকবার!

"আঃ—ছাড়তে আর ইচ্ছা হয় না ভাই! সে-দিন কি আর ফিরে আসে না!"

শেষ কয়টি কথায় ও তাহা যেরূপ হতাশ কাতর কণ্ঠে অন্তর হইতে বাহির আসিল, বুঝিলাম,—গত কয়-বৎসরে দয়াল কত আঘাত কত বেদনাই না পাইয়াছে! তাহার রহস্যোজ্জ্বল বাক্যালাপ কি উপভোগ্যই ছিল! আজ এ কি পরিবর্তন! বর্তমানের উপর মানুষের ভবিষ্যতের নির্ভর কতটুকু!

বলিলাম,—"পলে পলে পরিবর্তনই ত' জীবন, তার ভালো-মন্দের মানে নেই। ও-দু'টোকেই আমাদের ভোগ করবার জিনিস বলে মেনে নিয়ে চলতে হবে,—"উপভোগের বলে যে নিতে পারে তারই জিত্‌। তা-ছাড়া ত' বাঁচবার পথ পাইনা ভাই—"

—"যাক,—এখানে? চলেছ কোথায়?—'আছ কেমন' জিজ্ঞাসা করিতে যেন সাহস পাচ্ছি না ভাই!"

আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে একটু সহজ হাসি টেনে বললে—

"দেখছি সেই পুরোণো প্রাণটা নিয়েই সমানে চালিয়ে আসছো,—আজো বেদনা বুঝতে বিলম্ব হয়না! এতদিনেও পাকলেনা!"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

—"চলেছি কোথায়?—কোথাও চলিনি ভাই (এদিক ওদিক চাহিয়া) যেখানে চালান।"

"বউদি সঙ্গে আছেন নাকি! বাঃ বেশ হয়েছে,—কোথায়?"

"বউদি বটে,—তবে তোমার সে-বৌদি নন ভাই। বিশবছরে অনেক বিষই গিলেছি…!"

প্রাণটা দমিয়া গেল।

"তবে কি"—

"হ্যাঁ ভাই—তাই। বলছি সব। তুমি একটু নজর রেখো।"

"আমি দেখছি"। ট্রাঙ্কটা নজরের সামনেই ছিল।

বলিল—"তুমি বাল্যবন্ধু—এ বলায় আমার শান্তি আছে! আজ দশবছর ভাই আমার এই দুর্দশা। তোমার সে বৌদি—আমার আলোক নিবিয়ে পরলোক গমন করলেন।

—"মাসিকে মনে পড়ে ত'? তিনি দিনরাত শোনাতে সুরু করলেন,—আমি বৃদ্ধা হয়েছি, পূজো-পাঠ ফেলে তোমার পণ্ডিতির ভাত আর ক'দিনই বা জোগাতে পারবো! বড়-দেখে একটি বউ ঘরে আন,—দেখে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজি।

"শেষ তাই ঘটালেন! অষ্টাদশবর্ষীয়া সুশিক্ষিতা "বেত্রবতী" ঘরে এলেন! ছাত্রদের পিঠে বেতের চাষ চালিয়েছিলুম,—এখন ফলভোগ করছি। অভিসম্পাৎ যাবে কোথা!

—"বছরখানেক তাঁকে বুঝতে গেল, বাকি যুঝতে যাচ্ছে! ষাট টাকায় এ সৌভাগ্য সামলানো সম্ভব নয়! চার-বছরেই 'অমরের' হাতে 'বাস্ত' বাঁধা পড়লো,—মাসি কাশী পালাবার প্রস্তাব করে শয্যা নিলেন। রেলে আর তাঁকে যেতে হলনা,—শূন্য পথেই যাত্রা করলেন।

"তাঁর হাজার সাতেক সঞ্চিত ছিল।. সর্বাগ্রে বাড়ী উদ্ধারের শপথ করিয়ে,—আমাকেই তা দিয়ে গেলেন।

—"অমর কিন্তু সে প্রস্তাব কাণেই তোলেনা. বলে—'বন্ধু হয়ে,—না—না,—

লোকে আমায় বলবে কি! তোমার স্বচ্ছল সময় হলে দিও। এখন বরং আরো কিছু নাও,—ওপরে একখানা ঘর তোলো!"

—"শেষ অনেক করে—প্রায় কেলেঙ্কারী,—কড়া-সুদে দেড়া-দণ্ডে খালাস করেছি! দেখা হলে কথা কয়না।

—"তার পর বেত্রবতীর কুমার-সম্ভবে, তাঁর আব্দার মত বাড়ীতে সায়েব-ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, মিড্‌-ওয়াইফ্‌ মায় নার্সের স্রোতস্বতী বইয়ে দিলে! আজকাল নাকি এটা অত্যাবশ্যক। এই সব উৎকট আড়ম্বরে শেষ যা হয়ে থাকে তাই হ'ল। সেই শোক আর তার ক্রোড়পত্ররূপে আমার একটা কৃত কর্মের তাড়স সামলাইতে,—এই তীর্থযাত্রা বা দেশ ভ্রমণ; অর্থাৎ সাত হাজারের ব্যালান্সের শ্রাদ্ধ বা সদ্ব্যবহার!

—"ভাবছি ফিরে সামলাব কি করে। আর ত' তেমন আশাপ্রদ মুমূর্ষু মাসি-পিসি নেই! থাকবার মধ্যে সুহৃদ—অমর। আগে ভাবতুম লাইফইন্‌সিওর করে আর কাশী গিয়ে যে যত সত্বর মরতে পারে তার তত' বেশী লাভ। এখন ভাবছি—মরতে পারলেই লাভ।

—"ভরসা ছিল extension-এর expectation (আশীর্বাদের আমদানী, দানো পেয়ে দক্ষিণে টানা)! সেদিন ইনিস্‌পেক্টর বললেন "সে আর পাচ্ছনা পণ্ডিত,—সে চেষ্টা কোরনা। অবশ্য তোমার দ্বিতীয় দার-গ্রহণটা একটা বড় কারণ রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা আর পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষা রাখেনা, সে আপনা আপনি ঘরে ঘরে বেড়ে চলেছে। সুগন্ধী তৈলের আর ছেলেমেয়ের সুছন্দী নামকরণ চিন্তায়—অভিধান, কাব্য, উপন্যাস সবই তাদের ওলটাতে হয়। তার ওপর মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন—higher-standard বাংলার (অভিজাত সাহিত্যের) কাজ করে দেয়। পণ্ডিতের পোস্ট অনাবশ্যক।

"আরো বললেন,—'সেদিন গৃহস্থ ঘরের সাধারণ পাকপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দিয়ে মেয়েদের কাছে যা পেয়েছি, তাতে দৃঢ় প্রতীতি হয়েছে—এ ভাষার ভবিষ্যৎ আপনি গড়ে উঠছে। কত শতাব্দীর পচা বা প্রচলিত গ্রাম্য কথাগুলিকে এরা এমন মাধুর্য দান করেছে, শুনলে অবাক হতে হয়, রবিবাবু

উর্বশী এখন তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে রন্ধনশালে হাঁড়ি ধরতে পারেন। দু' একটা মনে আছে—

মোচা,—কদলী পুষ্প,

পলতা-বেগুন,—বল্লরি-বার্তাকু,

শাক,—কিশলয়,

থোড়ের ঘণ্ট,—মৃণাল মন্থন, ইত্যাদি।

Splendid (অনির্বচনীয়)—না ? পণ্ডিত extension-এর (বাড়তির) আশা ছাড়ো।"

"তথাস্তু।"

শুনিতেছিলাম আর দয়ালের পূর্বকার সহাস প্রকৃতি, রহস্যপ্রিয়তা মনে পড়িয়া প্রাণটা উদাস হইয়া পড়িতেছিল। কাল—ধীরে ধীরে সবই হরণ করিয়াছে, দয়ালের খোলোসটা ফেলিয়া রাখিয়াছে মাত্র। মাঝে মাঝে কথার মধ্যে কেবল তাহাকে পাইতেছিলাম। দেখিতেছি—বাল্যের ও যৌবনেব স্মৃতিই মানুষের শেষ বয়সের সম্বল,—তারই নাড়াচাড়ায় সে ক্ষণিক স্বস্তি পায়, অবশ্য—বিষাদ মিশ্রিত। তাই দয়াল ক্ষণ-পূর্বে বলিয়াছিল,—'সে দিন কি আর ফেরেনা'!

বলিলাম,—"কুমার সম্ভবের যে ঘটা বা ঘনঘটার কথা বললে, সেটা ভাই এ যুগে সমর্থন না করে উপায় নেই। এখন আঁতুড়ে-ছেলেকেও ইন্‌জেক্‌শন (ফোঁড়ামৃত) দিতে হয়, কারণ সাবধানের মার নেই,—এটা infant mortality-র (শিশু সাবাড়ের) যুগ কিনা! তাতে মলেও সয়, ওটা দেওয়া থাকলে প্রসূতিরও দশের কাছে কথা কবার মুখ থাকে—"আর আমার দুঃখু নেই,—করতে ত' কিছু বাকি রাখা হয়নি" ইত্যাদি তখন চলতে পারে।—

—"তাই বলছি, ও কাজটা সমর্থন করি, নচেৎ একটা কিছু ঘটলে! (যদিও এ ক্ষেত্রে ঘটা রোকেনি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোকেও না)—ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে ভাই। ছেলেপুলে ত' যায়ই;—ঘটার ত' কসুর করিনি। নিজেরা ত' বেঁচে গেছো!—"

—"যাক, এত বড় শোকটা সামলাতে বউদিকে একটু বেড়িয়ে আনাই উচিত—

—"তোমার 'ক্রোড়পত্রে'র কথাটা বুঝলুমনা কিন্তু"—

দয়াল বললে,—"দেখা যখন পেয়েছি—যতটা পারি খোলসা হই। শোনবার মতো বটে,—শোনো—"

—"ডাক্তার প্রভৃতির চার-দু'গুণে আট হাত এড়িয়ে নিজে বেঁচে উঠলেন। ব্রাণ্ডি, বোভরিল্, প্যানোপেপ্‌টনে পণ্ডিতের ভিটেও ভরে উঠলো। ভাবলুম—শোকটা এখন তাজা, এই সময় 'গীতাটা' চট্ ধরতে পারে। অতগুলি জড়োয়া-জিনিসের হাত থেকে বেঁচেছেন—পুনর্জন্ম ত' বটে।—

—"জানই ত' গীতাই আমাদের দুঃসময়ের সেরা টনিক।

তার ত্যাগ-মাহাত্ম্যটা বেশ করে ব্যাখ্যা করে শেষ বললুম—"এখন দেখছি ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে কি ঠকানই ঠকিয়েছেন! পশুপক্ষীর সে-বালাই নেই,—তারা আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু চায়না। আমাদের ঝোঁক অতিরিক্তের দিকে, তাই অশান্তিও অতিরিক্ত!—ভগবান সব দিয়ে-থুয়ে শেষ বললেন কিনা—ত্যাগেই সুখ! কি বিভ্রাট! চোখ দিয়েছেন—দেখতে। আমরা তাই করে আসছি, আবার অতিরিক্ত ভাবে করবার চেষ্টাও পাচ্ছি, তাই চশমা চাই, অবশ্য—সোণার।—

—"মালিকের কিন্তু মতলব দেখছি,—ও-করায় বাহাদুরি নেই, ও-সব বন্ধ করাতেই বাহাদুরি! তবে দেওয়া কেনো প্রভু! তার উত্তর—বুদ্ধি দিয়েছি যে!

—"শ্রীভগবানের বাক্য শুনতেই হয়। তাই মনুষ্য-জন্মে ত্যাগের চেয়ে বড় কিছুই নেই; সেইটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ করণীয়; ইত্যাদি।

—"একটা ফতুরি-ফরমাজ ছিল,—নবনী-হারের আর বিজয়-বসন্ত চুড়ির। এই মানসিক বৈরাগ্যের সুযোগে সেই ফ্যাসাদটা ফিকে করে দেওয়াই আমার মতলব ছিল।

—"কাহিল শরীর, মাথা ঘুরছিল। Tinned butter (মাখন) দিয়ে নাইস্-বিস্কুট খেতে উঠে গেলেন। এটা লেডি ডাক্তারের পাঁতি (Prescription)।

বলিলাম—"ওরূপ কাহিল অবস্থায় ওটা দরকার বই কি।"

—"হ্যাঁ—খুব। সে দিন সেই শ্রীমতী লেডিকে ডাকতে গিয়ে দেখি,—ব্লাউস

গায়ে গামচা পরে মোড়ায় বসে—মুড়িগুড় খাচ্ছেন! বললেন—সত্বর সঙ্গে সঙ্গে শক্তি দিতে গুড়ের মত ওস্তাদ আর নেই। বেশী খাটুনির পর তাই খাই।"

—"যাক্। গ্রহ কিন্তু গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, গীতার ভরসায় স্যাকরাকে নূতন প্যাটার্ণের পত্তনটা পোস্টপোন্ করতে (থামা দিতে) বলে ফিরছি,—নিতি মালানী জোর করে একরাশ দো-রসা চিংড়ি গামছায় ঢেলে দিলে। বললে—"ঠাকুর আমি গরীব বেওয়া, ছেলের সাধ বড় ছিল, তা এবার ত' সে আশা ঘুচেই গেছে! ভেবেছিলুম আপনার কাছে পড়িয়ে মানুষ করে নেবো। দশজনের তা সইল না। হরি আছেন, তাঁর ইচ্ছে হলে কি না হয়! আশীর্বাদ করুন,—এর আর পয়সা দিতে হবেনা, আসছে বারে মনে রাখবেন!"

"দো-রসা মাছ শাক দিয়ে ভালো বাসেন,—এ সৌভাগ্যটুকু আজো আছে ভাই!

"এই কথা ভাবতে ভাবতে মোড় ফিরতেই শম্ভু পাল যেন মুকিয়েছিল! গামছায় মাছ দেখে বললে—"বেশ হয়েছে—তোফা হবে; আমারও কষ্ট সার্থক। দাঁড়ান—দু'ঝাড় ডেঙো নিয়ে যান!

"শম্ভু যা হাজির করলে, দেখে বললুম, একি ঝড়ে পড়ে গিয়েছিলো বাবা চেলিয়ে দিলে ভালো হত শম্ভু। ডেঙো ত' বটে!"

"আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে, একেবারে গুড়—গুড়! পুষার বীজ।"

"তাহ'লে ও আর নষ্ট কোরনা বাবা। শিউলি ডেকে ওর গলায় ভাঁজ বাঁধিয়ে দাও—খেজুর রস দেবে।"

শুনে আমার প্রাণটা hear—hear করে উঠলো। এ সেই আগেকার দয়াল।

—"শম্ভু খুব খুসী হল।

—"খাড়াভাবে দু'ধার দু'বগলে চেপে দু'ঝাড় নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই,—"বাবা গো" বলে ছুটে গিয়ে ঘরে খিল দিলেন!

"ব্যাপার কি! আমি গো আমি। ভয় পেলে নাকি?"

দোর খুলে বললেন—"ভর সন্ধ্যাবেলা, আমি বলি ডাকিনিতে গাছ চেলে আনছে! উঃ, এখনো বুক টিপ্ টিপ্ করছে!"

আমি ত' থ! তারপর সে ঝোঁক সামলে বললেন—

"সোণার জিনিসের বেলাই বুঝি তোমার যতো ত্যাগের উপদেশ বেরয়, আর অতিরিক্তের ভয় আসে! আর এই বুলবুলির বাসা সমেৎ ডেঙোর দণ্ডকারণ্য গিলতে হবে! এ ব্যবস্থা গীতার না চিতার!"

"মুখ বেঁকিয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ!

"দুঃসময়টা দ্যাখো,—বুলবুলির বাসাটা কি ওরই চোখে পড়তে হয়!—"

—"নিতি মাগ্নানীই ত' তার আসছে বারের ছেলে পড়াবার দাদন দিয়ে—এই বিপদটা ঘটালে,—হারামজাদি! আবার শোন্তো বেটার বদমাইসিটা দ্যাখো—পাজি পালের বাচ্ছা পুষার বীজ বুনে সুঁদরি বার করেছে! সন্ধ্যেবলা তাই কিনা ব্রাহ্মণকে দিয়ে বওয়ালে,—সহ বুলবুলির বাসা! আবার প্রসিকিউটার কবি হেমবাবু কিনা—"হা শম্ভো আর যো শম্ভো" করে ছোটলোককে বাড়িয়ে গেলেন! নিশ্চয়ই বেটার মকদ্দমায় বিলক্ষণ কিছু মেরেছিলেন।—

"এখন সামলাক দয়াল পণ্ডিত! বিবেচনাটা দেখলে ভাই!"

দয়ালকে নিজের element-এ (ধাতে) ফিরে পেয়ে হেসে বাঁচলুম। তবে সে হাসি পূর্বের আনন্দ দিলেনা!

—"যাক, তারপর থেকে সন্ধ্যে হলেই তাঁর গা ছম্ ছম্ করে,—গাছচালা ডাকিনি দেখেন, ও-বাড়ীতে থাকতে চাননা। গ্রামের সকলে বললে "—করছো কি,—গয়াটা করে এসো পণ্ডিত। মাসি তোমাকে বড় ভালোবাসতেন, বোধ হয়"—ইত্যাদি। ডাক্তারেরা রায় দিলেন,—"কিছুদিন দেশ-বিদেশে নব নব দৃশ্য দেখে, এ কুদৃশ্যটা মাথা থেকে মুছে আনা দরকার।"—

"সেই ক্রোড়-পত্রের এই ঘোড়দৌড় ভাই! কেমন, শোনবার মতো নয়।"

বলিলাম,—"খুব,—তখন হ'লে এতক্ষণ এন্‌কোর (ফিরে ভাই) বলতুম।—

—"আচ্ছা, তা হলে এখন গয়ায় চলেছ! Via বৈদ্যনাথ নাকি?"

"মাসির টাকা থাকতে থাকতে তাঁর কাজটা সারবারই ত' সঙ্কল্প ছিল;—সে হবার নয় ভাই। তীর্থ নির্বাচন ওঁর প্রোগ্রাম মতো হওয়াই নাকি বাঞ্ছনীয়—ইতি লেডি ডাক্তার শ্রীমতী শুক্তি দেবীর উক্তি। এবং হয়েছেও তাই। শৃণু—

—"পেঁড়ো সেরে বৈদ্যনাথে ভগ্নী সন্দর্শন সমাপ্ত, এখন ক্রমোচ্চ পুণ্য পথে —তাজমহল, কুতব মিনার, আলি-মসজিদ ও পিণ্ডদাদন-খাঁ, এই চারি-ধাম সারবার সঙ্কল্প! চয়নিকার সেরা সংস্করণ না! পিণ্ডদাদন খাঁ-টা বোধহয় আমার ওপর প্রবল প্রীতি বশতই বাচাই হয়েছে ;—অন্ততঃ "দাদন" দিয়ে আসতে পারেন! আশার কথা নয়!"

গাড়ি এসে গেল। দয়ালের কুলিও এসে তাড়া দিলে—"চলিয়ে"।

দয়াল চমকে উঠলো—"ইস্, তাঁকে একবার দেখি। তুমি ভাই এইগুলো গাড়িতে তোলাও।"

"ও হচ্ছে—তুমি যাও, তুমি যাও।"

দয়াল ছুটিল।

জয়হরি আসিয়া গিয়াছিল—কোন কষ্টই হইলনা।

জয়হরি দ্রুত নামিয়া পড়িল—দিদি উঠলেন কি না দেখে আসি।"

কে দিদি!

আসছি।

অবাক বসিয়া দয়ালের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সেকেণ্ড-বেল হইতেই—দু'জনে আসিয়া উঠিল। বৌদি মেয়ে গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়িল।

৭০

গাড়ি গতিশীল! সে কতলোকের কত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তা, হাসি-কান্না বহন করিয়া চলিল।

বলিলাম—"হ্যাঁ—এক্স্‌টেন্‌শনের (আশীর্বাদীর) যখন আর আশা নেই,—একটা কিছু ত' করতে হবে দয়াল। বসে থাকলে ত' চলবেনা ভাই।"

"রামঃ—বসে থাকতে দেবে কে! এক ভরসা—পিণ্ডদাদনের প্রভাব। ফিরতে হবে কি?"

সহসা চেরা-আওয়াজ—"ধূমাবতী কবচ?"

চমকে চেয়ে দেখি—গাড়ির পা-দানে পাক্‌তেড়ে এক সাধুমূর্তি! গলে—রুদ্রাক্ষের মালায় ছোট একটি সিঁদুর মাখানো রূপার ত্রিশূল ঝুলছে। ভালে—হোম-ভস্ম। পরিধানে গৈরিক। চক্ষু রক্তবর্ণ।

"অবধান" বলিয়া সুরু করিলেন,—"দেশের দারুণ দুর্দশা আসছে জেনে মন্ত্রসিদ্ধ আগমবাগীশ এই অমূল্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। লোকহিতার্থে মাত্র পাঁচসিকে নিয়ে বিতরণ করা হয়। তাঁর আদেশ—যতদিন না এই সজীব বর্ম বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, ততদিন আমাদের ছুটি নেই। যার যা কষ্ট এই কবচ তা কর্তন করে। অভীষ্টলাভান্তে সামর্থ মত মায়ের পূজা পাঠিয়ে দিতে হয়। এই কাগজে ঠিকানা প্রভৃতি সব পাবেন। এর গুণ ইতিমধ্যেই অনেকের পরীক্ষিত। সকল ট্রেণেই এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করি, যাঁরা অযাচিত ভাবে কবচের গুণ সমর্থন করেন,—আমাকে কিছু বলতে হয়না। এ দেশের দৈব ছাড়া পথ নেই জানবেন। জয় মা ধূমাবতি, সকলকে সুমতি দাও, দেশ রক্ষা হোক মা!"

চোখ উলটে শূন্যে নমস্কার।

গাড়িখানা বড় ছিল—বোগি! এক কোণ থেকে এক কোণে হীরের মাকড়ি পরা একটী মাড়োয়ারী—হাত জোড় করে বললেন,—"মহারাজ, আমি আপনেকো ঢুঁড়তে ছিলুম। যো তাবিজঠো দিয়েছেলেন সে বহুৎ নফা দিয়েছে। সাড়ে চারটাকায় মকাই ধরেছিলুম,—পউনে সাত দিয়েছে। মায়ের কিরপা। আউর দু'ঠো দিজিয়ে।"

আড়াই টাকা দিয়ে দু'টি কবচ নিলেন। মায়ের পূজার জন্যেও পাঁচ টাকা দিলেন।

আরো দু'তিন জন নিলেন। বললেন—তাঁদের অগুালের ভগবতী বাবুর বার

বছরের হাঁপুরে-হাঁপানি,—'হিমরড্' হার মেনেছিল,—এই কবচ ব্যবহারে তা একদম সেরে গেছে। আশ্চর্য মহিমা মশাই!

একটি হ্যাট্-কোট-প্যান্ট্ পরা প্রৌঢ় চশমাধারী বাবু, গ্ল্যাডস্টোন্ ব্যাগ থেকে টাকা বার করে বললেন—"আমাকেও দু'টো দিন।"

আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাই করছিলুম। আমি আর থাকতে পারলুমনা, বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—"মশাই—আপনি শিক্ষিত লোক দেখছি, আপনার এরূপ বিশ্বাস জন্মাবার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে?"

"আছে বইকি মশাই। তা না ত'—আমি একজন উকীল মানুষ, যাদের প্রিন্সিপল্ প্রায় পুলিসের মতই গুরুকেও মিথ্যেবাদী ঠাওরানো, আর কাজ,... অন্যের মাথা মুড়ুনো, সেই আমিই মাথা মুড়ুচ্ছি!—রোগ, দুঃসময়, এসব ত' দেখাই ছিল কিন্তু কুচ্‌কুচে কালো মেয়ে—ফুটফুটে গৌরাঙ্গী হয়, এই অভাবনীয় ব্যাপার—তাও চক্ষে দেখলুম! আবার ভোলা-গাঁয়ের গোটাসাতেক রাবিস্ ফেঁসো-ছেলে, তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল্ করে যাত্রার দল ফেঁদেছিল; এই কবচ ধারণ করে এ বচর সাতটাকে সাতটাই,—শ্রীমন্তের পালা যাদের পুঁজি,—ফার্স্ট ডিভিসনে পাস্! অসম্ভব—সম্ভব করে দিয়েছে মশাই! এ অঞ্চলে এমন রেজাল্ট কস্মিন্‌কালে হয়নি। সেই ভোলা-গাঁর নাম পর্যন্ত বদলে এখন "পাস্-গাঁ" দাঁড়িয়ে গেছে। সন্দেহ আর করি কি করে! আমারো দু'টো হাবাতে ছেলে ঐ ইস্কুলে পড়ে,—ম্যাট্রিক দেবে। Prevention is better—(আগুসারটাই ভালো),—নয় কি! কি করি—প্যায়দায় নেওয়াচ্ছে মশাই! দু'টো ছেলেকে আর এক বছর পড়াতে—মাইনে আর পরীক্ষার ফি দিতে ফতুর না হয়ে—আড়াই টাকায় নিশ্চিন্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?"

বলতেই হল—"হাজার বার।" কিন্তু হতভম্ব মেরে গেলুম। দৈব-শক্তিতে সবই সম্ভব—তা মানি। আগমবাগীশ ত' বহুকাল নিগম নিয়েছেন, দেশের অবস্থাও ত' অকস্মাৎ এমন হয়নি। এ দুর্লভ মাণিক এতকাল কোন স্ফটিকস্তম্ভে গা-ঢাকা ছিলেন! কালো—গৌর হয়! এ যে "যাবার বেলা পেছু ডাকে!" আচ্ছা—এই সুযোগে দেশটা colour-bar (বদ-রং) ঘুচিয়ে রংয়ে রং মিশিয়ে নিকনা!

এমন মিঠে জিনিসটে উপভোগ করতে দিলেনা। দয়াল উস্‌খুস্‌ করছে। ইতিমধ্যে জয়হরিও তিন টান পেয়েছি বলে—"এই বেলা নিয়ে ফেলুন এক-মুঠো, এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে।"

শেষ দাঁড়িয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কয়টা চাই?"

কাণে কাণে বলিল—"মা'র দাঁতের জন্যে একটা,—আপনার জন্যে একটা, আর"—

"আর তোমার মাথার জন্য একটা, বুদ্ধির জন্য দু'টো, ঘুমের আর নাক-ডাকার জন্যে..."

"না—শুনুননা ওঁরা চলে গেলেন—ওঁদেরও ত' চাই। দু'জনেরই ভূতের ভয়; আবার কর্তা বলছিলেন—পাগল হতেও দেরি নেই।"

"তোমার সঙ্গে থাকলে—আমারও ত' বড় দেরি নেই!'

"কিন্তু বারটা নেওয়া চাই-ই।—লোকটির চোখ দেখেছেন,—আসোল! ও আমি চিনি।"

দেখি দয়াল দু'টো নিয়ে ফেললে।

দেখে জয়হরি হাঁপাচ্ছে—"গেলো ফুরিয়ে!"

কি জানি—শেষ ঠোকতে না হয়। তিনটে নিতেই হ'ল। একটি জয়হরির দুর্ঘটনাদি অপঘাত নিবারণার্থে।

এক পয়সা রাখতে পারিনি, সুতরাং ব্রাহ্মণীর শুভ স্বর্গ কামনায় দ্বিতীয়টি। আর তৃতীয়টি নিজের কাশীপ্রাপ্তির লোভে।

"তিনটিতে কি হবে মশাই!"

বলিলাম,—"ঠিকানাটি সযত্নে রেখে দিও, পরে আনালেই হবে।"

"তখন যদি—"

"যথেষ্ট—যথেষ্ট। যখন গোটা-ভারতের দুর্ভাবনা ওর ভেতর রয়েছে,—বহুৎ কারখানা বসে গিয়ে থাকবে। আশা করি ভারত-ভূমে দুইটি মাত্র স্বদেশী কারখানা বিরাজ করবে, কালিমাটী আর কাঁচরাপাড়া। ন চ দৈবাৎ পরং বলম্; হিঁদুর

দেশে ও বস্তুটির মার নেই। দেখবে—দৈবের কাছে সকলেই মাথা নোয়াবে,—অন্ততঃ ·গোপনে। এবং সেইদিন—ভারতের শক্তি সকল মিঞা বুঝবেন। মা একবার ঝেড়ে কুলোর বাতাস দিলেই সাফ।"

গাড়ি ঝাঁঝায় থামতেই,—সমর্থক বক্তারা নেবে গেলেন। সাধুও নাবলেন।

দয়াল ভায়া হঠাৎ কোট আর জুতো খুলে রেখে, মাথার চাদরখানা জড়িয়ে নেবে পড়লো।

"কোথায় ?"

"আগর ইস্টেশনে ফিরে আসবো।"

বোধহয় বউদির খবর নিতে।

জয়হরি তাকে বললে—"দিদি হঠাৎ সাধু দেখলে আঁৎকে উঠতে পারেন; —ভয়ঙ্কর তেজপুঞ্জ। তাঁকে জানিয়ে দেবেন।—আমি যাবো ?"

"না—না, সে ভয় নেই।"

মেয়ে-গাড়ি পার হইয়া দয়াল চলিয়া গেল। কেনো গেল, কোন গাড়িতে উঠিল,—রাত্রে বুঝিতে পারিলাম না। পূর্বে তার রঙ্গাভিনয় অনেক দেখিয়াছি,—তাই নাকি ? না—এখানে আর এই মানসিক অবস্থায় তাহা ত' সম্ভবই নয়।

জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"খুব মিলে গেছে মশাই !"

মাত্র "হুঁ" বলিয়া নীরব রহিলাম।

দিদি যে কে তাহা আঁচিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু কখন কি করিয়া এর সঙ্গে পরিচয় হইল !

এই কথা ভাবিতেছি,—গাড়ি থামিল,—দয়ালও ফিরিয়া আসিল।

আমার প্রশ্ন-দৃষ্টির মর্ম বুঝিয়া বলিল,—দেখলুম—আমাদের গাড়ির সেই দলটি আবার এই ট্রেণেরই একখানি আকণ্ঠ বোজাই থার্ড-ক্লাসে গিয়ে উঠলেন। তাই —কারণ জানতে অনুসরণ। কিছু পরেই—সাধুজিরও আবির্ভাব। পরে—সেই বুলি, সেই সমর্থন! আগন্তুকরা আবার দু'চারটে করে কবচ নিলেন,—প্রভাবের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টারূপে সাফাই গাইলেন।—ইত্যাদি...'

বলা শেষ করে দয়াল আমার দিকে চাইলে।

বলিলাম,—"তুমি কি ভাবছ জানিনা,—তা তুমি যাই বলো,—দৈবশক্তিতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

জয়হরি আমার নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, বলিল,—"তবে মশাই!—হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন! শুনলেন ত'…"

দয়াল বলিল,—"বেশ-ত' আমার এ-দু'টো তুমিই নাও!"

জয়হরি বলিল,—"না,—তা বলছিনা, তা কি হয়"—

গাড়ি কিউলে থামিল!

বলিলাম,—"এইখানেই আমাদের নাবতে হ'ল ভাই।"

আমার দিকে চাহিয়া দয়ালের চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তোমার ঠিকানাটা দাও,—এ কয় ঘণ্টা যৌবন ফিরে পেয়েছিলুম * * * আর একবার দেখা দিও ভাই।"

তার দৃষ্টি কি কাতর! সেই সঙ্গে তার মর্মটা যেন বেরিয়ে আসছিল!

বলিল,—"আমিও নাবি,—ওঁকে একবার দেখি।—তোমার সঙ্গে আর পরিচয় করালুমনা ভাই,—ইচ্ছে করেই।-

কথাটা বলিতে তাহার বুকে যেন বাজিল!

বলিলাম,—"এখন থাক—ফিরে এসো। গিয়ে দেখা করবো।"

আলিঙ্গন করে—চলে গেল,—ব্যথার বোঝাটা আমার বুকে রেখে!

দেখি—জয়হরি মেয়ে-গাড়ির সামনে নমস্কার সারছে!

এখনও আমাদের গাড়ির দেরি ঢের।

শীতের রাতের প্রথম যাত্রা-দিনের দেখা—প্ল্যাট্‌ফর্মের সেই অদ্বিতীয় সিংহাসন,—বেঞ্চিখানি দখল করিবার আশায় দ্রুত চলিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময় রোকেনা! সেই "ধেমোশালিক" বেঞ্চের উপর স্থাবর সম্পত্তির মত বিরাজ করিতেছেন!—কোম্পানীর constant quantity—মৌরুসী-মাল নাকি!

সেই পরিচিত বাজখাঁই আওয়াজ আসিল,—"চমকাবেন না,—সেই বটে!—আপনার সেই সজীব গ্রহটি কোথায়! হত্যের-মাল হারিয়ে এলেন না কি! কিছু হলনা বুঝি!—দাঁড়িয়ে নাক ডাকে—ও যে শিবের অসাধ্য! আহা—জোয়ান-ছোকরা ছিল। বেহারে থাকতে এসেছিল বুঝি,—যাক বেঁচে গেছে!"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া—"আপনি প্রাচীন লোক দেখছি,—যাবার সময় কবচ-টবচ নেননি বুঝি!—নিতে হয়।"

ভাবিলাম,—প্রবীণ লোক, গতবারের পরিচয়েই বুঝিয়াছি—অভিজ্ঞও কম নন। এঁর মতামতের মূল্য আছে। বলিলাম—

"আপনি ত' এই অঞ্চলেই থাকেন"—

"আর কোন চুলো রাখতে দিয়েছে কি! বলেছিতো—ভিটে না ঘোচালে কি "দামি-শ্যাল" হওয়া যায়—না "দামি-শ্যালের" দলিল (Domiciled certificate) মেলে!"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন—এই যে গাড়িতে কবচ"—

"জানি বই কি,—শুধু গাড়িতে নয়—বাড়িতেও! নিয়েছেন নাকি,—ক'টা? উহুঁ,—ও দু' একটার কাজ নয়,—একেবারে ডজন খানেক নিয়ে রাখুন, লাগালেই ফতে। যে জাতের ধর্মই বল, তাদের ওইতো সম্বল। ভারি ওস্তাদ মশাই—ভারি ওস্তাদ; ধর্মে বিশ্বাস্ রাখেন ত'?"—

—আস্তিনটা বগল পর্যন্ত টেনে,—"এই দেখুননা—একুশটোয় পৌঁছে দিছি, হাতে যেন গণ্ডমালা গজিয়েছে! এখন ওঁদের ধর্ম ওঁদের কাছে! আমার ভাববার দরকার কি।—

—"এখানে থাকতে হলে যে চাই মশাই। সব এক কিনা, ভারি দরকার,—এটা যে আমাদের তথাগতের "বিহার"—অহিংসার নার্সারি, ভাই ভায়ের দেশ!—চাকরিতে না ঝুঁকলেই—সব রামের ভাই, ঝুঁকেছেন কি—আলমগীরের! তোফা থাকা গেছে মশাই!"

—একটু নীরব থাকিয়া—

"হুঁঃ,—বাংলা আমাদের বেঁচে থাক,—যত হাঘরে আতুর অনাথের অতিথশালা,—গৌরীসেনের ঢালা-বরাদ্দ—ভ্যাগাবণ্ডের ভগীরথ।—

—"বাঙালীদের "ইন্‌টেলিজেন্ট" বলে সুনাম আছে কিনা,—ছেলেরা চট্ অবস্থা বুঝে নিয়ে এগিয়ে পড়েছে—গোঁফ ফেলে সব ভাগ্যহীন দাঁড়িয়ে গেছে! এইবার সিঁদকাটি গড়াক। কি বলেন, তয়েরি অন্ন আপ্‌সে এসে যাবে।—শ্রীঘর বলেনা?"

একটা তিক্ত হাসি হেসে বললেন—"নিয়ে ফেলুন—নিয়ে ফেলুন এক মুঠো। আশায় খাসা থাকা যায়—মন্দ কি!"

আমি অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলুম,—সেই পূর্বের পরিতপ্ত সুর। লোকটি বহু আশায় দেশের ভিটে খুইয়ে "ডোমিসাইল্ড্" হয়েছিলেন, শেষ ঠেকে ঠেকে হতাশ হ'তে হয়েছে। সব কথার মাঝেই তার জ্বালা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়—ফুটে বেরয়।

জয়হরি উপস্থিত হতেই—

"এই যে,—আছেন! ফিরেছেন দেখছি! বাবার কৃপা।"

আমার দিকে ফিরে—"আগে ওঁকে একটা চড়িয়ে দিন.—আমার ত' দেখলেন, —অধিকন্তু ন দোষায়। কি জানি মশাই—কিসে কি হয়। ওর লাভ কি জানেন, —আশা। তাই নিয়েই ত' জীবনটা কাটালুম মশাই।—

—"আচ্ছা—আপনি বসুন, আমার গাড়ি এসে গেল। নমস্কার—"

চলে গেল।

জয়হরিকে চালানী দধির-কলসী-কুঞ্জের দিকে ঝুঁকিতে নিষেধ করিয়া, বেঞ্চির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—

বিদ্রোহী-ভাগ্য লোকটিকে একেবারে দুঃখবাদী দাঁড় করিয়ে দেছে। ওর ধারণাগুলা—অনেক দুঃস্থেরই প্রাণের কথা বটে!

আশার একটা আরামও আছে—সেটা সকলেরই সম্বল।...

*   *   *   *   *

জয়হরি চার-কাপ্ চায়ের অর্ডার দিয়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরিয়া প্রসাদী-পেঁড়ার ভার কমাইতেছিল। ডাক পড়ায় হাজির হইল।

"চার কাপ্ কি হবে?"

"এই দেখুন না,—সেই বেলা ১২টা থেকে খাড়া অনাহার চলেছে,—আবার কাল বারটা!"

এই বলিয়া দু'কাপ শেষ করিয়া ফেলিল। আমি এক-কাপ খাইয়া দ্বিতীয়টি তাহার দিকে ঠেলিয়া দিলাম।

"এই সময় ধীরে সুস্থিরে কিছু খাবার কিনে রাখাই বুদ্ধির কাজ মশাই। রাস্তার-রাত ফুরুতে জানে না, কাটাতে হবে ত'। যে ভীড় দেখছি বেটারা হাঁ করে আছে, খঞ্চে খালি করে ফেলবে।"

"বেশ,--বুদ্ধির কাজটা করেই ফেল, যা দরকার হয় লও; আমি ও-সব খাবনা।"

"অমন ভুলটি করবেননা,—ভোরে আবার জাহাজে ওঠা আছে—চড়াই ওতরাই অনেক করতে হবে—

"ওরে,—এই দুধওলা, ভালো হায়?"

"খুব ভালো আসে বাবু?"

"মশাই, খুব বলকারক জিনিস, এর ভেতরই মুঙ্গেরের ঘি'র বীজ রয়েছে।—কেত্তা হয়?"

"সের ভর্‌সে উপর হোগা।"

"ঐ সের ভরই হ'ল—দে।"

কিন্তু দেবে কিসে! পাত্রাভাব। এদিক ওদিক চাহিয়া শেষ আমাকে হাঁ করিতে বলিল!—"তারপর আমি ত' রয়েছি মশাই।"

"তুমিই খাও;—এই ক'ঘণ্টা যেন প্রাণটা থাকে।"

"কিছু ভাববেন না,—পেটে পড়লেই সারসাপেরিলা!"

"দে" বলিয়া সেই-যে হাঁ করিল, একেবারে নিঃশেষ করিয়া নিবৃত্তি!

"খেলেননা—বেশ গরম ছিল মশাই।"

আমি আর কথা কহিলামনা,—মনে মনে ভগবানকে জানাইলাম—"এই ক'ঘণ্টা যেন বাঁচে প্রভু!"

গাড়ি আসিয়া গিয়াছিল.—উঠিয়া বসিলাম। ছাড়িবার পূর্বে সে-ও আসিয়া ঢুকিল।

"বেশি কিছু নিলুম না মশাই। এই সের দেড়েক পূরি আর কুমড়োর ঘণ্ট। এমন বড়িয়া বানায়—খোসা, বিচি, বোঁটা, কিছু ফেলেনা কিনা—খাঁটি মাল। বাড়ীতে অমনটি জোটেনা।—মিষ্টি সঙ্গেই আছে।

—"নিন, সেরে রাখাই ভালো,—রাস্তায় জল পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! আবার রেলে কত রকম দুর্ঘটনা থাকতে পারে,—লোকসান না হয়।"

দুর্ঘটনার কথা ত' আমিই ভাবছিরে ইস্টুপিড্! বলিলাম—

"বেশ—খেয়ে নাও। এখন পারবে?"

"দুধ তরল জিনিস—ঠেল পেলেই সরে পড়ে যে। দেখুন—রেলে আর মাছ ধরতে গেলে খিদে বাড়ে, এ আমার দেখা আছে মশাই।"

যা ইচ্ছা করুক।—করিলও।

চক্ষু বুজিয়া তাহার নাসিকাধ্বনি শুনিতে শুনিতে চলিলাম।

প্রায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে সাহেবগঞ্জে নামিতে হইল। সে-গাড়ি চলিয়া গেল।

এখন অনেকক্ষণ স্থিতি! জয়হরিকে কম্বল বিছাইতে বলিয়া সিগারেট ধরাইলাম!

ভাগ্যে সে আরাম লেখে নাই। সঙ্গে প্রবল গ্রহ ত' কায়েম আছেনই,—তদুপরি ঝড়ের বেগে এক উপগ্রহ উপস্থিত! বলিলেন—

—"এই মাত্তোর মশায়—মশাই এই মাত্তোর! চামড়ার নতুন নতুন একটা ব্যাগ হাতে,—যেতে দেখেছেন কি? দয়া করে বলুন মশাই"—

"না ভাই, আমরাও এইমাত্র গাড়ি থেকে নামলুম।"

বিরক্তির সহিত—"সে-ত' আমিও মশাই,—এখানে আর নৌকো থেকে নেবেছে কে!" বলিয়াই ছুটিলেন।

অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটু হাসি আসিল,—আফোটাই রহিল। সিগারেটটা আত্মহত্যা করিতে লাগিল।

জয়হরি বলিল—"আমাদেব সেই কবিরাজ মশাই না? এখন আর ওখানে থাকেন না।"

"ও—গলাটা তাঁরই মত বটে। ইস্টেশনের সব ধর্মভীরু লোক, গাড়ি পেছু ফিরতে তর সয়না—আলো নিবিয়ে দেয়"—

তখনি দ্রুত প্রত্যাবর্তন,—"এর মধ্যে কোথায় আর যেতে পারে,—পাখী ত' নয়! ইস্টেশনের কেউ একটা কথা কয়না—সব বেটা, উঃ"—

"কি হয়েছে মশাই—ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার শোনাবার সময় নেই মশাই,—সর্বনাশ হয়েছে"—

"এই—কে শুয়ে" বলিয়া,—অনতি দূরেই একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল,—তাহার গাত্রবস্ত্র টানিয়া খুলিয়া ফেলিতেই, ঢাকা-হাঁড়ির সরা-খোলা কেউটের মত গর্জিয়া সে লোকটি একদম খাড়া!—'বেটা চোর, গায়ের কাপড় চুরির চেষ্টা", বলিয়াই তাঁর হস্ত ধারণ।

"ছাড়ুন মশাই—সর্বনাশ হয়েছে"—

"আমার গায়ের কাপড়ে সর্বনাশ ঢাকবে! পুলিশ—পুলিশ"—

বলিলাম,—"ওঁর বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে—ছুটো-ছুটি করে বেড়াচ্ছেন, মাথার ঠিক নেই"—

"কি বলছেন মশাই!—দুনিয়ায় ক'জনের মাথার ঠিক আছে—খবর, রাখেন!

যিনিই মাথা নিয়ে জন্মেছেন তাঁরই ওই দশা,—আমারি কি আছে! গর্ভ থেকে একেবারে কন্ধকাটা হয়ে না পড়তে পারলে আর ও-রোগের হাত এড়ানো যায়না মশাই!—

—"না হ'ক আপিনের নেশাটা ছুটিয়ে দিলে!—সর্বনাশ হয়েছে,—আর ত' কিছু নয়! বহুৎ আচ্ছা—ও সকলেরই হয়। রামের চেয়েও নাকি! আর বাড়িও না বাবা,"—

এই বলিয়া হাতটা ছাড়িয়া দিলেন। পরে—

—"এখন সেয়না-ছেলে হয়ে, তাড়াতাড়ি 'শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো।—

—"খোয়া জিনিস ফিরে পাওয়া যায়নারে বাবা—যায়না। অমন জল-জ্যান্তো পরিবারটা—শিব—শিব—শিব"!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—"তবু তাঁর পা ছিল,—ফিরলো কি! ফেরেনারে বাবা—ফেরেনা,—ফেরেনা! বৃষকেতু, শ্যমন্তক—ওসব যা শোন, তা কেতাবের পাতায় ফিরে পাওয়া গিয়েছিল। শোন কেন! আর মাথা খারাপ ক'রনা।—তামাক টামাক আছে?"

আমি একটা সিগারেট দিলুম।

কবিরাজের সহিত চেনাচিনি হইল। ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আর মশাই! নবাব-দরবারে চলেছি,—সম্ভ্রম রাখা ত' চাই,—নতুন একটা ব্যাগ্ আঠার টাকা দিয়ে কিনে, তার মধ্যে দু'খানা পোষাকি কাপড়, একখানা সিল্কের চাদর—পিরোজা পাগড়ি, নগদ চৌষট্টি টাকা—আর"—

এই পর্যন্ত বলিয়া—কপালে হাত ও নিশ্বাস ত্যাগ!

—"আর একজোড়া—"শৃগাল শৃঙ্গ"—দুষ্প্রাপ্য জিনিস মশাই—"

ঘুমভাঙা লোকটি বাধা দিয়া "কি—কি দুষ্প্রাপ্য—শৃগাল সিংহ? অভাব কি! প্রভুদের পাল্লায় পড়নি বুঝি!"

"আজ্ঞে—সিংহ নয়,—শৃগাল শৃঙ্গ।"

"শ্যালের সিং? কত চাই! পথে ঘাটে—পথে ঘাটে। চোখ চেয়ে চলনা বুঝি?"

বলিলাম—"কথাটা আগে শুনুনই না।—বল কবিরাজ।"

"ঐ দুর্লভ জিনিস সম্বল করেই যাত্রা করেছিলুম মশাই। আগের স্টেশনে টিকিট্ বার করে রাখতে—ব্যাগ্ খুলেছিলুম। এখানে নাবতে গিয়ে আর ব্যাগ্ নেই! একজন মোশনেই নেবেছিল—এ তারই কাজ। এক মিনিটের এদিক উদিক মশাই, কোথাও দেখতে পেলুম না।—

—"টাকা যাক দুঃখু নেই, শ্যালের সিং থাকলে অমন অনেক চৌষট্টি টাকা আসতো,—নবাবের রোগ এক তুড়িতে আরাম হোতো। ও-জিনিস আর কোথায় মিলবে! চণ্ডীর পাহাড়ের এক সাধুর কৃপায় পেয়েছিলুম।"

এই বলে,—ছেলেদের খেলার 'রবার্-বেলুন' ফেটে হাওয়া বেরিয়ে গেলে যেমন চুপসে পড়ে যায়,—কবিরাজ মশায় সেই মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চুপসে বসে পড়লেন।

ঘুমভাঙা লোকটি বললেন—"এই সর্বনাশ! মাথা খারাপ বটে! আরে বাপু —টাকায় বাঘের চক্ষু মেলে,—বিভীষণ মেলে, ওই চৌষট্টি টাকাটাই আসল ক্ষতিরে বাবা! ও শ্যালের শিং ঢের মেলে হে ঢের মেলে! আবার রকম আছে; চণ্ডীর পাহাড়ে যেতে হবে কেন,—ওর আড়তে যাওনা,—শ্যালদায় বহুৎ। সেই শিংয়ের মুখেই যথাসর্বস্ব দিয়ে এই ফকির-সিং বনে বসে আছি!"

যাক,—শ্যালের শিং লইয়া আলোচনায় প্রায় প্রভাত। ঘাটের গাড়ি উপস্থিত হইয়া গেল।

এতক্ষণ জয়হরির দিকে কারুর লক্ষ্যই ছিল না। সে দেখি গভীর নিদ্রামগ্ন,—নাসিকা ভীষণ কলরব-রত।

চাদরের মালিক চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"একি! রোগী নাকি? আমি বলি—আশেপাশে কোলা-ব্যাংয়ের আড্ডা আছে! মানুষ?"

* * * *

গাড়ি ঘাটে পৌছিতে যখন জাহাজে গিয়া ওঠা গেল তখন ভোর;—রাতের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই। পাহাড় আর জঙ্গল ঘেরা কোলাহল শূন্য গাম্ভীর্যের মধ্যে, মৃদু বায়ু স্পর্শে গঙ্গার ঘুম ভাঙিতেছে। কি প্রশান্ত পবিত্র দৃশ্য!

জয়হরির দিকে চাহিয়া বলিলাম—"এই সময়—যে ভগবৎ চিন্তা সম্বন্ধে অসাড়, তারও ভগবানের নাম আপনি আসে"—

"ঠিক বলেছেন,—তা খুব আসছে মশাই, ঘন ঘন আসছে! উঃ—উহু হু, রক্ষা করো মা!"

দুই কোঁকে হাত দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। চঞ্চলভাবে এধার ওধার করিতে লাগিল। আমি তখন একটু অন্যমনস্ক।

রশি খুলিয়া বাঁশী বাজাইয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

সহসা জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া ব্যথা-বিকৃত মুখে বলিল—

"করছি ত' খুব,—নামে যে আর রোকে না, মশাই! গরম দুধ না খেয়ে বেশ করে…উহু—বাপ্‌রে"!

দেখি—ঘামিতেছে।

"একি,—কি হোল?"

"হয়নি,—কিন্তু হবেই মশাই!—বেহার ফর্ বেহারিজ্ (Behar for Beharis) ওদের দুধ ওদেরই সয়!—ও—রে বাপ্‌—রে মা, কোন প্রকারে বাড়ী পৌঁছে দাও,—বাড়াবাড়ি না হয়!

* * * *

ও-পারে মনিহারী। মনিহারী পৌঁছিয়া—ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিতে হয়।

জয়হরির যখন সাক্ষাৎ পাইলাম—চেনা ভার! মস্তকাদি মায় ভ্রূ-পর্যন্ত সাফ্ মুণ্ডন করিয়া গঙ্গা-স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে উপস্থিত। বাঁ হাতে বড় বড় গল্‌দা চিংড়ি—দু' ডজন হইবে। প্রথম দর্শনে চিনিতে পারি নাই। সে-ই কথা কহিল—

—"পাপ পুষতে নেই মশাই—গঙ্গার ওপর…! মা একজন সদ্‌ব্রাহ্মণও জুটিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে বিধান নিয়ে…

—"আর—এই দেখুন না, খুব সস্তা,—এক টাকায় মিলে গেল! দেখে মা খুব খুসী হবেন! ১২টার মধ্যে ত' পৌঁছুব—আজই ভোগ লাগানো যাবে।"

আমি ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম—একটা কিছু না ঘটে! আজই ভোগ লাগাবার কথা শুনিয়া অবাক এবং আশ্বস্ত দুই-ই হইলাম।

"এইবার ত' কিছু খেতে হবে,—পেটে আর কিছু নেই মশাই।"

এ অবস্থায় বুদ্ধি বাক্য একদম অচল—কেউ কাজ দেয়না। তবু বলিতে হইল—

"এখানে ভালো খাবার পাওয়া যায় না, গাড়িও ছাড়ে ছাড়ে, কাটিহার পৌঁছে যা হয় কোরো।"

গাড়ি ছাড়িল।

পাশ দিয়াই একটি ফোঁটা-তিলক কাটা লোক, এক সাজি আণ্ডা লইয়া যাইতেছিল। জয়হরি তাহাকে দেখাইয়া বলিল—"ঐ সেই ব্রাহ্মণটি,—চার আনাতেই খুসী হলেন।"

দেখিয়া বুঝিলাম—রেলের কোন সাহেবের মাদ্রাজী কি উড়ে বেহারা!—ভাঙিলাম না।

"ধর্মকর্ম এ সব দেশেই আছে মশাই।"

আমি সিগারেট ধরাইলাম।

* * * *

ট্রেণ কাটিহার পৌঁছিতেই পেঁড়ার পাত্রটির কাণা ধরিয়া ঝুলাইয়া জয়হরি নামিয়া পড়িল।

বুঝিলাম—প্রসাদের কণিকা মাত্রও অবশিষ্ট নাই,—শিহরিয়া উঠিলাম! পথের-খোয়ায় পরিণত—সেই 'ম্যাকাডামাইজিং মেটিরিয়েল' তাহার পেটে গিয়াছে!

আর ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দাও ঠাকুর!

"তীর্থ থেকে ফিরছেন, পাড়ার সকলকেই প্রসাদ দিতে হবে ত'।" বলিতে বলিতে—রসগোল্লা-পূর্ণ পাত্র লইয়া ফিরিল।

"বেশ করেছ ওতে আর হাত দিওনা" বলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলাম।

সহসা—"এই—ওরে এই বর্বর (Barbar) দাড়িটে কামিয়ে দে'যা।"

দেখি,—সে মুখের দিকে তাকাইয়া, একটু হাসি টানিয়া,—"বাওরা হায়" বলিয়া চলিয়া গেল।

"ছোট লোকের তেল হয়েছে দেখেছেন,—মেয়েরা চুল ছাঁটাচ্ছে কিনা! আচ্ছা বেটা, পৌঁছেই Self shaving (স্ব-চাঁচ্) সরঞ্জাম কিনছি! একটা পছন্দ করে দেবেন ত'।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"কি পাগলের মত' বোকচো ও কামাবে কি! এখনো এক ঘণ্টা হয়নি ভুরু পর্যন্ত ভাসিয়ে এসেছ যে!"

তখন মুখে হাত বুলাইয়া বলে—"ও তাইতো,—ঠিক ধরেছেন! কখন দেখলেন, আপনি ত' তখন ছিলেন না!—

"বেটা কখন কামালে বুঝতেই পারিনি! একি আমাদের মধু নাপিত—জ্বালায় তিনদিন জানিয়ে রাখবে!—

"—সেই সময় আবার গল্দা চিংড়িগুলো এসে পড়েছে—উঠে না যায়, জোর নজর রাখতে হয়েছিল কিনা!"

অদূরে সেই বার্বারকে লক্ষ্য করিয়া—"যা বেটা—বেঁচে গেলি,—ও-সব আর কিনছি না।—

—"ওরে—এই পান,—দো' পয়সাকা দেও। খাবার অনেকগুলো খেয়ে ফেলেছি, গা'টা কেমন করছে।"

গাড়ি ছাড়িল।

বেলা এগারোটা আন্দাজ পূর্ণিয়া স্টেশনে পৌছিলাম।

এখনো আছে,—দ্বিচক্র ছক্কড়ে চার মাইল! ভীষণ এইটিই,—অস্থি স্থানচ্যুত হইবার ত্রাসে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে; মেরুদণ্ডের খিল আল্‌গা হইয়া ঢিলে মারে! ছ'ফুট খাড়ায়ের মধ্যে ঢ্যাংগা মানুষের সোজা হইয়া বসা সম্ভবই নয়,—তিন মাসেই ধনুক!

* * * *

বাসার সন্নিকট হইতেই জয়হরি গল্দাচিংড়ির গোছা লইয়া তড়াক করিয়া নামিয়া—"মৎস্য মঙ্গল সূচনা করে মশাই" বলিতে বলিতে দ্রুত অগ্রগামী হইয়া গিয়া,—আমার পাঁচ সাত মিনিট পূর্বেই গৃহ প্রবেশ করিল।

ভগবানের অসীম কৃপায় এই অসম্ভব সম্ভব হইতে দেখিয়া গাড়িতে বসিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিলাম।

ছক্কড় ছাড়িয়া ভূমিষ্ট হইতেই—দ্বার পথে দয়িতা দেখা দিলেন,—বোধহয় অভিনন্দনার্থে।

বিহার সাহিত্য ভবনের প্রকাশিত

—পুস্তকাবলী—

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট— (২য় সংস্করণ)	৩৲
বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ—	৩৲
বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ— (২য় সংস্করণ)	৩৲
বিরূপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা—	৩৸০
চীনযাত্রী—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
আই-হ্যাজ— „ „	৪৷০
হিসেব-নিকেশ— „ „	[illegible]
দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প— „	[illegible]
অষ্টক—শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়	[illegible]
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	৩৲
অগ্রগামী—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৲
প্রাচীন কথা ও কাহিনী—শ্রীসন্ধ্যা ভাদুড়ী	১৷০
কালপেঁচার নক্শা—"কালপেঁচা"	৫৲
কালপেঁচার দু'কলম—"কালপেঁচা" (সদ্য প্রকাশিত)	২৷০